INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 22nd July, 1983, Friday, at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair the Deputy Chief Minister, 10 Minister, the Deputy Speaker and 40 Members,

QUESTION ANSWER

(To which oral answers were given)

Mr. Speaker:—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

(শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকারঃ- শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ- কোয়েশ্চান নাম্বার —৫২।

মিঃ স্পীকার কোয়েশ্চান নাম্বার—৫২।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার—৫২।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ব্লকের কুকিনালা রিয়াং পাড়াতে পশুপালন দপ্তর কি কি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন ও ঐসব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে, এবং

২। ঐসব কাজে পানিসাগর বি. ডি. সি. এর অনুমোদন আছে কি ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরায় পানিসাগর ব্লকের কুকিনালা রিয়াং পাডাতে হাঁস পালন পরিকল্পনার মাধ্যমে ৫০টি পরিবারকে ২৪টি করিয়া হাঁস এবং ৪মাসের খাদ্য শতকরা ১০০ ভাগ ভর্ত্তুকীতে বিতরণ করা হইয়াছে, এবং তদুপরি একটি হাঁস পালন সমবায় সমিতি গঠণ করা হইয়াছে। এবং ঐসব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য সর্বমোট এক লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

২। ঐসব কাজে বি, ডি, সি, এর অনুমোদন নাই তবে বি, ডি, সি, এর অনুমোদন আছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—এই যে ১ লক্ষ টাকার যে বিরাট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এই পরিকল্পনা রীতি মত কার্য্যকরী হচ্ছেনা বলে, আমাদের পানিসাগর বি, ডি, সি, এর অনেক সদস্য অভিযোগ করেছেন। কাজেই, এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা:—ঐ রকম কোন অভিযোগ আমাদের কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু এখানে বলেছেন কাজেই আমি বিষয়টি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার:- শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

(শ্রীরসিরাম দেববর্মা অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার:- শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান:- কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

মিঃ স্পীকার:- কোয়েশ্চান নাম্বরে ৬৪।

শ্রীবাদল চৌধুরী:- কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ১৯৮০—৮১ সনে পানিসাগর ব্লকের কুর্ত্তি, কদমতলা, চুরাইবাড়ী, ইচাইলালছড়া গাঁওসভার কিছু লোক ৫০ (পঞ্চাশ) পার্সেন্ট সাবসিডিতে জমিতে লেণ্ড রিক্লেমেশনের কাজ করাইয়াছেন ?

২। উক্ত কাজের জন্য মেজারমেন্ট করে পেমেন্ট দেওয়ার দাবী যারা করেছিলেন তাদেরকে আজ পর্য্যন্ত তাদের কাজের পেমেন্ট না দেওয়ার কারণ কি ?

৩। ১৯৮০-৮১ সনে কুর্ত্তি, কদমতলা, চুরাইবাড়ী, ইচাইলালছড়া গাঁওসভায় লেণ্ড রিক্লেমেশন কাজের পেমেন্ট যারা করেছেন সেই অফিসারদের নাম কি ?

৪। ইহা কি সত্য, উক্ত সময়ে যাহারা মাটি কাটাইয়াছিলেন তাহাদের কাজের মেজারমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে না হওয়ায় তাদের কাজের কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।

৫। সত্য হইলে উক্ত ব্যাপারে সরকার কি ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। যারা কাজ করিয়াছিলেন তাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা পেমেন্ট করা হইয়াছে।

৩। তারা হচ্ছেন, শ্রী সৌরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত কৃষি তত্ত্বাবধায়ক (এস, এম, এস) শ্রী বিজয় দাস গুপ্ত এল, ইউ, এণ্ড, ডি, ও, শ্রী বিপুল রঞ্জন কাশ্যপ স্পেশিয়াল অফিসার।

৪। এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ফয়জুর রহমান:- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, মেজারমেন্ট করে পেমেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি ধর্মনগরে কদমতলা, চুরাইবাড়ী, কুর্ত্তি, ইচাইলালছড়া গাঁওসভায় ১৯৮০-৮১ সনে ৫০ পার্সেন্ট সাব-সিডিতে ল্যাণ্ড রিক্লেমেশনের কাজ হয়েছে। কিন্তু সেখানকার ৪০ জনের উপরে মেজারমেন্ট হওয়া সত্বেও টাকা পান নাই আজ পর্য্যন্ত, এ রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী:- এই রকম কোন তথ্য আমাদের কাছে নাই। অভিযোগ আসলে পরে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী জওহর সাহা :- এখানে ফ্রয়েল কন্তারভেশানের উপর সরকারী আলোচনা হচ্ছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ফয়জুর রহমান বিভিন্ন জায়গার নাম দিয়ে জানতে চেয়েছেন সেখানে লেণ্ড রিক্লমেশনের মেজারমেন্ট করেও পেমেন্ট করা হয় নি। ঠিক একই ধরনের অভিযোগ বিভিন্ন জায়গায় আছে কি ?

মিঃ স্পীকার :- প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :- কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮১।

মিঃ স্পীকার :- কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮১।

শ্রী বাদল চৌধুরী :- কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে কৃষক দিন মজুরদের পেনশান দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে।

উত্তর

১। বর্তমানে এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না। তবে মাননীয় সদস্যের জানার জন্য আমি বলতে চাই, কেবল মাত্র কৃষক ও দিন মজুরদের পেনশন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নাই। তবে ১৯৭৮-৭৯ সালে ত্রিপুরার বৃদ্ধদের জন্য বার্ধক্য ভাতা দেবার পরিকল্পনা চালু হয়েছে। যাদের বয়স ৮০ কিংবা তার উপরে এবং উপার্জনে অক্ষম, যাদের বার্ষিক আয় ৪,০০০ টাকার নীচে তাদের মাসিক ৩০ টাকা পেনশন দেওয়া হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে ৫৯১৪ জনকে এই ভাতা দেওয়া হইয়াছে। ৮৩-৮৪ সালে আরো ৩৫৫৫ জনকে দেওয়া হচ্ছে সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে। এতে অবশ্য কৃষক এবং দিন মজুররা ও উপকৃত হবেন।

শ্রী জওহর সাহা :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কৃষক ও দিন মজুরদের জন্য এই রকম পেনশন দেওয়ার কোন আইন বা স্কীম পশ্চিমবাংলা কিংবা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় আছে কি ?

মিঃ স্পীকার :- এটা রাজ্য সরকারের আওতায় নয়।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ৯০ জনই কৃষক। কাজেই এই স্কীমটি চালু করতে পারলে কৃষকরা খুবই উপকৃত হতো। তার জন্যই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, এখানে এই ধরনের কোন স্কীম চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক এবং দিন মজুরদের অবস্থা খুবই খারাপ এটা ঠিকই। এদের জন্য পেনশন চালু করতে পারলে ভালই হত।

সরকারের আর্থিক অনটনের জন্য এই পেনশান স্কীম চালু করা যাচ্ছে না। তবে দিন মজুররা ও কৃষকরা যাতে কাজ পান বা অন্য ভাবে পুনর্বাসন হয় তার জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কৃষক ও দিন মজুরদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। সুতরাং তাদের কথা চিন্তা করে সরকার এই ধরনের পরিকল্পনা আদৌ গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—সরকারের আপাততঃ ঔ ধরনের কোন পরিকল্পনা নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী জওহর সাহা ও শ্রী কালী কুমার দেববর্মা।

শ্রীজওহর সাহা :—কোয়েশ্চান নং ১৯০ স্যার।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৯০ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার দৈনিক কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়,

২। রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের দৈনিক চাহিদা কত,

৩। আজ পর্য্যন্ত রাজ্যের কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে,

৪। বাকী গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৫। থাকলে কিভাবে কবে পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে ?

উত্তর

১। দৈনিক সর্বোচ্চ ৮.৬ মেগাওয়াট ও গড়পড়তা ১,৭০,০০০ ইউনিট।

২। সর্বোচ্চ চাহিদা ১৮ মেগাওয়াট।

৩। গ্রামীণ বৈদ্যুতিক পরিকল্পনাধীন ৯৩৩৭ টি সহ মোট ১৫৩০ টি।

৪। আছে।

৫। বার্ষিক পরিকল্পনা ও যোজনা কমিশনের অর্থবরাদ্দের ভিত্তিতে আগামী ১৯৯০ সালের মধ্যে শতভাগ গ্রাম বৈদ্যুতিকরনের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ১৫৩০ টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছেছে! এই ১৫৩০টি গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করে বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হয়েছে নাকি সম্পূর্ণ গ্রামগুলিকে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিধানসভায় আমি সেদিনও বলেছি যে, কোন কোন গ্রাম আমরা কাভার করেছি, কোন কোন গ্রাম আমরা কাভার করতে পারি নি। গ্রামের সবগুলি কাভার করতে গেলে আমাদের যে টাকা আছে তাতে কুলাবে না। এটাও আমি বলেছি যে, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা লাইন বসিয়ে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে ইরিগেশানের স্কোপ যাতে সেখানে বাড়ানো যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই যতটা সম্ভব গ্রামগুলিতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

শ্রীকালি কুমার দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ১৫৩০টি গ্রামের মধ্যে কতটি সাব প্ল্যান এবং কতটি অ-সাবপ্ল্যান এলাকা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ত্রিপুরায় দৈনিক ৮.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু চাহিদা হচ্ছে ১৮ মেগাওয়াট। তাহলে যে ঘাটতি হচ্ছে বিদ্যুতের তার সবটা পূরণ হচ্ছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে কি ভাবে হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আসাম থেকে আমরা বিদ্যুৎ ক্রয় করেছি। আসাম মেঘালয় থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে ৩৮ পয়সা দরে এবং আসাম আমাদের কাছে বিক্রি করছে ৫০ পয়সা ও অতিরিক্ত ২ পয়সা, মোট ৫২ পয়সা দরে আমরা ক্রয় করছি। কিছু কিছু রেষ্ট্রিক-শান ইম্পোজ করে সন্ধ্যাবেলায় ১৫ মেগাওয়াটে রাখার চেষ্টা করি। ঘাটতি বিদ্যুৎ আসাম থেকে কিনছি।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিগত ৮০ ইং সনের দাঙ্গায় অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ১৯৮৩ ইং সাল পর্য্যন্তও সেগুলি ঠিক করা হয় নি, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, একটা মাত্র ঘটনা আমার জানা আছে তা হচ্ছে রাতাছড়াতে। সেখানে একটা ইরিগেশান স্কীম ছিল। দাঙ্গার সময়ে সেই স্কীমের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়, ২-৩ কি. মি. লাইন তুলে নেওয়া হয়। এছাড়া আর কোন ঘটনা আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্য যদি নির্দ্দিষ্ট ভাবে তথ্য দিতে পারেন তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৫৩০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। এই গ্রামগুলিতে কি ঠিকই বিদ্যুৎ পৌঁছেছে না খুঁটি পৌঁছেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমি বলতে পারি বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি তবে হয়তো কোন লাইনে ডিফেকট থাকতে পারে। এটা ঠিক যে, বিগত ৩০ বৎসরে যেখানে মাত্র ১০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিদ্যুতের জন্য যারা দরখাস্ত করেছেন, তাদের মধ্যে সি. পি. আই (এম) সমর্থিত যারা তারাই পারমিশান পাচ্ছে, আর কংগ্রেস (আই) সমর্থিত যারা তাদেরকে পারমিশান দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই ধরনের প্রশ্ন অত্যন্ত উদ্দেশ্য মূলক, এর কোন ভিত্তি নেই। এই ধরনের প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হওয়া উচিৎ নয়।

সৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত দেওড়া গাঁও সভার যেখানে বিদ্যুৎ লাইন অদ্যাবধি সম্প্রসারিত হয় নাই সেটা ভবিষ্যতে সম্প্রসারনের কোন ইচ্ছা বা চিন্তা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জবাবে বলেছি যে ১৯৯০ সালের মধ্যে সবগুলি গ্রামের মধ্যে প্ল্যান করার আমাদের পরিকল্পনা আছে, যদি টাকার সংস্থান হয় তাহলে করবো।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনিয়ম এবং বৈষম্য সেটা দূর করার জন্য নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিউন্যাল ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তাঁরা একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন এবং তাঁরা নাকি প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ডাক দিয়েছিলেন, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, নর্থ ইষ্টার্ন রিজিউন্যালের যে বোর্ড আছে সেখানে এই বিষয়টা বার বার আলোচনা হয়েছে এবং বিগত যে মিটিং ইম্ফলে হলো সেখানেও আলোচনা হয়েছে, যাতে একই রেটে এটা পাওয়া যায় কিন্তু এটা এখনও ফাইনেলাইজ হয় নি। আমরা আশা করছি শীঘ্রই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে ঘাটতির কথা আপনি বলেছেন সেই ঘাটতি পূরনের জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে গ্যাস পেয়েছি বলে জানতে পেরেছি, সেই গ্যাস কাজে লাগানো হবে কিনা, তার কোন উদ্যোগ বা পরিকল্পনা এই সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা পত্র-পত্রিকায় বা এসেম্বলীতে আমরা বলেছি আমরা বড়মুড়া গ্যাস থেকে ১০. মেগাওয়াটের দুইটা ইউনিট বসাবো এবং সেখানে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবো। প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গেছে, আমরা আশা করছি ঠিক ঠিক মতো সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং কাজকর্ম যদি চালাতে পারি তাহলে আগামী দেড় বছরের মধ্যে আমরা সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবো। প্রথম অবস্থায় ৪ মেগাওয়াট তারপর এটাকে বাড়িয়ে ১০ মেগাওয়াট করবো।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি যে, গত নির্বাচনের সময় আমাদের মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বিজয়নগর গাঁওসভা এবং তাঁরানগর গাঁও সভার গোপাল নগরে বিদ্যুৎ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটাই জেনারেল টাইপের, তাই ইনডিভিজুয়্যাল প্রশ্ন করলে আমার পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া আমরা যে উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি সেটার সঙ্গে ভোটের কোন সম্পর্ক নেই। এটা আগের আমলে ছিল, ১৯৭৮ সালের আগে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু দিন আগে বলেছিলেন যে, একমাত্র চাম্পুকছড়া সেখানে দাঙ্গার পর লাইন যায় নি, সেটার কোন অভিযোগ যায় নি, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে চেলাগাং বাজারের সাথে যে ইলেকট্রিক লাইন ছিল সেটা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, স্থানীয় জনসাধারন দীর্ঘ দিন যাবৎ আবেদন করার পরও সেই লাইনটা এখন পর্য্যন্ত মেরামত করা হয়নি, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি আমার জানা মতে একটা

ঘটনা আছে। যদি কোন স্পেসিফিক ঘটনা আমার কাছে আসে তাহলে আমি দেখবো।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, দশদা থেকে আনন্দ-বাজার, সাতনালা গাঁও সভা এবং বসিরথলা ইত্যাদি জায়গায় বিদ্যুৎ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, তালিকা আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি বলেছি যে, ১৯৯০সালের মধ্যে আমরা গোটা ত্রিপুরায় কাভার করার চেষ্টা করবো যদি টাকা পয়সার সংস্থান করা যায়।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—বর্তমানে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। কিন্তু এটা সত্য কিনা যে, মেঘালয় ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং আসাম ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে সম্পাদিত যে চুক্তি হয়েছিল সেটা বাতিল হয়ে গেছে কতগুলি কারনে। তাহলে পর ত্রিপুরাতে কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না ?

শ্রীবৈদ্যনা মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশা করি এই অঞ্চলে খুব একটা বিদ্যুতের সংকট হবে না, কারন ইতিমধ্যে মনিপুরের লোকটাকে যে প্রজেক্ট সেটা চালু হয়েছে, কাজেই, সাংঘাতিক অসুবিধা হবে না। আমার মনে হচ্ছে, যদিও ওদের সঙ্গে যুক্তি বাতিল হয়ে থাকে তাহলেও আমরা আসাম থেকে পাচ্ছি। কোন কোন সময় কম পাচ্ছি, কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা বলেছেন যে বাহির থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বিদ্যুৎ আনা হয় এবং সে জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমরা যেমন কিনে আনি তেমনি আবার কনজিউমারদের কাছে বিক্রি করে টাকাটা তুলে নিই।

শ্রীজওহর সাহা :—এইবার আর্থিক বছরে অমরপুর সাব-ডিভিশনের কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেবার সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং সেই গ্রামগুলি কিসের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ;

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন হলে জবাব দেবার কারন সমগ্র তালিকা আমি নিয়ে আসি নি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস ।

শ্রীনকুল দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৭।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নং ২১৭।

প্রশ্ন

। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের ল্যাম্পস্‌গুলির জন্য গোদাম ঘর তৈরী হচ্ছে ;

২। যদি সত্য হয় ঐগুলি কি ভাবে তৈরী হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি গোদামের জন্য কত টাকা মজুরী দেওয়া হয়েছে,

৩। ঐ গোদাম ঘরগুলির কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। ল্যাম্পসগুলিতে সাধারনত ১০০ মেঃ টন আয়তনের গোদামঘর প্রস্তুত করা হয়। এই গোদামঘর প্রস্তুতের শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা এন, সি, ডি, সি, হইতে ঋণ (৫%) এবং অনুদান ২৫% হিসাবে পাওয়া যায়। এন, সি, ডি, সি এর নির্দেশ মত গোদামের প্ল্যান অ্যাষ্টিমেট তৈয়ারী করিয়া অনুমোদনের জন্য ও মঞ্জুরীর জন্য এন, সি, ডি, সিতে পাঠান হয়। এন, সি, ডি, সি-এর মঞ্জুরী পাওয়া গেলে অনুমোদিত প্ল্যান ও অ্যাষ্টিমেট অনুযায়ী গোদামঘর তৈরীর কাজ ল্যাম্পস-এর পরিচালক সমিতি করিয়া থাকেন। প্রতি ১০০ মেঃ টন আয়তনের গোদামের জন্য বর্তমানে ৬৫০০০ টাকা মঞ্জুরী হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা রিভাইজ করা হয়েছে। এইবার যেসব গোদামঘর তৈরী করার জন্য এন, সি, ডি, সি,টাকা মঞ্জুর করেছেন সেখানে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন।

৩। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মঞ্জুরীকৃত ৩৫টি গোদামঘরের মধ্যে ২৪টির কাজ শেষ হইয়াছে, ৩টির কাজ শেষ হইতে সামান্য বাকী এবং ৮টির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে গোদাম ঘর তৈরী হয়েছে, সেটা পরিচালক মণ্ডলী দেখছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন। ওরা সেই কাজগুলি টেণ্ডার দিয়ে করাচ্ছেন কিনা বা জনৈক চন্দ ওভারশিয়ার তিনি এইসমস্ত দেখছেন এবং করছেন এবং এর মধ্যে অভিযোগ উঠেছে টাকা আত্মসাৎ করার. সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা এবং তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, গোদাম ঘর তৈরী করার কাজ সাধারনতঃ পরিচালকমণ্ডলী যারা আছেন তারা দেখেন। এই পর্য্যন্ত কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আসেনি।

শ্রীনকুল দাস :—এই ধরনের একটা অভিযোগ উঠেছে, ওটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এইরকম অভিযোগ থাকলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন, যে ল্যাম্পসের ঘরগুলির কথা বললেন এর মধ্যে এই ল্যাম্পস্ ঘরগুলি পোড়া গিয়েছে। এইগুলি হিসাবের কারচুপি করার জন্যই হয়েছে, এই তথ্য আছে কিনা?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় সদস্য এইটা গোদাম ঘর ত তৈরীর কথা. এখানে পোড়ার কথা নয়। সুতরাং এখানে এই প্রশ্ন আসতে পারেনা।

শ্রীজহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য হাউসে দিয়েছেন,

কিন্তু আমরা দেখেছি যে, অনেক ল্যাম্পসের তাদের গোদাম নেই, কিংবা তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেই। ত্রিপুরাব যে ল্যাম্পস আছে, যাদের কোন ঘর নেই এদের ল্যাম্পসের জন্য কোন গোদাম ঘর করার পরিকল্পনা সরকারে চিন্তা করছেন কি এবং করলে কবে নাগাদ করবেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গোদাম ঘর তৈরীর টাকা ত্রিপুরা সরকার দেন না। তার মানে শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র ত্রিপুরা সরকার থেকে দেওয়া হয়। বাকী ৭৫ ভাগ ঋন বা অনুদান হিসাবে এন, সি, ডি, সি, দিয়ে থাকেন। এই অনুদান দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এন, সি, ডি, সি, সে অনুদান দিয়ে থাকেন।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এন, সি, ডি, সি থেকে কত টাকা মঞ্জুরী করা হয়েছে এবং কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং কতটা করার জন্য ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৫টা ল্যাম্পসের গোদাম ঘর তৈরীর জন্য মঞ্জুরী দিয়েছিলেন।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ফিসারীর আসেট তৈরী কারর জন্য এন, ডি, সির কাছে ২১ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে ৩ বৎসর চলে গেল এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না ? কি কারনে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মনে করি এটা সেপারেট প্রশ্ন। কারন বলা হয়েছে ল্যাম্পসের কথা, ফিশারীর ব্যাপারে আলাদাভাবে প্রশ্ন আনলে আমি বলে দিতে পারব।

শ্রীতরনীমোহন সিন্‌হা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আগে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স কো-অপারেটিভ ছিল। এই নামে কিছু টাকা সেংশান হয়েছিল এবং গোডাউন হয়েছে ঠিকই। সেগুলি ল্যাম্পস এবং প্যাক্‌স নামে পরিবর্তিত হয়েছে। সেই গোডাউনগুলি রিপেয়ার করার জন্য সরকারের কোন অনুদান আছে কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ল্যাম্পসের জন্য গোদাম ঘর তৈরী করা হয়েছে সেগুলি কোন কোন জায়গায় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে একটি এই ব্যাপারে বিরাট লিষ্ট আছে। আমি এইটাকে লে করে দিচ্ছি। (ANNEXURE—"A")

মিঃ স্পীকার :—শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬৩।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। "অপারেশন ফ্লাড" প্রকল্পে রাজ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ;

২। এই প্রকল্পে গ্রামের গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের কোন ভূমিকা থাকবে কিনা ;

৩। থাকলে তা কি প্রকার ?

উত্তর

১। "অপারেশন ফ্লাড" প্রকল্পে ৩০টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই সমবায় সমিতিগুলি লইয়া একটি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংঘ গঠিত হইয়াছে। এই প্রকল্প বর্তমানে সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার অংশ বিশেষ লইয়া কাজ করিতেছে। তদুপরি রাজ্য সরকার ইন্দ্রনগরস্থিত ডেয়ারী ও ফিড মিকসিং প্ল্যান্ট সমবায় সংঘের নিকট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

২। হ্যাঁ, থাকবে।

৩। গ্রামের গরীব ও ভূমিহীন কৃষকরা যাহারা গো-পালন করেন তাহারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে গো-উন্নয়নের, গো-খাদ্যের, ও গো-চিকিৎসার, সুযোগ পাইবেন তদুপরি উৎপাদিত দুগ্ধের ন্যায্যমূল্য দেওয়া ও শহরে দুগ্ধ বাজারজাত করার পুরাপুরি সুবিধা সমবায় সংঘ উৎপাদকদের জন্য করিবেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আই, আর, ডি, পি, প্রকল্পে বিভিন্ন কলোনীতে, যাদের দুগ্ধবতী গাভী দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ নেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আই, আর, ডি, পি, স্কীমে যেসব কৃষকদের দুগ্ধবতী গাভী দেওয়া হয়েছে, এই স্কীমে যারা পেয়েছেন, এইটা যদি কোন দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির আওতায় পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করব।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ধরনের সমবায় সমিতি করতে গিয়ে দপ্তরের কাছে আগে দুগ্ধ দেওয়া হোক এবং দুগ্ধ রেগুলার দিলে পরে, তাদের সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা সমবায় সমিতি গঠণ করার আগে তার একটা পরীক্ষা নীরিক্ষার প্রয়োজন আছে। কাজেই সেই পরীক্ষা নীরিক্ষা করাত গিয়ে যারা দুগ্ধ উৎপাদক তারা সত্যি সত্যি সমবায় গঠণ করে তার মাধ্যমে দুগ্ধ ডেয়ারী দিতে চান কিনা তার পরীক্ষা নীরিক্ষা করিয়া দেবেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও দুগ্ধ নেওয়া হচ্ছে, ফলে আই, আর, ডি, পি, যে ব্যাংকের ঋান সেটা ফেরৎ দেওয়ার সময় চলে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত গরু পাচ্ছেনা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এই তথ্য আমার জানা নেই। এমন কোন অভিযোগ কোন নির্দিষ্ট জায়গার কথা যদি বলেন তাহলে নিশ্চয়ই কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করব।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশালগড়ে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সত্বর তাদেরকে খবর দেওয়া সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তারা সেখান থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেনা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—আমি এইটা খবর নিয়ে দেখব।'

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে দুটো জেলাতে "অপারেশন ফ্লাডের" কাজ করেছে। তাতে কতজন ভোক্তার মধ্যে কতজন ভোক্তারকে এই "অপারেশন ফ্লাডের" আওতায় আনা হয়েছে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা : —মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার—২৬৬।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৬৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৬৬।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত বাইদ্যার দিঘী ভায়া গোপিনগর হইতে শান্তির বাজার রাস্তাটির পূর্ত বিভাগের আওতায় আনা হয়েছে কি ?

২। যদি আনা হয়ে থাকে তা হলে উক্ত রাস্তাটিকে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে নাগাদ করা যাবে ?

উত্তর

১। গোপীনগর বালোয়াবী সেন্টার হইতে বাইদ্যার দীঘি। নব শান্তিগঞ্জ বাজার হইয়া গোলাঘাটি ফরেষ্ট পর্য্যন্ত রাস্তাটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বর্ষের মধ্যে রাস্তাটি জীপ চলাচলের উপযোগী করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ দাস, (অনুপস্থিত)।

" " শ্রী মতিলাল সরকার, (অনুপস্থিত)।

" " শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩১।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩১।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৩১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কৃষি জমির পরিমাণ কত ?

২। ত্রিপুরায় বার্ষিক খাদ্য শস্যের উৎপাদনের (ধান, গম, ডাল) পরিমাণ কত, এবং

৩। এই উৎপাদন রাজ্যে বার্ষিক চাহিদার কত অংশ পূরণ করে ?

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ইং সনের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে মোট কৃষি জমির পরিমাণ আনুমানিক ২,৫৮,১০০ (দুই লক্ষ আটান্ন হাজার একশত) হেক্টর।

২। ১৯৮২-৮৩ইং সনে ত্রিপুরার খাদ্য শস্যের উৎপাদনের অনুমতি হিসাব এইরূপ :—

খাদ্যশস্যের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন হিসাবে)
চাউল—	৪,২৩,৪৫০
গম—	৬,০০০
ডাল—	২,৪২০
	মোট :—৪,৩১,৮৭০

৩। দৃশ্যতঃ ৮১.৯ শতাংশ পূরণ করে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৫৬।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৬।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া চরকবাই অঞ্চলে শেলো ও ডিপ টিউব ওয়েলের সংখ্যা কত ?

২। বর্তমানে উক্ত টিউব ওয়েলগুলি কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। সেলো টিউবওয়েল—১৭ টি।

ডিপ টিউবওয়েল—১ টি।

২। ১৭ টির মধ্যে ৬টি হস্তান্তরিত করা হয়ইাছে। বাকীগুলির বৈদ্যুতিকরণ এবং পাম্প বসানোর কাজ চলিতেছে।

ডিপ-টিউব ওলেটি চালু অবস্থায় আছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই টিউবওয়েলগুলি করার পরে বৈদ্যুতিকরণের কাজ না করাতে এবং সেখানে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা না থাকাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গেছে, এটা জানা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেলো টিউবওয়েল হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রিফিকেশানের কাজ সব জায়গায় এক সঙ্গে করা যায় না। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়ত কোন কোন সময়ে কিছুটা যন্ত্রপাতি চুরি হচ্ছে। দপ্তরের হাত থেকে ল্যাম্পসের বা প্যাক্সের হাতে হস্তান্তরিত করার পরে আর দপ্তরের কোন দায়িত্ব থাকেনা। তবে এসব ঘটনা কিছু হচ্ছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ঘটনাগুলি হচ্ছে তাতে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের ব্লক থেকে বি. ডি. সির মিটিংএর ব্যাপারে আলোচনা করেছি এবং মাইনর ইরিগেশনের এস. ডি. ও. এবং ইলেকট্রিকের এস. ডি. ও. কে ডেকেছিলাম এবং ২ জনের কথাবার্তাতে দেখা গেল একজন আরেকজনকে দোষারোপ করছে তাতে সমগ্র পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাচ্ছে। তাই তাতে প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা উপকৃত হতে পারে তারজন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এ ব্যাপারে তদন্ত করব এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৯।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৯।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫৯।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এন. ই. পি. স্কীমে ফলের বাগান কয়টি করা হয়েছে ? এবং

২। ১৯৭৭ সাল হইতে ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত এই ফলের বাগানগুলিতে কতজন উপজাতি এবং অ-উপজাতি বেকারদের কর্মসংস্থান হয়েছে ?

উত্তর

১। ২ টি।

২। ১৯৮২ সালে আসিযা কর্ম্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় এইরূপ :—

উপজাতি—২৪ জন

অ-উপজাতি—৭০ জন

মোট—৯৪ জন।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এন. ই. সি. স্কীমে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর সাব-ডিভিশানের নালকাটাতে যে লোক্যাল ট্রাইবেল ও নন্-ট্রাইবেল বেকার যুবকরা কাজ করছে বহুদিন যাবৎ তারা কোন পার্মানেণ্ট কাজের সুযোগ পাচ্ছেনা তারজন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চোধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওখানে মোট ৫৪ জন লোক্যাল লোক কাজ করছে বহুদিন যাবৎ, তারমধ্যে তপশীলি সম্প্রদায় হচ্ছে ১১ জন, তপশীলি উপজাতি হচ্ছে ২০ জন এবং অন্যান্য হচ্ছে ২৩ জন। সেখানে আমাদের এরিয়া হচ্ছে ৪০ হেক্টর এবং প্রতি ২ একরের জন্য ১ জন করে লোক নিযোগ করা হয়ে থাকে। এখন পর্য্যন্ত সেখানে ৫৪ জন শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে। ১০-১২ বছর পযন্ত তারা কাজ করছে তথাপি তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করা যায়নি। যারা এভাবে সরকারী ফার্মে কাজ করছেন তাদেরকে পেনশান এবং অন্যান্য সরকারী সুযোগ দেওয়া যায় কিনা সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ পর্য্যন্ত যে লোক নিয়োগ করা হয়েছে তাতে একজনও ট্রাইবেল নেই। নলচর এ যে ১১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে সেখানে একজনও ট্রাইবেল নেই।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যারা কন্‌টিজেন্সীতে কাজ করেন তাদের ছাটাই করে তো অন্য কোন লোক নেওয়া যায় না। যদি বাইরে থেকে লোক নেওয়া হয় তবে তখন সেটা বিবেচনা করা যাবে।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বছর কতটি নতুন ফলের বাগান করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বছর আর নতুন বাগান করার কোন পরিকল্পনা নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩৬৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩৬৬।

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার চান্দুকছড়া ডাইভারসন স্কীমটি মেরামত হয়েছে কি না ? এবং

২। না হইলে কবে নাগাদ মেরামতের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমার চান্দুকছড়া ডাইভারসন স্কীমটির মেরামতের কাজ চলিতেছে।

২। আগষ্ট মাসের মধ্যে এ কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ডাইভারসান স্কীমটি কবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং কবে থেকে তার মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল তা মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ডাইভারসান প্রজেক্টটির মেরামতির কাজ গত বৎসর থেকে শুরু হয়েছে। গত এপ্রিল মাসে বন্যায় এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই প্রজেক্টের মধ্যে যে কাঠ দেওয়া হয়েছে সে কাঠের ফাঁক দিয়ে অনেক জল নষ্ট হয়ে যায়। এই ফাঁক বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, স্কীম করার সময়েই ধরা হয় যে, এই ফাঁক দিয়ে কিছু জল যাবে। তবে এই ফাঁক বন্ধ করে দিলে আর জল নষ্ট হবে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রী মতি গীতা চৌধুরী।

শ্রী মতি গীতা চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩৭৭।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩৭৭।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকে বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য বাবদ এ পর্যন্ত সরকারের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকে বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যে সমস্ত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বা হইবে তাহার বিবরণ এইরূপ :—

ক) ৫০ জন জুম চাষীকে জুম কিট দেওয়া হইয়াছে। যাহার প্রতিটির মূল্য প্রায় ২৫ টাকা।

খ) ১৪ মেট্রিক টন ধান বীজ বীতরণ করা হইয়াছে।

গ) কমিউনিটি নার্সারী প্রোগ্রামে ২.৫ মেট্রিক টন আমন ধানের বিতরণের মাধ্যমে চারা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) ৪৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৫৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৫৫।

প্রশ্ন

১। ১ নং পূর্ত মহকুমা শাসকের অফিসটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় না রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্মনগর শহরে রাখার কারণ কি?

২। এই মহকুমা শাসকের অফিসটি পানিসাগরে পূর্বের নির্দ্ধারিত স্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষ কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

৩। এই অফিসটি এলাকার বাইরে ফেলে রাখার প্রতিবাদে এলাকার জনগণ সরকারের নিকট কোন অভিযোগ করেছেন কি?

উত্তর

১। নির্দ্মাণ ডিভিসনের অন্তর্গত ১ নং সাব-ডিভিসন অফিসটি প্রথম থেকেই ধর্মনগর এ আছে। ধর্মনগরের নিকটবর্তী অঞ্চলের বেশ কিছু কাজ এই সাব-ডিভিসনের অধীনে এখনো আছে সেইজন্য ধর্মনগর ১ নং সাব-ডিভিসনের অফিসটি ধর্মনগর থেকে পানিসাগরে নিয়ে যাওয়া যায়নি।

(২) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(৩) এই ব্যাপারে এলাকাবাসী তরফ থেকে আবেদন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৯৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৯৬।

প্রশ্ন

১। অমরপুর-চেলাগাং রোড, অমরপুর-আমবাসা রোড, অমরপুর-যগাফা রোড, অমরপুর-পিলাউড়িছড়ি রোড, অমরপুর-অম্পি রোড, ১৯৮৩-৮৪ সালে সংস্কার করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE—"B").

মিঃ স্পীকার—আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"২০শে জুলাই, ১৯৮৩ ইং দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত "উগ্রপন্থী নাম দিয়ে ৪ (চার) নিরীহ যুবককে খুন, মৃতদেহ লোপাট :—পুলিশ সব জেনেশুনেও নিষ্ক্রীয়: শিরোনামের ঘটনা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উপস্থিত থাকলে তাঁর জায়গায় দাঁড়াবেন। (শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উঠে দাঁড়ালেন)

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, ২৫শে জুলাই আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৫শে জুলাই এর উপর বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ আজ পেয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১৮ই জুলাই ১৯৮৩ ইং পশ্চিম নোয়াবাদীতে (সদর) সংগঠিত হামলায় ৪ (চার) ব্যক্তি আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটিকে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন উপস্থিত থাকলে তিনি তাঁর আসনে দাঁড়াবেন। (মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া তাঁর আসনে দাঁড়ালেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৬ শে জুলাই এর উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৬শে জুলাই বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছেন। আজকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এর উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৭ই জুন ১৯৮৩ ইং প্রদীপ আচার্য নামে জনৈক পুলিশ কন্সটেবল খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব—গত ৮-৬-৮৩ ইং তারিখ বেলা ৯-৩০ মিঃ এর সময় সোনামুড়া হস্পিটাল রোড এর বাসিন্দা জনৈক শ্রীহরিকমল পাল সোনামুড়া থানায় আসিয়া জানান যে, তাহার ভাড়াটিয়া এবং সোনামুড় থানার কন্সটেবল শ্রীপ্রদীপ আচার্য গত ৭-৬-৮৩ ইং তারিখ রাত প্রায় ৭টার সময় থেকে ৮-৬-৮৩ তারিখ সকাল ৯-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। থানাতে ঘটনাটি জেনারেল ডাইরী করার পরই নিখোঁজ কন্সটেবল শ্রীপ্রদীপ আচার্যের জন্য

চারিদিকে তল্লাসী চালানো হয়। কিন্তু তাহাকে পাওয়া যাই নাই। গত ৮-৬-৮৩ ইং তারিখ বেলা প্রায় ৩ ঘটিকায় সময় পুলিশ জনসাধারণের নিকট হইতে জানিতে পারে যে সোনামুড়া বাজারে শ্রীআবদুল সামেদের দোকানের পিছন দিকে একটি ঝোপের মধ্যে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে। এই খবর পাওয়া মাত্রই সোনামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং প্রদীপ আচার্যের মৃতদেহ গলা কাটা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান। প্রদীপ আচার্যকে গত ৭-৬-৮৩ ইং হইতে ৮-৬-৮৩ ইং তারিখের মধ্যে যে কোন সময়ে হত্যা করা হইয়াছে।

তদন্তকালে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ (ছয়) ব্যক্তি যথা (১) শ্রী খোকন সাহা, (২) শ্রীহালান মিঞা, (৩) শ্রীআলি আসর, (৪) শ্রীআনওয়ার ইসলাম, (৫) শ্রীসালিম মিঞা ও (৬) শ্রীজয়নাল আবেদীনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই কোর্টে চালান দেওয়া হয় এবং পরে তাহারা সকলেই কোর্ট হইতে জামিনে মুক্তি পায়।

এই হত্যাকাণ্ডটি পূর্বের একটি আক্রোশ বশতঃ সংঘঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়।

ঘটনাটির তদন্তের কাজ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পুরনো যে আক্রোশ সেই আক্রোশের কারণটা কি এবং রাজ্য সরকার যদি সেটা আগেই জানতেন তাহলে কেন তারা আগেই ব্যবস্থা নেন নি?

শ্রীদশরথ দেব—এর আগে জানা ছিল না। তদন্তের পরে জানা গেছে আক্রোশমুলক। তবে সমস্ত কিছুই তদন্তের পর বেরিয়ে আসবে।

মিঃ স্পীকার—আজকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। আমি মাননীয় উপমূখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২রা এপ্রিল ১৯৮৩ ইং উদয়পুর মহকুমার নোয়াবাড়ী গ্রামের জনৈক চরণ কুমার জমাতিয়া খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২-৪-৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ৭-৩০ মিঃ এর সময় কিল্লা থানাধীন নোয়াবাড়ী গ্রামের জনৈক শ্রীব্রহ্মানন্দ জমাতিয়া, পিতা ভূমি জমাতিয়া কিল্লা থানায় আসিয়া এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, তাহার কাকাকে (পিতার ছোট ভাই) কিল্লা থানাধীন পুরান কান্তবাড়ী গ্রামের জনৈক যতন কুমার জমাতিয়া, পিতামৃত-কর্ণদয়াল জমাতিয়া পুরানকান্তবাড়ী গ্রামে কাঠের লগ দ্বারা আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলে এবং তাহার মৃতদেহটি ঐ গ্রামের শ্রীনন্দ কুমার জমাতিয়ার বাড়ীর একটি গৃহের মধ্যে পড়িয়া আছে।

ঘটনাটি কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৪)৮৩ নথিভূক্ত করা হয়?

এই ঘটনায় কিল্লা থানাধীন পুরান কান্তবাড়ী গ্রামের শ্রীযতন কুমার জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

এই হত্যাকাণ্ডটি পূর্বের শত্রুতা বশতঃই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান। যতন কুমার জমাতিয়া, মনমোহন জমাতিয়া, স্বপন জমাতিয়া, এরা সংঘটিতভাবে চরণ কুমার জমাতিয়াকে ২রা এপ্রিল ১৯৮৩ ইং তারিখে অনুমানিক বেলা ৩টায় আক্রমণ করে হত্যা করেছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীদশরথ দেববর্মা—ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই চরণ কুমার জমাতিয়াকে যতন কুমার জমাতিয়া নিমন্ত্রন করে নিয়ে যায় এবং সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশে হত্যা করেছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেববর্মা -এটা জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা আছে কিনা যে, চরণ কুমার জমাতিয়া—তার জন্যই পিত্রা এলাকায় যুব সমিতির সংগঠন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ছিল এবং তার জন্যই রতিমোহন জমাতিয়া বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। সেই কারণে সি, পি, এম, এর কর্মীরা তাকে নিমন্ত্রন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে?

শ্রীদশরথ দেব—চরণ কুমার জমাতিয়ার জন্যই রতিমোহন বাবু জিতেছেন কিনা জানি না। তবে যারা মেরেছে তারা সি, পি, এম, এর লোক কিনা তাও আমার জানা নেই। তদন্তে সবই জানা যাবে।

শ্রীরতীমোহন জমাতিয়া :— গত ২রা এপ্রিল আনুমানিক রাত্রি ৮ টায় নোয়াবাড়ী গ্রামের হীরেন্দ্র কুমার জামাতিয়ার বাড়ী মোট ৯২ জনের একটা মিটিং হয়। সেখানে ছিলেন চিত্র কিশোর জমাতিয়া, বিনন্দ কুমার জমাতিয়া, বিচিত্র জমাতিয়া, স্বপন জমাতিয়া, অবর্ণ কুমার জমাতিয়া, মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া, থিথু-রায় জমাতিয়া, মনোমোহন জমাতিয়া, হীরেন্দ্র জমাতিয়া, মনিন্দ্র জমাতিয়া, মোহন জমাতিয়া, ভুপতিমোহন জমাতিয়া--ওরা চরণকুমারকে বাঁচাবার জন্য রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত মিটিং করে এবং যেভাবে হোক চরণ কুমারকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? এবং যতন কুমার ত্রিপুরা একজন সমাজ বিরোধী লোক এবং সি, পি, এম, এর একজন সক্রিয় কর্মী, মাত্র ২৫ | ২৬ বৎসর বয়স। বিয়ে করেছে এবং তার ৩টি পরিবার এবং এইভাবে ১১ জন হয়ে যায়, এই রমক মানুষকে সি, পি, এম, সামাজিক ভাবে রেখেছে।

শ্রীদশরথ দেব :— এই ধরণের কোন মিটিং হয়েছে কিনা আমার জানা নেই এবং যতন কুমার জমাতিয়া পুলিশের হাতেই আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এখন সমস্ত লোক এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে-যাতে এইরকম কোন মামলা না হয় তার জন্য সি, পি, (এম) বিধায়ক মাননীয় কেশব মজুমদার এবং বর্ত্তমান রাধা কিশোরপুরের মন্ত্রী, তাঁরা পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন?

শ্রীদশরথ দেব :— এই রকম তথ্য আমার জানা নেই।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : As a result of vacaney caused in the following Committee due to death of Late Parimal Chandra Saha, M. L. A. I nominated the following members in the Commitee mentioned against each :

Shri Syed Basid Ali—Committee on the Govt. Assurances and Shri Rashik Lal Ray...Committee on Absense of members form the sittings of the House.

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONE QUSETIONS

মিঃ স্পীকার ঃ— গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীকালীরাম রিয়াং মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩-র উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। আমি এখন মাননীয় সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩-র উত্তর-পত্র এই সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩র উত্তর-পত্রগুলি এই সভায় পেশ করছি (ANNEXURE—C

মিঃ স্পীকার ঃ— গত বিধান সভার অধিবেশনে সর্বশ্রী মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া ও মতিলাল সরকার মহোদয়ের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪র উত্তরপত্রগুলি এই সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪র উত্তর-পত্রগুলি এই সভায় এই সভায় পেশ করছি ((ANNEXURE—"D")

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল,

' The Tripura Appropriation Bill, 1983 (Tripura Bill No. 5 of 1983).

আমি এখন মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, I beg to move that "The Tripura Appropriation Bill, 1983 (Tripura Bill No. 5 of 1983) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা ইচ্ছা করলে এই বিলটির আলোচনা করতে পারেন। আর যদি কেউ আলোচনা করতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে আমি সেটিকে ভোটে দেব।

(কিছুক্ষণ পরে)

মিঃ স্পীকার :—দেখছি, কেউ আলোচনা করতে রাজি নন। কাজেই আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রস্তাবিত বিলটিকে ভোটে দিচ্ছি। আমি প্রথমে বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি।

এই বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩ নং এবং ৪ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন আমি এই বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল্‌টি) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনু-সূচীটি (সিডিউলটি) এই বিলের অংশরূপে সভাকর্তৃক গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউলটি) সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল হয়)।

এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল, "The Tripura Appropriation Bill, 1983 (Bill No. 5 of 1983) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Dasarath Deb :—Mr. Spesker, Sir, I beg to move that "Tripura Appropriation Bill, 1983 (Tripura Bill No. 5 of 1983) be passed.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত "Tripura Appropriation Bill, 1983 (Bill No. 5 of 1983) সভা কর্তৃক পাশ করা হউক।

(বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল, "The Code of Criminal (Tripura Bill No. 8 of 1983) Proceeding (Tripura Amendment) Bill, 1983 পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

Shri Dasarath Deb :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'The Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 8 of 1983) be taken into consideration.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৩ যেটা আমি এই সভার বিবেচনার জন্য উত্থাপন করে'ছ, তার উদ্দেশ্য এই যে গত ২৬শে মে ১৯৮৩ ইং তারিখে যেটাকে গভর্ন'র অর্ডিনান্স হিসাবে প্রমালগেট করেছেন, কারণ তখন কি বিধান সভার কোন অধিবেশন ছিল না। বিশেষ কতগুলি বিষয়ে জরুরী হিসাবে এটাকে অর্ডিনান্স হিসাবে প্রমাল্‌গেটেড করা হয়েছিল। আমরা এখন সেই অর্ডিনান্সটাকেই বিলের আকারে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহ এই সভার সামনে নিয়ে এসেছি। এখানে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরে আমাদের যে অসুবিধাটা ছিল, সেটা হল যে আমরা কোন আসামীকেই ৯০ দিন বা ৩ মাসের বেশী আটকে রাখতে পারতাম না, কারণ তাতে কম্পলসারী যে প্রভিশনটা ছিল, সেই প্রভিশন অনুযায়ী যে কোন ধরনের আসামীকেই ৯০ দিন বা ৩ মাস পরে জামিন বা বেল দিতে বাধ্য। সাধারণ খুন, ডাকাতির আসামী হলে যদিও এই আইনের ধারা অনুযায়ী ডিটেইন করা যায়, কিন্তু অসাধারণ যদি কিছু হয়, তাহলে আসামীকে এর বেশীদিন ডিটেণ্ড করা যায় না। তাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেসব এ্যাকস্‌ট্রি-মিষ্ট চলছে, তা সাধারণ এর মধ্যে ধরা যায় না, অথচ তাদেরও অল্প সময়ের জন্য হলেও কোন আসমীকে জামিন দিতে হয়। তাই জনস্বার্থের খাতিরে যে সব তদন্ত কার্য্য চলে, সেটা অনেক সময়ে অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় না। এই জন্য এই প্রস্তাবিত বিলের মধ্যে আমরা এই প্রস্তাব এনেছি যে ক্ষেত্রে ৯০ দিনের কথা ছিল সেই ক্ষেত্রে ১৮০ দিন করা হয়েছে এবং যে ক্ষেত্রে ৬০ দিনের কথা ছিল সেখানে ১২০ দিন করা হয়েছে। এটা অমরা করেছি এই জন্য যে যারা একষ্টি্‌মিষ্ট যারা খুন সন্ত্রাস প্রভৃতি কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এবং হত্যা ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তারা যদি সংগে সংগে জামিন পেয়ে যায় তাহলে পুলিশের তদন্তের কাজে অসুবিধা হয়। এই জন্য এই সময় সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি। কারণ এই আইনের সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যদি তিন মাসের মধ্যে তারা জামিন পেয়ে যায় তাহলে তারা প্রথমত তদন্তের কাজে বাধার সৃষ্টি করবে এবং তদন্তের কাজে ইণ্টারফেয়ার করতে পারবে। তাছাড়া যারা দুর্ধর্ষ আসামী তারা যদি তদন্ত চলাকালীন জামিন পায় তাহলে জনসাধারণ আতংকগ্রস্ত হয় এবং নানাভাবে জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং পুলিসের তদন্তের কাজেও অনেক বাধার সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য পুলিশের যাতে তদন্ত করার সময় কোন বাধা না পায় এবং তদন্ত সুষ্ঠু ভাবে কমপ্লিট করতে পারে সেজন্যই তিন মাসের জায়গায় ছয় মাস করা হয়েছে এবং তার জন্যই এই সংশোধনী আমরা এই হাউসে এনেছি। আর একটা জিনিষ আমরা রেখেছি যারা এই ধরনের অভিযুক্ত তাদের জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন কোন বাধা নাই এবং আদালত যদি মনে করেন তাকে জামিন দিতে পারেন শুধু মাননীয় আদালত রেকর্ড রাখবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই সব আইনের ধারা মতে দোষী বলে গণ্য না হওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে। আদালত শুধু এইটুকু রেকর্ড রেখে তাদের জামিন দিতে পারবেন। অভিযুক্তরা যদি Indian Penal Code এর 120B, 121, 121A, 122, 123, 153A, 302, 303, 304, 326, 333, 363, 364, 365, 367, 368, 376, 386, 395, 396, 397, 436, 449 অথবা 450 or Section 26 or 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) or Section 3, 4 or 5 of ihe Explosives Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908)

এই সব ধারামূলে যদি এরেষ্ট হয় তাহলে তাদের জামিন দিতে হলে কোর্টকে সেটিসফায়েড হয়ে রেকর্ড রাখতে হবে যে এই সব ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে না এই সম্পর্কে যদি কোর্ট সেটিসফায়েড হয় তাহলে কোর্ট জামিন দিতে পারেন কিন্তু কোর্টকে রেকর্ড রাখতে হবে। এছাড়া আর যাদের বয়স ১৬ বছরের কম এই সব ক্ষেত্রে রেকর্ড না রেখেও জামিন দিতে পারবেন। আর যারা স্ত্রীলোক, যারা রোগী বা বিকলাঙ্গ যাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই তাদের জামিন দেওয়া যাবে। আর বাকী সব ক্ষেত্রে আদালত ইচ্ছা করলে জামিন দিতে পারবেন কিন্তু আদালতকে রেকর্ড রাখতে হবে এই যে ধারাগুলি আছে সেই ধারা মতে তাদের কোন শাস্তি হবে না। আর যাদের মৃত্যু দণ্ড হতে পারে কিম্বা যাদের যাবত জীবন কারাদণ্ড হতে পারে বা অন্তত পক্ষে ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে ১৮০ দিন পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখার জন্য আমরা সাজেশান রেখেছি। আর বাকী সব ক্ষেত্রে ১২০ দিন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারনের স্বার্থের খাতিরে যারা এই রকম একষ্ট্রিমিষ্ট তারা যাতে পুলিশের তদন্তে হস্তক্ষেপ না করতে পারে তার জন্যই এটা করা হয়েছে। অবশ্য আমরা আদালতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছি না আদালতের স্বাধীনতা আছে আদালত যদি সেটিস-ফায়েড হয় তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী জামিন দিতে পারবেন আমরা আদালতের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করছি না। এবং এটাও কারও কারও মনে হতে পারে যে প্রিভেণ্টড ডিটেনসন অ্যাকটের মত ত্রিপুরায়ও আটক আইন করা হচ্ছে। কাজেই আমি হাউসের কাছে সুপষ্ট ভাবে বলতে চাই যে তাঁদের এই ধারনা ঠিক নয়। কোর্ট জামিন দিতে পারবেন এবং কোর্ট কেসের মেরিটের উপর বিচার করবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—প্রিভেণ্টিভ ডিটেনশন মানে হচ্ছে যে, একটা লোককে যদি আটক করা হয় তখন সেই লোকটা বিচারের জন্য অন্য কোন আদালতের সম্মুখীন হতে পারবে না। তবে হেভিয়াস কার্পাস অ্যাকট অনুযায়ী টেকনিকেলী কোন ডিফেকট আছে কি না বা যে আইন আছে সেই আইনের প্রোভিশন পূরণ করা হয়েছে কি না। আমি একটা ব্যাপারে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাকটে আমরাও আটক হয়েছি এবং আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটা হল যে আমি না কি সিমোনীয়াতে ফরেষ্ট অফিসে আগুন দেওয়ার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করেছি। সুপ্রীম কোর্ট আমি যখন আমার কেজের প্লীড করি তখন মাননীয় জাজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে তারিখে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আমি নাকি ঐ তারিখে নিজে দাঁড়িয়ে জনগণকে ফরেষ্ট অফিসের আগুন দেওয়ার জন্য উত্তেজিত করেছি, আসলে আমি তখন সেই তারিখে জি. বি. হাসপাতালে। ঐ তারিখের দশ দিন আগে আমি জি. বি. হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। কাস্ত কবরাতে প্রথম যে উপজাতী যুব সমিতির মিটিং হয় সেই মিটিং আমি শেষ মিটিং করতে পারি নি হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়ি এবং জি. বি. হাসপাতালে ভর্ত্তি হই। হাসপাতালে আমরা সার্জিকেল সেকশনে আমার অপারেশন হবে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমার কাছে ছিল এবং সেটা সুপ্রীম কোর্টে এনডোর্স্ড করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিচারকরা বলেছিলেন যে আমরা হেলপলেস। কোর্ট শুধু দেখবে টেকনিকেল কোন ডিফেকট আছে কি না যেমন সময় মত ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয়েছে কি না, সই আছে কি না ইত্যাদি।

এখানে যে বিলটা এসেছে সেটাতে কোর্ট বিচার করতে পারবে, কোন রকম বাইনডিং কোর্টের উপর দেওয়া হয়নি। এই ধরনের ভুল কনসেপশন যাতে ত্রিপুরাবাসীকে না দেওয়া হয় সেই জন্য আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের ইনটারেসটে, এই যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ খুন ডাকাতি এই সমস্ত কার্য্যকলাপ চলছে সেটাকে আরও এফিসিয়েন্টলি ডীল করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে এবং যাতে পুলিশ তদন্ত কাজ তাড়াতাড়ি করতে পারে এবং চার্জ দাখিল করতে পারে এবং বিচারের সাহায্য করতে পারে সেই জন্যই এই বিলটা আনা হয়েছে। আশা করি মাননীয় সদস্যরা এই বিলটাকে সমর্থন করবেন।

মি: স্পীকার :- এখন এই বিলের উপর আলোচনা হবে ১২০ মিনিট। তার মধ্যে রোলিং পার্টি পাবে ৮০ মি. এবং অপজিশন পাবে ৪০ মি. কংগ্রেস (ই) ব্লক পাবে ২২ মি. টি.ইউ.জে.এস. ১২ মি, ইণ্ডিপেন্ডেণ্ট ৬ মি. ইণ্ডিপেন্ডেণ্ট এখানে কাউকে দেখছি না। টি. ইউ. জে. এস. তাদের সঙ্গে ৬ মিনিট ভাগ করে নিতে পারেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :-- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনে এই যে The code of criminal pcocedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 8 of 1983) এখানে এসেছে সেটার তীব্র বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে মূল ক্রিমিনেল প্রসিডিউর কোডের সেকসন ১৬৭ যা আছে সেটা হল ---- no magistrate shall authorise the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding (i) Ninety days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprsonment for a term not less than ten years (ii) Sixty days where investigation relates to any other offence and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be. এই যে রিলেভেন্ট পোর্শন এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে সরকার এখন যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা হল ঐ রিলেভেন্ট পোর্শনকে অ্যামেণ্ডমেণ্ড করে সেখানে বসাতে চাইছেন ৯০ দিনের জায়গাতে ১৮০ দিন আর ৬০ দিনের জায়গাতে ১২০ দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিতে উঠে হয় তো বলবেন যে ৯০ দিন ছিল এটাকে আমরা মাত্র ডাবল করে দিয়েছি। কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে একটা সবচাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই বামফ্রণ্ট সরকার সারা ত্রিপুরাকে একটা কারাগারে পরিনতঃ করেছেন। সেকশন ১৬৭ এর বিরুদ্ধে protection হল Sec 439 কিন্তু সেটা তুলে নেওয়া হচ্ছে। সিভিল লিবার্টি মানুষের ফানডামেন্টেল রাইট সেটাকে এই বিলের দ্বারা এই সরকার কার্টেল করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভারতবর্ষ পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। এখানে তিনটা ভাগ আছে অ্যাডমিনিসট্রেশন, লেজিসলেশন অ্যাণ্ড জুডিশিয়ারী। আমরা এখানে আইন প্রণয়ন করব এবং সেটাকে ইমপ্লিমেণ্টশন করবে অ্যাডমিনিসট্রেশন। জুডিশিয়াল অথরিটি দেখবে যে আইনটা ঠিক মত ইম্পলিমেণ্টেশন হচ্ছে কি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যে ১৬৭ ধারাতে কোর্টকে কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেখানে অরিজিনেল কোর্টকে

পাওয়ার দেওয়া হয়েছে যে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে ৯০ দিন এবং পরে আরও ৬০ দিন একজন লোককে ডিটেনশনে রাখতে পারে, অর্থাৎ ডিটেনশন পাওয়ার এর বিরুদ্ধে under Sesstion 439 মতে appeal করা যাবে, Session কোর্ট অথবা হাই কোর্টে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে হাইকোর্টের স্পেশাল পাওয়ার, সেশান কোর্টের স্পেশাল পাওয়ার সেটা বর্তমান amendment এ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

Sec 439— Special powers of High Court or Court of Session regarding bail.

(1) A High Court or Court of Session may direct (1) that any accused of an offence and in custody be released on bail and if the offence is of the nature specified in sub-sec (3) of sec 437 may impose condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that sub-sec.

(11) That any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified.

Provided that High Court or Session Court shall before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session Court or which though not so triable is punishable with imprisonment for life give notice to Public Procequter unless it is for resons to be recorded in writing of opinion. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, স্যার, এখানে হাই কোর্টের পাওয়ার, সেসন কোর্টের পাওয়ার যা ছিল সেটা টোটালি এবলিশ করে দেওয়া হয়েছে। আমি আগেই আমার বক্তব্যে বলেছিলাম, বামফ্রণ্ট সরকার পাওয়ারে এসে যে সব কাজকর্ম শুরু করেছেন তাকে কি বলব। বলার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এই হচ্ছে গণতন্ত্র। সি, পি, এম, এর গণতন্ত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোর্টেও যেতে পারবে না। রিভিউ করারও কোন স্কোপ নেই। অত্যন্ত বিপজ্জনক সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে। যারা বিরোধী পক্ষ আছে তাঁদের ধ্বংস করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। ৪৩৯ section এ — আছে, Power to grant Bail. Notwithstanding anything contained in this code no person-

(a) Who, being accused of or suspected of committin an offence under section 120B, 121, 121A, 122, 123, 153A, 302, 303, 304, 226, 333, 363, 364, 365, 367, 368, 376, 386, 395, 396, 436, 449, or 450 of the Indian penal Code। যদি সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়। তাহলে ও মিঃ স্পীকার স্যার, ১৮০ দিনের মধ্যে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একবার ছাড়া পেলে আবার সঙ্গে সঙ্গে জেল-খানার গেটের বাইরেই সাস্পেক্ট করে আবার জেল-খানার ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। আমরা গণতন্ত্রের কথা গুলি, আমরা এস্‌মার কথা গুলি, নাসার কথা গুলি, আমরা শুনেছি কালা কানুনের কথা। কত মিছিল দেখেছি। চমৎকার। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের নমুনা। সারা ত্রিপুরার মানুষকে কারাগারে বন্দী করার প্রচেষ্টা। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা শুনেছি ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সব পারে, পারে

না কেবল স্ত্রীকে পুরুষ বানাতে এবং পুরুষকে স্ত্রী বানাতে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সভা স্ত্রীকেও পুরুষ বানাতে পারেন এবং পুরুষকে স্ত্রী। এই হচ্ছে তাঁদের গণতন্ত্রের নিদর্শন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বিস্মিত হয়ে গেছি, আমি অবাক হয়ে গেছি যে, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ ১৬ মাসের জন্য হাই কোর্টে যেতে পারেবেন না, কোন রিট পিটিশন করা যাবে না। চমৎকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করার এই যে প্রচেষ্টা, এই যে অপচেষ্টা আমরা চিন্তাই করতে পারি না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা সব কথায় শুনতে পাই, আমাদের সীমিত ক্ষমতা। স্যার, এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার আজকে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। তাঁদের ক্ষমতা যদি অসীম হত তবে কি হতো আমি চিন্তা করতে পারি না। মিঃ স্পীকার, স্যার, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, হাই কোর্ট, সেসন কোর্ট, ম্যাজেষ্ট্রিট কোর্ট কিছু করতে পারবে না। বেইলের সম্পর্কে বলা হয়েছে, আগে সেটিস্‌ফাইড হতে হবে। আগে হাই কেটের্‌র মাননীয় বিচারপতিকে স্থির করতে হবে, সে শাস্তি পাবে কিনা। যদি দেখেন শাস্তি হবে না মানে এই রকম সেটিসফাইড হয়ে তবে হাইকোর্টের মাননীয় বিচার-পতিকে বেইল দিতে হবে। কিন্তু বিচার না হওয়া পর্যন্ত মাননীয়, বিচারপতি কি করে বলবেন তার শাস্তি হবে কি না? সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কি করে বলবেন? এটা কি কথার কথা হল? আমরা শুনেছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, "জিজ্ঞেস করুন, সুপ্রীম কোটের্‌র প্রধান বিচারপতিকে, সুপ্রীম কোটের্‌র বিচারপতির হার্টে ধুক্ ধুক্ করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রীম কোটের্‌র বিচারপতির বুকে কান পেতে কি ধুক্ ধুক্ শুনতে পেয়েছিলেন? আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত নেই। উপস্থিত নেই এই কারণে তাকে জবাব দিতে হবে বলে। এই সভায় আমরা উনার চিৎকার অনেক শুনেছি, উনি যখন শুনতে পেয়েছিলেন? আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত নেই। উপস্থিত নেই এই কারণে, তাঁকে জবাব দিতে হবে বলে। এই সভায় উনার চিৎকার আমরা অনেক শুনেছি। উনি তখন বিরোধী দলে ছিলেন। এই সরকারে এখন যারা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখন বিরোধী দলে ছিলেন তাঁদের চিৎকার আমরা শুনেছি। কাজেই একটা লোক ৬ মাস বিচার পাবে না সেটা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষকে গণতন্ত্রের নামে একটা কলংকময় ইতিহাস সৃষ্টি করতে চাইছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাব আর একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করতে চাই। বিধানসভায় আলোচনা না করে অর্ডিন্যান্স হিসাবে আনা হয়েছে এই Bill তা অর্ডিন্যান্স হিসাবে পাশ করানো হচ্ছে। কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে, অর্ডিন্যান্স ছাড়া উপায় ছিল না। কেন? দুই দিনের ভেতর বিধানসভা ডেকে বিলটা আনতে পারতেন। ঠিক তেমনি দেখেছি, সেলস ট্যাক্সের ব্যাপারে। বিধান সভায় বাজেটের সময় ট্যাক্স ধরেন না। কিন্তু পরে অর্ডিন্যান্স করে বাড়িয়ে দেন। এই হচ্ছে গণতন্ত্র। মার্কসবাদী গণতন্ত্র। মার্কসবাদী গণতন্ত্রের চিৎকার শুনতে শুনতে আমার কান্ ঝালা পালা হয়ে গেছে। আমার একটা কান বধির হয়ে গেছে স্যার, এই মার্কস বাদী গণতন্ত্রের চিৎকার শুনতে শুনতে। আমরা দেখি, গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে, গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এর থেকে বড় স্বৈরতন্ত্র আর কিছু হতে পারে না।

স্যার, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের এই ধরণের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর স্পেচ সংশোধন করা হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই। বামফ্রন্ট বলেছেন যে কেন্দ্র এতে সম্মতি দিয়েছেন। এদিকে ওরা বলেছেন কেন্দ্র সম্মতি দিচ্ছে না, আবার এখন বলেছেন কেন্দ্র এতে সম্মতি দিয়েছে। স্যার, আমি একটা ছোট গল্প বলছি, আমি তখন ছোট। আমার বাড়ীর পাশে একটা রিজার্ভ পুকুর ছিল। একজন লোক এসে স্নান করতে নেমেছে। এই পুকুরে যে স্নান করা নিষেধ সে জানে না। তখন একজন পুলিশ সেখানে আসলো। এসে তাকে বলল, এই তুই এখানে নেমেছিস কেন? সে বললো আমি তো জানি না, আমি উঠে যাচ্ছি। উঠতে পারবি না। তাহলে থেকে যাচ্ছি। থাকতেও পারবি না। তাহলে কি করব? কিছু করতে পারবি না। উনাদের অবস্থা হচ্ছে যেই রকম। কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না সেই জন্য উগ্রপন্থী দমাতে পারছেন না স্যার, এটা একটা কলঙ্কময় ইতিহাস, গণতন্ত্রকে হত্যা করার এর চাইতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই সন্দেহ হলেই যে কাউকে যে কোন অফেন্সে ইণ্ডিয়ান পীনাল কোডে নিয়ে যাবে। মাননীয় উপমূখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে ১৬ বছরের নীচে রুগ্ন বা মহিলা হলে তবে কোর্ট তা বিবেচনা করতে পারবে। কিন্তু কোর্টের যে ইন্‌হারেণ্ট পাওয়ার, সেই ইন্‌হারেণ্ট পাওয়ারকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই দ্য কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট) অর্ডিনান্স, ১৯৮৩ সন। স্যার, আমরা আশা করেছিলাম যে অন্ততঃ পক্ষে হাইকোর্টের যিনি নিরপেক্ষ বিচারপতি, তাঁর উপর বামফ্রণ্ট সরকারে শ্রদ্ধা থাকবে। তাঁর ন্যায় বিচারের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের শ্রদ্ধা থাকবে, সেশান কোর্টের বিচারপতির যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের উপর শ্রদ্ধা থাকবে। স্যার, তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে এই বামফ্রণ্ট সরকার ভেবেছে যদি হাই কোর্ট বেল দিয়ে দেন, যদি কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে উনারা দীর্ঘদিন আটক না রাখতে পারেন, ভারতীয় সংবিধানে যে ফ্রীডম অব মোভমেণ্ট, ফ্রীডম অব মোভমেণ্ট যদি ভোগ করতে দেওয়া হয়, তবে তবে তাদের কাছে কেউ মাথা নত করবে না। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিলটা আনা হয়েছে। এই বিল গণতন্ত্র বিধ্বংসী, ত্রিপুরার জনসাধারণকে কারাগারে পুরবার জন্য এবং বিচার বিভাগের যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই এই বিলকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি টি. ইউ. জে, এস, মাননীয় সদস্যদের বলছি যে, আপনাদের দল থেকে আমি দুই জনের নাম পেয়েছি। কাজেই আপনারা এক এক জন ছয় মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট). অর্ডিনান্স, ১৯৮৩ যে বিল এখানে আনা হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করছি। কারণ ত্রিপুরার এমন একটা দল এই বিলটা এখানে উপস্থাপিত করেছেন, যে দল গত তিন দশক ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে মিশা, নাসা, এসমা সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে একটা বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করেছিল, বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল। আজকে এই দল ক্ষমতায় আসার পর মিশা, নাসার চেয়েও ভয়ংকর একটা বিল এখানে পাস করাতে যাচ্ছেন যা মিশ্যুার

২১ লক্ষ মানুষের ব্যাক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকবে না। এই রাজত্বে মানুষ বিচার পাবে না, থাকবেনা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এই বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থীদের নাম দিয়ে সরল আদিবাসীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং উগ্রপন্থীদের তারা নিজেরাই আড়াল করে রাখছে। যখন উগ্রপন্থী নেতা বিনন্দ জমাতিয়ার সংগে তারা ফয়সালা করতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহুর্ত্তে এই বিল আনা হয়েছে। গত বিধান সভার নির্বাচনে পাওয়া ৫৬টা সীটের মধ্যে তারা অনেকগুলি সীটই তারা হারিয়েছেন, কারণ জনগণ তাদের ভাওনাবাজী বুঝতে পেরেছেন। এই জন্যই বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে পুলিশ দিয়ে শাস্তি দেওয়ার জন্য, কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে, স্যার, এখানে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন যে, উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তার করার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিলে এই কথা আছে? এই কথা মুল যে বিল তাতে আছে "90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for a term of not less then 10 years". সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই আইন উগ্রপন্থীদের জন্য নয়। এরপর আছে— "60 days, where the investigation relates to other offences". এই হচ্ছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য। স্যার, আমরা দেখছি অম্পিতে উগ্রপন্থী নাম করে পেলাচাঁদকে হত্যা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিরোধী দলের কর্মীদের। কই গ্রেপ্তার যাতে আরও ব্যাপকভাবে করা যায়, বিরোধী দলের কর্মীদের যাতে কারাগারে বন্দী করে রাখা যায় নির্বাচনের প্রাক মুহুর্ত্তে, যাতে তারা নির্বাচনের কাজ করতে না পারে তার জন্যই এই কালা কানুন। এই কালা কানুন ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন রাজ্য সরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই আইনকে কখনও মেনে নিতে পারে না। আমি ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের পক্ষ হয়ে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাব যাতে তিনি এই বিলকে সম্মতি না দেন।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আরও দুই মিনিট বলবেন। এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি রাজ্যপালের কাছে আবেদন রাখছি যাতে এই বিলকে তিনি সমর্থন না করেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যদি এই বিল কার্যকরী হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য গণতন্ত্র থাকবেনা, একনায়কতন্ত্র কায়েম হবে। আমি জানি বামফ্রন্ট সরকার এই বিলকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবেন, প্রায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে, আগামী এসেম্বলী নির্বাচনে তারা এই বিলকে হাতিয়ার করে কাজে লাগাবেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নিশ্চয়ই আশা করবো যে, রাজ্য সরকার আজকে যারা এখানে দায়িত্বশীল বিধায়ক রয়েছেন সরকারের পক্ষে তাঁরাও এই দিকটা বিবেচনা করবেন। আর না হলে বলুন তাঁরা এসময়, নাসা এগুলির বিরোধীতা করেননি, এইগুলি সমর্থন করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী দলের নেতা উল্লেখ করেছেন

সাসপেকটেড, কাজেই যদি এখানে কোন হাই কোর্টের জাজ অথবা সেসান জাজ তাঁরা যদি বলেন, না এর মধ্যে কোন প্রমান নেই তাহলে সাসপেকটেড পুলিশের যে সেই রিপোর্ট অনুসারে কাজ হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা গণতান্ত্রিক সচেতন কাঠামোর মধ্যে ধরা হয় নি, যেখানে এই উগ্র পন্থীরা অবাধে চলাফেরা করছে, তাঁরা নিজেরাই প্রশয় যোগাচ্ছে, সেই উগ্র পন্থীদের বিরোধী দলের মধ্যে প্রয়োগ করছেন, কাজে লাগাচ্ছেন। আজকে সেখানে এই বিল এনে উগ্র পন্থী নাম করে এবং বিরোধী দলের উপর আক্রমন সেই আক্রমণ আরও বেশী করে কঠোর করে তোলার যে চক্রান্ত, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল এনেছেন, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কেউ সমর্থন করবেন না। মিঃ স্পীকার, স্যার, স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে প্রবনতা নিয়ে আজকে এই বিল বামফ্রন্ট সরকার এনেছেন আমরা তীব্রভাবে তার নিন্দা করছি। মিঃ স্পীকার, স্যার, গত ২৬শে মে রাজ্যপাল একটা অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে বিধানসভাকে এড়িয়ে তারা এটা কার্যকরী করার জন্য গোপন চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইভাবে অনেক কিছু পৌর সভার নির্বাচনে ব্যবহার করেছেন এবং এটাকে এ্যাক্ট করার জন্য এই হাউসে পেশ করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাঁরা দেখছেন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনগণ যেভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ যেভাবে প্রতিবোধী হয়ে উঠেছে তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, উপ-নির্বাচনে, বিধানসভার নির্বাচনে তাঁদের ভরাডুবি হবে তা দেখে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাদের এই রাস্তায় যেতে হয়েছে। কারণ, তাঁরা জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক ভাবে ভোট পাবেন না, তাঁরা ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। চতুর্দিকে আজকে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। গ্রামের মানুষ, কর্মচারী শ্রমিক এবং ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। তাঁরা এই মানুষগুলিকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন না। কাজেই, পুলিশ দিয়ে যাতে মোকাবিলা করা যায়, জেলখানা দিয়ে যাতে মোকাবিলা করা যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাজেই, আমি বিলের প্রত্যেকটি ধারার বিরোধীতা করছি এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদেরও আমি এই বিলের বিরোধীতা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই বিলের বিরোধীতা করছি এই কারনে যে জন স্বার্থ রক্ষা করা এবং সংবিধানের প্রদত্ত যে সমস্ত মৌলিক অধিকার সেগুলি ক্ষুন্ন করা হচ্ছে এই বিলের মাধ্যমে এটা ভাবতে খুব কষ্ট হয়। যে সি পি এম তো দীর্ঘ দিন সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন কিন্তু আজকে তাঁরা এই রকম একটা আইন বিধানসভায় পেশ করলেন, আমরা জানি সি পি. এম সব সময় পি. ডি এ্যাক্টের বিরোধীতা করেছিলেন কারণ তাঁদেরকে এই আইনের দ্বারা হয়রানি হতে হয়েছিল সেই কারণে তাঁরা মিসার বিরোধী ছিলেন এবং এখনও তাঁরা এসমা, নাসা এইগুলির বিরোধীতা করেন। কাজেই যারা এই সমস্ত আইনের বিরোধী এবং যারা মনে করেন এর দ্বারা সুষ্ঠ বিচার পাওয়া যাবে না, গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়া যাবেনা তারাই যখন আবার এই আইন আনেন তখন খুব কষ্ট হয়। কারণ নাসা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এটা নতুন করা হয়েছে কারন এই নাসার জন্য যখন পার্লামেন্টে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট

পার্টি তাদের প্রতিনিধিরা বিরোধীতা করেছিলেন কিন্তু লোক সভায় বলা হয়েছিল যে, ত্রিপুরায় সিকিউরিটি এ্যাকট্ আগেই তৈরী হয়েছে কাজেই যারা এই রকম বিল আনতে পারেন তাদের পক্ষে এসমা, নাসার বিরোধীতা করা ঠিক নয়। আজকে যে উদ্দেশ্যে বিলটা আনা হয়েছে এবং আইন সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য খুব মহৎ না এতে সন্দেহ নেই। যদি উগ্রপন্থী এবং এন্টিসোশ্যাল এলিমেণ্ট তাদেরকে দমন করা এই আনের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমি বলবো নাসা বা ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাকট্ এইগুলি দিয়ে তাদের দমন করা যায় এবং যারা রাষ্ট্রের শান্তি-সম্প্রীতির বিরোধী তাদের এই সব আইনের দ্বারা বিচার করা উচিত। ক্ষমতাসীন সরকার বলছেন আমরা কাউকে বিনা বিচারে আটক করে রাখি না কিন্তু এই রকম একটা নমুনা দেখিয়ে ৬ মাস আটক রাখা আরও অপরাধ। জেলে নিয়ে তাদের বলা হচ্ছে তোমাদের কোন বিচার নেই কারণ তোমরা সমাজের, দেশের এবং রাষ্ট্রের ভাল চাওনা কাজেই দেখা যাচ্ছে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়, এটা আরও মারাত্মক। কাজেই, কোন লোককে বিনা বিচারে ৬মাস আটক রাখা অমানবিকতা এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এ ছাড়া এখানে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে উগ্র-পন্থীদের দমনের জন্য মূলত এই আইনটা আনতে হয়েছে কারণ উগ্রপন্থী এবং এন্টি সোশ্যাল এলিমেণ্ট তারা রাজ্যের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করে। এটা খুব স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই কথা কি আমরা মেনে নিতে পারি এবং মাননীয় উপ-মুখ মন্ত্রী কি বলতে পারবেন ইনজাসটিস করবেন না? তিনি নিজেই বলেছেন যে ১৯৬৭ সালের ১১ই জুন তিনি ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কাইস্তা কবরা থেকে আগরতলায় আনা হয় ভাবে করে। তারপর যখন ২২ তারিখ চিলড্রেন পার্কে মিটিং হয় তখনও তিনি সুস্থ ছিলেন না। এটা ঠিক কিন্তু তা সত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে একটা সাজানো কেইস দেওয়া হয়েছিল, এখন কি সেই রকম কেইস দেওয়া হবে না? আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন? আমি এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৭৯ সনে তেলিয়ামুড়াতে দাঙ্গা হয়ে গেল ৯।১০ জুন। সুখদয়াল জমাতিয়া তেলিয়ামুড়াতে ছিল। ১০ তারিখে উনি মুখ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছিল। এইদিকে তার বিরুদ্ধে ১০।এ ৯২।১৫৭ এ এইসব মিথ্যা মামলা দেওয়া হল তেলিয়ামুড়া থানা থেকে। সুতরাং এইসব এখনও রয়ে গেছে। জামিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেইসটা উইথড্র করা হয়নি। এই কথা মাননীয় মুখ মন্ত্রী নৃপেন বাবুকে জানানো হয়েছিল। নৃপেনবাবু ভাল ভাবে জানেন। হয়ত নৃপেন বাবুর ইচ্ছায় হয়নি। পুলিশ করেছে। কাজেই যদি পুলিশ কারোর প্রতি ব্যক্তি আক্রোশ থাকে এইরকম করবেনা তার নিরাপত্তা কোথায়? তার গ্যারান্টি কোথায়? একটা আইন তার সদ্বুদ্ধি টুকু প্রযোগে করা হয়, তার চেয়ে বেশী অসদ্বুদ্ধি প্র[illegible] করা হয়। শতকরা [illegible] ভাগও কোন আইনকে প্রপারলি ইমপ্লিমেনটেশান করা হয়না। এ কারণে আমাদের ভয়। কারন আমরা জানি উগ্রপন্থীর নাম দিয়ে অনেক ধরা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধ কেইস দেওয়া হয়েছে বিনা কারণে। নির্বাচনের সময় দশরথ বাবুর হত্যার চেষ্টার ব্যাপারে কেন্দ্র করে কয়েকটি নির্দোষ ছেলেকে ধরা হয়েছিল। এটা পুলিশ করবে। কারণ তাদের দেখাতে হবে যে দে আর নট ইন-অ্যাকটিভ। দে আর ডুয়িং ওয়ার্কস। তাই তারা রাম শ্যাম, যদু মধু যাকে পায় তাদের নামের এত ধারা তাদের থানায় ধরে নেয়। এখানে একটি ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম আগরতলা থানার সঙ্গে একটা আইসক্রীম ফ্যাক্টরী আছে।

সেখানে একটি দেববর্মা ছেলে চাকরী করে। তার বাড়ী কমলপুরে। দীর্ঘদিন ধরে সে গাড়ী দিয়ে আসে যায়। কারণ তার আইসক্রীম পরিবহন করতে হয়। সে একবার গৌহাটি গিয়েছিল। গৌহাটি গিয়ে ৩ মাস ধরে আসছেনা। এর মধ্যে ত্রিপুরাতে গণ্ডগোল হয়ে গেল। সে যখন এখানে আসল তাকে ধরা হল। তাকে থানায় দেওয়া হল। এই ধরনের ইনজাসটিস হয় এবং হচ্ছে। যেহেতু এই আইন চালু করে মানুষের অধিকারকে খর্ব করা হয়, সেহেতু আমি তার বিরোধীতা করছি। দাঙ্গার সময়ে পুলিশকে ভীষণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সে কি ক্ষমতা সে ইচ্ছা করলে মারতে পারে। ঐ উদয়পুরে মহারানীতে বাইস বাড়ীতে জমাতিয়া পাড়াতে ঘোষণা করা হয়েছিল" তোমরা এস, এখানে শান্তি কমিটির মিটিং হবে। দেখা গেল গোপাল চক্রবর্ত্তী, এ, এস, আই। সে এ, এস, আই নয়। সে দুর্বৃত্ত। মিটিং-এ এনে ৭ জন উপজাতিদের কুচি কুচি করে হত্যা করল। এই ধরনের অপরাধ যাতে না হতে পারে, তার জন্য বিরোধীতা করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, সুদুর ইংরেজ আমলে পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীরা যে আইন করেছিলেন তদানীন্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে বিনা বিচারে আটক করে কারাগারে তিলে তিলে নিপেষিত করা, তাদের জব্দ করা, সেই আইন সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী বীরেন বাবুর অজানা নয়। স্বাধীন হওয়ার এত বৎসর পরে আবার সেই আইন পুনরায় চালু করলেন। এটা কিসের জন্য? আমাদের ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে আমাদের গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকেন। যার খবর বি, বি, সির মাধ্যমে বেরোয়। যে দেশে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী হাত, কালো হাতের বিরুদ্ধে সবাই লেগেছিল। আজও দেখতে পাওয়া যায় দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার। ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও। এখন আপনারা কান হাতের বশবর্ত্তী হয়ে এই আইন চালু করলেন, বুঝতে পারছিনা। কিছু দিন আগে যে দাঙ্গা হয়ে গেল, রক্তের বন্যা বয়ে গেল, সেই রক্তে রাঙ্গা হাতের লেখনীর দ্বারা কি এই আইনটা চালু করলেন, তা বুঝতে পারছিনা। এই আইন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে ইন্দিরা গান্ধীকে রেহাই দেয়নি। আমরা দেখছি সেই আইনকে কুক্ষিগত করে, সেই বিচারকে কুক্ষিগত করে এই সর্বনাশা চালু করার লক্ষ্য কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইখানে কি আমরা বলতে পারিনা যে "বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" এই আইন আমরা কি বলতে পারবনা যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হবে, যারা সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে তা তাদের কুক্ষিগত করার জন্য, তাদের অধিকারকে খর্ব করার জন্য প্রয়োগ করা হবে? সুতরাং মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বিনীতভাবে সমস্ত সদস্যের কাছে বলব, ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের পক্ষ হয়ে আপনারা এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। আমিও এই আইনের বিরোধীতা করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীজওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসের মধ্যে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী যে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন আমি তা বিরোধীতা

করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই বিল এই হাউসে সরকার পক্ষ থেকে তারা তুলেছেন। কারণ, তারা এখন ত্রিপুরা সরকারের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি' আজকে যারা এই হাউসে এই বিলটাকে তুলেছেন, এই মন্ত্রী পরিষদ এবং মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাদের ভূমিকা দেখলে সত্যি অবাক লাগে। কারণ, তারাই আমাদের শিখিয়ে ছিলেন, আমরা তার বিরুদ্ধে মিছিল করেছিলাম, আমরা আন্দোলন করেছিলাম। এখন বামফ্রন্ট সরকার গদীতে বসেছেন। তারা সমস্ত ত্রিপুরার মানুষের। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করতে চাইছেন যার জন্য তারা এই ধরনের বিল হাউসে তুলেছেন। তারা এতদিন মুখে "গণতন্ত্র গণতন্ত্র" এই বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু আজকে তাদের মুখোস জনসাধারনের সামনে খসে পড়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে জনসাধারণের সিকুরিটি অনেক বেশী ছিল। তাহলে আজকে যে বিল আনা হয়েছে তা কার স্বার্থে। আসামীদেব ধরতে না পারলে সেটা ত তাদের ব্যর্থতা কিন্তু এই বিল এনে সাধারণ মানুষের উপর তাদের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এবং বিরোধীদলের নেতা ও কর্মীদেরকে হয়রানি করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু কাজকর্মে গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায়। মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর একটা বক্তব্য থেকে বলছি যে, উনি বলছেন যে একটা লোককে জামিন মঞ্জুর করার আগে সেটা রেকর্ড করতে হবে বা লিপিবদ্ধ করতে হবে কি কারণে তাকে জামিন মঞ্জুর করা হল। তাহলে একটা লোক জামিন পাবার আগেই তাকে লিখিত দিতে হবে। আমরা গত কিছুদিন আগে দেখেছি যে, যেসব সি, পি, এমের লোক মানুষের উপর আক্রমণ ইত্যাদি সংগঠিত করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আজকে এই যে বিলট হাউসে এসেছে সেটা হাউসে আনার পূর্বে জনগণের মতামত বিচারের জন্য দেওয়া উচিত ছিল। এই বিলকে পিছনের দরজা দিয়ে কেন বিধানসভায় আনা হল। তার মানে হল ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোকের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা। এই সরকার বলছে এই বিলের আইনের দ্বারা উগ্রপন্থীদের ধরবে। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না, কারণ তারা যে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর পাশেই বসে আছে। আজকে বিভিন্ন জায়গায় যেসব আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে, নিরীহ মানুষকে মারা হচ্ছে তখন ত এই শাসক দল কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে এই আবেদন রাখতে চাই, তিনি যেন এইসব দিকে বিবেচনা করে এই বিলে অনুমতি না দেন। অন্যান্য অনেক আইন রাজ্যে থাকা সত্ত্বেও কেন এই আইন করা হচ্ছে? যারা কেন্দ্রের নাসা, এসমার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, সেখানে এই বিল এনে তাদের প্রগতি-শীলতার বিরুদ্ধে রায় দেবেন না বলে আশা করি। তাই আমি অনুরোধ করব যেন ট্রেজারি বেঞ্চের সকল সদস্য একবাক্যে এই বিলকে প্রত্যাহার করে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ভানু লাল সাহা। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ট্রেজারি বেঞ্চের ২ জন বক্তব্য রাখবেন এবং তারজন্য সময় ধার্য্য করা আছে ১৫ মিনিট। এই ১৫ মিনিটের বেশী নিতে পারবেন না।' এরপর মন্ত্রী মহোদয়ের রিপ্লাইর জন্য আছে ৩০ মিনিট।

শ্রী ভানু লাল সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর এই হাউজে যে কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮৩ এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ক্রিমিন্যাল কোডে অপরাধীকে ৯০ দিনের পরিবর্তে ১৮০ দিন আর ৬০ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিন আটকে রাখার প্রভিশন হয়েছে। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে এই আইন করা হয়েছে সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। আজকে এই হাউজে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই বিলকে নাসা-এসমা প্রভৃতির সঙ্গে এক করার চেষ্টা হচ্ছে। জরুরী অবস্থার সময়ে আমরা দেখেছি যে কিভাবে মিসা আইন মানুষকে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেভাবে এই ন্যাসাএসমার সাথে এই বিলকে তুলনা করা যায়না। কোর্ট আছে, তার স্বাধীন অধিকার আছে সে অধিকার বলেই কোর্ট মানুষের বিচার করবে। সেখানে শুধু এই বিলে জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কারণটা লিপিবদ্ধ করতে হবে। তাতে তাদের উদ্বেগের কি কারণ থাকতে পারে। আমার মনে হয় তাদের যেসব ক্রিমিন্যাল আছে তাদেরকে কিভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। আজকে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই তাদের ক্রিমিন্যাল বেশী। আর উপজাতি যুব সমিতি রাজ্যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে জঘন্য কার্যকলাপ করছে। তাই এই উগ্রপন্থী ও সমাজ বিরোধীদের ধরার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। আজকে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা কেন ভয় পাচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন তাদে ক্রিমিন্যালরা যে ধরা পড়ে যাবে। কারণ ওরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী না ঐ কংগ্রেসই একসময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ধরে জেলে পাঠিয়েছিল আর সে অবসরে উপজাতি যুব সমিতি সংগঠন চালিয়েছিল নির্বিবাদে। কংগ্রেস কারগারের মত ঐ কংগ্রেসইত জেলে পুরে মানুষকে না খাইয়ে, বিচার না করে মেরে ফেলে। জরুরী অবস্থার সময়ে আমরা দেখলাম যে জয়প্রকাশ নারায়নকে এমনিভাবে জেলে পাঠিয়েছিল। আজকে ঐ নগেনবাবুরা বলছেন যে এই বিল টি. ইউ. জে. এস. কে কোণঠাসা করার জন্য আনা হয়েছে। আমি ওনাকে জানাচ্ছি যে এটা কংগ্রেসই করে এবং বিগত ৩০ বছরই করেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে কাউকে কোণঠাসা করার জন্য কোন আইনের দরকার নাই। কারণ আমরা জানি জনগণই তাদেরকে কোণঠাসা করেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এবং মিউনিসিপালিটি নির্বাচনে তাই প্রমাণিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা বলেছে যে এই বিপল আমরার আগে জনগণ যাচাই করা দরকার ছিল। আমার মনে হয় এই পর পর দুটি নির্বাচনে তাই যাচাই হয়ে গেছে। আর জনমত যাচাই হওয়ার পরেই জনগণের রায়ে শান্তিপ্রিয় জনগণের জন্যই এই বিল এসেছে। তারা বিগত নির্বাচন গুলিতে মানুষকে ছাত্রযুব সম্প্রদায়কে তারাই ব্যবহার করেছিল তাদের স্বার্থে।

আগামী পঞ্চায়েত ইলেকসানে এদের অবস্থা আরো খারাপ হবে। তাই আমি বলতে চাই যে যারা সাধারন মানুষ এর গৃহে অগ্নি সংযোগ করে দেয় খুনডাকাতি করে এদের রাজনৈতি অধিকার না দেওয়াই ভাল। এবং এতে সাধারণ মানুষ বরং খুশি হবেন। সুতরাং জনগণের দাবী যে এই সমস্ত অপরাধীদের বিচার হোক।

বলা হয়েছে যে, বিচার বিভাগেও অনেক ঘুণে ধরেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি এই আগরতলার একজন বিচারক নিজে জেলে গিয়ে খুনের আসামীকে বলেন যে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার জনগণের স্বার্থেই এই আইন এনেছেন। এবং এই আইনকে গণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিরোদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। সুতরাং এই আইন জনগণকে আরো বেশী করে নিরাপত্তা এনে দিতে পারবে। সুতরাং আমি বলতে চাই যে, আপনারা ন্যাসা এসমার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সে আন্দোলনে এসে যোগদিন তাহলে প্রমাণিত হবে যে আপনারা গণ আন্দোলন বিশ্বাসী। সুতবাং আমি এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার : মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর উথাপন করেছেন আমি এটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কারণ এই আইন এমন এক সময়ে আনা হয়েছে যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ডাকাতি, খুন করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সারা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয় তাদের শান্তির ঘুম কেড়ে নেয় তাদের কিছু দিনের জন্য আদালতের অনুমতি ছাড়া জেল হাজতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এটা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।

মাননীয় স্পীকাব, স্যার, এই বিলের বিরোদ্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেন যে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে খর্ব কবার জন্যই এটা করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে তারা যে ত্রিপুরা স্বাধীন করবার জন্যই আন্দোলন কবতে চাইছেন—ত্রিপুরা কি পরাধীন যে আন্দোলন করতে হবে। না ভারতবর্ষ পরাধীন যে আন্দোলন কবতে হবে। না তারা আন্দোলন করছেন ত্রিপুরা থেকে বাঙ্গালী খেদাবার জন্য আন্দোলন। তারা ত্রিপুরাকে স্বাধীন করবেন। যারা অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে ডাকাতি খুন করে তারা আবার কোন ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে। আমরা জানি যে মানুষ সাধারণতঃ মিছিল পতাকা ফেষ্টুন ইত্যাদি নিয়ে যায়। কিন্তু বন্দুক নিয়ে মিছিল করে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয় কি না তা আমার জানা নেই। কাজেই আমরা এটা বলতে পারি যে এদের বদন মণ্ডল দেখলেই বুঝা যায় এরা যে অপরাধী। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। সুতরাং এই আইন দেখে এরা ভয় পাচ্ছেন যে তারা তো খুন রাহাজারি করে থাকেন সুতরাং তাদের খুন ডাকাতি ইত্যাদি এবার বন্ধ হয়ে যাবে।

(গণ্ডগোল)

সুতরাং আমি এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার, স্যাব, এখানে যে বিলটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তাতে অনেক বিরোধী দলের সদস্যরা আপত্তি তুলেছেন। আমি তাদের আপত্তি সম্পর্কে কিছু বলছি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব:- মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে যে বিলটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তাতে অনেক বিরোধী দলের সদস্যরা আপত্তি তুলেছেন। আমি তাদের আপত্তি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভয় করছেন যে আইন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে—আমি বলব যে তাদের সেই আশংকা অমূলক। এই আইন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না। সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই।

এই সিকিউরিটি এ্যাক্ট দাঙ্গার সময়ে ত্রিপুরায় চালু ছিল। পরবর্তী কালে সরকার যখন দেখলেন এই আইনের কোন প্রয়োজন নেই তখন ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পরও সেই অর্ডিনান্সকে আর আইনে পরিনত করা হয়নি।

মাননীয় সদস্যরা যখন এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করেন আমার মনে হয় তাদের এই বিল সম্পর্কে কোন ধারনা ছিল না। এখানে আমি বলতে চাই যে-জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু কড়াকড়ি করা আর বিনা বিচারে আটক করা, এরমধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাজেই মিসার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং মাননীয় সদস্যরা এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারেন না গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে কংগ্রেস সরকার নাগরিকদের অধিকার ক্ষুন্ন করার জন্য মিসা, নাসা, এসমা এর মত আইন চালু রেখে বিনা বিচারে আটক করেন সেখানে বামফ্রন্ট সরকার বলছে বিনা বিচারে আটক রাখা চলবেনা। তিন মাস হয়েছে অর্ডিনান্স চালু হয়েছে। এই তিন মাসের মধ্যে এমন কোন ঘটনা নাই যে একটা নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে এবং এই আইনের কি আছে ? যারা মার্ডার কেসে অভিযুক্ত এবং বন্দুক দিয়ে মানুষ খুন করছে, তখন যদি তাকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে জামিনটাকে কড়া করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে আদালতের ক্ষমতা খর্ব করার কোন কথা নেই। স্যাটিসফেকশনের কথা বলা হয়েছে। পূর্বে স্যাটিসফেকশান বলতে কোন কথা আইনে নেই। ট্রায়ালের পরেই বুঝা যাবে, গিলটি কি গিলটি নয়। একটা মার্ডার কেসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলো, তারপর পুলিশ কিছু অভিযোগ দাখিল করল আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। পুলিশের সেই চার্জগুলি ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করে দেখতে পারেন এর মধ্যে বেনিফিট অব ডাউট কিছু আছে কিনা। তার মানে এই নয় যে কোর্টের কোন অধিকার খর্ব করা হয়েছে। মাননীয় নগেন্দ্র জমাতিয়া লেজিসলেটার হতে পারেন কিন্তু হী ইজ নট এ লইয়ার।

বিরোধী দলের এখানে বিরোধিতা করছেন বটে। কিন্তু মনে হয়, মনে মনে তাদেরও সমর্থন আছে। যদি সমর্থন না থাকত তাহলে অ্যামেণ্ডমেণ্ড আনতেন। (এ ভয়েস - আমরা তো সমস্তটাই বিরোধিতা করছি) কাজেই এই আইনের ধারায় এমন কোন কিছু নেই যে পুলিশকে বিনা বিচারে ডিটেনশান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিন মাসের জায়গায় ছয় মাস আটক রাখতে পারেন কোর্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া আছে। এটা কোর্টকেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখন কমপালসারী প্রভিশন হচ্ছে যে তিন মাসের মধ্যেই জামিন দিতে হয়। আমরা কোর্টকেই ক্ষমতা দিয়েছি যে তিন মাসের উপরও রাখতে পারেন। আর এই আইনটা চিরকালের জন্য রাখা হচ্ছেনা। কাজেই বর্তমান অবস্থাকে ট্যাকল করার জন্য আমাদের এই আইনটার প্রয়োজন আছে। কাজেই এই দিক থেকে বলতে পারেন এখানে বেল দেওয়ার প্রভিশনটাকে আরও একটু শক্তিশালী করার কথা রয়েছে। এটা কোন বিনা বিচারে আটক রাখার আইন নয়। যারা

গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তার হবে তাদের আটক রাখার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা সাজেশান দিলেন, আপনারা ইচ্ছা করলে নাসা, এসমা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আমরা এটা করতে পারি না। কারণ এটা গণতন্ত্রের হস্তক্ষেপের পথ। তাঁরা যে কি করে এটা সাজেষ্ট করেন যে মিসা এবং এসমা নাসা প্রয়োগ করুন, আমরা কখনও সেটা করতে পারি না। মাননীয় সদস্যরা চেষ্টা করছেন এই বিলটা যেটা এনেছি তার সঙ্গে মিসা, এসমা মিলিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করতে। তবে আমরা নিশ্চয়ই চাই, তারাও চায় যারা খুনি, যেমন পরিমল সাহাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারী হত্যাকারীই। যারা খুনি তারা যাতে একবার খুন করে আর একবার ছাড়া পেয়েই খুন করবার সুযোগ না পায় সেইজন্য তাদের আটকের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে :

তাঁরা কি চান না যে পুলিশ সেই খুনিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত চার্জশীট তৈরী করে কোর্টে গিয়ে হাজির হোক এবং এতে তারা উপযুক্ত বিচার পান ? ওদের ব্রেক চেক দেওয়াটা নিশ্চয়ই তাদের কাম্য নয়। আইনটাকে বুঝতে পারেন নাই বলেই এটাকে মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ড করছেন। কাজেই আমি বলছি এটা তো কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আর তাঁরা যেটা বলেছেন সেটা এই আইনের ধারায় হয় না। সেটা ক্রিমিন্যাল সি, আর, পি, সি, আইনে আছে। ডাকাত গ্রেপ্তার হয়, খুনী গ্রেপ্তার হয়। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন' আমরা ভুক্তভোগী, সেট এই আইনে না। সেটা ব্রিটিশ আইনে ছিল. এখনও রেখেছেন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। শ্রিমতি ইন্দিরা গান্ধী এখনও এই আইন ছাড়া চলতে পারেন না। প্রিভেনটিভ ডিটেনশান আইন ছাড়া আমরা সাড়ে পাঁচ বছর চালিয়েছি।

স্যার, আমরা সাড়ে পাঁচ বছর ঐ সব কেন্দ্রীয় আইন, মিসা, ন্যাসা এবং এসমা ছাড়া চলেছি এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়ে ছয় বছর চলেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার' তথা কংগ্রেস সরকার এবং অন্যান্য রাজ্যে যেখানে যেখানে কংগ্রেসী সরকার আছে. তারা এক সেকেণ্ডও এ মিসা, নাসা আর এসমা ছাড়া চলতে পারেন না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে তখন কংগ্রেস আমল ছিল, সেই সুখময় বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখনও আমরা দেখছি যে তাঁর নিজের দলের সদস্য যার সঙ্গে তাঁর সামান্যতম মনোমালিন্য হয়েছে, সেই সমীর বর্মনকেও জেলে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটক রাখা হয়েছে। কাজেই তাদের কাছে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই, গণতন্ত্র রক্ষা করা তো অনেক দূরের কথা। তাই বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অবস্থা চলছে, তাকে সামাল দেওয়ার জন্যই শুধু এটা করা হয়েছে, এর মধ্যে অন্য কোন কারণ নাই। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে পারি যে তাদের এজন্য কোন রকম আতঙ্ক হওয়ার কোন কারণ নাই। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন সময়ে এটা প্রয়োগ করব না অথবা তাদের কোনঠাসা করার জন্যও আমরা এই আইনটাকে ব্যবহার করব না। এই আইনে যারা অপরাধী হবেন শুধু তাদের এটা প্রয়োগ করা হবে, অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। কাজেই আমি যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবিলার করার জন্য এটা প্রয়োজন। কাজেই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের আরও আশ্বাস দিতে পারি, যে যখনই এটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, তখনই আমরা এটাকে প্রত্যাহার করে নেব, কারণ এই ধরনের সৎ সাহস আমাদের আছে। দাঙ্গার সময়ে আমরা যে ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাকট চালু করেছিলাম, সেটাও আমরা ৬ মাসের বেশী চালু

রাখি নি। কাজেই এটাকে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও রাখব না, এই আশ্বাস আমরা আপনাদের দিতে পারি। এখানে যে সময়টা বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই যে শুধুমাত্র পুলিশের কাজের সুবিধার জন্য, অন্য কোন কারণ নাই। তারপর যে কথা বলা হয়েছে যে এই আইনের দ্বারা কোর্টের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, তা আদৌ ঠিক নয়। সরকারের তিনটি উইংগস, কোর্ট, লেজিস্লেচার এবং এ্যাক্জিকিটিভ, আমরা এগুলির সম্পর্কে খুবই কন্‌সাস, আমরা চাই যে এই তিনটি উইংগসের ফাংকশান অব্যাহত থাকুক। কাজেই এই আইন দ্বারা কোর্টের অধিকারকে কোন রকমে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের কথা মনে রেখে এই যে আইনটা হাউসের সামনে এনেছি, আশা করি হাউস সর্বসম্মতিক্রমে সেটাকে পাশ করিয়ে দেবেন, এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা আশা করেছিলাম যে, সরকার এই প্রত্যাহার করে নেন। কারণ, গণতন্ত্রের স্বার্থেই সরকারের উচিত, এই আইনটাকে আইনটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং আমরা এখনও দাবী করছি যে, সরকার এই আইনটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। অন্যথায়, আমরা এই আইনটাকে কোন মতেই মেনে নিতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :-- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল...

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :-- মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা সরকারের এই অগণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য ওয়াক-আউট করতে বাধ্য হচ্ছি।

(At this stage all the Oppositson members both the Congress (I) and Tripura Upajati Juba Samiti warked out frmo the house)

মিঃ স্পীকার :-- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত The Code of Ciiminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 8 of 1893) সভার কর্তৃক বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :-- এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। এই বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন আমি বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোট দিচ্ছি।

বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটিকে (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, বিলের শিরোনামাটি এই বিলের একটি অংশরূপে সভা কর্তৃক গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, "The Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 8. of 1983) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে সভার সামনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

Shri Dasrath Deb :— Mr. Speaker, Sir, I beg move that "The Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No 8. of 1983) be passed.

মিঃ স্পীকারঃ – এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত "The Code of Criminal Procedure (Tripura Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 8 of 1983) পাশ করা হউক।

(বিলটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনিভোটে সভা কতৃক গৃহীত হয়।)

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশান। গত ১৫ই জুলাই শুক্রবার ১৯৮৩ ইং সভার সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত একটা প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান। এখন রিজিলিউশানটির উপর অসমাপ্ত আলোচনা শুরু হবে। রিজিলিউশানটির আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, "ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন পাঞ্জাব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অবিলম্বে আকালী দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং এই জাতীয় সমস্যাটির সমাধানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন'।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৫ই জুলাই আমি যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে আলোচনার জন্য এনেছিলাম, তার বিষয়বস্তুটি আবার আমি এখানে তুলে ধরছি। আমার প্রস্তাবটা হল "ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন পাঞ্জাব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অবিলম্বে আকালী দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং এই জাতীয় সমস্যাটির সমাধানের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন'।

শ্রী সমর চৌধুরী— গত ক'দিনে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় এসেছে। স্যার, এটা শুধু পাঞ্জাবের সমস্যা নয়, এটা আজকে গোটা ভারতবর্ষের ঐক্য এবং সংহতির প্রশ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, বেশ কয়েক দফা দাবীর উপর ভিত্তি করে পাঞ্জাবে আকালী দল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এটা শুধু আকালীদের সমস্যা নয়, এটা সমস্ত পাঞ্জাবের জনগণের সমস্যা আজকে সেখানে জড়িত। তাদের যে সমস্যাগুলি রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে এই আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তার উপর অনেক আলোচনা হয়েছে এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনার টেবিলে বসা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময় সমস্যার সমাধানের পথে না গিয়ে সেই সমস্যাটিকে দীর্ঘায়িত করে রাখার পথ ধরা হল। তারপর যখন দেখা গেল যে, তাদের সেই এজিটেশানকে বন্ধ রাখা যাচ্ছিলনা তখন

শ্রীমতী গান্ধী সমস্ত বিরোধী দলকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন এবং সেখানে একটা ত্রিপাক্ষিক আলোচনা টেবিলে প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা হয় এবং আমরা তখন দেখেছিলাম, সেখানকার ধর্মীয় প্রশ্নগুলির উপর অনেকটা সহজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন সহজ ভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করা যেত। আকালী দল নেতৃত্ব এই ধর্মীয় সমস্যাগুলির মীমাংসা মেনে নিয়েছিলেন। এবং সেই আলোচনার সময় বিরোধী দলগুলির ভূমিকা বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল সেই সব সমস্যার অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পথে সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্যার, এছাড়া তাদের যে মূল ৩টা সমস্যা যার উপর ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্তে আমরা দেখতে পাই যে, (১) কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক (২) জলের সমস্যা এবং (৩) টেরিটরিয়েল ডিসপ্যুট। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের যে সমস্যা এটা শুধু পাঞ্জাবের নয়, এটা শুধু আকালীর নয়, এই সমস্যা গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা। এই প্রশ্নে শ্রীমতী গান্ধী অনেক জটিলতা সৃষ্টি করার পর মেনে নিয়েছেন এবং তিনি সারকারিয়া কমিশন করে তাঁকে ঘোষণা করতে হয়েছে এবং এই প্রশ্নে সবগুলি বিরোধী দল এমন কি বিভিন্ন রাজ্যে যে সব অকংগ্রেসী সরকার আছেন তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কেন্দ্র রাজ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে। স্যার, আকালীদের যে দাবী তাদের সেই দাবীগুলির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। আকালী দলের যে সব দাবী সেগুলিকে সাধারণ ভাবে অবহেলা করা সম্ভব নয়। জলের যে সমস্যা এটা নূতন সমস্যা নয়। ১৯৫৫ সাল থেকে এই প্রশ্ন চলে আসছে তারপর ১৯৭৭ সালে ১৯৭০ সালে এই সম্পর্কে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। এই সমস্যার সঙ্গে শুধু পাঞ্জাব নয় এই সমস্যার সঙ্গে হরিয়ানা, রাজস্থান, — হিমাচল প্রদেশও এর সঙ্গে যুক্ত। স্যার, বিয়াস ও রবির জল সম্পর্কে মীমাংসার জন্য সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছি।। স্যার, টেরিটরিয়েল ডিসপ্যুট নিয়ে যখন ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গড়ার দাবীতে আন্দোলন গড়ে উঠে, তখন শিখ এবং হিন্দি ভাষাভাষিদের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের পথে না গিয়ে এই সমস্ত এজিটেশানগুলিকে জিইয়ে রেখে এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে দেশকে এই পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে। এই ভাবে স্যার, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশকে একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আজকে যখন একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আলোচনায় মীমাংসার সূত্র হিসাবে ৪ দফা দাবী ঠিক করে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পরিবেশের সৃষ্টি করা হল ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত পাঞ্জাবের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আলোচনার সমস্ত পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার, ভারতবর্ষের দুটো প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ আর পাকিস্তান। বিশেষ করে পাকিস্তানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ব্যাপক হারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঢালাও ভাবে অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। এবং এই সুযোগে শক্তাধিক এফ-১৬ বিমান দেওয়া হচ্ছে এবং আরও বিমান ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। স্যার, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে এই ভাবে যখন অস্ত্র দিয়ে যখন সজ্জিত করা হচ্ছে, তখন ভারতবর্ষকেও এই ব্যাপারে চিন্তা করতে হচ্ছে। কারণ এই অস্ত্র যে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না এই গ্যারান্টি কে দেবে। স্যার, অতীতেও দেখা গিয়েছে এই ভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে

সজ্জিত করার পর সেই অস্ত্র দিয়ে ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। এই ভাবে আজকে ভারতবর্ষের চারদিকে একটা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র চলছে ঠিক তেমনিভাবে এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলিকে মদত দিয়ে দেশের মধ্যে একটা ঐক্য বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপক চেষ্টা হচ্ছে। স্যার, শুধু মাত্র পাঞ্জাবে নয় আজকে ভারতবর্ষের কি চেহেরা হয়েছে আজকে ঐ আসামে সেখানে কংগ্রেসী সরকার গঠন করেছে। সেখানে বিদেশী সনাক্ত করার জন্য বিশেষ আদালত গঠন করছেন। আজকে সেখানে বিদেশী হটানোর নামে আসামীদের অ-আসামীদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হচ্ছে এবং এই সনাক্তকরণের প্রশ্নে আজকে সেখানকার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধেও ওদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক একই কায়দায় পাঞ্জাবেও শ্রীমতী গান্ধী আকালীদের এজিটেশানকে জিইয়ে রেখে সেখানে শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে একটা অশান্তি পরিবেশের সৃষ্টি করে সেখানে আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর নেতৃত্ব আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে ডেকে আনছে, চক্রান্তকে ডেকে আনছে। ফলে আর. এস. এস. সেখানে একটা উগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। সেখানে একটা উগ্রপন্থী দল খালিস্তানের দাবী তুলছে। পাঞ্জাবীদের জন্য স্বাধীন খালিস্তান। আমেরিকায় নাকি খালিস্তানে সরকার গঠন করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পাঞ্জাবের এই সমস্যাটাকে বাড়তে দিচ্ছে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী,ঐ কেন্দ্রীয় সরকার। আজকে পাঞ্জাবের যে সমস্ত লোক এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করতে পারছে না, যেমন প্রকাশ সিং বাদল, সন্ত লংগোয়াল, যারা নাকি পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদে যুক্ত হচ্ছিলেন না, তারা কতকগুলি যুক্তিসংগত দাবী সামনে রেখে পাঞ্জাবের জনগণকে সংগঠিত করছিলেন, সেই পরিস্থিতিকে কেন্দ্রীয় সরকার জিইয়ে রেখে সেখানে সমগ্র অঞ্চলটাতে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির মধ্যে সারা ভারতবর্ষের ১৬টি রাজনৈতিক দল, অকংগ্রেসী দল তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলোচনার টেবিলে বসেছিলেন এবং সেখানে তারা আলোচনা করেছেন সমগ্র পরিস্থিতিটাকে পর্য্যালোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কিছুতেই আলোচনার টেবিলে বসছেন না। আমরা ত্রিপুরায় কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি ? দুই তিন বছর যাবৎ এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এখানে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করার জন্য ত্রিপুরা উপজাতির যুবসমিতি সক্রিয়। এখানে আর. এস. এসের মত একটা পার্টি "আমরা বাঙ্গালী" উগ্র জাতিয়তা-বাদী আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য এখানে তৎপর। "আমরা বাঙ্গালী' এখানে এখনও সক্রিয়।

তারা জাতি উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াচ্ছে। ঠিক একই শ্লোগান তুলছে উপজাতি যুব সমিতি। তার বিদেশী হঠাও শ্লোগান তুলে আমাদের ত্রিপুরার জনগণের বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে দলন পীড়নের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করছি না। আমরা সময় সময় তাদের সঙ্গে একই টেবিলে আলোচনায় বসছি, সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি। তাই আজকে

শ্রীমতি গান্ধীকেও আলোচনার টেবিলে বসতে হবে, তাদের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে। আজকে ত্রিপুরায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এই অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিধান সভায় এই প্রস্তাব এনেছি। ১৯৮০ সালে মাত্র কয়েক দিনে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা এখন নেই। সেখানে শান্তি ফিরে আসছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সেখানে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গত ২০ শে জুন তারিখে ভারতের যে ১৬টি রাজনৈতিক দল আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই আলোচনা টেবিলে লোকদল, সি. পি. আই, সি. পি আই(এম) ইত্যাদি দল যোগ দিয়েছিল। সেখানে তারা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সারা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক জনগণের পক্ষ থেকে তারা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করব যে, পাঞ্জাব সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মিঃ ডিপুটী স্পীকার শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। পাঞ্জাবে এখন যে ঘটনা দেখছি সেটা হঠাৎ কোন ঘটনা গজিয়ে উঠেনি। এটা দীর্ঘ দিনের, তার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগে থেকে। আজকে এটা চুড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবের এরিয়া হল ৫ লক্ষ তিন হাজার ছয়শো বিয়াল্লিশ বর্গ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা হচ্ছে এক কোটি ছয় লক্ষ নয়শো পঁচাত্তর জন। বিশাল জনসংখ্যা বিস্তৃত তার জমি। সেখানে শতকরা ৮৩ ভাগ জমি চাষবাস হচ্ছে। সেখানে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষেত মজুর। পাঞ্জাব হরিয়ানা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে উৎপাদনশীল রাজ্য। কিন্তু সেখানে বড় সমস্যা হল ক্ষেত মজুরদের সমস্যা। সেখানে কেপিটালিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চলছে। সেখানে শতকরা ৭০ জনই জমি হারা। এই জমি হারা মানুষ যাবে কোথায় ? নাই চাকুরী, নাই ব্যবসা। তাই আজকে দেখা যায় পাঞ্জাবীরা খাদ্যের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, সারা ভারতবর্ষে চষে বেড়াচ্ছে।

আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি, বিরাট সংখ্যক পাঞ্জাবী ড্রাইবার আছে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে কেন, ভারতবর্ষের যে কোন দিকেই তাকান যাক না কেন, সেই উত্তর প্রদেশ মধ্যে প্রদেশ, পশ্চিম বাংলা, বিভিন্ন প্রদেশে এই পাঞ্জাবীরা আজকে ছিন্নমূল হয়ে ঘড় বাড়ীর সন্ধানে বেড়িয়েছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বুর্জোয়া অর্থনীতি যা একচেটিয়া পুঁজিপতির স্বার্থে সাজান হয়েছে। কাজে-কাজেই এই সব কারণেই, সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে এবং পাঞ্জাবীরা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের জানা দরকার, এই পাঞ্জাবই ১৯৮১ সনে ১২৭,৪২,০০০ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করেছিল, এবং এই পাঞ্জাবই সমস্ত ভারতবর্ষকে খাদ্য যোগিয়ে চলছে। কিন্তু আজকে সেই পাঞ্জাবেই খাদ্য সমস্যা চলছে। যে পাঞ্জাবী কৃষকরা এত পরিশ্রম করে ফসল ফলায় সেখানে তারা তাদের ফসলের দাম পাচ্ছে না। ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজি-পতিরা তাদের

দাম দিচ্ছে না। আজকে এখানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এসে ত্রিপুরা রাজ্যে পাটের দাম বাড়ানোর জন্য ল্যাম্পিস ও প্যাকসের মাধ্যমে পাট ফসল ক্রয় করে নিচ্ছেন, যাতে পাট চাষীরা দু পয়সা পেতে পারে। অথচ পাঞ্জাবে সেটা এখনও করা হচ্ছে না। যার জন্যে, আজকে পাঞ্জাবের কৃষকরা যারা আঁখ, গম, তামাক ইত্যাদি ফসল ফলায় সে ফসল ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে কম দামে বিক্রী করতে হয়। আজকে তামাক চাষীরা দাম পায় না, কিন্তু তামাকের দাম বাড়ে। আজকে আঁখ চাষীরা দাম পায় না, কিন্তু চিনির দাম বাড়ে। আজকে পাঞ্জাবের সিগারেট ফ্যাক্টরীর শ্রমিকের মজুরী বাড়ে না, কিন্তু সিগারেটের দাম বাড়ে। এই হচ্ছে পাঞ্জাবের অবস্থা। এ সব কারণে আজকে ১।২ বৎসর যাবৎ পাঞ্জাবীদের রক্ত টগ্ বগ্ করে ফুটছে। যার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা আতংকের সঞ্চার হচ্ছে, ভীতির সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই যে সমস্যা এটা একদিনে সৃষ্ট হয় নি। এই পাঞ্জাবের মধ্যে ৬৩ লাখ স্মল স্কেল কারখানা আছে। এই সব কারখানা আজকে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক অবস্থা বিধ্বস্ত হচ্ছে। কেন বিধ্বস্ত হচ্ছে? এর কারণ কি? মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিজস্ব উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার জন্যই। এই যে আন্দোলন। আজকে পাঞ্জাবে হচ্ছে, সেটার জন্য দায়ী পাঞ্জাবের অসংখ্য বেকারত্ব। পাঞ্জাবীদের মধ্যে এক একটা গোষ্ঠি আছে, যাদের দাদু আর্মিতে ছিল, বাবাও আর্মিতে ছিল, সে নিজেও আছে এবং তার ছেলেও আর্মিতে আছে। সেইসব পাঞ্জাবীরা ১৫ বৎসর চাকুরী করার পর ৩৮ বছর বয়সে রিটায়ার্ড হয়ে ঘরে যখন ফিরে আসে তখন দেখে, তাদের জন্য কোন কাজেই নেই। ঠিক তেমনি ভাবেই অসংখ্য অসংখ্য, লাখো, লাখো পাঞ্জাবী যুবক আজ কর্ম্মহীন হয়ে ঘরে বসে আছে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এইসব বেকার পাঞ্জাবী যুবক তাদের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের জন্য, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চাঙ্গা করার জন্য লড়াই করছে। আজকে ইন্দিরা সরকারের উগ্র, একরোখা নীতির ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, যারা ভারতবর্ষের উন্নতি চায় না, পাঞ্জাবীদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজনীতি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, পাঞ্জাবীরা যেখানে বিরাট বর্দ্ধিষ্ণু জাতি ছিল সেই পাঞ্জাবের কৃষক আজ জল পাচ্ছে না চাষের জন্য। ১৯৬০ সালে সিন্ধু নদ পাকিস্তানকে দেওয়া হবে এই মর্মে যখন চুক্তি হয় তখন কথা ছিল, পাঞ্জাবের মধ্যে তিস্তা, বিয়াস ও সুটলেজ এই তিনটি বড় নদীর জল পাঞ্জাবী কৃষকেরা ব্যবহার করতে পারবে। স্যার, দেখা গেল উল্টো। ১৯৪৭ সালে ইরাকী বাঁধ, ভাক্‌রা-নাংগাল বাঁধ হয়েছে পাঞ্জাবের মধ্যে। কিন্তু পাঞ্জাবের কৃষকদের তিস্তা, বিয়াস ও সুটলেজের জলের ভাগ দেওয়া হচ্ছে না। এর জন্য আরো আগেই আন্দোলন হতে পারত। কিন্তু তা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, ডিজেলের দাম তখন বৃদ্ধি পায় নি। স্যার, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতেই আজকে এই আন্দোলনকে আরো বেশী করে আগুনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। জমিতে জল সেচ করার জন্য পাঞ্জাবে ৬, ৮০, ০০০ স্যালোটিউব-ওয়েল ও পাম্প মেসিন কাজ করছে। এই ৬, ৮০, ০০০ মেসিনই ডিজেল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আজকে ডিজেলের দাম বাড়ার জন্য স্যালো-টিউব-ওয়েল ও পাম্প মেসিনগুলির ব্যবহার অপরিহার্য্য ভাবেই কম হচ্ছে। কোন কৃষক যদিও বেশী দাম

দিয়ে ডিজেল কিনে ফসল উৎপাদন করে. তাহলে তার উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রী করে যা দাম পায় সে দাম নিয়ে সে গালে হাত দিয়ে বাড়ী ফেরে। কেন না, উৎপাদিত ফসলের সে ন্যায্য দাম পাচ্ছে না এবং এতে তার ডিজেলের দামও উঠেছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, পাঞ্জাবের এই অবস্থা এক দিনে সৃষ্টি হয় নি। এই অবস্থা বহু বৎসর ধরে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পাঞ্জাব এক বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিল। আজকেও পাঞ্জাবী জনগণ ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীগুলিতে গুরুত্ব পূর্ণ পদে আসীন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সেক্রেটারীয়েটের মধ্যে এবং অফিসের বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট জায়গায় আছেন পাঞ্জাবী অফিসার গণ। সেই ভারতবর্ষ থেকে যদি আজ পাঞ্জাবীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিংবা ভারতবর্ষের মধ্যে টুক্রো হয়ে যায়, তাহলে ভারতবর্ষ এক চুড়ান্ত বিপদের মুখে চলে যাবে, যেখান থেকে ভারতবর্ষকে কেহ তুলে আনতে পারবে না। কেন এ রকম হবে ? মিঃ স্পীকার স্যার, পাঞ্জাবী জনগণ যখন তাদের ন্যায্য দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে সেই ন্যায্য দাবীদাওয়ার মোড ঘুরিয়ে দেবার জন্য ভারপবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উস্কানী দিচ্ছেন। হরিয়ানার হিন্দু যুব সংগঠন ইদানিং এক অদ্ভুত দাবী করছে। তাদের দাবী, হরিয়ানার উপর দিয়ে পাঞ্জাবে কেহ যেতে পারবে না। আজকে সামরিক বাহিনীর কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, বিভিন্ন পদের অফিসাররা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে দিল্লী থেকে হরিয়ানা হয়ে পাঞ্জাবে যান। সেই সময় হরিয়ানার হিন্দু যুব সংগঠন-এর উগ্র জাতীয়তাবাদীরা সেইসব অফিসারদের চেক্ করার নামে বে-ইজ্জত করে। আজকে প্রাক্তন সামরিক অফিসারই বলুন আর বর্তমান সামরিক অফিসারই বলুন তারা পাঞ্জাবের মধ্যে যেমন মদত দিচ্ছেন, তেমনি ভাবে হিন্দু ধর্ম সংগঠনের বিরোধীতাও করছে। এটা বিরাট ভুল। কারণ এতে আগামী দিনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হওয়ার প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে। স্যার, খালিস্তান তো আমরা এক জায়গায় দেখিনি, ত্রিপুরাতেও খালিস্তান দেখেছি। স্বাধীন ত্রিপুরা ঘোষণা আর খালিস্তান একই আসামেও আজকে একই অবস্থা চলছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পাঞ্জাবকে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করার জন্য, তথা সারাভারতবর্ষকে টুকরা টুকরা করার জন্য ব্যাপক ষড়যন্ত্র করছে। এই খালিস্তানের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে কানাডায়, সেই কানাডা থেকে দাবী করা হচ্ছে খালিস্তান তথা ভারতবর্ষে যেতে হলে পাশপোর্ট লাগবে, যেমন করেছিলেন উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা স্বাধীন ত্রিপুরা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সময় মত এই সমস্যার সমাধান না করার জন্য আজকে সেখানে অস্থিরতা চলছে। যে কোন সময় এর বিস্ফোরণ হতে পারে। পাঞ্জাব আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংগ, পাঞ্জাবকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না, পাঞ্জাবকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে চাঙ্গা করা যাবে না। পাঞ্জাবকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের অগ্রগতি এক পাও চলতে পারে না। পাঞ্জাব সমস্যা ত্রিপুরার মানুষের সমস্যা, তথা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের সমস্যা। সুতরাং এর শান্তিপূর্ণ সমাধান অবিলম্বে অবশ্যই দরকার। স্যার, হরিয়ানাতে নীলম ও প্রতাপ নামে দুইটি পত্রিকা আছে। এই নীলম ও প্রতাপ পত্রিকা দুটির সম্পাদক হচ্ছেন কংগ্রেস (আই) ও আর. এস. এস এর নেতা এবং একজন কংগ্রেস (আই) এম. এল. এ. এর মধ্যে আছেন। এই নীলম ও প্রতাপ পত্রিকা দুটি হিন্দু জাতীয়তাবাদের উস্কানি দিয়ে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জমি তৈরী করছে। তাদের বিরুদ্ধে যখন ঐখানকার যুবকরা আন্দোলন করে, তখন তারা প্রচার করে, সাম্প্রদায়িক শ্লোগানে নাকি আকালীরা

উস্কানি দিচ্ছে। এটা ঠিক নয়। সত্যকে বিকৃত করা হচ্ছে। স্যার, পাঞ্জাবে একটা গভার্নমেণ্ট আছে শুনেছি সেটা নাকি নির্বাচিত গভার্নমেণ্ট, দরবারা সিং-এর গভার্নমেণ্ট। বুঝতে ভুল হচ্ছে - এটা কেয়ার টেকার গভার্নমেণ্ট কিনা? আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা এখানে চীৎকার করছেন, ত্রিপুরাতে আইন শৃংখলা নেই। পশ্চিমবঙ্গেও নেই। কিন্তু পাঞ্জাবে? সেখানে আইন শৃংখলা কেন, কোন গভার্নমেণ্টইতো নাই। দরবারা সিং একটা মিটিং পর্য্যন্ত করতে পারেন না। আকালীদেরও ভয় আছে, আবার উগ্রপন্থীদেরও ভয় আছে। নিজে উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছেন, আবার ভয়ও পাচ্ছেন, কোন জায়গাতেই মিটিং করতে পারেন না। পাঞ্জাবের সমস্যা সমাধান হল কি হল না, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। শুধু গদিটুকু আকরে ধরে থাকতে পারলেই হল। কংগ্রেস (আই) রা ক্ষমতায় বসে এই চিন্তায়ই ব্যাস্ত। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে চিন্তাই করা যায় না। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, পাঞ্জাবের একজন ডি. আই. জি, অবতার সিং, তাকে দিনের বেলায় গুলি করে মারা হয়েছে। তিনি তো একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন না। যে দেশের সরকার একজন ডি. আই. জির নিরাপত্তা দিতে পারে না, সেখানে কি আইন শৃংখলা আছে? আইন শৃংখলা রক্ষিত হচ্ছে এ দাবী তো তারা করতে পারেন না। ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত প্রফেসার, পৃথিপাল সিং তাকেও ইউনিভার্সিটির লনের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। পাঞ্জাবের এ্যাডিশানাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ, কে. কে সিং, তিনি অফিসে এসে চেয়ারে বসবার আগেই দেখলেন বম্ব ব্লাষ্ট হয়ে চেয়ার টেবিল সব উড়ে যাচ্ছে। সেখানে নিত্য দিন নিরকারীরা আহত নিহত হচ্ছে, এই খবর। সেখানে আকালীরা সামরিক বাহিনীর মত সেনাবাহিনী গঠন করে, ক্যাম্প করে জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালা প্রকাশ্যে কুচকাওয়াজ করছে। তাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আতংকিত না হতে পারেন, কিন্তু ভারতবাসী হিসাবে আমরা আতংকিত। স্যার, এই সমস্যা সমাধান করার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে পথ নিয়েছেন সে পথে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ৩১ শে জুন ভারতবর্ষের ১৬টি রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নিল পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের জন্য। তারা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন জানালেন, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কাছে আবেদন জানালেন, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরও আবেদন জানালেন আকালী দল সহ সমস্ত বিরোধী দলদের নিয়ে বসে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান করে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করবার জন্য। তা না হলে ভারতবর্ষের ম্যাপটা ইঁদুরে খাওয়া ম্যাপের মত হয়ে যাবে। হয়তো দেখা যাবে পাঞ্জাব আলাদা হয়ে গেছে, এর পর দেখা যাবে আসাম আলাদা হয়ে গেছে। কাজেই, আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার আবেদন নিছক রাজনৈতিক দলবাজীর স্বার্থে না গিয়ে পাঞ্জাবের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানকল্পে আপনারা এগিয়ে আসবেন। এটাই আমি আশা করব এবং সবশেষে বলছি পাঞ্জাবকে কোন অবস্থাতেই আসামের গণহত্যার গণকবরের মত হতে দেব না। চতুর্দিক থেকে জনমত সৃষ্টি করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাধ্য করতে হবে যাতে পাঞ্জাব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথকে আহ্বান করছি উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ:—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়, যে সরকার নিজের রাজ্য রক্ষা করতে পারেন না, তাঁরাই আবার পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে হাউসে প্রস্তাব আনেন। কারণ আমরা জানি যে, পাঞ্জাবের যে সমস্যা সেই সমস্যা সম্পর্কে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কে অনেক বক্তব্য পেশ করেছেন আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্যরা। দুঃখের বিষয় আজকে এই হাউসে যারা বলছেন তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যে উদ্দেশ্য সেটা তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন না। কারণ, পাঞ্জাবের যে সমস্যা সেই সমস্যা নিয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তিন বার সেখানে সভা করেছেন এবং বিরোধীদের ডেকেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের যে একটা চরিত্র আমি দেখলাম, যেই রাজ্যে যা ঘটুক না কেন কটুক্তির যে একটা স্বভাবে রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করা সেটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ, ভারতবর্ষের যে সংবিধান সেই সংবিধানের বহির্ভুত কাজে তাঁরা অগ্রণী অধিকার গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে তাঁরা কি করছেন সেটা জানেন কারণ পাঞ্জাবে যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তাঁরা পাঞ্জাবকে ভারতবর্ষ থেকে টুকরা করার চেষ্টা করছেন। বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষকে টুকরা করার যে চক্রান্ত করছেন সেটা এখন পরিস্কার হয়ে উঠেছে। কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা গণতন্ত্র বিরোধী। আমরা জানি, আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ভারতবর্ষ এবং এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে যে কোন রাষ্ট্র তাঁরা পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্য কলাপের ইতিহাস জানেন। রাজ্য সরকারের যে চরিত্র সেই চরিত্রকে সামনে রেখে আজকে হাউসে পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব এনেছে। আমরা জানি, আমাদের যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তাঁরা এই বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য ইন্ধন দিয়েছেন। তাঁর নিজের রাজ্যকে রক্ষা করতে পারছেন না, আবার যে রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয় সেখানে তাঁরা উস্কানি দিচ্ছেন। দুঃখের বিষয় যেখানে নিজের রাজ্যের আইন-শৃংখলার এই পরিস্থিতি সেখানে কি করে তাঁরা অন্য রাজ্যকে উস্কানি দিতে পারেন। বামফ্রন্ট সরকার আবার তাঁরা পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে পাঞ্জাবকে ভারতবর্ষ থেকে টুকরা করে দিতে লিপ্ত হয়েছেন। কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলবো মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা গণতন্ত্র বিরোধী। সেই কারণেই, প্রস্তাবকে আমরা বিরোধীতা করি। কারণ, ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ, সেই ভারতবর্ষকে টুকরা করার জন্য যে একটা চক্রান্ত সেই চক্রান্তকে সমর্থন করা কোন গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আশা করি, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ সেই চক্রান্তকে বুঝতে পারবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা নিজের রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, দাঙ্গা সৃষ্টি করে তাঁরা আবার অন্য রাজ্য নিয়ে যে একটা চক্রান্ত করেছেন সেই চক্রান্তকে সমর্থন করতে পারছি না। বামফ্রন্ট সরকার সব সময় হাউসে বলেন "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী"। এই যে গণতন্ত্র কথাটা এটা মুখে বলেই উঁনারা খালাস, কিন্তু কাজের বেলায় যেটা দেখা যায় সেটা কি গণতন্ত্র? সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ বুঝতে পারছেন। আজকে এই

হাউসে পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন সেখানে নাকি প্রকাশ্য দিনের বেলায় খুন হয়, নিজের রাজ্যকে যারা রক্ষা করতে পারেন না, ওরা কি করে বলতে পারলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৫ বৎসর বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কতটা ঘটনা ঘটেছে এবং কত লোক খুন হয়েছে? কোন রাজ্যে দেখেছেন কি প্রকাশ্য দিনের বেলায় বিধায়ককে খুন করা হয়। কিন্তু, সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে। লজ্জার ব্যাপার। এত লজ্জার পরও তাঁরা আবার পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে একটা প্রস্তাব এনেছেন, ভাবতেও অবাক লাগে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী।

শ্রীমতী গীতা চোধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে রিজিউলেশ্যান এনেছেন তার পুরোপুরি বিরোধীতা করে এখানে আমি কিছু কথা বলছি। প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, পাঞ্জাবের যে সমস্যা সেটা কি সত্যই সমস্যা? সেটা হচ্ছে একটা আকলিকতার নামান্তর মাত্র। কারণ, এই যে পাঞ্জাবের সমস্যা এই সমস্যার মধ্যে আছে বিশ্বের বৃহৎ শক্তির হাত। ভারতবর্ষের যে বিরোধী দলগুলি আছে সেটা উনারা স্বীকার করেছেন। ভারতবর্ষ একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা দেশ। সেই ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবীরা চাইছেন যে, ওদের যে দেশ সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। সেটা কি করে হবে? কারণ, যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ সেখানে আলাদা করে কোন জেলা সৃষ্টি করা হয় না। তাই আমি বলছি পাঞ্জাব সমস্যাটা একটা আঞ্চলিকতার নামান্তর মাত্র। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান নিয়ে তা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। বিরোধী দলকে তিন-তিনবার ডেকেছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি, হবেও না। পাঞ্জাবের আকালী দলের যে দাবী তা ইন্দিরা গান্ধী অনেকটা মেনে নিয়েছেনও বা মেনে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তারা নিজেরাই অনেক সময় সমালোচনা করছেন, আলোচনা করছেন। আলোচনা করে কি করে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান করা যায় তা ওরা বলছেন না। তাই আমি মনে করি এটা আঞ্চলিকতার নামান্তর মাত্র। আমি বলব কিছু দিন আগে নাগাল্যাণ্ডে যে সমস্যা ছিল তা গণতন্ত্র স্রষ্টা কংগ্রেস (আই) যখন গদীতে বসল তখন সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা হ্রাস পেল। তেমনি আসামের যে সমস্য সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সমস্যা সৃষ্টিকারীর মধ্যে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকারও ছিল। কারণ, আমরা দেখলাম, তখন জনতা সরকারের সঙ্গ সি, পি, এম কোয়ালিশন করে নির্বাচন নেমেছেন। তার মানে জনতা সরকারকে গদীতে বসাতে চেয়েছিল। আমরা দেখেছি আসামে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তখন হাজার হাজার মানুষ গণহত্যার কবলে বলি হয়েছে। কিন্তু যখন গণতন্ত্র স্রষ্টা সেই কংগ্রেস (আই) গদীতে বসল তখন আসাম সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে সবটাই চলে যাবে। আসামের সমস্যা, নাগাল্যাণ্ডের সমস্যা, পাঞ্জাব সমস্যা বলতে গিয়ে আমি ত্রিপুরার কথা বলব। গত ৩০ বৎসর যখন কংগ্রেস শাসন করেছে তখন উগ্রপন্থী ছিলনা ত্রিপুরাতে। বামফ্রন্ট সরকার গদীতে

আসার সঙ্গে সঙ্গেই উগ্রপন্থী দেখা দিল। মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উপজাতিরা উগ্রপন্থী। হাঁ আমি স্বীকার করি উপজাতিরাই উগ্রপন্থী। উনিওত উপজাতি। তিনি তো কয়েকদিন আগে এই Assembly তে উনার বক্তৃতাতে উনি বলেছিলেন যে, উপজাতির যুব সমিতির কোন এক মিটিং এ তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জি, বি, হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। তাহলে কি উনিও উগ্রপন্থী নন? যিনি উগ্রপন্থা সৃষ্টি করে তিনি কি করে উগ্রপন্থী দমন করবেন? বামফ্রন্ট সরকার যতদিন পর্যন্ত গদীতে থাকবেন ততদিন পর্য্যন্ত তারা উগ্রপন্থীর যে সমস্যা সে সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা। ওরা গদী থেকে চলে গেলে উগ্রপন্থীদের সমস্যার সমাধান হবে। ওরাই ত উগ্রপন্থীদের উস্কানী দিচ্ছে এবং মদত দিচ্ছে। কারণ ওরা উগ্রপন্থী বিনন্দ জমাতিয়াকে কৃষি দপ্তর থেকে পুষ্করিণী খনন করে দেওয়া হয়েছে। সরকারী গাড়ী করে বিনন্দ জমাতিয়াকে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাজার লুট করান হচ্ছে, দোকান লুট করান হচ্ছে। কাজেই, আমি বলব, ওরাই উগ্রপন্থীকে মদত দিচ্ছে। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার কোনদিন উগ্রপন্থীদের দমন করতে পারবে না। কারণ, নিজেরাইত উগ্রপন্থী। ওরা কি করে উগ্রপন্থী দমন করবে। সুতরাং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ—সৈয়দ বসিত আলি।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলি :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কিত যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে করি। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি ভারতের ইতিহাস লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। আজকে এই সি, পি, আই, (এম) দল ঐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সংঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। তারা বলেছে, "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়!" আর যে মুসলীম লীগ ছিল সেই মুসলীম লীগের পাকিস্তানের দাবীকে সমর্থন করেছিল। তারা বলেছিল এইটা প্রযোগে ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গল হবে। গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক হবে। আজকে পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয়, আজকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যেমন আসামে, নাগাল্যাণ্ডে, সেই সমস্যাগুলির সৃষ্টিকারী হচ্ছে বিরোধী দলগুলি। যে দলগুলি ভারতে যে এত এগিয়ে যাচ্ছে তা সহ্য করতে পারছেনা, ভারতের উন্নতি সহ্য করতে পারছেনা, সেগুলি একজোট হয়ে এই প্রয়াস চালাচ্ছে। আমরা যদি লক্ষ্য করি, দেখি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একজোট হয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করার জন্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিরোধী দলগুলি তার মদত দিচ্ছে। ভারতের সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য, ভারতের উন্নতিকে ব্যাহত করার জন্য তারা প্রয়াস চালাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে পাঞ্জাব সমস্যা সেই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বার বার বিরোধী দলগুলির সহযোগিতা কামনা করেছেন। কিন্তু তখন বিরোধী দলগুলি উদাসীন মনোভাব দেখিয়েছে। তারা কোন সহযোগিতা করেনি। আজকে এখানে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই প্রস্তাব যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত না

হত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মেনে নিতাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ভারতের যে অবস্থা ছিল, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজকে সেখানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হয়ত যতটুকু প্রয়োজন ছিল জনগণের, প্রয়োজনের তুলনায় হয়ত কম হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে বিরোধী দলগুলি আছে তারা নির্বাচনের সময় হয়ত চ্যালেঞ্জ করেছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা যায় তারা সরকারের পক্ষের সঙ্গে সহযোগীতা করে কিভাবে জনগনের মঙ্গল করা যায়। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করেছি, বিরোধী দলগুলি সহযোগিতা না করে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখতে পারছি, আজকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সুসংহত হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে। আজকে বিশ্বের উন্নতমকামী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ স্থান দখল করেছে। আজকে যদি ত্রিপুরায় ইন্দিরা গান্ধীর যে কর্মসূচী তা বাস্তবায়িত হয় তাহলে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তার জন্য আজকে বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ দাবী হচ্ছে ইন্দিরা হটাও, দেশকে বাঁচাও।" তা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি আজকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা সম্পূর্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ভারতবর্ষ যে ভাবে পৃথিবীর মধ্যে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে ভারতের বিরোধীদলগুলি যদি ভারতের গণতন্ত্রকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দেশকে উন্নত করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করত তাহলে দেশের উন্নতিই হত। কিন্তু আমর তা দেখছি না। আমরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে দেখছি। ওনারা শুধু বিভিন্ন রকমের আইনই করেছেন। তাতে আমি মনে করি সাধারণ মানুষের যে অধিকার সে অধিকারকে খর্ব করার জন্যই করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ আপনি বসুন।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাকে ৫ মিনিট সময় দিন। তারা যেসব অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন তাতে ত্রিপুরা বাসী আজ অত্যন্ত বিপন্ন বলে আমি আশংকা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি ভারতবর্ষে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে রাজ্যে উগ্রপন্থী, সমাজবিরোধী ও বিদেশী শক্তি ভারতকে আঘাত হানার চেষ্টা করছে। শ্রীমতি গান্ধী দেশের উন্নতির জন্য যে ২০ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা বিরোধী দলগুলি রূপায়িত করতে দিচ্ছে না। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছে। তাই আজকে ইন্দিরা গান্ধীকে হেয় করার জন্য অপ-প্রয়াস চলছে। কাজেই সে জিনিষটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী এই হাউসে যে রিজলিউশানটি এনেছেন সেটার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যদের একটি জিনিষ মনে

করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের বন্ধু জনতা সরকার যখন কেন্দ্রে বসেছিল তখন তা সারা ভারতবর্ষই দারুন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলেই জনগণ আবার ইন্দিরা গান্ধীকে বিপুল ভোটে জয়ী করে কেন্দ্রে বসান। ইন্দিরা গান্ধী ত আসামের ব্যাপারেও সমস্ত বিরোধীদলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সমাস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিল। ইন্দিরা গান্ধী জানে কিভাবে সমাস্যার সমাধান করতে হয়। পাঞ্জাবে অকালীরা যখন ১ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যবাহিনিকে নিয়ে রাজ্যে গণ্ডগোল করায় চেষ্টা করেছিল তখন এই সি. পি. এমই তাদেরকে মদত দিয়েছিল। আজকে আপনারা বলছেন যে পাঞ্জাব সমাস্যা সমাধানের জন্য ইন্দিরা গান্ধী বিরোধীদলগুলিকে নিয়ে আলোচনায় বস্ক আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা কি দেশে থাকেন না? আপনারা কি আপনাদের পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না? যদি রাখেন তাহলে ত জানতে পারতেন যে, ইন্দিরা গান্ধী এ পর্য্যন্ত তিন তিন বার আলোচনা করেছেন এবং সমাধানের চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও এই রিজিলিউশান আনাটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপার। যারা পাঞ্জাবে দাঙ্গা করেছে, গণ্ডগোল করেছে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে এটা তাদেরই হিতার্থে আনা হয়েছে বলে আমি মনে করি। পাঞ্জাবীদের উস্কানি দেওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে। আজকে এই ফাঁকে পাঞ্জাবের ঐ উগ্রপন্থীদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছে। আমি ওঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আলোচনার মাধ্যমে যে সমাস্যার সমাধান আমরা চাই তা কি তারা এই ৩টি সর্বদলীয় আলোচনা বৈঠকের পরও বুঝতে পারলেন না? আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, ত্রিপুরায় যখন দাঙ্গা হয় তখন যে হাওড়া নদী দিয়ে হাজার হাজার মানুষ জলে ভেসে বাংলা দেশে গেল তখন কেন ওনারা এই দাঙ্গার মিমাংসার জন্য সর্বদলীয় আলোচনার কথা বুঝেছিলেন না। আর আজকে পঞ্জাব সমাস্যার কথা বলছেন। এটা ভারতকে টুকরো টুকরো করার একটা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপার আছে বলে আমি মনে করি। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। ইন্দিরা গান্ধী বা কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে যত বিশৃঙ্খলাই হউকনা কেন তাকে সমাধান করার এবং ভারতকে রক্ষা করার ক্ষমতা নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় এসেছেন। এই বলে আমি আমর বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী পাঞ্জাব সম্পর্কে যে রিজলিউশনটা এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি না। কারণ মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যখন তাঁর বাজেট বক্তৃতা দেন তখন বিশ্বের সমাস্যা সম্পর্কে বললেন, অথচ নিজের দেশের সমাস্যা সম্পর্কে বললেন না কথটা যখন বিরোধী দলের সদস্য শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য বললেন তখন মুখ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ভাবে এই প্রস্তাব এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রী তাহু সাহা তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, ইন্দিরা গান্ধী যদি ত্রিপুরা সরকারের মত পথ নিতেন তাহলে পাঞ্জাব সমাস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে জানাতে চাই যে, এই পথ যদি ইন্দিরা গান্ধীকে নিতে হয় তাহলে আরেকটা দাঙ্গা বাঁধবে।

গত দাঙ্গার সময় কত লোক যে প্রান হারিয়েছেন তার কোন হিসেব আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। আর তখন আমরা দেখেছি, এই কংগ্রেস পার্টির সদস্য এমন কি মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত জনগণের ভয়ে গর্তের ভেতরে ঢুকেছিলেন। তখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই বামফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্য দাবী করেছিলেন এবং আমরা তাদের সম্মান জানাবার জন্য দাবী করেছিলাম যে, বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হোক। কিন্তু তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কি বললেন? যে না রাজ্যে আগে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হোক। কোন সরকারকে এইভাবে বরখাস্ত করে বা তাকে দুর্বল করে রাজ্যে শান্তি আনা যাবে না। আর সেই জন্যই তো বামফ্রন্ট সরকার আবার ক্ষমতায় আসতে পেরেছেন। সুতরাং, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন, সেটা ঠিক নয়। আপনাদের আমি বলতে চাই যে, সারা ভারতবর্ষে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মোকাবিলা করবার জন্যে শ্রীমতি গান্ধী যে পথ অবলম্বন করেছেন, আসুন আপনারাও সেই পথ অবলম্বন করে শ্রীমতি গান্ধীর হাতকে আরো শক্তিশালী করে তুলুন। আজকে পাঞ্জাবের সমস্যাকে মোকাবিলা করবার জন্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী পি, সি. শেঠি আকালী দলকে আলোচনার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তারা আলোচনার-টেবিলে আসতে চাইছেন না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেটা আজকের ঘটনা নয়। এটা সেই অপদার্থ জনতা সরকারের আমল থেকেই। সেদিন এই বামফ্রন্ট সরকার কি করেছিলেন? সেদিন তারা এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্ররোচিত করেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলা করার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার চাই। শ্রীমতি গান্ধী যেখানে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদকে মোকাবিলা করার চেষ্টায় আছেন ঠিক তখনই এই বামফ্রন্ট তাঁকে আঘাত করার চেষ্টায় আছে। আজকে পাঞ্জাবের লাঙ্গোয়াল এক সেনা বাহিনী গঠন করেছেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদের পেছনে পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের কোন সমর্থন নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, এই বামফ্রন্ট দু মুখো নীতি গ্রহণ করেছে। একদিকে তারা ভদ্রলোক সেজে বলেন যে, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদ চাই না, আমরা ভারতবর্ষের ঐক্য চাই। অথচ অন্য দিকে আমরা দেখি যে, তারা আসামে আসু এবং গণসংগ্রাম পরিষদের হাতে হাত মিলিয়ে সেখানে দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছে। সুতরাং মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দল মুখে বলে এক কথা, কাজে করে আরেকটি। ওদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে একটা হুজুগে ভারতবর্ষের গদি দখল করবে। সুতরাং ভারতবর্ষের মানুষ আজ ওদের কুৎসিত চেহারা ধরতে পেরেছেন। কারণ এদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রের মহান নেতৃ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে আঘাত করতে হবে! এদের এই কুৎসিত চেহারা ধরা পরেছে। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার: মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছি। এবং এবিষয়ে দু একটি কথা বলতে চাইছি।

পাঞ্জাবের আকালী দলের কতগুলি দাবী ছিল তাকে ভিত্তি করেই সেখানে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সেই দাবীগুলিকে চারটা ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ আকালী দল তাদের ধর্মীয় দাবী উত্থাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে সীমানা নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এবং নদীর জল বটন ইত্যাদি ছিল তাদের দাবী। তৃতীয়তঃ তাদের দাবী ছিল চণ্ডীগড় যেটি আজকে হরিয়ানার মধ্যে রয়েছে সেটা পাঞ্জাবকে দিতে হবে এবং চতুর্থতঃ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ককে পুনরমূল্যায়ন করে রাজ্যের হাতে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে।

আমরা মনে করি এই দাবীগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখা বিশ্লেষণ চলছে এবং বিভিন্নভাবে দাবীগুলি বিভিন্ন দল তাদের সুবিধামত ব্যাখা করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। যাই হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই দাবীগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রথম দিকে তখন কিছু না বললেও তারপরে কিছু কিছু দাবীকে স্বীকার করে সেগুলি মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা হচ্ছিল। এটার পেছনে আকালীদের আন্দোলনের চাপ যেমন ছিল—মূলতঃ ধর্মীয় যে দাবীগুলি আছে সেই দাবীগুলির মীমাংসা সরকারের তরফ থেকে করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যদিও আকালীদল যেভাবে তাদের ধর্মীয় দাবীগুলির মীমাংসা চেয়েছিল তা পুরোপুরি সরকার মেনে নিতে পারেননি কিন্তু একটা সুষ্ঠু মীমাংসায় পৌছাব উদ্যোগ তাদের দিক থেকে ছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আকালীদলের নেতৃত্ব এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে নাসাৎ করে দেন নি। পরে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের আহ্বানে বলা হয় যে, যে সিদ্ধান্তগুলি সরকার গ্রহণ করেছেন সেগুলি বাস্তবায়িত করা হোক, বাকী যে সমস্যাগুলি থাকবে তার সমাধানের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। তারপর যখন দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করছেন না অপরদিকে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়লে তখন বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হলো এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে কিভাবে একটা নীতিগত সিদ্ধান্তে পৌছা যায় তার একটা আলোচনা হয় এবং সেই ত্রিপক্ষীয় সভায় কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল ধর্মীয় দাবীগুলি বাস্তবায়িত করা হোক। নদীর জল এবং সীমানা নির্ধারণের জন্য একটা ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হবে। ওয়াটার ডিসপুট সম্পর্কে ভারতবর্ষে যে আইন প্রচলিত আছে এই আইন মোতাবেক ট্রাইবুন্যাল একটা সমাধানে আসবেন এবং চণ্ডীগড়ের প্রশ্নেও একটা আলোচনা হয় এবং রাজ্যের অটোনমের প্রশ্নে রাজ্যেগুলির হাতে ক্ষমতা আরও বেশী দেওয়ার কথা আলোচনা সারা ভারতবর্ষের সমস্ত বিরোধী দলগুলির মধ্য থেকে এই দাবী রাখা হয়েছিল। যখন কেন্দ্রীয় সরকার দেখলেন যে শুধুমাত্র তাঁরাই এ দাবীর বিরোধীতা করছেন। এবং সমস্ত বিরোধী দলগুলোই এ দাবী সমর্থন করছেন তখন কেন্দ্র—রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা দেখলাম সারকারিয়া কমিশন গঠন করলেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন যে যদি ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে এ ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব হবে না। এটা করতে গেলে ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি সেই দিকে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসছেন না।

পাঞ্জাবে এই (আন্দোলন এই আন্দোলনের পেছনে একটা অশুভশক্তি কাজ করছে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। গোটা ভারতবর্ষের সামনে একটা বিপদজনক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আপনি জানেন মিঃ স্পীকার স্যার, যে সেখানে দাবী উত্থাপিত হয়েছে যে খালিস্তান চাই। খালিস্তান হচ্ছে একটা ধর্মীয় রাষ্ট্রের দাবী। আমরা পত্রপত্রিকায় পড়ে দেখলাম যে একটা অংশ দাবী করছে যে তারা একটা 'নেশান'। এটাকে একটা আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। ঠিক যেমন আসাম আসামীদের জন্য' এই রকম একটা বিচ্ছিন্নতাবাদের শ্লোগান উঠেছিল, সেরকম একটা বিচ্ছিন্নতাবাদের রূপ নিচ্ছে। এই দাবীকে উত্থাপন করার সুযোগ কে দিচ্ছে ? ভারতবর্ষআমাদের দেশ, আমরা প্রত্যেকেই এই দেশের নাগরিক। সেখানে সব ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে এবং সে দিক থেকে খালিস্তানের দাবী বা আলাদা নেশানের দাবী আসতে পারে না। এর উদ্দেশ্য কি ? দেখা গেল খালিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি হলো খোদ আমেরিকায়। আমরা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিই বলুন বা অন্যান্য বিরোধী দলই বলুন, আমরা বলেছিলাম যে পাঞ্জাবেই এই আন্দোলনের পেছনে একটা অশুভশক্তি কাজ করছে। সেখানে আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বলছি। আমি ছাত্র আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলাম। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সমিতি মণ্ডলীর সভার মিটিং হওয়ার জন্য আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাননীয় জৈল সিং তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দারা গান্ধীর মন্ত্রীসভায়। আসাম সমস্যা সম্পর্কে আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আসামে আজকে যা ঘটছে আপনি তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আনাপর কি। আছে এই আন্দোলনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির হাত আছে এবং যদি থাকে তাহলে তারা কারা ? তিনি আমাদের বললেন, 'আপনারাই বলুন না'। তখন আমি বিনীতভাবে বললাম, 'দেখুন আমি ভারতবর্ষের একটা প্রত্যন্ত প্রদেশ ত্রিপুরাতে থাকি। ভারতবর্ষের অনেকে তার নামই জানেন না - ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করতো 'আগরতলাটা কোথায় ? এই তো ভারতবর্ষের একটা রাজ্য, স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরও ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ রাজ্যের নামই মানুষ জানে না। এই হচ্ছে আপনাদের শাসন ব্যবস্থা। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলেছি যে আমরা আসামের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোক। আমরা আসামের ঘটনার বিব্রত বোধ করি এবং ৮০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস তখনে হাউসে বসেছেন, সেখানে আপনাদের প্রতিশ্রুতি ছিল আসাম সমস্যার সমাধান করবেন। আর আজকে আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন বলুন না আসাম গোলমালের পেছনে বিদেশী শক্তি কারা। আমরা চাই, খোলাখুলিভাবে বলুন, শত্রুকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের সম্পর্কে সচেতন করে তুলুন। শুধুমাত্র দেশের সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করে দেশকে রক্ষা করা যায় না। যদি তাই হতো বৃটিশের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল না, অস্ত্রবল কম ছিল না। যদি তাই হতো, তাহলে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের অস্ত্র সৈন্য কম ছিল না। এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধাদের সেই অস্ত্র যোকাবিলার অভিজ্ঞতা এমন ছিল না। তাহলে ব্যাপারটা কি ? মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে, মানুষকে শত্রু সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, শুধুমাত্র কয়েকজন সেনাপতি দিয়ে যুদ্ধ করলেই যুদ্ধ জয় করা যায় না। কাজেই সেটা করতে হলে, যেহেতু আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারে

বসে আছেন, সেহেতু দায়িত্ব আপনাদের, আপনারা শত্রুকে চিহ্নিত করুন, কোন দল বা গোষ্ঠি তাদের দায়িত্ব পালন করছে না, তাদের জনবিচ্ছিন্ন করুন, আর তাহলে আমরাও আপনাদের সমর্থন করতে আপনাদের পাছে গিয়ে দাঁড়াব। আমরা বিরোধীতা করে বলি না যে আপনারা যা কিছু করছেন, তার সেণ্ট পার্সেণ্টই খারাপ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সরকার আন্তর্জাতিক প্রশ্নে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু এখানে বিধান সভার বিরোধী পক্ষের সদস্য বন্ধুরা কি দায়িত্ব পালন করছেন? আমরা তো লক্ষ্য করছি যে বাজেট থেকে শুরু করে এই যে পাঞ্জাব সম্পর্কে যে প্রস্তাব, যেটা নাকি একটা জাতীয় সমস্যা যা নিয়ে শ্রীমতি গান্ধী হিমসিম খাচ্ছেন। এহেন একটি বিষয়ে পর্য্যন্ত ওরা বিরোধীতা করছেন। আমি জানি না, তারা আজকের পত্রিকা পড়েছেন কিনা। আমি জানি না তারা শ্রীমতি গান্ধীর বক্তৃতা শুনেছেন কিনা, তিনি ভারতের যে কোন জায়গায় যান না কেন, এমন কি বিদেশেরও কোন কোন জায়গায়, তাঁর মুখ দিয়ে পাঞ্জাব ছাড়া আর অন্য কোন কথা বেরুচ্ছে না। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা তো কোন জাতীয় সমস্যা নয়, এটা হচ্ছে আঞ্চলিক সমস্যা। স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, যে ওরা কি রাজনীতি করছেন? এটা যদি জাতীয় সমস্যা না হবে তাহলে শ্রীমতি গান্ধী বুটা সিংকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে ভারতের বাইরে যে সমস্ত শিখরা আছেন, তাদেরকে নিয়ে সম্মেলন করে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে কেন? কাজেই এই যদি বিরোধী দলের ভূমিকা হয়, তাহলে তারা কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন আমি বুঝতে পারছি না। তাই, আজকের এই যে সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিরও একটা দায়িত্ব আছে এবং সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে অবশ্যই একটা ঐক্যমতে পৌছাতে হবে। তা না হলে আজকে সমস্ত দেশের মধ্যে যে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে যেমন যারা খালিস্তানের জন্য আলাদা রাজ্য চায়, আর তাকে ভিত্তি করে সেখানে পুলিশ খুন করা হয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকদের খুন করা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের খুন করা হয়েছে এমন কি ধর্মীয় মন্দিরগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয়েছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে বাম পন্থি দলগুলি, যেমন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে আগে থেকে বিরোধীতা করে আসছিল, আমরা আগে থেকেই দাবী করে আসছি, যে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানের জন্য দলমত নির্বিশেষে একটা ঐক্যমতে পৌছানো দরকার। আর সেজন্যই কিছুদিন আগে দিল্লিতে বিরোধীদল গুলির একটা সম্মেলন হয়ে গেছে, সেখানে ১৬/১৭টা বিরোধীদল উপস্থিত ছিল, তারা সেই সম্মেলনে এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটা ঐক্য মতে পৌছাবার চেষ্টা করেছেন। আজকে যে মূল সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে চণ্ডিগড সম্পর্কে। চণ্ডিগড কি পাঞ্জাবকে বা হরিয়ানাকে দেওয়া হবে, সেই সম্পর্কে বিরোধীদলের মধ্যে আগে যে একটা অনৈক্য ছিল, দিল্লীর সম্মেলনে সেটা সম্পর্কে বিরোধী দলগুলির মধ্যে যাতে একটা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও যাতে একটা গণ্ডগোল দেওয়া যায়, তার পিছনেও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাত আছে। শুধু কি তাই, সেখানে যারা নাকি শিখ ধর্মলম্বী এবং হিন্দু ধর্মালম্বী রয়েছে, তাদের একেকে অন্যের বিরুদ্ধে লাগিয়ে

দেওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা চলছে, তার পিছনেও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাত আছে। সেখানকার জলটা আরও ঘোলা করা যায় কিনা, কারণ যে জায়গায় ১৬টি বিরোধী দল এই পাঞ্জাব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য চণ্ডিগড়কে, পাঞ্জাবকে দিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তাদের ঐ' দিল্লী সম্মেলনে, কেন্দ্রীয় সরকার সেটাও বিরোধীতা করেছেন। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে হরিয়ানা সরকারের একটা নূতন রাজধানী তৈরী করতে যে পরিমাণ টাকা পয়সার দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার যেন হরিয়ানার সরকারকে সেটা পুষিয়ে দেন। এই প্রস্তাবটা সেখানে রাখা হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে আরও অনেক সমস্যা রয়েছে, যেমন সীমানা পুনঃ নির্ধারণ এবং নদীর জলের সুষ্ঠ বণ্ঠন। এই চণ্ডিগড় সম্পর্কে শ্রীমতি গান্ধী নিজেই যখন ১৯৭০ সালে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন চণ্ডিগড়, পাঞ্জাবকে দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু আমি জানি না, এখন যারা এখানে বিরোধী দলে আছেন, তাদের অনেকে কংগ্রেসী ছিলেন কিনা থাকলেও বিষয়টি জানেন কিনা, যা হউক, তখন শ্রীমতি গান্ধী বলেছিলেন যে চণ্ডিগড়, পাঞ্জাবকে দেওয়া হবে। এমন কি ত্রিপক্ষীয় মিটিং এ যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, তার থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার এখন সরে যাচ্ছেন। সেথি সাহেব সেই ত্রিপক্ষীয় মিটিং এ ছিলেন, তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে ১২/২০ দিন বলেছেন যে সমস্ত বিষয়গুলি আবার ট্রাইবুন্যালে রেফার করতে হবে। তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান হউক, এটা তারা চান না। আমরা ইতিহাসকে ঢাকতে চাই না, কিন্তু বিরোধী দলের বন্ধুরা ইতিহাসকে ঢাকতে চান। সেই প্রসঙ্গে এই কথা, তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে যে জনতা সরকার ছিল, তখন কংগ্রেসের ঐ' একটা নীতিই ছিল যে কেন্দ্রের জনতা সরকারকে পাঁচ বছর কেন্দ্রে থাকতে দেওয়া হবে না, যে কোন প্রকারেই হউক কেন্দ্র থেকে জনতা সরকারকে সরানো হবেই। আর সেই সময় যে তিনসুকিয়াতে একটা ছাত্র সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন এবং তিনি তাতে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন যে আসুর ছেলেরা যে দাবী করেছেন, তাদের সমস্যার সমাধান করতে হলে পর, সেখানে তাদের বেশী করে চাকুরী দিতে হবে। অর্থাৎ কিনা অসমিয়াদের বেশী করে চাকুরী দিয়ে, সেখানকার সমস্যা সমাধান করতে হবে। তেমনি পাঞ্জাবকে চণ্ডিগড় দেওয়ার জন্য শ্রীমতি ইন্দিরার সরকার এবং তার দল বিশেষ করে আজকে যিনি রাষ্ট্রপতি, তিনি যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, তখন সেখানকার আকালী দলকে কুপোকাত্ করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। অর্থাৎ এই কংগ্রেস দল নিজেরা একদিন যে যাদেরকে বোতল থেকে বের করেছিলেন, আজকে আর সেই দৈত্যকে আর বোতলে পুরতে পারছেন না। তাই [illegible] পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান না করে [illegible] আশ্রয় নিচ্ছেন। আজকে সেই জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য বলছেন যে আপনারা নিজেরা নিজেদের রাজ্যের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না, আবার পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনার কি দরকার [illegible] হচ্ছে পাঞ্জাব যে একটা জাতীয় সমস্যা এটা বুঝতে হবে। মাননীয় সদস্য, আমি তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি যে আপনাদের দলের নিখিল ভারত সভাপতি অর্থাৎ মাননীয় অশোক বাবু কে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তখনকার দায়িত্বে থাকাকালীন সকল রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে, তাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার জন্য চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন,

অশোক বাবুকে চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন, জানি না, আপনাদের সেটা মনে আছে কি না। অশোক বাবু কি বলেছেন, রাজ্যের আরো যে বিরোধী রাজনৈতিক দল ছিল, তারা কিন্তু কিছু বলেননি বরং তারা দাঙ্গাপ রস্থিতি মোকাবিলায় সরকার এর সংগে সহযোগীতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, নৃপেন বাবু কয় দিন আপনার আয়ু। রাষ্ট্রপতির শাসন হবেই। কাজেই আপনার ডাকা শান্তি কমিটির বৈঠকে যাব না। আপনার সরকারকে জানিয়ে তারপর আমিই শান্তি মিটিং ডাকবো। তখন আমরাই সব কিছু করব। তখন আমিই বৈঠক করব, আপনাকে ডাকবো কি ডাকবো না। স্যার ইতিহাস ডেকে লাভ নেই। আপনারা আরও বলেছিলেন যে সি, পি, এম নিজেরাই ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে এই দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। কিন্তু ১৯৮৩ সালের বিধান সভা নির্বাচন কি তা প্রমান করে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে জুন দাঙ্গা প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটা খুব বেশী দিনের কথা নয়। সেটা হচ্ছে, অশোক বাবুর বাড়ী থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে যে ফায়ার বিগ্রেড চৌমুহনি আছে সেখানে একটা পোষ্টার লাগানো হচ্ছিল, সেটা কোন দলের পোষ্টার নয়, সেই পোষ্টারে কি লেখা ছিল, লেখা ছিল, শান্তি চাই, সম্প্রীতি চাই আসল দাঙ্গাবাজ যারা তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রোখে দাঁড়াই। স্যার, এই পোষ্টারটা লাগিয়ে ছিল ওই ফেব্রুয়ারী কমিটি।

শ্রী মানিক সরকার---অশোক বাবুর বাড়ী থেকে কং (আই) এর সমর্থক যুবকরা বেড়ি এসে বলল যে এখানে এই সব পোষ্টার লিখা চলবে না। দাঙ্গার জন্য শান্তি স্থাপনের জন্য পোষ্টার সাটা হচ্ছে কং.গ্রসের সভাপতির বাড়ীর সামনে (ইন্টারাপশান) কংগ্রেস (আই) মিছিল করেছিলেন এবং সেই মিছিলে শ্লোগান দিয়েছিলেন—আমি পার্টি অফিস থেকে শুনেছি আপনারা শ্লোগান দিয়েছিলেন নৃপেন দশরথ ভাই ভাই এক দড়িতে দুজনের ফাঁসি চাই (ইন্টারাপশান) মশাইরা আপনাদের যদি লজ্জা থাকে তাহলে জনগনের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত। পাঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে এখানে রসিকতা করা হচ্ছে মশাইরা এটা কি পাঞ্জাবের সমস্যা। এটাকি আজকে ত্রিপুরার সমস্যা, এটা কি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্যা এটা কি বামফ্রন্টের সমস্যা এটা হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা। তাই এই হাউসে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে আমি সেই প্রস্তাবকে পুরাপুরি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী—আমাদের সময় খুব বেশী নেই।

শ্রী দশরথ দেব—আমি ১০ মিনিটের বেশী নেব না—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন এটা খুব সময়োপযোগী হয়েছে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আজকে এত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা পাঞ্জাবে হচ্ছে সেই সমস্যা সম্পর্কে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। অথচ এই যেটা সব চেয়ে বেশী সিগনিফিকেশন —বাংলায় যাকে বলে তাৎপর্য্যপূর্ণ—সেটা হয়েছে যে টি. ইউ. জে এস.র কোন সদস্য এই হাউসে উপস্থিত নেই। এটা রাজনৈতিক তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। সমস্ত পাঞ্জাবে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে এবং খালিস্তান পন্থীরা ভারতবর্ষে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য দেশটাকে টুকরো টুকরো করার জন্য যে খুন সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে সেই সন্ত্রাসের বিরোদ্ধে তাদের হ্যাঁ বা না একটা কিছু বলতে হবে।

হ্যাঁ বা না বলা এদের পক্ষে বড কঠিন এদের আজকে এই বিচ্ছিন্নতা বাদের বিরোধে কথা বলা কঠিন। সেজন্য খুব কনফিনিয়েনটলী সভা থেকে নিজেদের এবসেণ্ট রেখেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে অনেক অবান্তর কথা বলছেন—এই প্রস্তাবে শ্রী মতী গান্ধীর উচ্ছেদের কোন কথা নাই। আমরা মনে করি পাঞ্জাবে যে সব সমস্যা আছে সেই সমস্যা কোন আঞ্চলিক সমস্যা নয় সেই সমস্যাটি গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা হিসাবে ধরে নিয়ে পাঞ্জাবের অকালী প্রতিনিধিদের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য যে সব রাজনৈতিক দল আছে সবার সহযোগীতা নিয়ে যত তাডাতাডি এই সমস্যার মিমাংশা করা যায় সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য শ্রী মতী গান্ধীকে আহবান জানানো হয়েছে। এতে শ্রী মতী গান্ধীর সরকারকে উচ্ছেদের কোন কথা নেই। স্যার, ওদের কথা শুনে আমার একটা কথাই মনে হচ্ছে সরকার থেকে যা রুলিং পার্টি থেকে যা কিছু আসুক সব কিছুর বিরোধীতা করতে হবে এই জিনিষটাই উদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। স্যার, এক প্রকার রোগ আছে সেই রোগ হলে সব কিছুতে হলুদ রং দেখে না। এটা আজকে শুধু পাঞ্জাবের সমস্যা নয় গোটা ভারতবর্ষেরই সমস্যা। আমাদের বন্ধুদের জানা উচিত পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এর শকতগুলি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে অবস্থার আরও অবনতি হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খালিস্তান আন্দোলনের নাটের গুরুতে উতপেতে বসে আছে—ঐ আসামের স্থানে মত ত্রিপুরায় মত জায়গার তারা বসে আছে সুযোগের অপেক্ষায়।

কাজেই এটাকে রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা উচিত হবে না। এটাকে শ্রীমতী গান্ধীকে গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা হিসাবে দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি — এটাকে শ্রীমতী গান্ধীর নিজের ব্যক্তিগত প্রেষ্টিজ হিসাবে দেখা উচিত হবে না বা কংগ্রেস (ই) দলের নিজেদের মর্য্যাদার প্রশ্ন নিয়ে দেখা উচিত হবে না এটাকে গোটা ভারতবর্ষের সমস্যা হিসাবে দেখা, এবং পাঞ্জাব সমস্যাকে সঠিক সমাধানের জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে এক সুরে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। এবং সেইজন্য গত একটা ত্রিদলীয় বৈঠকে পাঞ্জাব সমস্যার সঠিক মিমাংসার সূত্রের কাছাকাছি সূত্র বেরিয়েছিল—সেজন্য —উদের নিয়ে আবার আলোচনায় বসতে হবে উদেরও তো কিছু পরিবর্তন আসতে পারে —কাজেই আলোচনায় বসব না এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাকে সমাধান না করে সমস্যাকে আরও জটিল করা হচ্ছে যা অত্যন্ত মারাত্মক। সেজন্য আমি বার বার অনুরোধ করছি শ্রীমতী গান্ধীর উচিত এটাকে তাঁর নিজস্ব প্রেষ্টিজের প্রশ্নে না দেখে এটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে এবং সেই জাতীয় মর্য্যাদা হিসাবে এটাকে নিয়ে এর সমাধান করতে হবে। এই জন্য আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আবার অনুরোধ করছি উনারা আবার জিনিষটাকে নতুন করে বিবেচনা করে এটাকে সমর্থন জানাবেন। আর এখানে মোহনপুর থেকে যে মাননীয় সদস্য এসেছেন উনি ক'টি কথা বলেছেন—অবশ্য আমি তখন হাউসে ছিলাম না, আমি আমার চেম্বারে ছিলাম, সেখানে মাইক আছে তাতে আমি শুনেছি--উনি বলেছেন যে এটা সরকারী প্রস্তাব —উনি এতদিন হাউসে আসেন, উনি এটা বুঝে পারছেন না এটা সরকারী প্রস্তাব নয় এটা বেসরকারীয় প্রস্তাব —হতে পারে যিনি এসেছেন তিনি সরকারী দলের

লোক যে জিনিষগুলি সম্পর্কে বলবেন তার সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকতে হবে। প্রস্তাবে কি আছে? এখানে বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন পাঞ্জাব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অবিলম্বে আকালী দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং এই জাতীয় সমস্যাটির সমাধানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এখানে অগণতান্ত্রিকতার কি আছে? আরেক জন সদস্য এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরায় যে দাঙ্গা হয়েছে সেই দাঙ্গার মোকাবিলা করার জন্য বিরোধীদের সহযোগিতা চাওয়া হয় নি। কিন্তু আমি সবিনয়ে বলছি যে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল। যে দিন দাঙ্গা হয় আমি তখন এখানে ছিলাম না। আমাকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে আসা হয়। আমি এখানে এসেই সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ আমি নিজে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যে যা হবার তো তা হয়ে গেছে এখন এটাকে রুখতে হবে। কংগ্রেস (ই) দলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আগামী কাল ৮ই জুন একটা শান্তি মিছিল বের করা হবে। কিন্তু পরে আমরা খবর পেলাম যে কংগ্রেস (ই) প্রতিনিধিরা মিছিলে আসছেন না। তার পশ্চাদ হঠে গেলেন। এখানে মাননীয় কংগ্রেস সদস্যরা যারা উপস্থিত তারা সেদিন কংগ্রেসে ছিলেন কি না জানি না। বামফ্রন্ট বিরোধী দলের সাহায্য নিয়ে দাঙ্গা রোখার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা সেদিন দাঙ্গা রুখার কাজে সাহায্য করেননি কাজেই পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে আমরা খুবই উদবিগ্ন। এটার এখনই সমাধান হওয়া উচিত যাতে অবস্থার আর অবনতি না হয়। এই যে ১৬ টা রাজনৈতিক দল যে প্রস্তাব নিয়েছেন সেই অনুসারে শ্রীমতী গান্ধী দ্বিদলীয় হোক আর ত্রিদলীয় হোক তার একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসুন আমরা তাকে সাহায্য করব। কাজেই এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে সেটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। আশা করি মাননীয় সদস্যরা এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় প্রস্তাবক শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়, আপনি আপনার প্রস্তাবের উপর কিছু বলবেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আলোচনা করার আর কিছু নেই। আমি আশা করব যে এই হাউস এটাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল — ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন পাঞ্জাব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অবিলম্বে আকালী দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং এই জাতীয় সমস্যাটির সমাধানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি দিলে প্রস্তাবটি পাশ হয়। এই সভা আগামী ২৫ শে জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখ সোমবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

ANNEXURE—"A"

LIST OF LAMPS FOR WHICH GODOWNS HAVE BEEN CONSTRUCTED/ ARE UNDER CONSTRUCTION/ARE TO BE CONSTRUCTED.

(Ref : Admitted Stared Question No. 217)

SL. No.	Name of the LAMPS	No. of Godowns completed
1.	Chawmanu LAMPS Ltd.	1
2.	Pecharthal LAMPS Ltd.	1
3.	Chailengta LAMPS Ltd.	1
4.	Silachari LAMPS Ltd.	1
5.	Birchandranagar & Patchari LAMPS LTD., Vill Manubajar, P. O. Manpathar.	1
6.	Bhuratali LAMPS Ltd.	1
7.	Gabordi LAMPS Ltd.	1
8.	Champaknagar Anchalik LAMPS Ltd.	2
9.	Dakshin Padmabil LAMPS Ltd.	1
10.	Machmara LAMPS Ltd.	1
11.	Krishak Kalyan LAMPS Ltd. Anandabazar.	1
12.	Taidu LAMPS Ltd.	1
13.	Madhya Pillak LAMPS Ltd.	1
14.	Patnipara Anchallik LAMPS Ltd.	1
15.	Jappuijala LAMPS Ltd	2
16.	Kobrakhamar LAMPS Ltd.	1
17.	Krishak Mangal LAMPS Ltd. Kanchanpur	1
18.	Janakalyan LAMPS Ltd Satnala	1
19.	Malbasa LAMPS Ltd.,	1
20.	Barkathal LAMPS Ltd.	1
21.	Takerjala LAMPS Ltd.	1
22.	Daldali LAMPS Ltd. (Sonaram)	1
		Total : 24

SL. No.	Name of the Society	No. of Godowns under construction
1.	Karamcherra LAMPS Ltd.	1
2.	Ganganagar LAMPS Ltd.	1
3.	Gandacherra LAMPS Ltd,	1
	Total :	3

Sl. No.	Name of the Society	No. of Godowns yet to be constructed
1.	Agragati LAMPS Ltd.	1
2.	Grambikash LAMPS Ltd.	1
3.	Daldali LAMPS Ltd. (2nd godown)	1
4.	Dhumacharra LAMPS Ltd.	1
5.	Karbook LAMPS Ltd.	1
6.	Garjee LAMPS Ltd.	2
7.	Damcharra LAMPS Ltd.	1
	Total :	8

ANNEXURE "B"

Admitted Starred Question No.—63.

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ সালে উত্তর ত্রিপুরার জম্পুই হিলে কমলা চাষীদের মধ্যে কৃষি দপ্তর কর্তৃক কমলা চারা বিলি করা হয়ে ছিল কি ?

২। যদি হয়ে থাকে, কত হাজার চারা বিলি করা হইয়াছিল ?

৩। বর্ত্তমানে কত হাজার কমলার চারা বেচে আছে এবং

৪। উক্ত কমলার চারা বিলি করতে গিয়ে সরকারের কত আর্থিক খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
yes.

২। ৬৪,০০০ টি।
64,000 nos.

৩। ৪৫,৫০০ টি।
45,500 nos.

৪। ১,১২,০০০ টাকা।
Rs. 1,12,000

Admitted Starred Question No. 94.

By—Shri Rashi Ram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ সালে সাবরুম এলাকায় কত কিলোমিটার নতুন রাস্তার কাজ করানো হইয়াছে।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত রাস্তায় ইট বসানোর কাজ হইবে কি ?

৩। যদি বসানো হয় তাহলে কত কিলোমিটার রাস্তায় ইট বসানো হইবে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ২৪৭ কি. মি.

২। হ্যাঁ।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে সাব-প্লেন এরিযাতে সর্বমোট ১২৯ কি. মি. রাস্তায় ইট সোলিং করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 98
By—Shri Subodh Chandra Das.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কাকড়ী নদীর পূর্বে ও পশ্চিম উভয় তীরে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। উক্ত নদীসহ জুরী, দেও অথবা লঙ্গাই নদীতে বাঁধ নির্মান করে জলসেচ প্রকল্প হাতে নেওযার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩। থাকলে এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়ন করার কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। পরিকল্পনা না থাকলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমানে এরকম কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ নং প্রশ্ন আসে না।

৪। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু ত্রিপুরার সব নদীতে একসঙ্গে প্রকল্প গ্রহন করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 116.
By—Shri Rashiram Debbarma.

প্রশ্ন

১। উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে কতটি ডিপ-টিউবওয়েল বসানোর কাজ শেষ করা হইয়াছে ?

২। উক্ত ডিপটিউবওয়েলের সাহায্যে কত একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। ঐ ডিপ টিউবওয়েলগুলির মধ্যে কতকগুলি চালু অবস্থায় এবং কতগুলি অকেজো আছে তাহার হিসাব ?

উত্তর

১। উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ১৯৮২-৮৩ সালে ২টি ডিপ-টিউবওয়েল চালু হইয়াছে যথা (১) করমছড়া ও (২) গুনমনি ঠাকুর পাড়া। ইহা ছাড়া আরো ৩টি ডিপ-টিউবওয়েলের কাজ শেষ হইয়াছে এবং শীঘ্রই চালু হইবে, যথা—(১) টাকারজলা (২) রাধামাধবপুর ও (৩) মবনামা। আরো তিনটি স্থানে ডিপ-টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে এবং আনুমানিক কাজ চলিতেছে। যথা—(১) কাবলী (২) ছনাক্ষেত ও (৩) লক্ষীছড়া।

২। উক্ত ২টি ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে ১৫০ একর জমিতে জল সেচ করা যাইবে।

৩। ডিপ টিউবওয়েল ২টি চালু আছে।

Admitted starred Question No. 265
By—Shri Buddha DebLarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড ব্লক অন্তর্গত কলকলিয়া বাজার নিকটবর্তী কলকলিযা ছড়ার (বাগুখাল) উপর সেতু নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকলে কবে পর্যান্ত তৈরী হবে বলে আশা করা যায়,

উত্তর

১। হাঁ।

২। রাস্তাটি নির্মানের জন্য প্রযোজনীয় জমি পাওয়া গেলে ঐ ব্রীজ সহ রাস্তার অন্যান্য কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

Admitted Starred Question No. 70
By— Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state:--

প্রশ্ন

১। আগরতলা থেকে লালসিংমুড়া বাজার পর্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। থাকিলে, কবে থেকে চালু করা হবে?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: পরিবহন মন্ত্রী।

১। আগরতলা থেকে লালসিংমুড়া বাজার পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার কোন

পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।
তবে একটি বে-সরকারী বাস (নং টি, আর, এস—১৯৮) জি, বি, হইতে নাসিংমুড়া বাজার পর্যন্ত সার্ভিস দিতেছে। তাছাড়া উক্ত রুটে আরও ৩টি মিনিবাসের পারমিটের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 283
By—Shri Bhanu lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Ariculture Department be pleased to state:—

১। ক) নারিকেল চাষ বৃদ্ধিতে কি কি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে?
খ) নারিকেল চাষীদের সাহায্যার্থে সরকার কোন রূপ ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না?

উত্তর

১। ক) নারিকেল চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাহা এইরূপ:

এই রাজ্যের উপযোগী নারিকেলের চারা উৎপাদনের উন্নত মানের জন্য নারিকেলের বীজ বিভিন্ন রাজ্য হইতে সংগ্রহ করণ।

নারিকেলের বীজ পরিবহণ খরচের শতকরা ১০০ ভাগ হারে সরকার কর্তৃক ভর্তুকী প্রদান।

এক বছরে বয়সের নারিকেল চারা ন্যায্য মূল্যে উৎসাহী চাষীদের মধ্যে বিতরণ।

যে সমস্ত কৃষক নিম্নতম ২০টি নারিকেল চারা ক্রয় করিয়া লাগাইবেন নারিকেল উন্নয়ন পর্ষদের প্রকল্প অনুযায়ী সেই কৃষকদের নারিকেল চারা সমেত অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের উপর শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকী প্রদান।

অন্যান্য রাজ্যের উপর নারিকেল বীজের নির্ভরতা কমানোর উদ্দেশ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের সহায়তায় স্থানীয় ভাবে নারিকেল বীজ উৎপাদনের জন্য জিরানীয়ার নিকট একটি নারিকেল বীজ খামার স্থাপন।

বিভিন্ন রাজ্য হইতে নারিকেল বীজ আমদানী যত শীঘ্র সম্ভব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এবং স্থানীয় নারিকেল চাষীদের উৎসাহ দেবার জন্য স্থানীয় নির্বাচিত নারিকেল গাছ হইতে নারিকেল বীজ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ।

রাজ্যে নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডম্বুর জলাধারের কয়েকটি দ্বীপে এবং অন্যান্য সরকারী ফলের বাগানগুলিতে নারিকেলের বাগিচা সৃজন।

কৃষকগণকে নারিকেল চাষ বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্ক মারফত ঋণের ব্যবস্থা করা।

২। হ্যাঁ। উপরোক্ত সব ব্যবস্থাগুলিই কৃষকগণকে সাহায্যের লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 300.

By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার বটতলী থেকে তুলসীভনারায়ণ বাজার পর্য্যন্ত রাস্তার উপর ইট বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ১৯৮৪-৮৫ ইং সাল নাগাদ ইট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 304

By—Shri Matilal Sarkar.

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সাল থেকে বর্তমান সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ;

২। অগভীর নলকূপ মঞ্জুর করার নীতিকে সহজতর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ সাল থেকে বর্তমান সনের ৩১ শে মে পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৩৫৪টি অগভীর নলকূপবসানো হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক)	পানিসাগর ব্লক—		৩ টি
খ)	কুমারঘাট	,,—	১৯ টি
গ)	সালেমা	,,—	১১ টি
ঘ)	খোয়াই	,,—	৩ টি
ঙ)	তেলিয়ামুড়া	,,—	৭ টি
চ)	জিরানীয়া	,,—	১৬০ টি
ছ)	মোহনপুর	,,—	৬ টি
জ)	বিশালগড়	,,—	২৯ টি
ঝ)	মেলাঘর	,,—	৪৫ টি
ঞ)	মাতাবাড়ী	,,—	১৩ টি
ট)	বগাফা	,,—	২৭ টি
ঠ)	রাজনগর	,,—	২০ টি
ড)	সাতচান্দ	,,—	২১ টি
	মোট		৩৫৪ টি

২। অগভীর নলকূপ মঞ্জুর করার নীতি সহজতর করার সম্বন্ধে এখনও চিন্তা ভাবনা করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 324.

By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to state :—

(a) If the Rubrasagar Udbastu Matsyajibi Samabaya Samity Ltd. of Sonamura has been given any loan or grant from the Government ;

(b) If so, what is amount and what control over the management of the Society is being exercised by the Government to safeguard the amount from misuse ;

(c) Is it a fact that a few persons in the management are involed in misusing the amount for their personal gains ?

ANSWER

(a) yes, Sir.

(b) (i) Loan Rs. 7,85,000/-

Subsidy Rs. 1,25,000/-

Share Capital. Rs. 5,000/-

(ii) The amount has been paid to the Society through their Bank Account, with restriction on withdrawal. withdrawal from Bank Account is allowed to the Society on seeing—

(c) There is no such information with the Gouernment.

Admitted Starred Question No. 329

By—Shri Rabindta Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিগত তিন বৎসর যাবৎ অমরপুর নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির/চেয়ারম্যান পঞ্চায়েতের একটি পাম্প মেশিন নিজের দখলে রেখে জনসাধারণের নিকট ভাড়া দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন ;

২। সত্য হইলে এই দুর্নীতির বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। এই রকম তথ্য জানা নাই।

২। এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 330.

By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ল্যাম্পস্ ও পেক্সের সম্পর্কে রাজ্য সরকার দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছেন কি ? এবং

২। যদি পেয়ে থাকেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। না, সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 374.

By—Shrimati Gita Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Work Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর কমলপুর সড়কের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা, এবং

২। সম্পূর্ণ হইলে কবে নাগাদ চালু হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হবার পর রাস্তাটি চালু করা হইবে।

ANNEXURE—"C"

Admitted (Postponed) Question No. 73.

By—Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে) সারা রাজ্যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর কয়টি গৃহ আগুনে পোড়া গেছে,

২। উপরোক্ত সময়ে চুরি ডাকাতিতে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর কত টাকা ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব,

৩। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার কল্যাণী ল্যাম্পস্ ডাকাতির কোন তদন্ত এখনও হয়নি ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ এর ২৮টি গৃহ আগুনে পোড়া গেছে,

২। চুরি ডাকাতিতে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর প্রায় টাঃ ৩,৬৭,০০০ ক্ষতি হয়েছে ;

৩। বিলোনীয়া মহকুমায় কল্যাণী ল্যাম্পস্ নামে কোন ল্যাম্পস্ নাই, তবে বিলোনীয়া মহকুমায় কলসীতে জনতা ল্যাম্পস্ নামে একটি ল্যাম্পস্ আছে এবং উক্ত ল্যাম্পস্ এর ডাকাতির তদন্ত হয়েছে।

ANNEXURE—"D"

Postponed Assembly Unstarred Question No. 4.

By—Shri Rati Mohan Jamtia &
Shri Matilal Sarkar.

Subject :—Assembly Un-Starred Question No. 4.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কতজন বেকার আছেন ;

(১৯৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি, কতজন তপশীলি জাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ; এবং

৩। তাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা কিরূপ ; এবং

৪। তাদের মধ্যে কে কত সাল হইতে বেকার রয়েছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় মোট ৭৮,৯৩৩ জন বেকার আছে।

তাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) সদর মহকুমা—	৩৯,৪০৭ জন।
খ) খোয়াই মহকুমা—	৫,৩৭৬ ,,
গ) সোনামুড়া মহকুমা—	৩,৮৩৩ ,,
ঘ) উদয়পুর মহকুমা—	৬,০৮১ ,,
ঙ) বিলোনীয়া মহকুমা—	৫,১৪২ ,,
চ) সাব্রুম মহকুমা—	২,০৪১ ,,
ছ) অমরপুর মহকুমা—	১,২০০ ,,
জ) কৈলাসহর মবকুমা—	৫,৮০৭ ,,
ঝ) ধর্মনগর মহকুমা—	৬,৭৫৯ ,,
ঞ) কমলপুর মহকুমা—	৩,২৮৭ ,,

২। তাদের মধ্যে জাতি ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) তপশীলি উপজাতি—	৬,৯৫৩ জন।
খ) ,, জাতি—	৬,৩৫৯ ,,
গ) অন্যান্য সম্প্রদায়ের—	৬৫,৬২১ ,,
মোট :—	৭৮,৯৩৩ জন

উপরিউক্ত মোট বেকারের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ :—

ক)	নিরক্ষর হইতে অনুর্দ্ধ ১০ম মান পর্য্যন্ত।	২৫,৯৩২ জন।
খ)	১০ম (মেট্রিক) মান পাশ হইতে স্নাতক অনুত্তীর্ণ।	৪২,৪৬৩ ,,
গ)	স্নাতক—	৫,১৩২ ,,
ঘ)	স্নাতকোত্তর—	২২৪ ,,
ঙ)	ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা, আই, টি, আই, পাশ ইত্যাদি কারিগরী শিক্ষণ প্রাপ্ত।	৫,১৮২ ,,
		মোট —৭৮,৯৩৩ জন

৪। ১৯৫৮ সাল হইতে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বেকারের হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৫৮	সাল	হইতে	...	১ জন।
১৯৬০	,,	,,	...	৪ ,,
১৯৬১	,,	,,	...	২ ,,
১৯৬২	,,	,,	...	৫ ,,
১৯৬৩	,,	,,	...	১০ ,,
১৯৬৪	,,	,,	...	৪২ ,,
১৯৬৫	,,	,,	...	৫৮ ,,
১৯৬৬	,,	,,	...	৯৩ ,,
১৯৬৭	,,	,,	...	২৩৯ ,,
১৯৬৮	,,	,,	...	৩০৫ ,,
১৯৬৯	,,	,,	...	৪৩১ ,,
১৯৭০	,,	,,	...	৭৭৮ ,,
১৯৭১	,,	,,	...	৯৮৯ ,,
১৯৭২	,,	,,	...	১,৬৫৯ ,,
১৯৭৩	,,	,,	...	১,৯৮০ ,,
১৯৭৪	,,	,,	...	২,২৮৪ ,,
১৯৭৫	,,	,,	...	৩,৯২৯ ,,
১৯৭৬	,,	,,	...	৪,০২৩ ,,
১৯৭৭	,,	,,	...	৬,১০৫ ,,

১৯৭৮	,, ,,	...	৭,৫২৬ ,,
১৯৭৯	,, ,,	...	৯,০৬৪ ,,
১৯৮০	,, ,,	...	১২,৬৮৩ ,,
১৯৮১	,, ,,	...	১৪,১৬৫ ,,
১৯৮২	,, ,,	...	১১,৯৬০ ,,
১৯৮৩	(৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত)	...	৫৯৮ ,,
			মোট :—৭৮,৯৩৩ জন।



PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 25th July, 1983, Monday, at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker. in the chair, the Deputy Chief Minister, 10(ten) Ministers, the Deputy Speaker and 42 Members.

QUESTIONS. AND ANSWERS

Mr. Speaker :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :- কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০।

মিঃ স্পীকার :- কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০।

শ্রীদশরথ দেব :- কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০।

প্রশ্ন

ক) কং(ই) এর ডাকে বিগত রাস্তা রোখো আন্দোলনের সময় সরকারী ও বেসরকারী যান বাহনের উপর হামলায় ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত,

খ) আন্দোলনকারীদের সংগঠিত হামলায় হতাহতের সংখ্যা কত,

গ) সমগ্র রাজ্যে এই আন্দোলনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

ক) ৮৪,৯২৪ টাকা।

খ) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন ও ৫৭ জন আহত হয়েছেন।

গ) ১,৯৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :- মিঃ স্পীকার স্যার, বে-সরকারী যান বাহনের ক্ষতির পরিমান কত তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :- মিঃ স্পীকার স্যার, বে-সরকারী পরিচালিত ২৭টি ট্রাক ডেমেজড্ হয়েছে। ক্ষতির পরিমান হচ্ছে, ৭১ হাজার টাকা। টি, আর, টি, সি, ৪৩টি, অ্যাম্বুলেনস্ ১টি।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ২৭টি বে-সরকারী ট্রাকের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতি পূরণ দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :- সে ব্যাপারে বে-সরকারী মালিকরা যদি চায়, তাহলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীনকুল দাস :- টি, আর, টি, সি, যে ২৩টি ট্রাকের ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ কত ?

শ্রীদশরথ দেব :- ১০,৮২৪ টাকা।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, একজন এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, সে কি ভাবে নিহত হয়েছে ?

শ্রীদশরথদেব :- সে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি নিঃসন্দেহ যে সে দুষ্কৃতকারী দ্বারা নিহত হয়েছেন, না গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে।

শ্রীদশরথ দেব :- বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :- এই রাস্তা রোখো আন্দোলনে কংগ্রেস (ই) নেতা এবং বর্ত্তমান এম, এল, এ, অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ঘরে ঘরে ঢুকে জোর জবরদস্তি করে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়েছেন এটা সত্য কিনা, তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :- স্যার, " রাস্তা রোখো " আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন কংগ্রেস (ই) স্বভাবতই সেই আন্দোলনে নেতা থাকবেন এটা স্বাভাবিক। তবে জোর জুলুম করে ডেকে এনেছে কিনা এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে তার নাম ?

শ্রীদশরথ দেব :—আমার এখানে নাম নেই।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই "রাস্তা রোখো" আন্দোলন মূলতঃ ৭ই এপ্রিল থেকে বিশালগড়ে আরম্ভ হয়েছে এবং খাদ্য বাহী ট্রাক থেকে আরম্ভ করে অনেক জিনিস ও সম্পদ লুট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—৭ই এপ্রিল বিধায়ক পরিমল সাহার নিহত হওয়ার পর থেকে সেখানে উষ্ণতা শুরু হয়েছে এবং প্রকৃত পক্ষে ৯ই এপ্রিল থেকে "রাস্তা রোখো" আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, "রাস্তা রোখো" আন্দোলনে পুলিশ গুলি বর্ষণ করেছে কিনা এবং এর ফলে নিহত হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনকুল দাস :—এই "রাস্তা রোখো" আন্দোলন করতে গিয়ে কং (ই) কাহাকেও ১০৲ টাকা এবং কাহাকেও ২০ টাকা করে দিয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মি স্পীকার :—শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৩।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান ২৫৩।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৩।

প্রশ্ন

১। ৭ই এপ্রিল, ৮৩ ইং বিশালগড়ে ব্যাপক অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজের ফলে কয়টি পরিবার বাসগৃহ ও দোকান পাট হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, তাদের নাম এবং প্রত্যেকের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ (আলাদা ভাবে) ;

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে, লে করুন।

২। ক্ষতিগ্রস্ত ঐ পরিবারগুলি বর্তমানে কোথায় এবং কি ভাবে আছেন এবং ঐ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দিগকে সরকার কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করেছেন কিনা :

৩। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে কিনা ;

৪। অগ্নিসংযোগকারী ও লুটতরাজের বিরুদ্ধে থানায় কোন ডি. ডি. ই. করা হয়েছে কিনা অথবা পুলিশ প্রশাসন নিজ উদ্যোগে কোন তদন্ত করেছেন কিনা ;

৫। এই ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

ANNEXURE "A"

১। মোট ১৪৭টি পরিবার ৭ই এপ্রিল বিশালগড়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের বিস্তারিত বিবরণ-এর তালিকা বিরাট বড়। এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। কাজেই মি স্পীকার স্যার, আমি এখানে তা লে করতে চাই।

২। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অনেকেই তাহাদের নিজ বাসগৃহ ছেড়ে আগরতলা, বিশালগড়, চড়িলাম ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাগুলিতে স্বকীয় উদ্যোগে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। সরকার সে সমস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করেছেন।

৩। হ্যাঁ, মহাশয়।

৪। হ্যাঁ মহাশয়। পুলিশ ঘটনার অনুসন্ধান করিতেছে। ঘটনার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

৫। এ পর্য্যন্ত ১৬ জনকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—যাদের এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায় নাই, তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—পুলিশ এ ব্যাপারে সক্রিয় আছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—এখানে বিশালগড়ের যে সব কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ, বিশালগড়ে গত ৭ই এপ্রিল বিধায়ক পরিমল সাহার হত্যা সম্পর্কে মাননীয় দুই জন বিধায়ক জড়িত ছিলেন এবং তারা ঘটনা ঘটিয়ে আগেই বিশালগড় থেকে সরে গিয়েছিলেন যার ফলে তাঁদের জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এই তথ্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—বিশালগড়ের এই ঘটনায় কোন বিধায়ক জড়িত ছিলেন কিনা এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই এবং ঘটনার যে সব তদন্ত হচ্ছে তাতেও বিধায়কদের নামে

কোন কমপ্ল্যাইন নেই। এ ছাড়া যে সব স্বাক্ষী ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শী ছিলেন, তারাও তাদের সাক্ষ্যে একবারও বিধায়কদের নাম বলেন নাই পুলিশের কাছে। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে বিধায়কদের জড়িয়ে যে প্রশ্ন করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী:- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ১৪৭টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সি. পি. এম সমর্থক কিনা এবং যারা ক্ষতি করেছে তারা কংগ্রেস (ই) সমর্থক কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব:— যারা ক্ষতি করেছে তাদের নামে তো বিরাট লিষ্ট। কাজেই তারা কংগ্রেস (ই) সমর্থক কিনা ইহা পরে জানা যাবে।

শ্রী মতিলাল সরকার:— বিশালগড়ে যে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালিয়েছিল তারা সবাই কংগ্রেস সমর্থক ছিল তার জন্যই কি কংগ্রেস (ই) তরফ থেকে এই সব ঘটনার কোন নিন্দাই তাঁরা করেন নি ?

শ্রীদশরথ দেব :—সম্ভব হতে পারে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ৭ই এপ্রিল বিশালগডে যে গোলমাল হয়েছিল, তখন মাননীয় বিধায়ক শ্রী ভানুলাল সাহা কোথায় ছিলেন ?

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না। শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার:— কোয়েশ্চান নং ৩১৪ স্যার।

শ্রী দশরথ দেব:— কোয়েশ্চান নং ৩১৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ক) উত্তর ত্রিপুরার যে অংশকে কেন্দ্রীয় সরকার উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন, ঘোষণার সময় কাল থেকেএখন পর্য্যন্ত সেখানে সেনাবাহিনীর সাথে উগ্রপন্থী গ্রুপের কি কোন সংঘর্ষ হয়েছে ;

খ) হয়ে, থাকলে তা কয়টি ক্ষেত্রে ;

গ) এই এলাকায় এই সময়কালের মধ্যে সেনাবাহিনী কি কোন এম. এন. এফ. সদস্যের সন্ধান পেয়েছেন বা গ্রেপ্তারে সক্ষম হয়েছে ?

উত্তর

১। ক) এইরূপ কোন খবর সরকারের জানা নাই।

খ) প্রশ্ন উঠেনা।

গ) সরকারের জানা নেই।

শ্রী মানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উপদ্রুত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের নামে সেনাবাহিনী সেখানকার নিরীহ জনসাধারণ বিশেষ করে মা-বোনদের অত্যাচার করছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এধরনের রিপোর্ট সরকারের কাছে আছে এবং তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার পরে জম্পুই পাহাড়ে বিভিন্ন গ্রামে উপজাতি নারী পুরুষের উপর সেনাবাহিনী অত্যাচার করছে এধরনের অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে কিনা, যদি এসে থাকে তাহলে এর প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, এ প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীনকুল দাসঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার; সেখানে আজ পর্য্যন্ত একজন উগ্রপন্থীও সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েনি, বরং উপজাতি মা-বোনদের উপর অত্যাচার চলছে। তাহলে এই উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার কি যৌক্তিকতা আছে ? যদি না থাকে তাহলে কবে নাগাদ তা তুলে নেওয়া হবে, এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোন মতামত দিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যখন এই অঞ্চলটিকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে, এই হাউসের পরিষ্কার জানা আছে, আমাদের সরকার এ ব্যাপারে ঐক্যমত হন নি। এই অঞ্চলটিকে উপদ্রুত হিসাবে ঘোষণা করার কোন যুক্তিকতাই আমরা খুজে পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবী করেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা তুলে নেওয়ার জন্য ।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ঐ অঞ্চলটিকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করার পর উগ্রপন্থী কর্তৃক সেখানে কোন ঘটনা আর সংগঠিত হচ্ছে না, যা কিছু ঘটনা হচ্ছে তা উপদ্রুত এলাকার বাইরে হচ্ছে, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই আমি বলেছি যে, আজ পর্য্যন্ত উগ্রপন্থীদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয় নি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার পরে কাঞ্চনপুরে সেনা বাহিনীর ক্যাম্পের নিকটে যে বি, ডি, ও অফিস আছে, সেই বি, ডি, ও অফিস থেকে প্রায় অর্দ্ধালক্ষাধিক টাকা চুরি হয়ে যায়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা ?

শ্রীদশথর দেবঃ—স্যার, এই তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নেই ।

শ্রীভানুলাল সাহাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জনৈক বিধান সভা সদস্য এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের দুই জন সদস্যকে এই উপদ্রুত অঞ্চলের সেনাবাহিনী অপমানিত করেছে এবং একজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রাখেন, তা থেকে জানা যায় যে তাঁর প্রতি সেনাবাহিনী অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের সি, আর, পি বাহিনী ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ বাহিনীর সাথে উগ্রপন্থী দমনে সহায়তা করছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, ওরা পুর্ন সহযোগিতা করছে।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাইঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জম্পুই পাহাড়ে যে সব দিন মজুর আছে মিলিটারীরা তাদের ধরে নিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু কাউকে মজুরী দিচ্ছে না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই ?

শ্রীসুবোধ দাসঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খেদাছড়া এস, বি স্কুলটি উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। ঐ স্কুলে এবং কাছাকাছি আরও কয়েকটি জুনিয়ার বেসিক স্কুলে উগ্রপন্থীদের হামলার জন্য শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারছেন না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব:— স্যার, এ রকম কিছু স্কুলে আছে যেখানে উগ্রপন্থীদের ভয়ে শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারছেন না। তার মধ্যে এই স্কুলও আছে।

শ্রীসেন প্রসাদ মালসাইঃ – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জম্পুই পাহাড়ে একজন লুসাই ভদ্রমহিলা যখন ভাত খাচ্ছিলেন, তখন মিলিটারী গিয়ে সে মেয়েকে ধরে এনে অত্যাচারের চেষ্টা করে। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—এই খবর আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার ও শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীমতিলাল সরকারঃ—কোয়েশ্চান নং ২৮০ স্যার।

শ্রী দশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ২৮০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ৮০র জুনের দাঙ্গা সম্পর্কিত কয়টি কোর্ট কেস দায়ের করা হয়েছে ;

২) তন্মধ্যে কয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কয়েকটির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি .

৩) নিষ্পত্তি না হওয়ার অসুবিধাগুলি কোথায় ,

৪) উক্ত মামলাগুলির মধ্যে কয়টি মামলা এযাবৎ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এর মধ্যে অমরপুর মহকুমায় কয়টি ?

উত্তর

১) ২০৫টি মোকদ্দমা

২) ৮টি মামলা, দুইটি ফাইনেল রিপোর্টে অপর ৬টি আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে, এবং ৭৪টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ১২৩ টি মামলা বিচারাধীন আছে।

৩) আদালতের আদেশের উপর নির্ভরশীল।

৪) ৭৪টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি মোকদ্দমা অমরপুর মহকুমার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৬টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে, এর সংগে কতজন আসামী জড়িত আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এই তথ্য আপাতত আমার কাছে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকারী ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ৩০২ ধারায় রুজুকৃত সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের কাজ এখনও পুরাপুরি কার্য্যকরী হচ্ছে না। এই ৩০২ ধারায় বেশীর ভাগ কেসই পুলিশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মামলা করা হচ্ছে এটা আমার জানা নাই পুলিশ যে রিপোর্ট পেয়েছে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই মামলাগুলি করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়শ্চেস নাম্বার ৩০৯।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৯।

প্রশ্ন

(ক) হোমগার্ডদের ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করার কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কি

(খ) যদি হয়ে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এ ব্যাপারে অভিমত কি ?

উত্তর

(ক ও খ)

(ক) ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড সার্ভিস গঠনের সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করিতে অসম্মত।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে হোম গর্ডরা সামান্য বেতনে তাদের কাজ করতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে তাদের যে আর্থিক দুরবস্থা সেটা নিরসনের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, হোমগার্ডদের কোন বেতন নেই। হোমগার্ডরা সম্পূর্ণ ভলেনটিয়ার সারভিস হিসাবে গঠন করা হয়। এখন যে সব হোমগার্ডরা সরকারী কাজে নিযুক্ত আছে রাজ্য সরকার তাদের দৈনিক ১১ টাকা করে দেন এবং কিছু লোককে বিভিন্ন স্থানে এবজর্ভ করা হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে ওয়াড এ্যাণ্ড ওযাড স্কেলটি তাদের গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাব মেনে নেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য হচ্ছে যে, হোমগাডরা হচ্ছে একটা ভলেনটিয়ার ক্যারেকটার কাজেই ভলেনটিয়ার ক্যারকটার তাঁরা ডিসটার্ব করতে চান না, ভলেনটিয়ার সংগঠন হিসাবে রাখতে চান।

শ্রী জওহর সাহা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে হোমগার্ডের সংখ্যা কত এবং সাবডিভিশ্যান ওয়াইজ কত জন হোমগার্ড কাজে নিযুক্ত আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এই প্রশ্ন এরাইজ করে না।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলি :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরার জনস্বার্থে হোমগার্ডদের আরও উন্নত মানের প্রশিক্ষণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা তো ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের প্রশ্ন ছিল, কাজেই এটা এরাইজ করে না।

মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। ৩৬৪ প্রশ্নটা আপনি করবেন না কারণ, এটা ১৫।৭।৮৩ইং কলিং এটেনশানের বিবৃতি আকারে এসেছিল।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩২।

শ্রী রামকুমার নাথ :—মিঃ স্পীকার, সার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ৬ই মে ৮৩ ইং তারিখে রাজ্য সরকারের বাধারঘাটস্থিত কেন্দ্রীয় খাদ্য গোদামগুলির ১ নং গোদাম থেকে ২২ মেট্রিক টন চাউল লোপাট হয়েছে :

২। সত্য হলে এর জন্য দায়ী ব্যাক্তিদের সনাক্ত করা হয়েছে কিনা; এবং

৩। তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৩।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে গিয়ে কোন পুলিশ কর্মচারীর মৃত্যু হইলে অথবা গুলিতে নিহত হইলে তাহাদের পরিবারকে চাকুরী দেওয়া হয় ও বিশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয় ;

২। সত্য হইলে অপরাপর সরকারী বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারীগণের অনুরূপ কারণে মৃত্যু ঘটিলে তাহাদের প্রতি সম পরিমান সরকারী অনুদান থাকিবে কি ;

৩। নিকট অতীতে, এমন মৃত্যু যে সকল কর্মচারীর হয়েছে তাহাদের সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়, ইহা সত্য।

২ ও ৩। পুলিশ কর্মচারীগণকে ঐ বিশেষ সুযোগ দেওয়ার কারণ তাহাদের আইন শৃঙ্খলার রক্ষা এবং উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ মোকাবিলা করিতে অধিকতর বিপদের ঝুঁকি বহন করিতে হয়। অপরাপর সরকারী কর্মচারীদের কেহ কর্তব্য পালনের সময় উগ্রপন্থীদের অথবা দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হইলে সেই কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য জনসাধারণের মত নগদ পাঁচ হাজার টাকা অনুদান এবং পরিবারের একজনকে যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী দেওয়া হয়। অধিকন্তু কর্মচারীগণ চাকুরীর সর্ত্ত অনুযায়ী অন্যান্য সরকারী সুবিধাগুলি পাইয়া থাকেন।

শ্রী জওহর সাহা :—মাননীয় সদস্য, সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে কথাটা কোন পুলিশ কর্মচারী কর্ত্তব্যরত অবস্থায় নিহত হলে কিংবা মৃত্যু হলে সরকার তাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন ২০ হাজার টাকা, ঠিক অনুরূপ ভাবে পুলিশ কর্মচারিদের মতো অন্যান্য কর্মচারী মারা গেলে বা নিহত হলে সমপরিমাণ আর্থিক সাহায্য কি কারণে দেওয়া হবে না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, পুলিশ কর্মচারীরা কর্মরত অবস্থায় নিহত হলে ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয় এবং চাকুরি দেওয়া হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা এবং যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী দেওয়া হয়। পার্থক্য হচ্ছে এই কারণে যে, পুলিশরা বিপদ জেনেই বিপদের সামনে অগ্রসর হতে হয়, যেমন ডাকাত ধরতে, উগ্রপন্থী গ্রেপ্তার করতে, কিন্তু অন্যান্য কর্মচারীরা এই কাজে যায় না, এক্সিডেন্টলি কোন দিন হয়তো বিপদের মধ্যে পড়ে মারা যেতে পারে, দুইটি কেটাগরীর মধ্যে পার্থক্য হলো এটাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৮।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে মোট মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা কত, (২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর আলাদা হিসাব),

২। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে ঐ সংখ্যা কত ছিল? (২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর আলাদা হিসাব),

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট মহিলা সরকারী কর্মচারী সংখ্যা ১২,২৩১ জন।

শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১ম শ্রেণী—	৩ জন।
২য় শ্রেণী—	১৪৩ জন।
৩য় শ্রেণী—	৮,৫০৯ জন।
৪র্থ শ্রেণী—	৩,৫৭৬ জন।

২। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে মোট মহিলা সরকারী কর্মচারীর ছিল ৭২৬৮। শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১ম শ্রেণী—	×
২য় শ্রেণী—	৯২ জন।
৩য় শ্রেণী	৬,৩৫৯ জন।
৪র্থ শ্রেণী	৮১৭ জন।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথম শ্রেণীতে মহিলা দেখা যাচ্ছে মাত্র ৩ জন, এত কম থাকার কারণ কি?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, কারণটা আমি বলতে পারবো, সম্ভবতঃ কোয়ালিফায়েড ছিল না।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬২।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬২ স্যার।

প্রশ্ন

১। মুৎসুদ্দি কমিশন ও এ, কে, দে কমিশন বাবত সরকারের কত টাকা খরচ হয়েছে (পৃথক হিসাব);

২। উক্ত দুই কমিশনে সরকারের তরফ থেকে উকীলের খরচ বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পৃথক হিসাব)?

উত্তর

১। মুহুরীঘাট কমিশন বাবত এ পর্য্যন্ত (৩০, ৬, ১৯৮৩) উকিলের ফি সহ মোট খরচ হয়েছে ৮০,৩২৯, ৬৫ টাকা এবং এ, কে, দে, কমিশন বাবত উকিলের ফি সহ মোট খরচ হয়েছে ৩,৪৪,৪১৪.৬৭ টাকা।

২। মুহুরীঘাট কমিশনে সরকারের তরফ থেকে উকিলের ফি বাবদ খরচ হয়েছে মোট ৯,৯১৬.০০ টাকা এবং এ, কে, দে কমিশনে সরকারের তরফ থেকে উকিলের ফি বাবদ খরচ হয়েছে মোট ২,১২, ৬৮০ টাকা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার হরুয়ায় নকশাল হত্যা সম্পর্কিত এ, কে, দে, তদন্ত কমিশনের কাজ কি শেষ হয়েছে ;

২। হয়ে থাকলে উপরিউক্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ না করার কারণ কি ;

৩। কবে পর্য্যন্ত এই রিপোর্ট প্রকাশ হতে পারে ;

৪। ইহা কি সত্য যে এ, কে, দে তদন্ত কমিশনের রায় প্রশাসন ও পুলিশের বিপক্ষে গিয়েছে ;

৫। সত্য হলে এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়।
২।
৩।
৪।
৫।

এ. কে, দে, কমিশনের রিপোর্ট শেষ হয়েছে। এবং এই রিপোর্ট আগামীকাল সভায় পেশ করা হবে। সুতরাং তখনই জানা যাবে কমিশনের রায় পুলিশের বিপক্ষে না পক্ষে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন সভায় রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, সেটা কি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন রিপোর্টটি সভায় পেশ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬৫।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬৫। স্যার

প্রশ্ন

১ গত ২৬শে অক্টোবর ১৯৮২ ইং অমরপুর হাজা গ্রামের থাইথাকহা রিয়াং হত্যার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে কি ;

২। হয়ে থাকলে, সেই রিপোর্ট জনস্বার্থে প্রকাশ করা হবে কি না ;

৩। না হইলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যায়ে তদন্তের কাজ শেষ হইয়াছে এবং তদন্তে পুলিশের গুলি বর্ষন যথাযথ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। রিপোর্ট প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যেহেতু এটা এলাকার একটা বিরাট অভিযোগ এইটা আই, স্নি, পি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে যে, পুলিশ বিনা বিচারে এবং বিনা কারণে থাইথাকহা রিয়াংকে গুলি করে হত্যা করেছে এবং সে উগ্রপন্থী নয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট যে তদন্ত করেছে এইটা সাধারণ মানুষের যে প্রতিক্রিয়া সেই পরিপ্রেক্ষিতে এইটা কেন হাউসে পেশ করা হবে না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—এইটা প্রকাশ করা হবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে যে তদন্ত করা হয়েছে তা যুক্তি সংগত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা বললেন সেগুলি যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এইটা আমি জানতে চাই যে, এই ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে যে তদন্ত হয়েছে, এইটা যাতে জনগণ জানতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া হবেনা কেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—এইটা কোন প্রয়োজন মনে করে না সরকার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন যে এইটার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি জানি যে, পুলিশ এইটা একজন সাধারন মানুষকে উগ্রপন্থী নামে হত্যা করেছে এবং সেটাকে যুক্তি সম্মত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। কাজেই এইটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এইটা সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার-স্যার, এই ঘটনা জনস্বার্থের সাথে জড়িত। জনসাধারন তদন্তের দাবী করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্তের রিপোর্ট চেপে রেখেছেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের ফল প্রকাশিত হবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইজ সেটিশফাইড যে ফায়ারিং ইজ জাষ্টিফাইড। ইহাই সিদ্ধান্ত। মাননীয় সদস্যের যদি এর উপর আরগুমেণ্ট করতে চান, অন্য ক্ষেত্রে গিয়ে, কোয়েশ্চান অওয়ারে নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৫২।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৫২ স্যার।

প্রশ্ন

১। গত তিন মাস ধরে বিশালগড় বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে এরূপ সংবাদ সরকারের জানা আছে কিনা ;

২। ইহা কি সত্য যে গত ১০।৫।৮৩ ইং ঐ দুর্বৃত্তরা পুলিশের কাছ থেকে একটি স্টেনগান ছিনিয়ে নিয়েছে এবং দুর্বৃত্তরা এলাকার শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিকদের উপর দৈহিক হামলা চালাচ্ছে;

৩। সত্য হলে সন্ত্রাস ও হামলা বন্ধে দুর্বৃত্তরা সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা;

৪। হলে ব্যবস্থাগুলি কিরূপ;

৫। দুর্বৃত্তদের কোন রাজনৈতিক পরিচিতি সরকারের জানা আছে কিনা?

১। দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অনেকগুলি অগ্নিসংযোগ, মারপিট এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে।

২। হ্যাঁ, মহাশয়।

৩। বিশালগড এলাকাতে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ও

৪। যারা বর্তমানে পলাতক আছে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালানো যাইতেছে। এই ব্যাপারে মাননীয় আদালতে প্রসিকিউসন রিপোর্ট অনুযায়ী সি, আর, পি, সির ১০৭।১১৩। ১১৬ ধারায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এছাডা আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য এলাকাতে পুলিশ টহল জোরদার করা হইযাছে।

৫। কিছু দুষ্কৃতকারী কংগ্রেস (আই) এর সমর্থক বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত ১২ এপ্রিল থেকে এই পর্যন্ত বিশালগড থানায় এই ধরনের কতটা কেইস দায়ের করা হয়েছে?

শ্রী দশরথ দেব:— এইটা এখন আমার কাছে নেই। সংখ্যাটা এখন নাই আমার কাছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এবং টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, এবং এলাকায় শান্তি ফিরে এসেছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পুলিশ পিকেটগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রী দশরথ দেব:— পুলিশ পিকেট গুলি তুলে নেওয়া হচ্ছে আপাতত এই ধরনের রিপোর্ট আমার জানা নেই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ষ্টেন গান ছিনিয়ে নিয়েছে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কিনা?

শ্রী দশরথ দেব:— এইটা এখনও উদ্ধার হয় নাই. তবে চেষ্টা চলছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন পরিস্থিতিতে পুলিশের কাছ থেকে স্ট্যানগান নেওয়া হয়েছিল এবং কিভাবে নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, হেড কনসটবলটি টি, এ, পি, ব্যাটিলিয়ানের এবং মেলাঘরে তার পোষ্টিং হয়েছে। রিপোর্টে জানা যায় সে একটি বাসে করে যাচ্ছিল। বিশালগড় বাজারে বিরাট জনতার একটা ভিড় ছিল তার জন্য বাস মেলাঘরের দিকে যেতে অস্বীকার করে। তখন সে তার অস্ত্র নিয়ে স্থানীয় থানাতে চলে যায়। বিকাল বেলা ৩টার সময়ে তার বন্দুক সহ সে আবার মেলাঘর যাবার জন্য রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখন ১ জন যুবক এসে বলে যে তাদের জীবটি মেলাঘরে যাবে। এ কথা শুনে সে তার বেগ সহ জীপের দিকে যায়। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তার হাত থেকে ষ্টেনগানটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনাটি পুলিশ রিপোর্টে আছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, স্টেনগানটি থানাতেই জমা দেওয়া হয়েছিল এবং থানা থেকেই সেটি গায়েব হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশকে সেটা থেকে মুক্ত করার জন্য কিছু লোককে এরেষ্ট করে তাদের গায়ে দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ষ্টেনগানটি থানায় জমা দেওয়া হয়নি। সে হাতে নিয়ে থানাতে গিয়েছিল এবং হাতে করে নিয়েই আবার বেড়িয়ে এসেছিল।

শ্রী মানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ষ্টেনগানটি খোয়া গিয়েছে সেটি ১টি হোটেল থেকেই খোয়া গিয়েছে। সে তার ষ্টেনগানটি রেখে হোটেলে খেতে বসেছিল এবং তখনি সেটি খোয়া গিয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পুলিশের রিপোর্টে পাওয়া যা পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় এটি হোটেল থেকে খোয়া যায়নি।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, হেডকনসটেবলটির কাছে এ ব্যাপারে আগেই খবর ছিল এবং দুস্কৃতকারীরা যোগাযোগ করেই এটি নিয়ে যায় এ ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপাততঃ এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ষ্টেনগানটি চুরির ব্যাপারে জনৈক মৎস্য দপ্তরের একজন কর্মী যুক্ত আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনও তদন্ত চলছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :- সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই যে স্টেনগানটি ছিনতাই হল তার সাথে লালসিংমুড়ায় যে একজন ফিসারির লোক কাজ করত সে নাকি যুক্ত আছে এবং ছিনতাই হওয়ার পরে সে বহুদিন নিখোঁজ ছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই তবে এই তথ্যগুলি পুলিশের কাছে দিলে তদন্তে সাহায্য হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :- সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই যে স্টেনগানটি ছিনিয়ে নেওয়া হল সেটি

নেওয়ার সময়ে হামলাকারীদেরকে মোকাবিলা করে তা প্রতিহত করার জন্য হেড কনস্টবলটি কোন গুলি করেছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :- মাননীয় স্পীকার স্যার, কনস্টবলটি হামলাকারীদেরকে প্রতিহত করার জন্য কোন গুলি ছুঁড়েছিল কিনা সে ব্যাপারে কোন তথ্য আমার কাছে নাই ।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী :- সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কংগ্রেস(ই) কে হেয় করার জন্যই কিছু সংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে লাঞ্ছিত করছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা আমার জানা নাই যে, কংগ্রেস(ই) কে ভোগাতেই এটা করা হয়েছে, তবে ঐ দিন যে কংগ্রেস(ই)র লোকেরা আন্দোলন করছিল সেটা ঠিক।

শ্রীমানিক সরকার :- সাপ্লিমেণ্টারি এ ব্যাপারে কতক ব্যাক্তি জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে! এরমধ্যে কিছু কিছু দুষ্প্রবৃত্তির লোক ধরা পড়ে এবং যারা ধরা পড়েছে তারা বলেছে যে, কারা কারা এ ব্যাপারে জড়িত ছিল এরকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :- মাননীয় স্পীকার স্যার, তদন্ত যখন চলছে তখন কিছু কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে তবে তদন্তের খাতিরে পুলিশ সেটা বের করছেন না ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১ ।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১ ।

শ্রীদশরথ দেব :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১ ।

প্রশ্ন

ক) রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার সিদ্ধান্তের ফলে অতিরিক্ত কত টাকার প্রয়োজন হবে,

খ) এই অতিরিক্ত অর্থের সংকুলানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকারকে সাহায্য করেছেন,

গ) যদি না করেন তাহলে রাজ্য সরকার কিভাবে তা পূরণ করবেন ? –

উত্তর

ক। বর্তমানে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি টাকা দরকার।

খ। না, মহাশয়।

গ। রাজ্য সরকার বিষয়টি অষ্টম অর্থ কমিশনের নিকট বিস্তারিতভাবে পেশ করিয়াছেন। রাজ্য সরকার আশা করেন অষ্টম অর্থ কমিশন বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন ।

হাউজের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ষ্টেট গভার্ণমেণ্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সেন্ট্রাল গভার্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে, যাতে ষ্টেট গভার্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজকে সেন্ট্রাল ডি, এ দেওয়া যায়। চীফ মিনিষ্টার ডি, ও লেটার দিয়ে মোরারজি দেশাই ও ফিন্যান্স মিনিষ্টার চৌধুরী চরণ সিংকে ২৯-৩-৭৯ তারিখে অনুরোধ করেছিল যখন মোরারজি

দেশাই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ডি, ও পসেটারের সঙ্গে ২৩-৩-৭৯ ইং তারিখে এসেমব্লিতে যে রিজলিউশান হয়েছিল তার কপি এনক্লোজ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন ২৭-২-৮০ ও ১৫-৯-৮০ ইং তারিখে ইন্দিরা গান্ধী আবার অনুরোধ করেছিল। তারপরে আবার ২০-২-৮১ ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও ইউনিয়ন ফিন্যান্স মিনিষ্টার ভেংকটরমনকে অনুরোধ করেছিল। তারপরে প্রণব মুখার্জী যখন আবার কেন্দ্রের ফিন্যান্স মিনিষ্টার হলেন তখন আবার তাঁকে ৪-৩-৮২ ইং তারিখে বিধান সভার ২-২-৮২ ও ২০-৮-৮২ তে যে রিজলিউশান হয়েছিল তার কপি সহকারে অনুরোধ করেছিল কিন্তু সব বারই কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব এসেছে যে, সেন্ট্রাল ডি, এ, র ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। সব সময়েই আমরা প্রত্যাখাত হয়েছি। ৮ম ফিনান্স কমিশন যখন ত্রিপুরা এসেছিল তখন আমরা বিশেষ করে এই বিষয়টি একস্প্লেইন করেছি। আমরা ইন ডিটেইলস্ কমিশনের কাছে একস্প্লেইন করেছি যাতে এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে দেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেণ্ট্রাল ডি.এ.র ব্যাপারে আমাদের এখানকার কিছু কিছু পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে এবং বিরোধী সদস্যরা বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ২১ কোটি টাকা এই ডি. এ.র ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে দিয়েছে, কিন্তু রাজ্য সরকার কর্মচারীদেরকে দিচ্ছেন না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা জানা নাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে চিঠিগুলি এখানে রেফারেন্স করলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে লেখা হয়েছে সে চিঠিগুলি হাউসে লে করবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চিঠিগুলি হাউসে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই যদি রুলসে কোন অসুবিধা না থাকে।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে সেণ্ট্রাল ডি. এ. দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে লেখালেখি করছেন অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কোন সাড়া দিচ্ছেন না তাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে ভারতের অন্য কোন রাজ্যের রাজ্য সরকার তার কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে ডি. এ. বা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা জানা আছে যে নাগাল্যাণ্ড এবং মনিপুরে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার পুরা টাকাটাই কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন।

শ্রীমানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে নাগাল্যাণ্ড এবং অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার জন্য যে অর্থ দিয়ে থাকেন তার ভিত্তি কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কেন্দ্রীয় সরকারই জানেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পুরাপুরি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো দেখেছি যে ৭ম অর্থ কমিশন ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার জন্য প্রয়োজনীয় যে পরিমান অর্থ লাগে সে পরিমান অর্থাৎ ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়েছেন অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে এটা নাকি দেওয়া হয়নি এর কারন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পুরাপুরিটাই দিয়েছেন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে এখনো সে পরিমান অর্থ দেওয়া হয়নি।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ২য় পে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৯-৮৪ সাল পর্যন্ত কর্মচারীদের ডি, এ, এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির জন্য কেন্দ্র থেকে ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল যেটি পে কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এটা মূল প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন যেহেতু সেণ্ট্রাল ডি, এ, সম্পর্কে যুক্ত নয সেটা উঠতে পারে না।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমি তো বলেছি যে এখানে সেণ্ট্রাল ডি, এ, এর জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সে টাকা কি হয়েছিল সেটা জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সপ্তম অর্থ কমিশন কত টাকা দিয়েছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, সপ্তম অর্থ কমিশন যে অর্থ দিয়েছেন সেটা যথেষ্ট নয়। তবে এই তথ্য এখানে নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮১।

শ্রীরামকুমার নাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮১।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ বর্ষে ত্রিপুরায় সিমেণ্টের চাহিদা কত ছিল?

২। কেন্দ্রীয় সরকার উপরোক্ত সময়ে কত পরিমান সিমেণ্ট বরাদ্দ করেছেন এবং তন্মধ্যে কত পরিমান রাজ্যে এসে পৌঁছেছে?

৩। ইহা কি সত্য যে গৌহাটিতে রেল দপ্তর কর্তৃক ত্রিপুরার সিমেণ্ট লুট করা হয়েছে?

উত্তর

১। ৮২ হাজার মেট্রিক টন।

২। ৬১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন বরাদ্দ করা হয়েছিল তারমধ্যে ত্রিপুরায় এসে পৌঁচেছে। ২৭ হাজার ২০০ টন।

৩। সরকারের কাছে এমন কোন রিপোর্ট নেই।

শ্রী মতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, পরিমাণ সিমেণ্ট ত্রিপুরার জন্য বরাদ্ধ করাহয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ সিমেণ্ট ত্রিপুরায় এসে পৌচেছে এর কারণ কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রামকুমার নাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার জন্য সিমেণ্ট সরবরাহ করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল ফ্যাক্টরীগুলিকে ভার দেন সে সব ফ্যাক্টরীগুলি আমাদের ঠিকমত সরবরাহ করছে না।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্ধকৃত সিমেণ্ট গৌহাটী থেকে রেল দপ্তর ওয়াগন থেকে সিমেণ্ট নিয়ে নেয এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি না ?

শ্রী রামকুমার নাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, রেল দপ্তর ওয়াগন ভেঙ্গে সিমেণ্ট নিয়ে গেছেন কিনা তা জানি না, তবে আমাদের ৬১,৭০০ মেট্রিক টন সিমেণ্টের মধ্যে এসেছে ২৭,২০০ মেট্রিক টন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরার জন্য বরাদ্ধকৃত সিমেণ্ট না আসাতে অনেক বিল্ডিং এর কাজ বাকি পডে আছে এবং এর ফলে অনেক রাজমিস্ত্রি বেকার হয়ে পড়েছে এবং তারা একটা দারুন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছেন। তাদের জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ? এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন অনুরোধ করেছেন কি না ?

শ্রী রামকুমার নাথ :—মিঃ স্পিকার স্যার, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার বার বার কেন্দ্রীয় সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ সিমেণ্ট এসেছে সে পরিমাণ সিমেণ্ট কিভাবে বণ্টন করা হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী রামকুমার নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ সিমেণ্ট এসেছে ২৭,২০০ মেট্রিক টন তারমধ্যে পাবলিকদের জন্য দেওয়া হযেছে- ৬,৮২৮ মেঃ টন এবং সরকারের জন্য রাখা হয়েছে ২০,৭৬৬ মেঃ টন

কমঃ স্পীকার :—কোশ্চান আওয়ার শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE "B")

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্ন লিখিত সদস্যদের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি : মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"উচ্চ শিক্ষার (কলেজ স্তরে) ছাত্র ভর্ত্তির ব্যাপারে কলেজ কতৃপক্ষের প্রত্যক্ষ হাত থেকে ক্ষমতা প্রত্যাহার করে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উপর দায়িত্ব অর্পণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত হলে

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদারকে দ'াড়াতে অনুরোধ করছি তাঁরা উপস্থিত আছেন। আমি এই প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী দশরথ দেব স্যার, আমি ২৬ শে জুলাই এই ব্যাপারে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার-- মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আগামী ২৬ শে জুলাই এর উপর বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহার কাছ থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:-

"গত ২৪।৭।৮৩ ইং রাত্রি ৮টায় বাণীর বাজারে বামফ্রন্ট সমর্থক বিশ্বনাথ দাসের কং (ই) দুষ্কৃতকারীদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহাকে তাঁর আসনে দ'াড়াতে অনুরোধ করছি। (শ্রী ভানুলাল সাহা তাঁর আসনে দ'াড়ালেন) মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা উপস্থিত আছেন। আমি এই নোটিশটিতে সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রী দশরথ দেব--স্যার, আর মাত্র একদিন আছে হাউস। এই মাত্র নোটিশটি পাওয়া গেল। আমি যতটুকু সম্ভব কালকে বিবৃতি দেবার চেষ্টা করব। তবে পুরোপুরি দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী আগামী কাল ২৬শে জুলাই এর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য রশিরাম দেববর্মাকে তার দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির সমর্থনে দাঁড়াতে অনুরোধ করছি। শ্রী রশিরাম দেববর্মা উপস্থিত নেই। সুতরাং এটা আসবে না। ইট ফলস্ থ্রু।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কালি কুমার দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দিন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৬ই জুলাই ১৯৮৩ ইং রাত প্রায় ৮ টায় একদল সশস্ত্র উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক রাঙ্গামুড়া বাজার লুট হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী দশরথ দেব—গত ১৬-৭-৮৩ ইং রাত্রি প্রায় ৮-৩০ মিঃ এর সময় জলপাই রং এর পোষাক পরিহিত একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাঙ্গামুড়া বাজারে হামলা চালায়।

উগ্রপন্থীরা কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া বাজারের প্রধান প্রধান দোকানগুলিতে হামলা চালায়। দুষ্কৃতকারীরা বাজার হইতে নগদ টাকা প্রায় ২৪১৫ টাকা এবং প্রায় ২,৫০০ টাকা মূল্যের কাপড় চোপড় লুঠ করিয়া নিয়া যায়। উগ্রপন্থী দলটি উত্তর পশ্চিম দিক দিয়া বাজারে প্রবেশ করে এবং হামলার পর দক্ষিন পূর্ব দিকে তৈতুপাকু বাড়ী বরাবর চলিয়া যায়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের দোকান লুট হয়ঃ—

১। শ্রী রতন দাসের দর্জির দোকান হইতে প্রায় ২,৫০০ টাকা মূল্যের কাপড় এবং নগদ ৫০ টাকা।

২। শ্রী পরেশ দাসের পানের দোকান হইতে নগদ প্রায় ২০০ টাকা

৩। শ্রী অনিল দাসের চা ষ্টল হইতে নগদ প্রায় ৭০ টাকা।

৪। শ্রী যামিনী দাসের চা ষ্টল হইতে নগদ ৫০ টাকা।

৫। শ্রী হারাধন দাসের শুকনা মাছের দোকান হইতে নগদ ২৭৫ টাকা।

৬। শ্রী রূপচন্দ্র দাসের শুকনা মাছের দোকান হইতে নগদ ২৫০ টাকা।

৭। শ্রী মানিক রাংখল এর টং এর দোকান হইতে নগদ ২০০ টাকা।

৮। শ্রী মুরারী দাসের পান বিড়ির দোকান হইতে নগদ ২৫০ টাকা।

৯। শ্রী পরেশ ঘোষের মিষ্টির দোকান হইতে নগদ ২৫০ টাকা।

১০। শ্রী স্বদেব নাহার রেশন দোকান হইতে নগদ মং ২০ টাকা।

১১। শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যের পানের দোকান হইতে নগদ ১৫০ টাকা।

১২। শ্রী সুভাষ দাসের শুকনা মাছের দোকান হইতে নগদ মং ৪০০ টাকা।

১৩। শ্রী কারসুম কলই এর বাজেমালের দোকান হইতে নগদ মং ৩০০ টাকা।

এই ঘটনাটি তেলিযামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(৭) ৮৩ইং নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশের একজন সিনিয়ার অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দুষ্কৃতকারীরা নগদ টাকা ও কাপড় চোপড় ব্যতিত অন্য কোন জিনিস লুঠ করে নাই।

এই ঘটনায় আজ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই এবং কোন কিছু উদ্ধার করাও সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"২০শে জুলাই ১৯৮৩ ইং দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত উগ্রপন্থীর নাম দিয়ে ৪ (চার) নিরীহ যুবককে খুন, মৃতদেহ লোপাট পুলিশ সব জেনেও নিষ্ক্রিয় শিরোনামের ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী দশরথ দেব—মি: ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২৫-৫-৮৩ ইং তারিখ কাঞ্চনপুর থানাধীন মুক্তিরাম পাড়া, ডাঙ্গারিমা সাগরপুর এবং সেওয়া পাড় গ্রামের ৭ জন রিয়াং যুবক যথা (১) শ্রী অভিরাম রিয়াং, (২) শ্রী রত্নাজয় রিয়াং, (৩) শ্রী অরনা জয়, রিয়াং (৪) শ্রী ধনুরাম রিয়াং, (৫) শ্রী গফলা রিয়াং (৬) শ্রী নরেন্দ্র রিয়াং ও (৭) শ্রী বৃন্দা জয় রিয়াং ছামনু থানাধীন মুক্তিরাম পাড়ায় একত্রিত হয়ে সকাল প্রায় ১০টার সময় নাইযুকুমার রোমাজা পাড়া গ্রামের উদ্দ্যোশ্যে রওয়ানা হইয়া যায়, কিন্তু ২৬-৫-৮৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহারা ফিরিয়া আসে নাই।

ঘটনাটি জানার পর কাঞ্চনপুর থানায় গত ১-৬-৮৩ ইং তারিখ এবং ছামনু থানায় গত ৩০-৫-৮৩ ইং তারিখ জি, ডি, এনটি করিয়া সি, আর, সি, এর ১৫৭ (১) ধারায় তদন্তের ভার গ্রহণ করা হয়।

তদন্তকালে জানা যায় যে উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ নাথকুমার রোয়াজা পাড়া, ঈশারাই রোয়াজা পাড়া, পদ্মজয় রোয়াজা পাড়া, মুক্তাইফা পাড়াগুলি পরিদর্শন করিয়া টি, এন, ভি। উগ্রপন্থীদের নামে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে ৫২০ টাকা আদায় করে।

২৬-৪-৮৩ ইং তারিখ বেলা ২টার সময় তাহারা যখন নাইথকুমার রোয়াজা পাড়া ও ঈশারাই রোয়াজা পড়ার মধ্যে দিয়া ফিরিতে ছিল তখন কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষকৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ৭ জনের মধ্যে শ্রী বৃন্দাজয় রিয়াং, শ্রীনরেন্দ্র রিয়াং এবং শ্রী ধনুরাম রিয়াং কোনক্রমে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হয় এবং তাহারা গত ২৯-৪-৮৩ইং তারিখ তাহাদের বাড়ী ভাণ্ডারিয়াতে ফিরিয়া আসে। বাদবাকী ৪ জনের তখন হইতে কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতে ছিল না। সুতরাং সন্দেহ করা হইতেছে যে দুকৃতকারীরা তাহাদের হত্যা করিয়া তাহাদের মৃতদেহগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছে। ছামনু হইতে ফেরার পথে শ্রী বৃন্দাজয় রিয়াং এবং শ্রীনরেন্দ্র রিয়াং সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত হয় এবং পরে তাহাদিগকে সেনাবাহিনী কাঞ্চনপুর থাতায় সমর্পণ করে।

কানঞ্চপুর থানার পলিশ সি, আর, পি, সি, ৪১ ধারায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে যেহেতু তাহারা উগ্রপন্থীর নামে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছিল। জোরপূর্বক টাকা আদায় করার জন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে ছামনু থানায়ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৪)৮৩ নথিভুক্ত করা হয় এবং তাহাদিগকে ডাকাতির কেইসে গ্রেপ্তার করিয়া দেখানো হইয়াছে।

তারপর তাহারা অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া ছামনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১) (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ১(৭)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকারী অফিসার ঘটনা স্থলটি পরিদর্শন করেন। শ্রী বৃন্দাজয় রিয়াং এবং শ্রী নরেন্দ্র রিয়াং জিজ্ঞাসা বাদের সময় দুষকৃতকারীদের সমন্দে কোন তথ্য জানাইতে সমর্থ হয় নাই। শ্রী বৃন্দাজয় রিয়াং ও শ্রী নরেন্দ্র রিয়াং উভয়েই বিচার বিভাগীয় হাজতে আছে।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়েও শ্রীবন্দাজয় রিয়াং কোন ক্রমে পালিয়ে এসে প্রাণ রক্ষা করেছেন এবং তার সঙ্গে অন্য আর একজনও প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। তারা দুইজনেই এই ঘটনা সম্পর্কে থানায় এসে জানানো সত্বেও পুলিশ কেন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারল না, তার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, ওদের রিপোর্টকে ভিত্তি করেই এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত জনার্দ্দন ত্রিপুরা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ঐ ছামুনু থানাতে যে একজন এস. আই. আছে, তার সঙ্গে ঐ অভিযুক্ত ত্রিপুরার জানাশুনা আছে এবং সে শাসক দলেরই একজন কর্মি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে তদন্ত কর্য্যের জন্য পুলিশ যে কোন লোককে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, এই স্বাধীনতা পুলিশের আছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, ঐ এলাকার স্ব-স্বাশিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীচৈত্রা ত্রিপুরাই তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য এই সব লোকগুলিকে হত্যা করেছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, সমস্ত ঘটনাটার উপর তদন্ত চলছে। কাজেই কে অপরাধী আর কে অপরাধী নয়, তা তদন্তে প্রকাশ পাবে। এর বেশী আর কিছু এখন আমি বলতে পারছি না।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, ঐ এলাকার উগ্রপন্থীদের হয়ে চাঁদা আদায়ের কাজে এসব লোক দায়িত্বে ছিলেন এবং টাকা আদায়ের ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হওয়ার ফলেই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, দুর্গম অঞ্চলে উগ্রপন্থীরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করেছে, সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অবগত আছেন। তবে এটা সেই অর্থ আদায় করা নিয়ে দুই দলের মধ্যে কোন রকম ঝগড়াঝাটি কিনা তা আমার জানা নাই। তদন্তের কাজ চলছে, তদন্ত শেষ হলে হয়ত অনেক কিছুই জানা যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে অঞ্চলে এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেই অঞ্চলটা হচ্ছে সি. পি. এমের একটা কম্পেক্ট এরিয়া এবং এ. ডি. সির সদস্য শ্রীচৈত্রা দাস ত্রিপুরাকে অপহরণ করার জন্যই ঐ উগ্রপন্থীরা সেখানে এসেছিল। কিন্তু উগ্রপন্থীরা তা করতে না পেরে সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে ৪ জনকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রেখে চলে গেছেন এবং ১৯।৬।৮৩ ইং তারিখে তাদের মৃতদেহগুলি মাটি খুঁড়ে বের করা হয়।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এই সব তথ্য আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, সেখান থেকে অনেক উগ্রপন্থীকে ধরা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঘটনার উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত করার জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অলরেডি তদন্ত কার্য্য চলছে, তারপর আর কোন তদন্ত কমিটি গঠন করার কোন প্রশ্নই উঠে না ।

Government Business (Legislation)

মিঃ স্পীকার:—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Bengal Municipal (Tripura—Third Amendment) Bill. 1983 (Tripura Bill No. 7 1983) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় পৌর মন্ত্রী মহোদয়কে এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Municipal (Tripura Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 7 of 1983) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় সদস্যদের যে কেউ ইচ্ছা করলে এই বিলের উপর আলোচনা...... ..

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন জিরোআওয়ারে আমার একটা আলোচনা বিষয় আছে, সেটা গত ২৩শে জুলাই তারিখে শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পণ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এখন এটা তোলার সময় নয়। আপনি ইচ্ছা করলে এরজন্য প্রয়োজনীয় নোটিশ দিতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, ক্ষমতাশীন দল এই বিষয়টা নিয়ে ....

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সুযোগ ছিল, কিন্তু আপনি সেই সুযোগ নিতে পারেন নি। কাজেই আপনি বসে পড়ুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, এখন যে কেউ এই বিলের উপর আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় এল, এস, জি, ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এই যে এ্যামেণ্ডমেণ্টটা এনেছেন, এটা এনে পৌর নির্বাচনের সময় যে ভোটার তালিকা সংশোধন—এর যে রাস্তা, সেটা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে যে সব সদস্যরা আছেন, তারা জোর গলায় প্রচার করছেন যে, বিগত পৌর সভার নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) জনগণের আস্থা হারিয়েছেন। তাই আমি এই সভায় আমার বক্তব্যের মধ্যে বলতে চাইছি যে, এই নির্বাচনের পেছনে সরকারী তরফ থেকে একটা ষড় যন্ত্র করা হয়েছিল, সেই ষড়যন্ত্রটা হল ভোটার লিষ্ট তৈরীতে। সেখানে পৌর এলাকার বাইর থেকে অনেক লোকের নাম পৌর নির্বাচনের ভোটার লিষ্টের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে। এই ব্যাপারে অবশ্য আমরা যথারীতি অবজেকশান দিয়ে অভিযোগ করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা আমাদের অভিযোগের কোন প্রতিকারই করা হয় নি। স্যার,

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, যে ১২ নং ওয়ার্ডে যে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে, তাতে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে বসবাস করেন না। এমন লোকের নাম ভোটার লিষ্টের মধ্যে উঠানো হয়েছে। সেই এলাকায় প্রায় ৩১০ জনেরও বেশী লোকের নাম এই ভোটার লিষ্টের মধ্যে উঠানো হয়েছে। স্যার, এই ধরনের কারচুপি শুধু এই একটি মাত্র ওয়ার্ডেই সীমাবদ্ধ নয়, আরও বাকী যে ওয়ার্ডগুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও ১০০ ভাগ থেকে ১৫০ ভাগ লোকের নাম ঢুকানো হয়েছে যাদের বয়স নাকি ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে, অথচ তাদের বয়স লেখানো হয়েছে ১৮ বছর, কারণ তারা সি, পি, এম সমর্থক। কাজেই এই কারচুপিটা যদি না হত, তাহলে ভোটের ফলাফল যে কি দাঁড়াতো, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সরকার ক্ষমতায় থেকে এই ধরনের কারচুপি করে যে ভোটার লিষ্ট সংশোধন করেছেন

মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু এটাই নয়, এই ভাবে এনে — আপনারা জানেন এই বার। মিনিসিপ্যালিটির ইলেকশানের সময় সাংবাদিকের পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাদের যে জানার অধিকার তাদের অধিকারকে খব করে আজকে সেখানে নির্বাচনের প্রহসন চলছে। তাই আমার মনে হয় মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মিউনিসিপ্যালিটিই বলুন আর বিধান সভায় নির্বাচনই বলুন সব জায়গায় সি. পি. এম. এর রাজত্বে চলছে এই ভাবে নির্বাচনী প্রহসন। স্যার, আমরা সেই নির্বাচনে দেখেছি বাইরে থেকে লোক এনে — ঐ উদয়পুর থেকে লোক এনে ৮ নং ওয়ার্ডে ভোট দেওয়ান হয়েছে সেটাকে চেক দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। এমন কি মাননীয় তথ্য মন্ত্রীর এলাকা থেকে লোক এনে ভুয়া ভোট দেওয়ান হয়েছে। এটা সারা আগরতলা বাসী দেখেছে যে কি ভাবে নির্বাচনী প্রহসন হয়েছে। কাজেই এই যে এমেনডমেণ্ট এখানে আনা হয়েছে এর দ্বারা যাতে সেই নির্বাচনী প্রহসন আরও ঢালাও ভাবে চালান যায় ভোটার লিষ্ট আরও কারচুপী করতে পারেন সেই জন্যই এই এমেনডমেণ্ট আনা হয়েছে। কাজেই (ভয়েস - এমেনডমেণ্টটা আগে পড়ে, দেখুন, তারপর বলুন) আমি পড়েছি — আপনিই আবার পড়ে দেখুন - কাজেই আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেজন্য এই এমেনডমেণ্টর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার -- মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী যে বিল এখানে উত্থাপন করেছেন " The Bengal Municipal (Tripura Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 7 of 1983),, এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার এই বিলের উপর যে বক্তব্য রাখলেন শুনে আমার মনে হল যে বিগত পৌর নির্বাচনের সময় নিজেদের অন্তদলীয় কোন্দলের জন্য আগরতলার জনসাধারনের কাছে কোন বক্তব্য রাখার কোন সুযোগ ছিল না এবং এই বিলের জন্য ভোটারদের উদ্দ্যোশ্য কিছু বলার সমযোগ পেয়ে কিছু বলে নিচ্ছেন। তবে এটা ঠিক যে, কংগ্রেস (ই) গত পৌর নির্বাচনের আগরতলার জনগনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সংশোধনীতে যা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে

যে ভোটার তালিকার ব্যাপারে যদি কারও কোন কম্পলেন থাকে এবং সেই কম্পলেনগুলি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তারপর যাতে তা নিয়ে আপিল করা যায় তার জন্যই এই এমনেডমেনণ্টটা আনা হয়েছে। যেখানে সুযোগটাকে সম্প্রসারিত করা হল এরপর এই বিলের বিরোধীতার কোন আসতে পারে না বলেই আমার মনে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধান সভায় বাজেট ভাষনের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছিলেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার তালিকায় ১৮ বছরের ভোটারদের নাম তালিকা ভুক্ত করাতে তিনি বলেছিলেন যে, অযোগ্য ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করে জয়ী হয়েছে। স্যার, আমি জানি না, উনি অযোগ্য বলতে কি বুঝাতে চাইলেন উনারা এবং কংগ্রেসই (ই) দল থেকে ঐ সব ১৮ বছরের ছেলেদের হাতে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে স্কুল ঘর পুড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন ঐ সব ছেলেদের হাতে/তুলে/ছুড়ি দিয়ে যখন ডি, ওয়াই, এফ, র কর্মীদের খুন করার জন্য তাদের অধিকার দেন তখন সেটা কোন দোষের হয় না। আর যখন আমরা সেই সব ছেলেদের বামফ্রণ্ট সরকার সেই সব সমাজবিরোধী কাজকর্ম করা থেকে দূর থাকায় জন্য তাদের ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসাব গড়ে তুলার জন্য এই সব গনতান্ত্রিক উপায় পদ্ধতির সংগে পরিচিত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা হয়ে যায় অযোগ্য ভোটার। স্যার, বামফ্রণ্টর বিভিন্ন কাজকমের ভিতর দিয়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে গনতান্ত্রিক সম্প্রসারিত করার জন্য যুবশক্তিকে যদি জনগনের কল্যানের কাজে ব্যবস্থায় করা যায়, যুবকদের ভুমিকা এবং তাদের চিন্তাকে যদি -

জনগণের তথা সমাজের কল্যানমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে বামফ্রণ্ট একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন কংগ্রেস (ই) মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের সময় দলীয় কোন্দলে দিশাহারা হয়ে গেল, তাদের নেতা আগরতলায় উপস্থিত নেই, যখন তারা দেখল যে আগরতলায় তারা কোন জনসভা করতে পারছেন না, কারণ তাঁদের সভাপতি দিল্লীতে বসে আছেন কখন টাকা আসবে তার পর সভা হবে, এই সব কোন্দলে পরে তাঁদের সহসভাপতি পদত্যাগ করলেন, এই সব জিনিষ আগরতলার মানুষ দেখেছে। সেই সব দুর্বলতা ঢাকার জন্য আজকে এই বিলের বিরোধীতা করছে। এখানে সংশোধনী আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি এবং আমি আশা করছি মাননীয় সদস্যরাও এটাকে সমর্থন করবেন এবং বিলটা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দি বেংগল মিউনিসিপ্যাল বিল ১৯৮৩ ইং সম্পর্কে আলোচনা করছি। এখানে ভোটার লিসট্ ফাইনেল হওয়া সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির যে নির্বাচন হয়ে গেল সেটাতে আমরা দেখেছি এই শাসক দল দুর্নিতীর আশ্রয় নিয়েছিল। সুষ্ঠভাবে নির্বাচন হয় নি। এখানে বহু ভুয়া ভোটার ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে আমি হাউসে এটা অনেক বার উল্লেখ করেছি। পাইকারী হারে ব্যাপকভাবে এই বামফ্রণ্ট সরকার নির্বাচনে কারচুপি করেছে। সেইটা কোন কোন ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে এবং সেটাকে আড়াল করার জন্য সাংবাদিকদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় নি ফলে গোটা নির্বাচনকে একটা প্রহসনে পরিণত

করা হয়েছিল। এছাড়া ১৮ বছর ভোট দাতাদের বয়স করাতে সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি ১৩ বছর যাদের বয়স তাদের নামও ভোটার লিস্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নানা কায়দায় ভোট এরা কারচুপি করেছে এবং গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেছে। এইভাবে এই মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে জয় যুক্ত হয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় যে সমস্ত দোকান ঘর
সরকার থেকে বিলি করা হয়েছে সেখানে উপজাতীরা দরখাস্ত করেছে কিন্তু একটা ঘরও পায়নি। মিউনিসিপ্যালিটির যে অফিস আছে সেখানে ট্রাইবেল কোটা ফোর পারসেন্টটাও পূরণ করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভাবে দলবাজী তারা সর্বত্র কায়েম করেছে। গত নির্বাচনে দেখা যায়, ওরা তেরটা ওয়ার্ডের সব কয়টিতেই জয়লাভ করেছে, যার ফলে তাদের দলবাজী করার সুযোগ আরও বেড়ে গেল এবং সেটা একটা ভয়াবহ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী পার্টীর গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে না এবং সেটা জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। এখন থেকে এদের দলবাজী, অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছবে এবং এই রাজধানীতেই সেটা বৃদ্ধি পাবে। এই দলবাজী কাজে এরা এই মিউনিসিপ্যালিটিকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দি বেঙ্গল মিউসিসিপ্যাল বিল ১৯৮৩ ইং, থার্ড অ্যাকেনডমেনট বিলে যে বিষয়টি অ্যামেনডমেন্ট জন্য এখানে আনা হয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুই একটা কথা বলছি এখন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির যে আইনটা আছে সেটাকে আরও গণতানন্ত্রিক করার অধিকার সম্প্রাসারণের জন্য কোন কোন বক্তব্য বা বিল এখানে উত্থাপন করা হয় তখনই তারা তার বিরোধীতা করেন। মাননীয় বিরোধী পক্ষের এক বন্ধু বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ২৮ বছরেব ছোটদের উপর বেশী নির্ভরশীল। তাদের এই ধরণের মানসিকতা বা দৃষ্টি ভঙ্গী গণতন্ত্র বিরোধী মনোভাবের বহিঃ প্রকাশ কারণ আমরা জনসাধারণের সমর্থন পেয়ে এই বিধানসভায় এসেছি। ভোটারদের বয়স আঠার হোক এটা শুধু আমরা চাই না। গোটা ভারতবর্ষে একমাত্র কংগ্রেস(ই) দল ছাড়া, শুধু মিউনিসিপ্যালিটি নয় কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত ইলেকশানেও দাবী উঠেছে যে ভোটারদের বয়স ১৮ করা হোক। দেশের সমস্ত বিরোধী দল এই দাবীতে সোচ্চার। ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে ১৮ বছরের ভোটার যারা তারা ভোট দিতে পারবে কি না সেটা নির্ভর করে রাজ্য সরকারের উপর। লোকসভার ইলেকশনে সেটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কিন্তু কেন্দ্রীয় এই দাবীর প্রতি কর্ণপাত করছেন না, কংগ্রেস (ই) দলের বক্তব্য যে ১৮ বছরের বয়সের যে ভোটার তারা নাকি গণতান্ত্রিক অধিকার ঠিকভাবে পালন করতে পারবেন কি না। কিন্তু আঠার বছর বয়সের একজন হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছেলে বা মেয়ে চকুরীর দাবী করতে পারে এবং একটা পরিবারের ভরণপোষনের ভার নিজ কাঁধে নিতে পারে। সেই বয়সের ছেলে মেয়ে ভোটাধিকার ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারছে না সেটা কি ধরণের কথা। আসলে গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণে ওরা ভয় পায়।

এখানে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে ১৮ বছরের ভোটারদের সংখ্যা খুব একটা বেশী ছিল না। ওয়ান থার্ড ছিল কি না সন্দেহ। দিল্লী মেট্রোপলিটনের যে ইলেকশন হয়ে গেল সেখানে দেখা যায় প্রায় শতকরা ৬০ জন ভোটার ভোট দিতে পারেননি। কিন্তু এখানে তো ৬০ ভাগের উপর ভোট পড়েছে।

সেখানে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু সেখানে আমরা দেখলাম, রাজধানী দিল্লীতে শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ ভোট পড়েছে। আর এই আগরতলা সহরে ৬ মাস আগে নির্ব্বাচনের সময় ৮২ ভাগ মানুষ নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐতিহাসিক ঘটনা। আর এই পৌর সভার নির্ব্বাচনে ৮০ ভাগ ভোটার নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। আমরা বুঝতেই পারি না, মাননীয় বিরোধী দলের দায়িত্বশীল নেতা বলেছেন, এইখানে কারচুপি হযেছে। তিনি আজকে সভায় উপস্থিত নেই। তিনি তাঁর স্টেটম্যান্টে বলেছিলেন, জনগণের রায় মাথা পেতে নিচ্ছি। অথচ এই সবের পরে তাব দলের লোকেরাই এখানে গোলমাল করছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন গণতন্ত্রের স্বার্থে তাকে আমি সমর্থন করছি আবার। এবং এই যে গণতান্ত্রিক ধারা বা অধিকার সেগুলি গণতন্ত্রকে আরো সুদৃর করার জন্য, সুষ্ঠ দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েই এখানে আনা হয়েছে। আমি আশা করব, সর্ব সম্মতভাবে এই হাউসও তা সমর্থন করবে আগামী দিনের এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে গণতান্ত্রিক যে ধারা গুলি আছে সে গুলি যাতে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা যায সে জন্য। আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় পৌর মন্ত্রীকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য বলছি।

শ্রী বীরেন দত্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এই সংশোধনী হচ্ছে খুবই সরল। এর উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন। আমি দ্বিতীয় বার অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছিলাম যা আগের হাউস থেকে পাশ হয়ে যায় তাতে ৫২৯(ক) ধারায় যে বিষয় উল্ল আছে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নি, মাননীয় সদস্যরা সঠিক ভাবেই বলেছেন. সেখানে সম্প্রসারিত হয় গনতান্ত্রিক ভাবে। ত্রিপুরার যে আইন তা যদি তাঁরা পড়তেন, তাহলে দেখতেন, ৫২৯ (ক) ধারা, অর্থাৎ বিলের ৫২৯ (ক) ধারা গুলির সুযোগ ছিল এবং সেই সুযোগ আমরা দ্বিতীয় সংশোধনী মাধ্যমে বিলের আইন হিসাবে পাশ করেছি ১৯৮২ সালে। পৌর সভার নির্ব্বাচনের সময় আমরা এই ধারাটা যেটা আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম ১৯৮২ সালে সেই ধারাটা কাজে লাগে নি। এর চেয়ে বলিষ্ঠ যে ধারা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন ঘটনার সম্পর্কে আপত্তি থাকলে সে আপত্তি জানার কোন সুযোগ আগের বিলে ছিল না। আমরা সেখানে ১৫ দিনের মধ্যে যাতে সেই ব্যক্তি অ্যাপিল করতে পারেন এবং তার অ্যাপীল যদি যুক্তি সম্পন্ন হয়, তাহলে অ্যাপীল গ্রহন করারা সুযোগ পাবে এই অ্যামেণ্ডমেণ্টের মাধমে। আমার বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা আশা করি এই বিলটি পড়েন নি। যদি পড়তেন, তাহলে যে কথাগুলির এখানে অবতারনা করেছেন তা করতেন না। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, আপনারা ধারাগুলি যেন পড়ে নেন। অবশ্য এখনো পড়ার এখনও যথেষ্ট সময় আছে। তাঁর যদি গণতান্ত্রিকভাবে সম্প্রসারণ চাইতেন, তাহলে এই ধারাগুলির সমর্থন করতেন। আমি আশা করব, সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বিলটি ত্রিপুরা গণতন্ত্রের স্বার্থে হাউস গ্রহণ করবে।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় পৌর মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে "The Bengal Municipal (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No.7 of 1983). বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২ এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী, হলোঃ —"The Bengal Municipal (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 7 of 1983). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় পৌর মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি, "The Bengal Municipal (Third Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill, No. 7 of 1983). পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় পৌর মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Bengal Municipal (Third Amendment) Bill, 1983(Tripura Bill No. 7 of 1983) পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :—The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983)" এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি, "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বৃন্দগনকে জানাতে চাই যে, এই বিলের উপরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কয়েকটি সংশোধনী নোটিশ দিয়েছেন। যদি আমরা এক-সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, তাহলে মাননীয়মন্ত্রী মহোদয় সংশোধনগুলি মুভ করবেন। কিংবা আলোচনা শেষেও মুভ করা যেতে পারে। আপনারা চাইলে এক সঙ্গেই হতে পারে।

(হাউসে একই সঙ্গে করার জন্য অনুমতি দিল)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মুভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অনিল সরকার :—আমি এখন অ্যামেণ্ডমেন্ট গুলি মুভ করে দিচ্ছি। Mr. Speaker Sir, I hereby give notice of my intention to move the following amendment to the Salary, Allowances and Pension of Member of the Legislative Assembly (Tripura Fourth Amendment)Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983 which was introduced in the House on 21st July, 1983 :—

PROPOSED AMENDMENT

In clause 2 of the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura)(Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983)

(i) The Explanation I appearing below sub-section (2) of section 3 be deleted and the same be inserted as "Explanation" below sub-section (1) of section 3

(ii) Explanation 11 and Expl. 111 appearing below sub-section (2) of section 3 be renumbered as Expl. 1 and Expl. 11 respectively.

(iii) After item (c) of sub-section (2) of section 3 the following item be inserted.

(d) Daily Allowance at the rate specified in sub-section (1) only for the period of residence on duty outside Agartala.

(iv) In sub-section (3) of section 3 for the word and figure "at the rate of 400/-per month "the word" and daily allowance as specified in that sub-section "be substituted and the word "He shall not, however, be entitled to any daily allowance as provided in sub-section (1) "appearing at the end be deleted.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মেম্বারদের,সেলারী, এলাউন্সেস এবং পেনশান-এর উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, মাননীয় সদস্য গণ কেউ ইচ্ছা করলে এর উপর আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আজকে হাউসে বিরোধী দলের নেতার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত যে বিল এনেছেন, এ সম্পর্কে আমি দুই-একটি কথা বলতে চাই। এই বিলটা এমন একটা সময়ে আনা হয়েছে যখন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য এই হাউসে নেই। স্যার, কিছুক্ষন আগে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আলোচনা উঠেছিল, সরকার কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে হয়তো দিনমুজুর বা কৃষকদের কথা উঠবে, ঠিক যে ভাবে কর্মচারীদের ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় শ্রমিক কৃষকদের ব্যাপারটিও তেমনি ভাবে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমরা যারা জনসাধারণের সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এখন তাদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা না করে নিজেদের সুযোগ সুবিধার প্রতি অধিক নজর দিয়ে তা আদায় করে নিচ্ছি। সুযোগ আমাদের সদস্যদের জন্য আসছে, মন্ত্রীদের জন্য আসছে, বিরোধী দলনেতার জন্য আসছে, এই নিজ স্বার্থ সম্পর্কিত সুযোগগুলি নীরবেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই যে বিল এখানে আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। কেননা, ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে না। যারা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের জন্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা ত্রিপুরাবাসীর জন্য কোন কাজই করছেন না। জনসাধারণ আমাদের আইন করার অধিকার দিয়েছেন, সেই সুযোগে নন্দলালের মত ভূমিকা নিয়ে একটার পর একটা সুযোগ আমরা আদায় করে নিচ্ছি। স্যার, আজকে হঠাৎ করে এই বিলটা হাউসে আনা হল কেন? এর অর্থ হল নির্দিষ্ট কতগুলি প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশান যখন শেষ হলো, বিরোধী দলের নেতা নিয়ে আর কোন দাবীদার রইলনা। এই বিশেষ সুযোগ নিয়ে এই বিলটা হাউসে আনা হয়েছে। আমি আশা করব বিরোধী দলের সদস্যগণ এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যগণ জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে এই বিলটা সমর্থন করবেন না। কারণ, আমরা কর্মচারীদের বা দিনমুজুরদের ন্যায্য পাওনা আমরা দিতে পারছি না। অথচ আমরা নিজেদের সুযোগ সুবিধা একটার পর একটা গুছিয়ে নেব এটা হতে পারে না। গনতান্ত্রিক ধারায় আমরা এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। জনসাধারন আমাদের আইন তৈরী করার অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার বলে জনস্বার্থের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নেব এটা হতে পারে না। তাহলে জনসাধারন আমাদের ক্ষমা করবে না। এই বলে বিলটি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন, আমার মনে হয় তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভের ফলেই এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন। এই বিলের পক্ষে বা বিপক্ষে আমার কোন বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভারতবর্ষের সর্বত্রই আমি দেখেছি বিরোধী দলকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় যা ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে এবং এ ব্যাপারে আমরা প্রতিবাদ করেছি এবং দাবীও জানিয়েছি যে, মর্য্যাদা ডিটারমিণ্ড করা হউক। বিরোধী দলনেতার যে মর্যাদা সে মর্যাদা হচ্ছে ক্যাবিনেট মর্যাদা। এখানে সৌভাগ্য ক্রমেই হোক বা দুর্ভাগ্য ক্রমেই হোক মাননীয় বিরোধী দলনেতার

সম্বিত হয়ভো. কারো ব্যাক্তিগত আক্রোশ থাকতে পরে। আরকে যে বিলটা এনেছে এটা বিরোধী দলের একটা স্বীকৃতি, দেরীতে হলেও গণতন্ত্রের প্রতি একটা স্বীকৃতি এসেছে। অর্থনৈতিক কোন ব্যাপার নয় প্রশ্নটা হচ্ছে মর্য্যাদার। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের পক্ষে বিরোধী দলের যে মর্য্যাদা সেটাকে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা অন্ত বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মেম্বারদের স্যালারি, এলাউয়ান্সেস এবং পেনশ্যান সম্পর্কে যে চতুর্থ এমেন্টমেন্ট বিল এসেছে এই প্রসঙ্গে কোন কোন সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এটা আকস্মিক ভাবে এসেছে। সেই লিডার অব দি অপজিশ্যানের স্যালারী, এলাউনসেন্স কিন্তু কংগ্রেস আমলে মন্ত্রী সভায় এই বিল গৃহীত হয়েছিল সেই অনুসারে আগের লিডার অব দি অপজিশ্যানের বিল ৭৫০ টাকা, কনভীনিয়েন্ট এলাউন্স ২০০ টাকা, হাউসরেন্ট ৪৫০ টাকা ছিল। কিন্তু আমরা যখন লিডার অব দি অপজিশ্যানে ছিলাম তখন আমরা সেটা গ্রহণ করিনি। তার পরবর্তী সময়ে গত প্রথম বামফ্রন্টের আমলে যে সংখ্যা পেল লিডার অব দি অপজিশ্যানের যে মর্য্যাদা বা বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেটা গত বিধান সভায় ছিল না। আমাদের প্রথম সেশান খুব সংক্ষিপ্ত হয়েছে, এটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট সেশ্যান এবং এখানে আমরা এনেছি, কাজেই এটা আকস্মিক কিছু নয়। মাননীয় শ্রীসুধীর বাবু বলেছেন যে, মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি তা ঠিক নয়, কারণ এটা আগে ছিল, তখন অপজিশ্যান নেয় নি। গত বিধান সভায় লিডার অব দি অপজিশ্যানের যে সংখ্যা, যে সংখ্যার ভিত্তিতে সুযোগসুবিধাগুলি পেতে পারেন, ওটা লিডার অব দি অপজিশ্যানের ছিল না। লিডার অব দি অপজিশ্যান দুবার চিঠি লিখেছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লিডার অব দি অপজিশ্যানের যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সেগুলি কার্যকরী হচ্ছে না। তার ভিত্তিতে সেটাকে এ্যামেণ্ডমেন্ট করে আমরা নূতন করে এনেছি, তার সেলারি সেই ক্যাবিনেট পর্য্যায়ের মন্ত্রীদের সমতুল্য ১২৫০ টাকা, সেলারি, কনভীনিয়েন্ট এলাউন্স ৫০০ টাকা, হাউস রেন্ট ৫০০ টাকা এই ভাবে আমরা এটা এনেছি। কাজেই এটা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আছে, এটা হাউসের একটা ডেকোরাম, সেই রাজস্থান, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ সেখানে এটা আরও বেশী, কাজেই আমরা যতটুকু দরকার সে জন্য ততটুকু আমরা করেছি। আমি আশা করবো হাউস এই এমেণ্ডমেন্ট গ্রহণ করবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Salary, allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983)". বিবেচনা করা হউক"।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

আমি এখন সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল ধারাগুলি সংশোধিত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাব হলো :—

In clause 2 of the Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourth Amendment) Bill,1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983.

(i) The Explanation I appearing below sub-section (2) of Section 3 be deleted and the same be inserted as "Explanation" below Sub-section 3.

(ii) Explanation II and Expl. III appearing below Sub-section (2) of Section 3 be renumbered as Expl. I and Expl. II respectively.

(iii) After item (c) of Sub-section (2) of section 3 the following item be inserted.

(iv) Daily allowances at the rate specified in sub-section (1) only for the period of residence on duty outside Agartala."

(v) In sub-section 3 of section 3 for the word and figure "at the rate of 400/- per month "the words" and daily allowances as specified in that sub-section "be substituted and the words" He shall not, however, be entitled to any daily allowance as provided in Sud-section (1) 1 appearing at the end be deleted.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং ধারাটি সংশোধিত আকারে এই-বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(উক্ত ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্যকরা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :—

The Salary, allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourth amendment) Bill, 1983 (Tripura Bill No. 6 of 1983)".

সংশোধিত আকারে পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Sri Anil Sarkar Mr. Speaker sir, I beg to move that the Salary Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourth Amendment) Bill, 1983 (Tripura bill, No. 6 of 1983). be passed as amended.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সংসদীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Salary allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Foith Amendment bill, 1983 (Tripura Bill No.6 of 183)" সংশোধিত আকারে পাশ করা হোক।

(এতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলেশান

অধ্যক্ষ মহাশয় :-- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো '--

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলেশ্যান ।

আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদাব।

এই প্রসঙ্গে সভার অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে, প্রথম রিজিলিউশ্যানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। রিজিউলেশন দুইটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতিলিপি (কপি) মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে সভার সামনে উনার রিজিউলেশানটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলেশানটি উত্থাপন করছি।

রিজিউলেশানটি হলো : -"এই বিধানসভা রাজ্যের ৬০ বৎসর বয়সোর্দ্ধে কৃষি শ্রমিক, দিন মজুরদের মাথা পিছু মাসিক ১০০ (একশত) টাকা করে পেনশন দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে"।

অধ্যক্ষ মহাশয় :--মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলেশান-টির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে উত্থাপিত রিজিউলেশানটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :--মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা আনীত প্রস্তাবের উপর সংশোধনী আকারে প্রস্তাব এনেছি। After the word 'বয়সোর্দ্ধে', insert the word 'ভূমিহীন' and in the last sentence after the word রাজ্য সরকার insert the words 'প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে'

সংশোধনী আকারে মূল প্রস্তাবটি হল "এই বিধানসভা রাজ্যের ৬০ বৎসর বয়সোর্দ্ধে

জুমিয়া, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুরদের কাথাপিছু মাসিক ১০০ (একশত) টাকা করে পেনসন দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ মঞ্জুর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা আপনি আপনার প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখুন। ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে আমি যে প্রস্তাব এনেছি তার কতগুলি কারণ হল যে, আজকে শতকরা ৯০ জন কৃষিশ্রমিক। এদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার বেশীর ভাগ জুড়ে আছে। ফলে তাঁদের এই যে সমগ্র জনসমষ্টি, তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে? তাদের এই অবস্থার চিন্তা করে তাদের যাতে একটা নির্দিষ্ট আয় আমরা দিতে পারি, আর জন্য এই হাউসের মধ্যে আমি আমার এই প্রস্তাব এনেছি। আজকে স্যার, আমরা লক্ষ্য করলে এইটা দেখতে পাই শতকরা ৯০ জন কৃষিশ্রমিক, দিনমজুর, যারা সমাজের জন্য, যারা দেশের জন্য তাদের সমস্ত শক্তি উজার করে দিচ্ছে, তাদের সমস্ত শ্রম তারা উজাড় করে দিচ্ছে এবং বাস্তবের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখি, এইযে যারা সমাজের বৃহত্তম অংশ যারা জোতদারদের জমিতে সারাদিন পরিশ্রম করার পরেও এক বেলা দুমুঠো ভাত তারা খেতে পায়না, তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমি আমার এই প্রস্তাব এনেছি। আজকে আমরা ত্রিপুরার আনাচে কানাচে শুনতে পাই অনাহারের কথা। হয়ত বা এই সভায় এসে হাউসে বসে দায়িত্বটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, কেউ বা এই ব্যাপারটা অস্বীকার করবে, কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি, কেউ ৫ দিন কেউ ৭ দিন না খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সেই কৃষক, সেই শ্রমিকদের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যায় অনেক কৃষিশ্রমিক আছেন যাদের ঘরের চালের ছাউনি নেই এবং তাদের চালের ছাউনি দেওয়ার মত অবস্থাও তাদের নেই। আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে যাদের আয় সর্বনিম্ন ৬০ টাকা তাদের সংখ্যা ছিল ৬৭ শতাংশ, কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে ৮২ শতাংশ লোক। ফলে এইযে দিন মজুর, এইযে গরীব মানুষগুলো, এইযে শ্রমিকেরা তাদের অবস্থা দিনের পর দিন আরো করুন হয়ে উঠেছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আজকে এখানে সরকারের কোন পরিকল্পনা দেখি না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটাকে জনসমক্ষে আড়াল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দোহাই দিয়ে সরকার বাঁচার চেষ্টা করছে। রাজ্য থেকে যদি কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ না করা হয়, রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে যদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়, শুধু কেন্দ্রের উপর দোষ চাপিয়ে মানুষের দৃষ্টির আড়াল করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এখন ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত সচেতন, তারা তাদের দায়িত্বটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আজকে যারা দিন মজুর, শ্রমিক তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা নাই। দীর্ঘ ৫ বৎসর ধরে কোন পরিকল্পনা তাদের জন্য গ্রহণ করা হয়নি। আজকে যদি এই ধরনের কোন পরিকল্পনা থাকত, এবং তা যদি কেন্দ্র বাতিল করত বা এই ধরনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করত তাহলে পরে কেন্দ্রের উপর দোষ চাপানো যেত। তখন আমরাও কেন্দ্রের দোষ হিসাবে মেনে নিতাম। কিন্তু এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই। এই হাউসে মাননীয়

মন্ত্রীও বলেছেন এই ধরনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই। ফলে যেখানে রাজ্য সরকার দিন মজদুর, কৃষিশ্রমিক, জুমিয়াদের স্বার্থে কোন পরিকল্পনা নেয়নি সেখানে কেন্দ্রের উপর দোষ চাপানোটা বতটুকু বাস্তব সম্মত। ফলে আজকে এই সভায় এই হাউসের মধ্যে ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন তাদের কাছে আবেদন রাখব যে, ত্রিপুরার সমগ্র মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার দিন মজদুরদের স্বার্থে, ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে কৃষক শ্রমিকদের স্বার্থে আজকে এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করবেন। এই জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে ঐ মানুষগুলোর একটা বাঁচার ব্যবস্থা করে দেবেন। তাদের জন্য এই পরিকল্পনা নিলে পরে তারা বাঁচতে পারবে।

এই সরকার ও গরীবের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি? আমরা গত ৫ বৎসরে বাম-ফ্রন্টের আমলে দেখেছি গরীব আরো গরবী হয়েছে। শুধু একটা অংশের লোক যারা সুবিধাবাদী তারা কিছুটা কমিশন এই সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রামের মানুষ-গুলো, গরীব মানুষগুলো, খেটে খাওয়া মানুষগুলো কি পেয়েছে? তারা বঞ্চনা পেয়েছে, তাদের কুপন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। ফলে যখন বিরোধী দল থেকে এই প্রস্তাব এসেছে তখন এই প্রস্তাবটাকে বানচাল করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এর উপরে একটি সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে, যাতে এইটা সভায় গৃহীত না হয় তার জন্য তাদের সেই [illegible]। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে হাউসে এইটুকু বলতে চাই যে, সাধারন মানুষের স্বার্থে, গরীব মানুষের স্বার্থে, দিন মজদুরদের স্বার্থে, প্রয়োজন বোধে সেখানে আইন প্রয়োগ করে তাদের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। যাতে করে এই লোকগুলো অন্ততঃ পক্ষে দুবেলা দুমুঠো খেতে পারে। আজকে তাদের পরিবারের সন্তান স্কুলে যেতে পারেনা এমন অনেক ঘটনা আমরা দেখেছি। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে সেখানে মাষ্টার মশাই তাদের ঢুকতে বারন করে, যেহেতু তাদের স্কুলের পোশাক নেই। এই ধরনের এমন অনেক ঘটনা আছে। কৃষক পরিবারের সন্তানেরা, দিন মজদুরের সন্তানেরা পরীক্ষার ফি দিতে পারেনা পরীক্ষার ফি না দেওয়ার জন্য তারা পরীক্ষা দিতে পারেনা। ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের দেখতে পাওয়া যায় ঐ মাঠে গরু চড়াতে, চা বাগানের মধ্যে মজুরী নিয়ে কাজ করে। এই অল্প বয়সে তাদের জীবন এখানেই শেষ হয়ে যায়। ফলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সামগ্রিক ভাবে এই গরীব মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি হাউসের কাছে আবেদন করবো এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের আমার এই আবেদন যে, ত্রিপুরার সমগ্র জনসাধারনের স্বার্থে দিন মজদুরদের স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে, শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের পেনশন ১০০ টাকা বরাদ্দ করার জন্য এবং আমি আশা করব আমার এই প্রস্তাব হাউসের সমস্ত সদস্য সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সেটাকে সংশোধিত আকারে মুভ করছি। সেটি হল "এই বিধানসভা রাজ্যের ৬০ বছর বয়স্ক জুমিয়া, কৃষক শ্রমিক, দিন মজুরদের মাথা পিছু মাসিক ১০০ টাকা করে পেনশন দেওয়ার

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্যসরকারকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ মঞ্জুর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে। এইভাবে প্রস্তাবটি সমর্থন করার অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যে সরকার সে সরকারগুলিকে আমরা দেখেছি জমিতে, কলে, কারখানায়, অফিসে আদালতে যারা কাজ করে তাদের বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে যখন আর কাজ করতে পারেনা তখন সেসমস্ত লোকদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেন। তারা সারা জীবন দেশের জন্য, জাতির জন্য কাজ করেন তখন শেষ বয়সে সরকারও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিশুদের ক্ষেত্রে এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সেটা নাই। ভারতে ত সেটা একেবারেই নাই। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যের কৃষি মজুরদের, নারী পুরুষদের জন্য ব্যাপক চিন্তা ভাবনা করছেন। গ্রামে-গঞ্জের মানুষদের সারা বছর কাজ থাকেনা। মিনি মাম ওয়েজে বছরে ১ মাস ২ মাস মাত্র কাজ পেত। ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র কয়েক দিন কাজ পায়। কংগ্রেস আমলে দৈনিক মজুরী মাত্র ৪ টাকা ছিল। বামফ্রন্ট সরকার এসে প্রথমে ৫ টাকা করল। তারপরে ৬ টাকা, তারপরে ৭ টাকা আর বর্তমানে ৮ টাকা করা হয়েছে। বছর হিসাব যারা মুনি খাটে তাদের ১২০০ টাকা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বেকারদের জন্য স্থায়ী কাজের সৃষ্টি করছেন। আমি জানি ১ একর জমিতে ১০০ শ্রম দিবসের কাজ শ্রমিকরা পায়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট রাজ্য। এখানে মাত্র ৭ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ জমিতে কৃষি করা হয়। তাতে ত্রিপুরা রাজ্যে আড়াই লক্ষ হেক্টর জমিতে কাজের সংস্থান করা যায়। তাতে আর কতটুকু হয়। সরকারী এসেসমেন্টে দেখা গেছে দেড় লক্ষের মত গ্রামের শ্রমিক বেকার রয়েছে। বিভিন্ন জমিতে ১ ফসল, ২ ফসল শ্রমিক ৩ ফসল ফলানর ব্যবস্থা করে একটা স্থায়ী কাজের সৃষ্টি করতে বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। তাতে গ্রামের লোকের অনাহার বন্ধ হবে। কৃষক-জুমিয়ারা কাজ পাবেন। তারজন্য কিছু প্রকল্প রাজ্য সরকার নিয়েছেন। রাজ্যে রাবারের চাষ, ফলের চাষ, পতিত জমি বন্দোবস্ত, কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। স্যার, রাবার বাগানের মাধ্যমে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ৬৫০০ টাকার যেসকল স্কীম ছিল সেগুলিকে ২০,০০০-২২,০০০ টাকার স্কীম করা হয়েছে। আই, আর. এ. ডি, পির মাধ্যমে ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেটাকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। ল্যাম্পস, প্যাক্সের আইনগত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কৃষক-জুমিয়াদের আর্থিক সুযোগসুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা, শ্রমিকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন। সাধারণ গ্রামবাসীদের, চাইতে গরীব কৃষক-মজুরদের স্বার্থের ব্যাপারে কোন দিক থেকে কোন ত্রুটি আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও সমস্যা যে কত গভীর। কত সীমিত ক্ষমতা এই সরকারের। স্যার, আমরা দেখেছি ১টা গাঁও সভাতে এন, আর, ই, পি ও এন. আর ই, পির মাধ্যমে কাজ দেওয়ার পরও খুব বেশী লোক কাজ পাচ্ছে না। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার বেকারদের বেকার ভাতা চালু করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আর্থিক অনুদানের জন্য বহুবার লিখেছেন। এই বিধানসভাও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার বেকারদের ভাতা দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য লিখেছে। গরীব জুমিয়াদের পেনশন দেওয়ার জন্যও লিখেছে।

স্যার, আজকে যারা কৃষি জমিতে কাজ করছেন তারা যতদিন তাদের শ্রম বিক্রি করতে পারবেন ততদিন তাদের বাচার অধিকার আছে কিন্তু যখন তারা তাদের কর্মক্ষতা হারিয়ে ফেলবেন তখন কি তাদের বাঁচার কোন অধিকার নেই? তাই এই সকল কৃষি শ্রমিকদের বাঁচার জন্য তাদের ৬০ কিংবা ৭০ বৎসর অতিক্রম করবার পরে একটা পেনসন দেওয়া উচিত। এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ দিতে হবে। স্যার, ১৯৫৭ সালে শ্রম সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, একজন শ্রমিককে তার পরিবার চালনার জন্য অন্ততঃ তিনজনের দায়িত্ব নিতে হবে এবং সেভাবেই মজুরী নির্ধারন করতে হবে। আজকে সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখি যে তিন চার টাকার মজুরী এখনো রয়েছে। এই মজুরীর হার এখনো বিহার, উত্তর প্রদেশ মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এখনো রয়েছে।

স্যার, পঞ্চদশ সম্মেলনে এটা ঠিক হয়েছিল যে, প্রতি পরিবারের মাথাপিছু খাদ্যের বরাদ্দের ভিত্তিতেই এবং ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের ঘরভাডা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই মজুরী নির্ধারন করতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত চালু হয়নি, গত১৪ মার্চ, ১৯৮৩ ইং তারিখে কেন্দ্রিয় কোম্পানী বিষয়ক উপ-মন্ত্রী গোলাম আজাদ বলেছেন ১৯৭৯ সালে সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩০৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, ১৯৮০ তে ছিল ১৫৩৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ১৯৮১ " ছিল ১৮৪০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

প্রতি বছর এইভাবে মুনাফার পরিমাণ পাহাড হয়ে জমে যাচ্ছে। আমরা দেখাছ ১৯৭৯ সালে মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩০৯৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, ১৯৮০ তে তাহা ছিল ১৪০৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা, এবং ১৯৮১ সালে ১৬০৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং একটি শিল্প শ্রম হ্রাস পাচ্ছে, আর মুনাফার পরিমাণ বাডছে। এইভাবে জাতীয় সম্পদকে কেডে নিয়ে লুণ্ঠন করে এই সমস্ত মুনাফার পাহাড তৈরী করা হচ্ছে। সুতরাং এই বৃদ্ধ জুমিয়া কৃষক যারা ৬০ বা ৭০ বৎসর অতিক্রম করে চলে গেছেন তাদের পেনসন দিতে টাকা পাব না কেন? সুতরাং অবিলম্বে কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্য সরকারের হাতে পেনসন দেবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবায় অর্থ বরাদ্ধ করুন। এই টাকা দিয়ে আমরা কৃষি শ্রমিক, ক্ষেত মজুর যারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তাদের পেনসন দিতে পারব। এই বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা এবং শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। আপনার মোট ছয় মিনিট সময় পাবেন। সুতরাং আপনারা সেটা ভাগ করে নিন।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াই শুধু বক্তব্য রাখবেন।

ককৃ-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মান গীনাঙ স্পীকার স্যার—অরনি অ মান গীনাঙ আচং জহর সাহা যে প্রস্তাব তুবুমানি ব-ন আঙ সমর্থন খীলাই অ। তাই অর' ট্রেজারী বেঞ্চনি মান গীনাঙ সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে Amendment তুবুমানি আবন' আঙ বীখাবাই বিরোধীতা খীলাই অ।

মান গীনাঙ স্পীকার স্যার—যখন দেশ' মানীই থীনীই আঁংমানি কম আঁংগ, বিয়াল কীলাই ফাই-অ, তাই য়াইসা দিগে মানীইনি দাম বারিঅই ফাইঅ এই অমতীই অবস্থা অ হীনখেলাই যে বরক রগ দুঃখ কষ্ট মানবাই অ, আবরগ আঁংখা—এই যে, অর' কৃষিশ্রমিক হীনমানি, এবং ছাল' যে য়াগুল থীলাই চানাইরগ, যারা হুক্ তাংগীই চানাইরগ।

মান গীনাঙ স্পীকার স্যার—আপনে নিশ্চয় ছিঅ যে, ত্রিপুরা রাজ্য অ যারা আগি যে হুক তাংগীই চানাইরগ বরগ তালথাম ছামুঙ তাংলাহা হীনখেলাই বিছানি চাবায়া বাড়া তেইব মাই মান অ, আরাক নুংলাই অ বীছা বীতীই ন কাইঅই তংথক লাই মান অ। আফ্রু মাইনি.বিয়াল কীরীই, চানানি নুংনানি বিয়াল কীরীই। মুই থাইব বলংগ, হুকরগ' মানথক অ। বনি কারণ আঁংখা আফ্রু বলঙ কাহাম তংগ। বরক রগ-ব অনেক কম, হীনখেন যেখানে বলঙ একেবারে কাহাম উাঁথীই উাঁকারা ব-ন হগীই হামকিয়া আঁংফিকে তাই কীরাঙছা জাগা অ থাংগ। অমতীইখেই তেই বলঙনি বিয়াল কীরীই। বনি বাগীই হুগ তাংগীই চানাইরগনি আফ্রু বারি ছাল কাহাম থাংকা। তাবুক হীনখে তীমা একদিগে যে বলঙ কাহাম তংমানি বেবাকন হগীই শাল বাগান খীলাই থা অথবা গর্জন বাগান খীলাইথা। এইভাবে মুং ফরেষ্ট নাঅই পাইলাহা। এই ফরেষ্ট নাঅই তাম' থীলাই বরগ চাঁঙ ন ছাঅ, জুমিয়া রগ-ন ছাঅ নিরগ অর' শাল, গর্জন, বাগান অ ছামুঙ তাংগীই চাঅই মানানী হীনীই হয়তো গর্জন কিংবা শালগাছ কাইনা ফ্রু ছিমি বিছা বিছিগনীং জরা ছামুঙ মানথা, ব তরীই আয় থীলাইনানি চল্লিশ বছর ছাকাং আঁংয়া। বিছি বিবীরীই নাছে নাংনাই। বনি কান আয় কীরীই। অমতাইখেই বেবাক জাগা অ-ন বলঙ থীলাইঅই হুগ তাংনাই রগনি ছামুঙ কীরীইথা। তেই চল্লিশ বছরনি বিছিংগ বরগনি কোন ছামুঙ মানালিয়া এমন অবস্থা। হীনখে তাবুক যে হুক তাংনানি জাগা আংগীই তাংনানি আরগি অ বিছা জরা হুগ থীলাই মান অ, আব তালথামনি বাড়া তাই মাই মানলিয়া।

মানগীনাঙ স্পীকার স্যার—এই তালথাম চাহ পাহালহা হীনখেলাই যে নয় য়াম তংমানি আব তেই মাচালিয়া আহাই অবস্থা। আঙ নিজে থাংগীই নাইখা। এই যে আঠার মুড়া রেঞ্জ অ তংনাইরগ, বড়মুড়া এবং লংতরাই মুড়া বরগ তালথামনি ছিমি হুগনি মাই মা চাঅ গুরুত্বপূর্ণ কক আঁংখা যে বরগ এই তালথামনি মাই কাইরীনানিছে শতরা হয়তো ৩০ ভাগ। তেইরগা হীনখেই বুইনি আর' হুগ রগ-অ তাংয়াছা মাচায়, কাজেই বরগ খেইবা হুগ মা থীলাই-লিয়া। আর যারা অমহাইখেই বলংগ হুগনি ছামুঙ থীলাই চানাইরগ যে য়াগুল থীলাই চানাইরগ বরগনি খেই-ব লুগ থীলাই মারক্লিয়া। কাজেই সারা বছরছে বরগ বিয়াল অ কীলাই তংগ। আবনি বাগীই মায় মাচায়া থাই অ।

মান গীনাঙ স্পীকার স্যার :—আহাইখে যে খেত খীলাই চানাইরগা বরগনি-ব আহাই-ন খেতনি বিয়াল কীরীই। খেত অ আ মানথক অ থা কালাহা হীনখেলাই খেত কীবাঙয়া মুফ্নঅই নাঅই মান অ। খেতনি-ব বিয়াল কীরীই। তাহাইখে তাংগীই চাঅই ফাইমানি। তাবুক তীরীগ তীরীগ খেতনি উপর চাপ কীলাই লাহা। যারা আগি অরনি অ তংনাইরগ বরগনি খেতনি বিয়াল কীলাই লাহা। মহাজন রগ খেত নাঅই পাই বাই লাহা। অপর

দিগে জুমিয়ানি উপর অ-এ ফরেষ্ট রগনি জুলুম্। এই বাইনাই বাইনাই দিগে অন্তত আগি যারা তংনাই বরকরগনি বিয়াগনি কক্ ছানানি কৌরৗই খা। এমন একটা জাগা অ ছকঅই বাইখা।

মান গৗনাঙ স্পীকার স্যার:— তাবুক সরকার খা কাঅ, যে যারা বরগনি সরকারী কর্মচারী বরগ ছিমিছে বরগনি বরক। কাজেই য়াং যখন মানৗই বিয়াল আঁংনাই আফ্রু তাম' বারিনাই লগে লগে টি, এ, বারিরৗনাই, ডি, এ, বারিরৗনাই, নানা রকম খৗলাই ছিনাই, অমতৗই অবস্থা নাঅ। একটা Adjust খৗলাইনানি সুযোগ রৗঅ কিন্তু এই যে খেত তাংগৗই চানাইরগ খেত অ য়াগুল খৗলাই চানাইরগ বরগ ন-ত টি, এ, ডি, এ, বাড়ক রৗনানি ত প্রশ্ন কায়া। বরগনি আয় বাডক রৗনানি প্রশ্ন কাইয়া অমন একটা জাগা অ ছকঅই বইখা। চাঅই নাই বৗছা বৗতৗই-ন বরক খৗলাইনানি মানয়া। তামখে বরক খৗলাইনাই মাংছে চারৗগৗরাঅই মানয়া। বরগ বৗছান লেখা ফৗরৗঙ-নানি, বৗছান চাকুরী খৗলাই রৗনানি অবন চিন্তা খৗলাই মান অ? বৗছা মাছা হাময়া আং- লাহা হৗনখেলাই ব জি, বি, হাসরাতাল' ফাইঅই তুবুই ফুমুকঅই মাদা মান? এই যে পুরা অম্পি এলাকা ন আঙ ছাঅই মান। অ যারা য়াগুল খৗলাই চানাইরগ বরগনি রোগী তুছে তুবুই মান প্রায়া। তুবুই ফাইখে ব ডাক্তার ছিনিয়া, হাসপাতাল ছিনিয়া, লামা ছিনিয়া। পুইলা চিনি থাংন ছে মা ফাইগ্রা অ। আহাই হৗনখে চৗঙ তৗলাঙঅই ফুমুক অইখেইখেছে। এরপর থৗয় নাংনাই এরপর বিথি পাইনা নাংনাই —বিথিছে পাইঅই মানলিয়া অমহাইখে কাহামবে চিকিৎসাছে খৗলাই মানলিয়া ফিরগঅই মা তালাঙ অ। আহাইখে বুথারঅই মা পাই অ।

তব রোগী ফুমুকনানি তুবুই মান প্রায়া।

কাজেই মান গৗনাঙ স্পীকার স্যার:— বরগনি যে অবস্থা আববাই তৗই অন্যান্যনি বাই তুলনা আঁংয়া। অমহাই অবস্থা অ বরগ সর্বচেয়ে অরনি অ য়াকুংতলা কাচেরেবজাকঅই তংনাইরগ।

মান গৗনাঙ স্পীকার স্যার,—তাবুক নাইদি এই যে যারা খেত খৗলাই চানাইরগ বরগ ছামুঙ মাইয়া খে, মাই মাচায়া। তাবুক উাতৗই ফাইয়া আংখা ছামুঙ তাংঅই মানলিয়া য়াগুল নাজাকলিয়া তাবুক খেত ছামুঙ কৗরৗই হৗন পেলাই বরগ তাবুক ব জাগা য়াগুল তাঙ ছিনাই? য়াগুল থংখজাকনাই জাগ বা কৗরৗই খা। তাবুক যেথাং তংফুরু তাবুক জোয়ান তংছাকছে নগ' মাই মাচায়া গৗজা। তেই বৗছা বৗতৗই ন লেখাপড়া ফৗরৗংঅই একটা য়াকুঙ বাচাঅই মানাইজাঙ আবতৗইখেই ব কৗলাংঅই মানলিয়া। এর পরে তাই যে খেত য়াগুল অংথরঅই চানাইরগ বরগনি অবস্থা তাম' আঁঙনাই? বৗছাকলে বৗছাক জরাতৗই রাকবা ৫০-৬০ বছর জরা। আছাক জরা অমর ছকঅইথা হৗনখে ছামুঙ ব তাংগৗই মানলিয়া তাই য়াগুল ব অংথরঅই মানলিয়া। হৗনখে বৗছানি ছাইছুংনি মাই ব বুমা বুফান' চারৗই মানয়া। আহাই হৗনখে বুবতৗই অবস্থা আঁঙ? এই ৬০ বছর আংখা হৗনখে থংগরনিছে লরিঅই মানয়া। এর মধ্যে মাই ব মাচায়া। হাময়া চায়া হৗনখে বিথি রগব' মাচালিয়া, কোন জাগা ফাতার অ ব অংথরঅই মানলিয়া, সময়' রি কাহাম ব' মা চুমলিয়া। আহাইখে ১৯ পার্সেন্ট ন তৗগ তাংগৗই চানাইরগ। এবং খেতরগ'

য়াগুল তাংগাই চানাই রগনি অবস্থা কাজেই তিনি যদি সরকারী কর্মচারী বনি বাছালা লেখাপড়া ছাগাংগাই চাকুরী মানাই চিরকাল বরগ ছামুং তাংগাই থাংগাই মানয়া। বনি একটা বয়স সীমা তংগ এর পরেখে ব তেই ছামুং তা গাই মানলিয়া। আহাইখেই এই অবস্থা আংখা হীনখেলাই বনি তাম, উপায় আংনাই। ব ন উানসকঅই ছে পেন্সনলি ব্যবস্থা খীলাই অ। তমেংগ ৈই য়াগুল খীলাই চানাইরগ, হুগ তাংগাই চানাইরগনি হীনখেইবা তামংগাই পেন্সননি ব্যবস্থা খীলাই জাকয়া আংও? রাজ্য সরকার যেখানে বার বার অরনি পেন্সন রীঅই তংগ ব ন অ আগি রাজ্য সরকার ন রীঅই তংগ। অরনি সরকারী কর্মচারী রগনি পেন্সন নিশ্চয় রাজ্য সরকার রীঅই তংগ। হীনখে তামংগাই যাগুলখীলাই চানাইরগ হুগ খীলাই চানাইরগ বরগ ন তামংগাই রীই মানযা আংও? তামংগাই রীনা নাইযা আংও? আবন, দায়িত্বছে নানানি নাইয়া।

মান গীনাঙ স্পীকার স্যার—অরনি ত একটা জিনিষ নুক্খা এই যে বামফ্রন্ট সরকার বরগ অমরগন' যে বাছাক জরাতাই ছাক্নি হীনাই খা কাযো। এই যে অরনি অ মান গীনাঙ সদস্য শ্রীজহর সাহা প্রস্তাব তুবুমানি বরগ অরনি অ পুরোপুরি এড়কঅই থাংনা নাই অ। ছাক্ নাং জাকয়রা। ও জুমিয়া হুগ তাংগাই চানাইরগন বরগনি ছাক্নি হীনাই খা কাযা। সিদাসি ছাব' হুগ তাংগাই চানাইরগ তাম, বাহাই আংগাই তং? বরগ সিদাসি য়াগুল খীলাই চানাই বরগনি অবস্থা? বরগনি তাম, যে অবস্থা বরগ ন ছাব' চানাই বরগনি নগ, ছাখ চুকলিয়াখেই আচাইলাহা ব ন ছাব, চারীই তং? বুমা বুফা, তাংগাই চারীই মান অ। একটা পজাছে আংগাই তংছিঅ। এটা একাবারে অর' থাংনানি, বাগাই ব তাংগাই মা তংছি অ। অমহাইখেই চাঙ কামি কামি থাংখোঙ হুকঅই তংগা মকল হুখয়াখেই আচাই লাহা বনি তাম' অবস্থ অংনাই? Accidently যখন মকল হুকলিযা আংখা, যাকুং চলিলিয়া আংখা বনি অবস্থা তাম' আংনাই? এই বামফ্রন্ট সরকারনি আমল, ব বরগনি বাগাই কোন রকম কক সামানি নুগয়া।

মান গীনাঙ স্পীকার স্যার—বনি বাগাই বরগা তামগাই ও কেন্দ্রীয় সরকারন দোষ রীঅই তং? হীনখে নিরগ তাবুক হীনদি যে Govt. Employ রগন যে পেনসন রীঅই তংমানি আর M. L A রগ-ন-ব যে পেসন রীঅই তংনানি আন-ব কেন্দ্রীয় সরকার-ন টাকা দিতে হবে হীনাই Cancelled খে রীদি। আবনান Cancelled খীলাইযা। লিশেছে দায়িত্ব নাঅই রীই তংগা কাজেই মানগীনাঙ স্পীকার স্যার—কর্মচারী ছাব' হীনখে এই য়াগুল খীলাই চানাই রগবাই তাম'ফেরলাই? কোন ফেরলাই সানি কীরাই। অমহাইখেই বামফ্রন্টনি মকল বাই ও মকল নাহাম্ঙবাই চাঙ গঠকঙাকয়া অমহাই কেই তা নাইদি। যন-ন-ন ও সংগ্রামনি নাগরিক। কাজেই বরগনি-ব মান থাই তংনা। বরগনি মানহাইন-ব পূরণ খীলাই রীদি হীনাই যে অরং প্রস্তাব তুবুমানি আব' রাজ্য সরকার বনি দায় দায়িত্ব অমন বা নানাইখ রীখাই কীলাই অ। কাজেই চাঙ দাবীখীলাই অ এই রাজ্য সরকার বরকনি ন্যায় সঙ্গত মাচায়া বা হুংয়া বরগনি দায়িত্ব নাদি। আহাইখে অ সরকারনি য়াকাথঅই রীদি আবছে চাঅ। কিন্তু অমহাইখেই বরগ ন তগা কাচে-রেধ অই তং মানি আর অমানবিক। কাজেই থাঙ অ প্রস্তাব ন সমর্থন খীলাই অই এবং তেই মানগীনাঙ শ্রী সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন পুরাপুরি বিরোধীতা খীলাই অই আনি কক ন অরন মোথাকথা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। আর ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন সেটাকে আমি বিরোধীতা করি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন দেশে জিনিষ পত্রের উৎপাদন কম হয় তখন সেই সমস্ত জিনিষ-পত্রের অভাব দেখা দেয়। অন্য দিকে জিনিষ পত্রের দামও বেড়ে যায়। এরকম অবস্থায় সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। যারা সবচেয়ে বেশী দুর্দশায় পড়ে তারা কৃষি শ্রমিক, জুমিয়া ও দিন মজুর।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে আগে তিন মাস জুমচাষ করে বৎসরের বেশী খোরাকির ধান উৎপন্ন করতে পেরেছে। জুমের ধানেই তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে সাদী দিতে, মদ খেয়ে আমোদ প্রমোদ করে গেছে। সেই সময় কোন খাবার দাবারের অভাব অনটনও ছিলনা এবং তরি-তরকারিরও কোন অভাব ছিল না। তার কারণ হচ্ছে সে সময় জঙ্গলে ভাল জুম চাষ হত। এবং লোকসংখ্যাও অনেক কম ছিল। তারপর যেখানে একবার জঙ্গল কেটে জুমচাষ করে ভাল ফসল উৎপাদন না হলে, যেখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয় সেখানে চলে যায়। সেই সময় বনজঙ্গলেরও কোন অভাব ছিল না। এখন, জুমিয়াদের জুমচাষের সুযোগ সুবিধার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন কি হচ্ছে জুমিয়াদের জুমচাষের উপযোগী জঙ্গলে গর্জন গাছ অথবা শাল গাছের বাগান করা হয়েছে। এইভাবে সমস্ত জঙ্গল ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট নিয়েছে। এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট জুমিয়াদেরকে কি বলছে, "তোমরা এখন শাল ও গর্জন বাগানে কাজ করতে পারবে।" শুধু শাল ও গর্জন গাছ লাগানোর সময়েই এই এক বৎসর কাজ পেয়েছিল। গর্জন এবং শাল গাছের লাভের মুখ দেখতে কমছে কম চল্লিশ বৎসর লাগবেই। তার লাভ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। এইভাবে সমস্ত জঙ্গল ফরেষ্ট দপ্তর নিয়েছে তারফলে জুমিয়া জুমচাষে বঞ্চিত হয়েছে। এবং চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তারা আর কোন কাজ পাবে না। আর এখন কোথাও কোথাও ছোট খাটো জুমচাষের উপযোগী থাকলেও তিন মাসের বেশী অন্নের সংস্থান হচ্ছেনা।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তিন মাসের খোরাকীর ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেলে আর বাকি নয় মাসের ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেনা ফলে অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে। এই হল তাদের অবস্থা। আমি নিজেই গিয়ে দেখেছি এই যে যারা আঠার মুড়া রেঞ্জে বড়মুড়া এবং লংতরাই মুড়াতে যারা জুমিয়া রয়েছেন তারা জুম থেকে তিন মাসের অন্নের সংস্থান করতে পাচ্ছে। তবুও এই তিন মাসের অন্নের ব্যবস্থা করতেও অনেকেই জুমচায় করতে পাচ্ছেনা। যারা জুম চাষের সুযোগ পাচ্ছে তাদের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ আর ৭০ ভাগ লোক অন্যের কাছে কাজ না করলে অন্নের ব্যবস্থা হয় না। কাজেই তারা আজ জুম চাষ করতে পাচ্ছেনা। এইভাবে যারা দিন মজুরী কৃষি শ্রমিক রয়েছে তারা সারা বছরই অভাব অনটনে দিন যাপন করছে। ফলে অনেক লোক অনাহারে মারা গিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে যারা কৃষি কাজ করে জীবনধারণ করেছিল তাদেরও জমির অভাব ছিলনা। জমিতেও অনেক মাছ পাওয়া যেত এবং জমিতে মাছ ধরার সাথে সাথে জমিও

রোপণ দেওয়ার উপযোগী হয়ে যায়। এভাবে তারা কৃষি কাজ করে জীবনধারণ করে এসেছিল। এখন আস্তে আস্তে জমির উপর চাপ পড়েছে। যারা আগে এ রাজ্যে কৃষি কাজ করে জীবনধারণ করেছিল তাদের জমির অভাব দেখা দিয়েছে। কারণ মহাজনরা কৃষকদের জমি হস্তান্তর করে নিয়েছে অপর দিকে জুমিয়াদের উপর ফরেষ্টের জুলুম হয়েছে। এই দুই দিক জুলুমের ফলে আগে যারা জুমিয়া এবং কৃষি কাজ করে এসেছিল তারা এখন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার—এখন সরকার ভাবছেন-যারা সরকারী কর্মচারী তারাই শুধু সরকারের লোক। যখন জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যায় তখন টি. এ. ডি, এ বাড়িয়ে দেয়া হয়। নতুবা একটা কিছু অ্যাডজাষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু এই যে, যারা কৃষক, শ্রমিক, জুমিয়া তাদেরকে কোন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেনা। তাদের আয় বাড়িয়ে দেওয়ার তো কোন প্রশ্ন উঠছেনা। তাদের আয়ের সুযোগও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তিন বেলা খেয়ে ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পাচ্ছেনা। কি করে সম্ভব হবে? এক বেলা অন্নের ব্যবস্থা করতে পাচ্ছেনা। তারা ছেলে মেয়েদেরকে লেখা পড়া শিখিয়ে চাকুরে করার চিন্তাই করতে পাচ্ছেনা। ছেলেমেয়েদের অসুস্থ হলে জি. বি. হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করতে পাচ্ছেনা। এই যে [illegible]রা অম্পি এলাকায় আমি জানি, যারা কৃষি শ্রমিক, জুমিয়া তাদের অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য আগরতলায় নিয়ে আসতে পারছেনা। যদিও নিয়ে আসে তাহলে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট চিনতে পারছেনা। প্রথমে আমাদের কাছে চলে আসতে হয়। তারপরে আমরা রোগী নিয়ে দেখাতে হয়। এরপর রক্তের প্রয়োজন হলে বা ঔষধ কিনতে হলে টাকার অভাবে কিনতে পাচ্ছেনা। তারফলে রোগীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নতুবা টাকার অভাবে রোগীর অকাল মৃত্যু হয়।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার:—তাদের যে অবস্থা তার সঙ্গে অন্যান্যদের তুলনা হয় না। এরকম অবস্থাই তারা এ রাজ্যের সবচেয়ে অবহেলিত।

মাননীয় স্পীকার স্যার—এখন যারা মজুর তারা এখন কাজ না পেলে অনাহারে থাকতে হয়। বৃষ্টি না হলে আর জমির কাজ পাচ্ছেনা। যদি তারা জমির কাজ না পায় তাহলে কাজ করার মত জায়গাও অন্য কোথাও নেই। জোয়ান কালেই কাজের অভাবে অনাহারে থাকতে হয়। এর ফলে ছেলে মেয়েদেরকেও লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে দিয়ে যেতে পারছেনা। এরপর যারা খেত মজুরী তাদের অবস্থা কি হবে কাজ করার ক্ষমতা থাকে ৫০-৬০ বৎসর পর্য্যন্ত। ৬০ বৎসর হয়ে গেলে আর কাজ করার মত শক্তিও কমে যায় এবং ক্ষেত মজুরীও করতে পারে না। তারপর একজন ছেলের উপার্জনের টাকা দিয়েও মা বাবাকে খাওয়াতে পাচ্ছেনা। তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে ৬০ বৎসর হয়ে গেলে অনেকেই বিছানায় পড়ে থাকতে হয় এবং অনাহারেও থাকতে হয়। ঔষধ পত্রও খাওয়ার সামর্থ নেই। যেকোন জায়গায় যেতে হলে একটা ভাল পোষাক পরিধান করার মত তাদের নেই। এইরকম ভাবেই শতকরা ৯৯ জনই জুমিয়া এবং কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা। কাজেই আজকে যারা কর্মচারী তাদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া ছাড়া সারা জীবন চাকুরী করতে পারবে না। কারণ তার একটা বয়স সীমা আছে। যখন ৬০ বৎসর হবে তখন তাকেও অবসর নিতে হবে। তখন আর কাজের ক্ষমতা থাকবে না। পরে তার কি অবস্থা হবে? সেটাকে চিন্তা করে পেনসনের ব্যবস্থা করতে হয়। তাহলে কেন যারা জুমিয়া এবং কৃষি শ্রমিক তাদেরকে

পেনস্‌ন দেওয়া হচ্ছেনা। তাদের পেনস্‌নের ব্যবস্থা নেয়া হবে না কেন ? রাজ্য সরকার যেখানে বার বার পেনস্‌ন দিচ্ছেন এবং আগেও রাজ্য সরকারই দিচ্ছেন। এ রাজ্যের কর্মচরীদের পেনস্‌নও নিশ্চয় রাজ্য সরকারই দিচ্ছেন। তাহলে কেন যারা দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক এবং জুমিয়া তাদেরকে পেনস্‌ন দিতে পাচ্ছেন না ? আসলে তারা সেটাকে দায়িত্ব নিচ্ছেনা।

মাননীয় স্পীকার স্যার—এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি এই যে, বামফ্রন্ট সরকার কৃষি শ্রমিক, খেতমজুর এবং জুমিয়াদেরকে নিজের বলে মনে করছেন না। তারপর মাননীয় জওহর সাহা যে এই হাউসে প্রস্তাব এনেছিল তারা সেটাকে পুরোপুরিই এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আপনারা জানেন তাদের কি অবস্থা। তাদেরকে কে খাওয়াবে ? তাদের উপায় কি হবে ? তাদের ঘরে একজন পঙ্গু জন্মালে তাকে কে খাওয়াবে ? সারা জীবন তো আর মা বাবা খাওয়াতে পারবে না। এটা একটা তাদের বোঝা ছাড়া আর অন্য কিছুই না। এই রকম আমরা গ্রামে গ্রামে গেলে দেখি। অ্যাকসিডেণ্টলি হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেল অথবা অচল হয়ে গেল তার অবস্থা কি হবে ? এই বামফ্রন্টের আমলেও তার কোন প্রতিকার দেখিনা।

মাননীয় স্পীকার স্যার—তারজন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিচ্ছেন ? তারপর এখন আপনারা বলুন সরকারী কর্মচারীদের এবং এম. এল. এ.দের পেনস্‌ন দিচ্ছেন সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দিতে বলুন। নতুন রাজ্য সরকার যে পেনস্‌নের টাকা দিচ্ছেন সেটাকে কেনসেলড্‌ করুন। রাজ্য সরকার নিজেই দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার—কর্মচারী এবং খেত মজুর এবং জুমিয়াদের মধ্যে ব্যবধান কি ? আমি মনে করি কোন ব্যবধান নেই। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। সবাই এক এবং দেশের নাগরিক। কাজেই তাদেরও পাওয়ার অধিকার আছে। তাদের পাওয়ার অধিকার পূরণ করে দেয়ার জন্য এই হাউসে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা প্রস্তাব এনেছেন রাজ্য সরকার তার দায় দায়িত্ব মনে নিতে হবে এবং দেওয়া উচিত। কাজেই আমরা দাবী করছি এই রাজ্য সরকার তাদের ন্যায় সংগত দাবীকে মেনে নিন। নতুবা গদি ছেড়ে দিন। কিন্তু এভাবে তাদেরকে অবহেলিত রেখেছেন সেটা অমানবিক। কাজেই আমি প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য সমর চৌধরী যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ। আপনি পাঁচ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য মাননীয় সমর চৌধুরী মহাশয় যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে সত্যিই এটা দুঃখের বিষয় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তারা বলেছেন যে, গরীবের জন্য তাঁরা অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আজকে আমাদের জহর সাহা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে বামফ্রন্ট সরকার মেনে নিচ্ছেন না। তাঁদের এটা মেনে নেওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি যারা আজকে সরকারী কর্মচারী আছে তারা পেনসান পেয়ে থাকে। কিন্তু যারা কৃষিমজুর, দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক তারা কিছুই পায়

না। কিন্তু আমার মনে হয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থা চলছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা সরকারের আজকে এই প্রস্তাবকে সমর্থণ করা কর্তব্য।

কারণ আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রের শ্রী মতি গান্ধীর সরকার আমাদের রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন বাবদে প্রচুর টাকা অনুদান দিয়ে আসছেন। কিন্তু কেন্দ্রের সেই অনুদানের টাকা কিভাবে ব্যয় হচ্ছে, তা আমরা জানিনা। রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তারা সব সময়ে কেন্দ্রকে দোষারূপ করছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি রাজ্যকে প্রয়োজনীয় টাকা দিচ্ছেন না। যদিও এটা সবাই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কোন আর্থিক অবস্থা নাই, যা দিয়ে একটা রাজ্য চলতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ঢালাও হারে এই রাজ্যকে আর্থিক বরাদ্দ করে আসছেন। কাজেই আমি আশা করব যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের দেওয়া টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যাতে সার্বিক উন্নতি হতে পারে, সে জন্য সচেষ্ট হবেন, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত গরীব, মেহনতী, মজদুর আছেন, তাদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় গঞ্জের জুমিয়া, ভূমিহীন এবং কৃষকদের জন্য অনেক কিছু করেছেন বলে যে প্রচার করেন, তার কতটুকু সত্য, তা এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। আজকে খাদ্যাভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ যে ভাবে অর্ধাহার এবং অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন, তাদের এই অবস্থার থেকে বাঁচানোর জন্যই রাজ্য সরকারকে এই সব গরীব কৃষক, মেহনতী মজুরদের পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা উচিত। কারণ ৬০ বছর বয়স হলে একজন বৃদ্ধের যে কি অবস্থা হয়, সেটা সবারই জানা, বিশেষ করে যারা গরীব তাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এদের জন্য রাজ্য সরকারের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে এবং তারা তাদের সেই দায়িত্ব পালন করবেন এটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ অবশ্যই আশা করতে পারেন। তা না করে রাজ্য সরকার যদি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করেন, তাহলে এই সমস্ত গরীব লোকদের মুস্কিল আসানের হবে না বরং বলা যেতে পারে যে এই লোকগুলি তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন, তাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি, কারণ এতে ত্রিপুরা রাজ্যের সত্যিকারের গরীব মানুষের জন্য কিছু সাহায্য মঞ্জুর করার আবেদন রাজ্য সরকারের কাছে রাখা হয়েছে এবং আমি আশা করব যে তাঁর এই প্রস্তাব এই হাউসের সব সদস্যই সমর্থন করবেন। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলী —মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার বক্তব্য হল, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ৬০ বৎসর বয়স্ক যে সমস্ত কৃষি শ্রমিক এবং দিন মজদুর আছেন, বিশেষ করে যাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাদের কিছু সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে, সেটা পেনসনই হউক বা অন্য কিছুই হউক, তা নিয়ে যেন কাউকে দোষারূপ করা না হয়। এই অভাব গ্রস্ত লোকগুলি যাতে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন, কিছুটা সুখে শান্তিতে কাটাতে পারে, তার জন্য সকলেরই একটা সহযোগিতা মনোভাব নিয়ে তাদের জন্য কিছু করতে সচেষ্ট হবেন, এই আশা আমরা করতে পারি। এখানে কেন্দ্রের উপর দোষ দেওয়ার

কিছু নেই, এর মধ্যে রাজ্য সরকারের দায়িত্বই বেশী। ত্রিপুরা রাজ্যের এমন আর্থিক অবস্থা যে, কেন্দ্রের সাহায্য না পেলে রাজ্য চালানোই দায় এবং কেন্দ্র বিভিন্ন বাবদে রাজ্য সরকারকে যে টাকা বরাদ্দ করছেন, তাতে দ্বিমত পোষণ করার মত কিছু নেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিচ্ছেন, সেটা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য সুষ্ঠভাবে বণ্টন হতে পারে, তার জন্য আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অন্য দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রগুলি যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে সুষ্ঠ বণ্টন হতে পারে, তার দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, সেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সময় মত পৌছাচ্ছে না, ফলে সাধারণ মানুষের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। কাজেই আমি এই দিকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ এটা জনস্বার্থেই করা উচিত। এটা সকলেরই জানা যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছেন দরিদ্র কৃষক এবং দিন মজদুর। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, এই সরকার রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন, কিন্তু এদের জন্যও যে এই আর্থিক সাহায্যটা দেওয়া উচিত, তা সরকার নিশ্চয় উপলব্ধি করেন। যেহেতু এটা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, যেহেতু রাজ্য সরকার এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করি এবং একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় —মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধান সভায় রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তা অত্যন্তঃ সময় উপযোগী। আমি তাঁর এই প্রস্তাবকে আমার সমর্থন জানাই। অন্য দিকে এই প্রস্তাবের উপর ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে সংশোধনী এনে রাজ্য সরকারের দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তাতে চাইছেন, তাতে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত ৬০ বছর বয়সোর্ধ কৃষি শ্রমিক ও দিন মজদুর আছেন, তাদের প্রতি রাজ্য সরকারের যে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে, তা এড়াতে চেয়েছেন। কাজেই আমি এই সংশোধনীটাকে কোন মতেই সমর্থণ করতে পারি না। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমার আন্তরিক সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকার এসেছেন ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার এসেছেন গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য কৃষকদের স্বার্থে কাজ করার জন্য। এবং বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকারও ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। আমি এখানে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করছি সেটা হল মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী বলেছেন যে, বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসায় ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য, গরীব কৃষকদের জন্য শ্রমিকদের জন্য, অনেক কিছু করেছেন এবং কংগ্রেস আমলে গরীব মানুষ নীচে পরে ছিল, এবং উনারা ক্ষমতায় এসে গরীব মানুষদের টেনে উপরে তুলেছেন। কথাটা কতটুকু সত্য সেটা আজকেই প্রমান হয়ে যাচ্ছে আজকে যখন এই হাউসে ত্রিপুরার গরীব বৃদ্ধ শ্রমিক, ক্ষেত মজুরদের পেনশান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনা হল তখন এই ব্যাপারে এই গরীবের সরকারকে আড়াল দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, না এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছু করণীয় নাই, এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা দরকার। এতেই বামফ্রণ্ট সরকারের শ্রমিক দরদের নমুনা ধরা পরেছে। স্যার এই বিধান সভায় স্পীকার

করা হয়েছে যে, আগে কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরায় ৬৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে ছিল, আর এখন কোটী কোটী টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এনে শুধু প্রচার করা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে ত্রিপুরার শতকরা ৮২ জন দারিদ্র সীমার নিচে (ইন্টারাপশান টেবিল চাপড়ান) শুধু মুখে বড় বড় কথা বললেই মানুষের স্বার্থে কাজ করা যায় না। স্যার, হয়ত উনারা জবাব দেবেন যে, আমরা গরীবের স্বার্থে কাজ করেছি বলেই আমাদের ভোট দিয়ে আবার ক্ষমতায় বসিয়েছে— হ্যাঁ আমাদেরও বিধান সভায় পাঠিয়েছে। আপনারা জানেন যে আপনারা কি ভাবে এসেছেন (ইন্টারাপশান—হাততালি) আমরা জানি যে, আমরা যে প্রস্তাবই রাখি না কেন এখানে যারা মাননীয় সদস্যরা আছেন তারা বলছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতায় ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য অনেক কিছু করছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া একটা পদক্ষেপ নিতে পারেন না। কেন্দ্র থেকে কোটী কোটী টাকা আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। কাজেই নানা ভাবে ছলনা করে আপনারা বেশী দিন থাকতে পারবেন না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জহর সাহা যে প্রস্তাবটি হাউসে এনেছেন এর ফলে ত্রিপুরার বৃদ্ধ গরীব কৃষক, ক্ষেত মজুরের সত্যিকারের উপকার হবে, কাজেই এই প্রস্তাবটি হাউস গ্রহণ করার জন্য সকলকে সমর্থন জানাতে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় সদস্য আপনাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজেই, আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জওহর সাহা এই হাউসে একটি প্রস্তাব এনেছেন সেটি হল "এই বিধান সভা রাজ্যের ৬০ বছর বয়স্ক কৃষিশ্রমিক, দিন-মজুরদের মাথা পিছু মাসিক ১০০ (একশত) টাকা করে পেনশন দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে"। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তার উপর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে এমেন্ডমেণ্ট এনেছেন তা দেখে আমার একটা কথা মনে পরছে।, গ্রামে যাদের বাঁশঝাড় আছে তাদের কাছে যদি গ্রামের কোন গরীব লোক সাহায্যের জন্য বাঁশ চাইতে যায় তাহলে সেই বাঁশঝাড়ের মালিকের যদি তাকে সাহায্য না করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে বলে যে তুমি রবিবার আসবে তোমাকে বাঁশ দিয়ে সাহায্য করা হবে। কারণ স্যার, গ্রামে একটা রেওয়াজ আছে যে, রবিবার দিন কেউ বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটে না। সুতরাং সমর বাবুর কথাও তাই হচ্ছে যে, না ত্রিপুরার গরীব কৃষি-শ্রমিক ত্রিপুরার দিনমজুর তোমাদের বৃদ্ধ বয়সে সাহায্য করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নয়, বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের সাহায্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার, মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে যা বুঝলাম যে যত দোষ সব কেন্দ্রীয় সরকার এরবেলা হচ্ছে যে, আমরা কি করে করব কেন্দ্র থেকে আমাদের টাকা দিচ্ছেন না, কাজেই এই জন্য আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই, সব কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের। স্যার, উনারা জানেন যে, উনারা যে বাজেট এখানে পেশ করলেন এবং পাশ করালেন তার কত অংশ টাকা উনাদের রিসোর্স থেকে সংগ্রহ করছেন আর কতটা কেন্দ্র সংগ্রহ থেকে করছেন। স্যার আমরা গত ৫ বছর যাবত দেখেছি যে, বাজেট এখানে পেশ করা হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ ত্রিপুরার গরীব মানুষ যারা দুর্বল তাদেরজন্য কোন ব্যবস্থাই এই বাজেটের মধ্যে থাকছেনা শুধু উদের নাম

করে কেন্দ্র থেকে টাকা এনে ঐ কোপারেটিভ করে ল্যাম্পস করে প্যাক্স করে পরোক্ষভাবে দের নিজেদের পকেটেই সেই সব টাকা চলে যাচ্ছে। আজ ৫ বছর পর এই প্রস্তাব এসেছে ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য তাদের বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য সরকার থেকে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বলা হচ্ছে যে, না এই ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, এই ব্যাপারে দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কি চমৎকার গরীবি দরদঃ স্যার, আমরা দেখছি উনারা বড় বড় মিছিল করেন কর্মচারীদের নিয়ে মিছিল করেন সমবায় কমিটির কর্মচারীদের নিয়ে কিন্তু সেই সমবায় কমিটির কর্মচারীদের জন্য যখন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেন তখন সেই সব টাকা অন্য খাতে ডাইভার্ট করেছেন আর প্রচার করা হয় যে, কেন্দ্র টাকা দেয় না, কেন্দ্র টাকা না দিলে তোমাদের কোথা থেকে দেব। কেন্দ্র আর কত টাকা দেবে মহাশয়। আজকে এন. আর. ই. পি. বলুন, এস আর ই. পি. বলুন — স্বীকার করছি এস. আর. ই. পি. র টাকা রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এন. আর. ই. পি. র টাকাতো কেন্দ্রীয় সরকার এর টাকা। সেই টাকাকে আপনারা ডাইভার্ট করে দিচ্ছেন এবং সেই টাকা দিয়ে আপনারা কেডার পোষনের (ইনটারাপশান) এই প্রস্তাব আমরা লক্ষ্য করছি। আপনারা সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করা হবে, সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতা এসেছেন। আর কেন্দ্র থেকে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই সব টাকা আপনারা নিজেরা গায়েব করে দিচ্ছেন। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আজ চোখ খুলে গিয়েছে, এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে আর বেশী দিন চলবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার এই হাউসকে আমি অনুরোধ করছি, মাননীয় সদস্য সমর চোধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করার জন্য এবং মাননীয় সদস্য জওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার, — মাননীয় সদস্য আপনি তিন মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করছেন। কারন আপনাদের ব্লকের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য জওহর সাহা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি এবং এই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। এই যে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী, অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেটার সম্পর্কে আমি বলছি যে, এটা চিন্তাহীনা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই কারণে যে একটা সুন্দর প্রস্তাব এখানে এসেছে এবং এটার উপর আলোচনার সময় দেখছি মাননীয় রোলিং পার্টির সদস্যরা এর বিরোধীতা করছেন। তবে তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়াটা পরিবর্তনশীল। ১৯৬৭ সাল আর ১৯৮৩ সাল এক জিনিষ নয়। ১৯৮৩ সালে মজুরী হয়েছে ১১ টাকা আর আগে ছিল চার টাকা, এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাদের দেশ স্বাধীনতার পর থেকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে, আমাদের উন্নতি হচ্ছে। কাজেই ১৯৬৭ আর ১৯৮৩ সাল এক নয়, এক হতে পারে না। সেই দিক থেকে বলতে গেলে এই যে কৃষক, শ্রমিক যারা ফসল উৎপাদন করে, যারা কলকারখানার কাজ করে আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে যাদের উপর আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়, তাদের কথা এই সরকারকে চিন্তা করতে

হবে, আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই যে ওরা আজকে মাটিতে ফসল ফলাচ্ছে দেশের ডেভেলাপমেনটের জন্য তারা অনেক কিছু দিচ্ছেন; শ্রম দিচ্ছেন, ঐ খরা, বন্যায় ওরা নিজেদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক কুল শ্রমিককুলের যে পেন্সন সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ তাদের উপরই আমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে। কাজেই এই প্রস্তাবটাকে বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এইবলে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা যে প্রস্তাই এখানে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন যে কৃষক মজুরদেরকে পেন্সন দিতে হবে আমি সেটাকে বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় সদস্য সমর চোধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এটাকে সমর্থন করি। স্যার কৃষকদেরকে পেন্সন সেটা তো বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালের পর ক্ষমতায় আসার পর ঘোষণা করেছিলেন যে বয়স্কদের পেন্সন দিতে হবে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা গরীবদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছেন এটাতো আমরা ভাবতে পারছি না। কারণ কর্মচারীরা পেন্সন পাবে, কৃষকরাও পেতে পারে এটাতো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কেউ ভাবতে পারে নি। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই জানিয়ে দিলেন যে কৃষক শ্রমিক এদেরও বাঁচার অধিকার আছে। এরাও পেন্সন পেতে পারে। এই পেন্সন দেওয়ার দাবী উঠেছে একমাত্র ত্রিপুরা ও পশ্চিম বংগেই আর কোথাও আছে কি না জানি না। এই পেন্সন সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে বলেছেন যে ৮ম কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে যাদের বয়স ৬০ এর উপর তাদের পেন্সন ৬০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হবে এবং এর জন্য টাকা বরাদ্দ করার জন্য। সেইটা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তো কমিশনের কাছে টাকা চেয়েছেন। কাজেই এতেইপ্র মাণিত হয় যে বামফ্রন্ট সরকার তার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সত্ ইচ্ছা আছে। কাজেই যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সমর্থন করি এবং ৮ম কমিশনের কাছে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এই বার্ধক্য পেনসন ৬০ টাকা থেকে ১০০ টাকা করার জন্য সেটা ন্যায় সঙ্গত হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা বলেছেন যে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরীব আরও গরীব হয়েছে ধনী আরও ধনী হয়েছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ৬০/৮০ টাকা পেনসান দেওয়ার ব্যবস্থা কি আগে কংগ্রেস আমলে ছিল? গত ৩০ বছর ৩৫ বছর তো এই পেনসনের কথা কেউ বলে নি। কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার গরীবদের যে প্রতিনিধিত্ব করছে এটাই তার প্রমাণ। যদি বলা হত যে কংগ্রেস আমলে এদের পেনসন ছিল ৬০ টাকা এখন সেটা করা হয়েছে ৩০ টাকা তাহলে বামফ্রন্ট সরকারকে দোষারূপ করা যেত। আরেকটা কথা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া চালাকী করে কক্‌বরক ভাষায় বক্তৃতা করে গেছেন কারণ জওহর বাবুর এই প্রস্তাবে ভুমিয়াদের কথা নেই। সে জন্য উনি এই প্রস্তাবকে এড়িয়ে গেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গ্রামে একখান কথা চালু আছে। সেটা হল ডাইনে ডাইনে হাত দিও, পুনপানের পেটে ভাত দিওনা। উনাদের বক্তব্য হল কেন্দ্রীয় সর-

কারের উপর চাপ দিওনা। কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকার কথা বলিও না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী আছে। আমরা ২১ লক্ষ মানুষকে নিয়ে আন্দোলন করব। কেন্দ্র আজকে রাজ্যগুলিকে শোষণ করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে কাজেই যে সংশোধনী এখানে এসেছে আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং মাননীয় সদস্য জহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি অমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী যাদব মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্দল মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এখানে যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি না। তবে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেখানে সমর্থম করছি। আজকে এখানে কৃষকদের জন্য, দিন মজুরদের জন্য এবং জুমিয়াদের জন্য পেনশনের প্রশ্ন এনেছেন নির্দল সদস্য শ্রী জওহর সাহা। কিন্তু ৩০ বছর এই সমস্ত সদস্যরা হয়ত অনেকেই ছিলেন না, তবে উনার দলই তখন বিধান সভার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। উনি আজকে নির্দল সদস্য হিসাবে নিজকে পরিচয় দিচ্ছেন ঠিকই তবে তিনি কংগ্রেসেরই লোক। এই কংগ্রেসীরা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ বছরের শাসনে কৃষককে আরো ভূমিহীনে পরিনত করেছে। আজকে সেই সব কৃষকদের জন্য অনেকেই নাকি কান্না কাঁদছেন। বামফ্রন্ট সরাসরি টাকা দেন না ঠিকই তবে এখানে ওরা বার্ধক্য ভাতা চালু করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ৯০ জন লোক কৃষক বলে ওরা নিজেরাই দাবী করেন। তাহলে, এই বার্ধক্য পেনশন কি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা পাচ্ছেনা? কার ছেলে মেয়েরা এখানে বিনা পয়সায় পড়ার সুযোগ পাচ্ছে? শতকরা ১০ জন লোকের ছেলে মেয়েরা নিশ্চয়ই নয়? মাঠে কৃষকদের জল দিতে হলে পি, ডব্লিও, ডি. কে কি করতে হয়? এটা তাদের জানা আছে ঠিকই। কেন্দ্র প্রয়োজনে এর তুলনায় টাকা অনেক কম দেয় তাও তাঁদের জানা আছে। কেন্দ্র এই টাকা কোথায় পায়? ত্রিপুরা থেকে হযত টাকা পায় না। কিন্তু এ ঠিক, আপনাদের সকলেরই জানা আছে কেন্দ্র কোথায় থেকে টাকা পায়। আমরা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলাম, খাজনা মকুব করব, অবৈতনিক শিক্ষা ক্রম চালু কবব তার জন্যই বামফ্রন্টকে ত্রিপুরার মানুষ শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। কাজেই আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। স্বয়ং ইন্দিরা ইান্ধী নিজেই বলেছেন, ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র হঠানো যাবেনা। উনারই আগের কথা ছিল, দেশ থেকে দারিদ্র দূর করব। পত্র পত্রিকা পড়ুন দেখতে পারবেন। এটা আমার কথা নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা সরাসরি না হলেও ভাতা পাচ্ছেন। এই টাকা যাতে আরো বাড়ানোর জন্য বামফ্রন্ট চেষ্টা করছেন। এখান থেকে যখনই কেন্দ্রের কাছে টাকা দেবার জন্য প্রস্তাব আনা হয় তখনই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করা বিরোধী দল গুলি থেকে। মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী কিছুক্ষন আগে বলেছেন, কেন্দ্রের কাছে টাকার দাবী শুনলেই তাঁদের গাত্র দাহ শুরু হয়। বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের জন্য কি করছেন তা ত্রিপুরার কৃষকরা জানেন। জানেন, ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ। আজকে তাঁরা চোখে কাগড় বেধে গগলস্ এটে রাস্তায় হাটতে পারেন, কিন্তু মানুষ দেখেছে, ৩০ বছরের শাসনে কেন্দ্র কি করছেন। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। অবশ্য সেসব আপনারা দেখতে পান না। তবে এখানে বা বাহিরে যে সব কথা বলেন, তার মধ্যে কয়টি সত্য কথা থাকে? তাঁরা তাঁদের

বক্তব্যের মধ্যে অসত্যের ছাপ নিয়ে এসেছেন। কংগ্রেস আমলে তো, বর্গাদারদের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর লেভি আদায় করা হত তা কি মাননীয় সদস্যরা ভুলে গেছেন? ত্রিপুরার ৬০ ভাগ লোকের জমি আছে জোতদারদের কাছে। কয়জনের হাতে কৃষকের জমি আছে? যারা বর্গা চাষ করতেন বছরে দুইবার তাদের কথা কতটুকু ভেবেছিলেন? কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার অল্প হলেও তাদের কথা চিন্তা করেছেন এবং তাদের সুযোগ সুবিধা আরো বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে। গত ৩০ বছরে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কতজন বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছেন তার হিসাব কি আপনারা রাখেন না? বামফ্রন্ট সরকার আজ কাজ করছেন। গত পাঁচ বছরে কয়জন কৃষক মহাজনদের কাছে জমি বিক্রী করেছে তার হিসাব রাখেন কি? আমরা বাস্তব দেখেছি আপনারাও দেখেছেন। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা এখানে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস। মাননীয় সদস্য. আপনি আপনার বক্তব্য ৭ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে নির্দল সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে যে সংশোধনী এনেছেন সেই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা যা চলছে, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি যা চলছে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও গত পাঁচ বৎসর ধরে বিভিন্ন জনকল্যাণ মূখী কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রচেষ্টা থাকলেও টাকার অভাবে অনেক কাজ আটকে যাচ্ছে। করা যাচ্ছে না। এখানে মাননীয় বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে, কেন কেন্দ্র টাকা দেবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বিরোধী দলের বন্ধুদের যে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকাটা দেন এটা কি তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি? সারা ভারতবর্ষ থেকে যে রেভেনিউ আসে সে রেভেনিউর ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রাখেন। যে প্রশ্নটা আজকে সারা ভারতবর্ষে অকংগ্রেসী রাজ্যগুলি বিশেষ করে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবংগ থেকে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছে সেটাকা ডিসেণ্ট্রাইজ করতে হবে। উনারা নিশ্চয়ই এটা অস্বীকার করবেন না। রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে কেন্দ্র নিশ্চয়ই শক্তিশালী হতে পারে না। অথচ কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে নিজে শক্তিশালী হবার অলীক কল্পনা করছে। যে ধনের ভাণ্ডার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আছে তা জনসাধারণকে বিলিয়ে দিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সকল স্তরের মানুষের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে, এই কারনেই বিধান সভায় আজকে এই প্রস্তাবটি এসেছে, কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে নয়। মানবিক দৃষ্টিকোন থেকেই এই দাবী উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে রেভেনিউ আদায়ের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে ডিষ্ট্রিবিউট করতে হবে তাহলে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করছেন না। সমস্ত সম্পদকে নিজের কুক্ষিগত

করে রাখতে চাইছেন। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা সবচাইতে বেশী গরীব। কিন্তু কেন এত গরীব? কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ধনবাদী নীতিই ত্রিপুরাকে আজকে এই অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে, দীর্ঘ ৩০ বৎসরের শাসন নীতির জন্যই ত্রিপুরা আজকে এই চরম দারিদ্রতার মুখে। কেন্দ্রীয় সরকারের বড় লোককে বড় করা এবং গরীবকে আরও গরীব করার নীতি দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি এবং এখনও দেখছি। বাজেটে পরোক্ষ করের মাধ্যমে গরীবকে আরও গরীব করার নীতিই কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত করেছেন। ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত জিনিষটাকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখার চেষ্টা করছেন। প্রমানস্বরূপ ৮০ বছর বয়স্কদের পেনশনের ব্যবস্থা করেছেন। যদিও টাকার অংক ৩০ টাকা, এবং এই টাকা দিয়েই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না জানি এবং টাকার অসংকুলানের জন্য আর বাড়ানো যাচ্ছে না, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে মানবিক দৃষ্টি-কোন থেকে চিন্তা করে বয়স্কদের জন্য সামান্য কিছু একটা করেছেন এটাই তার মানবিকতার পরিচয়। এই সংগে দিনমজুর বা জুমিয়াদের কথা আমরা ভুলতে পারছি না, তাদের জন্যও একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারছি না। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যখন বলেন যে জুমিয়াদের পেনশনের আওতায় আনা হবে, তখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যদিও এটা মনে মনে সমর্থন করছেন, কিন্তু বিরোধীতা যে করতে হবে, তাই তিনি এই প্রস্তাবেরও বিরোধীতা করলেন। স্যার, এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এসেছে এটা যুক্তি সংগত। কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। ত্রিপুরার আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ত্রিপুরার গরীব কথা বিবেচনা করে, সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রচেষ্টা সেটাকে সমর্থন জানাই। আমি আশা করব হাউস সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করবেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ২১ লক্ষ্য মানুষের স্বার্থের খাতিরে সম্পূর্ণ টাকা বরাদ্দ করেন। এই বলে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির বিরোধীতা করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধীত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি এই প্রস্তাবটিকে বাস্তব সম্মতবলে মনে করি না এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধীন এনেছেন, সেটাকে বাস্তব সম্মত বলে মনে করে সমর্থন করছি। স্যার, উক্ত প্রস্তাবের উপর মাননীয় বিরোধী দলের আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে যে - রাজ্যের কৃষি মজুরদের, দিন মজুরদের প্রতি তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন। কিন্তু তাঁদের এই উদ্বিগ্নতা কতটুকু গভীর, তার পরিমাপে একটু অসুবিধা আছে। আমরা কিন্তু তাঁদের চেয়েও বেশী উদ্বিগ্ন এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব কৃষক, শ্রমিক, জুমিয়াদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য, তাদের রক্ষা করার

তাদের উক্তিয়তা অনেকটা এই রকম যে "সব চালাও বাবা অর্থকরী কিছু চাইও না"। ছড়িয়ে যেমন বলা হয়েছে বনে বনে চড়ে খাও, আমার কাছে কিছু পাবে না,। তাঁদের অবস্থা হচ্ছে তাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সমস্ত সম্পদ সঞ্চিত। সেই সম্পদ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন, তাদের ক্ষমতা আছে কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন ক্ষমতা নেই। আমাদের বুঝতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের এই যে দুরবস্থা এটাতো আগে ছিল না, এখন কি করে হল? এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পুলিশীর জন্যই হয়েছে। বিগত ৩৫ বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, সেই নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেশে এত বেকার, এত দারিদ্র। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে আক্ষেপ করে বলেছেন - এমনটাতো আগে ছিল না, জুমিয়াদের খাবারের কোন অভাব ছিল। খেয়ে দেয়ে ফসল তাদের উদ্বৃত্ত হত, কিন্তু অনেক তারা খেতে পায় না। নগেনবাবু তাদের এই অবস্থার কারণ খুজতে হলে গভীরে যেতে হবে, যেদিন থেকে কংগ্রেস ক্ষমতায় বসল, ভারতবর্ষের সম্পদ বন্টন, ভোগ করার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করলেন, দেশ যেদিন থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দিকে রওনা হল, টাটা, বিড়লার সম্পদ ক্রমশই বাড়তে লাগল সেদিন থেকেই এই অবস্থা সমাজতান্ত্রিক এক দেশে কৃষকদের পেনশানের প্রশ্নই উঠে না চিন্তাও করা যায় না। কেননা সেখানে প্রত্যেকের কাজ আছে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রোজগার করছেন। কজেই আমার মনে হয় সেই সব রাষ্ট্রের দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করে থাকেন তাই সেই সকল রাষ্ট্রে এই ধরনের কোন প্রস্তাবের প্রয়োজন হয় না। আমাদের এখানে ক্ষেত মজুর, দিন মজুর তাদের কোথা থেকে পেনশন দেব, আমরা পেনশন দেবার জন্য লড়াই করছি। কাজেই সে দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই সব গরীব কৃষক, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, ভুমিহীন জুমিয়া এদের যাতে আমরা পেনশন দিতে পারি তারজন্য এই হাউসের পক্ষ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করবো যে কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা আমাদের দিন। আমি দুঃখিত মাননীয় সদস্যরা বলছেন পেনশান চান কিন্তু বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে হবে না, তোমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু আমার তো কিছু নেই মানে রাজ্যসরকারের তো ভাণ্ডার নেই। কেন্দ্র থেকে টাকা এনে কৃষকদের দিতে তাদের এত কার্পণ্য কেন? এটা তো উনারা বুঝেন না, তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে আন্তরিকতার অভাব আছে, রাজনীতি করার জন্য এই সব প্রস্তাবগুলি আনা হচ্ছে এটা অনুমান করা যায় এই প্রস্তাবটা কনট্রাডিকটরি কারন একদিকে উনারা বলছেন কৃষকদের পেনশন দাও, ক্ষেত মজুরদের পেনশন দাও কিন্তু তার জন্য যখন কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হয় তখন উনারা বলেন না, কেন্দ্রের ভাণ্ডারে হাত দেওয়া যবে না, এটার চেয়ে বদবুদ্ধি আর কি হতে পারে। আর একজন সদস্য তো বলেই ফেললেন যে এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত আন-সাইন্টিফিক, আমি বুঝলাম না যেখানে টাকা আছে সেখানে চাইতে গেলে সেটা আনসায়েন্টিফিক এবং টাকা না চাইলে সান্টিফিক। অবস্থাটা এই রকম দাড়িয়েছে গাছের মধ্যে পাকা ফল আছে সবাই রেল চলুন গাছে উঠে ফলটা পাড়ি তখন বলল না না এটা আনসায়েন্টিফিক কিন্তু ফল খাওয়া বেলায় হ্যাঁ, পাকা ফল খাব সাইন্টফিক কি চমৎকার? আমার আর একজন সদস্য বললেন সরকারী কর্মচারীদের পেনশান দেওয়া এটা তো রাজ্য সরকার থেকেই দেয় কিন্তু কৃষকদের বেলায় সরকারের এই কৃপনতা কেন, আপত্তি কেন? না

মশাই, এটা তো জানা উচিত, সরকারীর কর্মচারী সমস্ত পদ সৃষ্টি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত টাকায়, যখন পদ সৃষ্টি হয় তখনই কেন্দ্রের প্ল্যানিং কমিশনের মধ্য দিয়ে তার পেনশনের বরাদ্দটাও হয়ে আসে কাজেই এটা প্ল্যান মানি কেন্দ্র থেকেই পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা বলি এই কৃষকদের পেনশানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্ল্যানিং কমিশানের মধ্য দিয়েই তার বাজেটের মধ্য দিয়ে অংক ত্রিপুরা রাজ্যে আসুক তবে আমরা সেই পেনশান দিতে পারি। উনারা আরও বলেছেন পেনশন পেলেই নাকি আমরা খেয়ে ফেলবো, কি সব অদ্ভুত যুক্তি? পেনশন প্রাপকদের ৬০ টাকা হোক, ১০০ টাকা হোক সেই লোকগুলির পেনশন তাদের পকেটে যাবে, মাঝখানে অন্যদের মারবার সুযোগ কোথায়? কাজেই এ সব কোন যুক্তিই হতে পারে না। মাননীয় কোন কোন সদস্য আবার আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন কারন তাদের মিছিলের ভিত্তি হচ্ছে, সমন্বয় কমিটি মিছিল করে, নগেন্দ্র জমাতিয়া তো বলেই ফেললেন সেই যে বিনন্দ জমাতিয়া অস্ত্র নিয়ে আত্ম সমপর্ন করেছেন দারুন আতংক সৃষ্টি হয়েছে এবং কারোর মিছিলের ভিত্তি কারন গণতন্ত্রকে যারা মানেন না ভয় পায়, স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ন শান্তিপূর্ন অবস্থাকে ভয় পায় তারা সব সময় অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে খর্ব করে এই সব দৃষ্টি ভঙ্গি যাদের তাদের পক্ষে এই ধরনের আতংক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় কাজেই সে দিক থেকে এই প্রস্তাব সম্পূর্ন বাস্তব সম্মত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি শ্রমিক, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর আমরা যতক্ষন পর্য্যন্ত ওদের সুষ্ঠভাবে বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা যায় ততক্ষন পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১০০ টাকা করে ওদের পেনশন দেবার সদইচ্ছা আছে কিন্তু আমাদের দেবার ক্ষমতা নেই কারন আমাদের হাতে এত টাকা নেই তাই আজকে আমরা এই হাউসের কাছে সুপারিশ করবো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অর্থ আমরা দাবী করবো সেই দিক থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব উথাপন করেছেন এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত কারন উনারা পেনশনের দাবী করবেন অথচ কোথা থেকে পেনশান আসবে সে দিকে উদ্যোগ নেবেন না এটা তো ঠিক নয় আবার আপত্তি তুলছেন কেন্দ্র থেকে টাকা আনা যাবে না। আমরা বলছি রাজ্য সরকারের হাতে সম্বল নেই যার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর, দিন মজুর, জুমিয়া তাদের ১০০ টাকা করে পেনশান দেবার ক্ষমতা নেই তাই কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেই টাকা আমাদের দেয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পেনশান দিতে পারবে। সে দিক থেকে আমি আশা করি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করা দরকার।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মাননীয় সদস্য, আপনি রিপ্লাই দিতে পারেন কিন্তু দু মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রী জওহর সাহা —মিঃ স্পীকার স্যার আজকে এই হাউসে ৬০ বছরের উর্দ্ধে শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক এবং দিন মজুরদের পেনশান দাবী নিয়ে যে প্রস্তাব আমি এনেছি এবং সেই প্রস্তাবের যারা বিরোধীতা করেছেন এবং তার উপর যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনীর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কয়েকটা পয়েন্ট এখানে বলার দরকার আছে কারণ মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা যে আলোচনা করেছেন সেই আলোচনার মধ্যে যে জিনিষটা উনারা ভুল ব্যাখ্যা

করেছেন সেটাকে সংশোধন করে দেওয়া এবং সেই ভুলকে উপস্থিত করা সেটা আমার নৈতিক দায়িত্ব কারণ ৮০ বছরের উর্ধে পেনশনের কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি যে, সব শ্রমিক, দিন মজুর আছে সেই সব শ্রমিক, দিন মজুরদের যাদের বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে গেছে তাদের পেনশান দেবার কথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষও ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটা হলো জুমিয়াদের কথা, কিন্তু জুমিয়ারা আজকে কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে? এই যে জুমিয়া যারা সারা বছরের মধ্যে এক মাসের খোরাক তুলতে পারে না সেই সকল জুমিয়ারা ১১ মাস কি করে দিন কাটাচ্ছে। আমার কথা হল জুমিয়ারা বাকী দিন কি করে চলবে। তার জন্য তাদের কে দিন মজুরী দেওয়া। সেখানে এই যে প্রস্তাব জুমিয়াদের সেটা হল .... (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসে পড়ুন।

শ্রী জওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আরও বলার আছে। আমরা যখন কিছু বলতে যাই স্যার, আপনার কাছ থেকে কোন প্রটেকশান পাইনা। কোয়েশ্চান আওয়ারেও দেখেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্য আর সময় নাই। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। After the word 'বয়সোর্দ্ধে' insert the word 'জুমিয়া, and in the last Sentence after the word "রাজ্য,, সরকারকে "insert the worts প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে,, ;
(প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মূল প্রস্তাবটি সংশোধনী আকারে ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল" এই বিধানসভা রাজ্যে ৬০ বৎসর বয়সোর্দ্ধে জুমিয়া, কৃষিশ্রমিক, দিন মজুরদের মাথা পিছু মাসিক ১০০ (একশত) টাকা করে পেনশন দেওযার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ মঞ্জুর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।
(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজালিউশান। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে। সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমরা এর জন্য মাত্র ৬০ মিনিট পাব। ৬০ মিনিটের মধ্যে অপোজশান ২০ মিনিট একস্ট্রা ৭ মিনিট, কংগ্রেস ১১ মিমিট, টি, ইউ, জে, এস, ৬ মিনিট, ইণ্ডেপেন্ডেন্স ৭ মিনিট একস্ট্রা টাইম সহ ১০ মিনিট। সরকার পক্ষ ৩৩ মিনিট।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার —: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার রিজলিউশানটি উত্থাপন করছি। রিজলিউশানটি হল :-এই বিধানসভা রাজ্য সরকারকে ১৯৮৩ইং সালের মধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভার উপনির্বান এবং নোটিফায়েড এরিয়া অর্থরিটিগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠান করার প্রয়োজনীয়তা ব বস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহার কাছে থেকে। সংশোধনী প্রতিলিপিটি আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীতাহুলাল সাহা :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন সংশোধনের আকারে প্রস্তাবটি এবং সংশোধনের আকারে মূল প্রস্তাবটি সভায় পেশ করছি।

After the word এই বিধানসভা replaced 'রাজ্য সরকারকে' by 'কেন্দ্রীয় সরকারকে' and delete the words in the 2nd line 'পঞ্চায়েত নির্বাচন' and in the third line delete the work "নোটিফায়েড এরিয়া অর্থরিটিগুলির নির্বাচন।"

মূল সংশোধনী প্রস্তাবটি হল -,. এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৯৮৩ ইং সনের মধ্যেই বিধানসভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :- এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :- মননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সভায় যে প্রস্তাব এনেছি সেটা সম্পর্ক বলতে গিয়ে বলছি যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তা সময় চলে যাওয়ার পরও আবার সময় এক্সটেনশান করার জন্য চেয়েছেন বা করেছেন এই সরকার। তাতেই আমরা বুঝতে পারছি যে, গণতন্ত্রের প্রতি তাদের দরদ কতখানি। এই পঞ্চায়েত সম্বন্ধে এই সভায় বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই পঞ্চায়েত স্বজন পোষন, শ্রমিকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এইসব চলছে। এইসব দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় ত্রিপুরার মানুষ, আবার নির্বাচনের মাধ্যমে। যেখানে সরকার থেকে এস, আর ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি এই গরীব মেহনতী মানুষের কাজের সংস্থান করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে সেখানে সেই টাকার প্রকৃত হিসাব বা তথ্য আমি জানি বিভিন্ন গাঁওসভা থেকে ব্লক স্তরে গিয়ে পৌছায়নি। এইভাবে টাকা নিয়ে নয়ছয় খেলা চলছে। এই যে দুর্নীতি সেই দুর্নীতি হাত থেকে মানুষ মুক্তি পেতে চায়। আজকে এমনকি পঞ্চায়েতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও গ্রামের মানুষগুলো নির্বাচন দাবী করতে পারছেনা। এটার কারন কি? এই বিলম্বের কারন কি? তাই আমি প্রস্তাব করছি ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলোর মুক্তি দেওয়ার জন্য, দুর্নীতির হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য অবিলম্বে এই সালের মধ্যে নির্বাচন বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করছি। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যেটুকু করা হয়েছে আমি ব্যাক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে সকলকে অবগতির জন্য কোন পাবলিকেশান হয়নি। আমি খোজ নিয়ে এইটুকু জানতে পারলাম, যার প্রয়োজন সেই শুধু জানতে পারবে আর কেউ নয়। কেন? কেন পাবলিকেশান করা হয়নি? রেজিস্টারের মধ্যে রেজিষ্টিভুক্ত হয়েছে তা সর্বসাধারনের জানার অধিকার নাই কেন? সভার মাধ্যমে একটা ভাইটেল প্রশ্ন যেটা বিভিন্নভাবে সব মিলিয়ে কোন একটা পাবলিকেশান প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কাছে প্রত্যেকটা মানুষের হাতে এইটা গেল কেন? পাবলিকেশান হয়নি কেন? শুধু বলছে গ্রামের লোক ব্যাক্তিগতভাবে যার দরকার আছে সেই শুধু জানাবে, আর কেউ নয়। এর অর্থটা কি? এর মধ্যে কি গনতন্ত্র আছে? এতে রাষ্ট্রের অকল্যান হবে, সমাজের অকল্যান হবে গ্রামের অকল্যান হতে পারে এমন কি আছে এর পেছনে? আমি তাই অবিলম্বে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখছি। আর একটি প্রস্তাব নোটিফাইড এরিয়ার জন্য। সভার মধ্যে আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে যে নোটিফাইড এরিয়ার অথরিটিগুলি করা হয়, কমিটি করা হয়, সেখানে প্রতিনিধি সিলেক্টেড হয়, নমিনেকটেড হয়। গণতান্ত্রিক এক পদ্ধতিতে যদি তাদের নির্বাচিত করা হয় তাহলে পরে মানুষকে দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। অমরপুরে আমরা দেখলাম সেখানে প্রতিনিধি রয়েছে। তাদের কি ধরনের কার্যকলাপ। সেখানে মানুষের কোন অধিকার নেই। এই কি গণতন্ত্র?

গনতন্ত্র আজ কোথায় ? তাদেরকে সে প্রশ্ন করে কোন উত্তর জানতে পারবেন না। বিলোনীয়াতে-ও সে প্রশ্ন আছে। বিলোনীয়া নোটিফাইড এরিয়াতেও যে টাকা যাচ্ছে সে টাকা নয়ছয় হচ্ছে। সেখানে রাস্তার লাইট দেওয়ার জন্য প্রায় ৬১ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আজকে সে ব্যাপারে সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায় না জিজ্ঞাসা করে। আজকেও কোন লোক তার গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। আজকে সেখানে কোন নির্বাচন হচ্ছে না। আমি তাই গণতান্ত্রিক সরকাকে অনুরোধ করছি, সেখানে সেই নোটিফাইড এরিযাতে নির্বচনের ব্যবস্থা করতে। আমি দাবি রাখছি, এই সরকার ১৯৮৩ সালের মধ্যে নোটিফাইড এরিয়াতে নির্বাচন করতে। আজকে আমি দেখছি, এই হাউজে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য এমেণ্টমেন্ট আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনকে বলছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্যে রাজ্যে উপ নির্বাচনগুলিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে। আমরা পত্রপত্রিকাতে দেখছি, উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট, উগ্রপন্থীদের অস্ত্রসমর্পন করছেন। তারপরেও উপ-নির্বাচন করতে তারা কেন এত উৎবিগন ? তাই আমি দাবি রাখছি যে চড়িলাম কেন্দ্রে আপনারা নির্বাচন সংগঠিত করুন। তা না হলে বুজব যে, গনতন্ত্র বলে আপনারা চীৎকার করছেন সে গণতন্ত্র আপনারা চান না। এই বলে আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করে আনছি। এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে বলছি যে, নোটিফায়েইড এরিয়াতে ও পঞ্চায়েতে নির্বাচন করলে কি অপাদের কোন অপকীর্তি বেড়িয়ে পড়বে। তা যদি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে আমি কিছু বলতে চাইনা। তা না হলে নোটিফায়েড এড়িয়াতে ও পঞ্চায়েতে নির্বাচন করতে আপনাদের অসুবিধা কোথায় আমরা বুজতে পারলাম না এখানেই আমর প্রস্তাবকে সমর্থন করে ও এমেণ্ডমেণ্টের বিরোবিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী।

শ্রী মতি গীতা চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার এখানে এই হাউজে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার আমরা জানি পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেখছি তার ব্যতিক্রম। এখানে ৫ বছর পরেও নির্বাচন হচ্ছে না। সরকার পক্ষের ভয় গাঁও-সভা নির্বাচনে তাদের দলের প্রধানরা হেরে যাবে। তাই তরা নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি, গ্রামে-গঞ্জে যেসব সি, পি, এম প্রধান আছে আরা তাদের নিজের ইচ্ছামত, মনমত কাজ করছে। ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে, সমবায় সমিতির কাজ তারা তাদের ইচ্ছামত করছে। কাজেই মনোরঞ্জন বাবু যে কথাটা বলেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন যত শীঘ্র সম্ভব করা উচিত। কিন্তু আমি জানি সেটা তারা করবেন। কারণ সর্বত্রই তারা দলবাজি করছে। আমরা দেখেছি গ্রামে গঞ্জে ভোটার লিষ্টে অনেক নাম উদাও হয়ে গেছে। তদন্ত করে দেখা গেছে, এই মিউনিসিপালিটির বাহিরে যারা আছে তাদের নামও মিউনিসিপালিটির ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে মিউনিসিপালিটির ইলেকশানে যারা বাহিরের তারাও নির্বিরে ভোট দিয়ে গেছে। এত সব করা সত্বেও আবার পঞ্চায়েত

নির্বাচন উপনির্বাচন পিছিয়ে দিচ্ছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মনোরঞ্জন বাবুর সাথে একমত হয়ে মনে করি এসব নির্বাচনগুলি যতশীঘ্র সম্ভব করা উচিত বিধানসভার নির্বাচন ৬ মাসের মধ্যে করা উচিত বলে আমি জানি, কিন্তু কেন যে সেটার উপরে আবার সংশোধনী আনা হল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি চড়িলামে যারা ট্রাইবেল, যারা সেখানের আদিবাসী তারা আজকে অতন্ত আতঙ্কগ্রস্ত। তারা কোন সি, পি, এম কর্মী দেখলে অত্যন্ত ভয় পায়। তারা ওদের দেখলে মনে করে তারাও কি পরিমল বাবুর মত খুন হবে। তাই তারা তাদের পুরুষদের লুকিয়ে রাখে কি জানি তাদেরকেও ঐভাবে মারা হবে কিনা। আজকে পঞ্চায়েতগুলিতে ও নোটিফাইড এড়িয়াগুলিতে যা ঘটছে তা জনসাধারণের কথা থেকেই বুঝা যায়। আমি দেখেছি তেলিয়ামুড়াতে জিতেন সরকার কি করছে সেখানে কেউ যদি কোন ব্যাপারে কোন অফিসে বা ব্যাংকে যায় তাহলে বলে দেওয়া হয় জিতেন বাবুর কথা। আমার কাছে এসে যখন সে কথা বলল তখন আমি বললাম যে, জিতেনবাবুকে আমার ত কোন দরকার নাই লোন ইত্যাদি যদি নিতে হয় তা হলে সেটা ত আপনারা নিয়ম অনুসারেই পাবেন। কিন্তু তাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে, জিতেনবাবুকে নিতে হবে। এভাবে সেখানে দলবাজি হচ্ছে। আমার অনুরোধ আপনারা এসব দলবাজি বন্ধ করে পঞ্চায়েত ও উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন এর দাবী করে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার সাধারণ জনগনের আশা আকাঙ্খাকে ধুলিস্যাত করে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিলম্ব করছেন। বামফ্রন্ট সরকার প্রতি বয়ানে বয়ানে বলে যাচ্ছেন যে, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অথচ অন্যদিকে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পিছিয়ে দিয়ে সাধারন মানুষকে প্রতারিত করছেন। আজকে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা যে কেন বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন করছেন না? এর জবাব বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারছেন না। কারণ জনসাধারন আজকে জানতে চায় যে, বামফ্রন্ট গ্রাম প্রধানরা কত টাকা কারচুপি করেছে। পাছে বামফ্রন্ট ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে আজকে তারা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন বিলম্ব করছেন। বামফ্রন্ট সমর্থিত গ্রাম প্রধানরা এন. আর. ই. পি. এবং এস. আর. ই. পি. এর টাকা সাধারণ মানুষের জন্য খরচ না করে নিজেরা সে টাকা চুরি করেছে। আর সেই ভয়েই তারা নির্বাচন করতে ভয় পাচ্ছেন। সুতরাং আমাদের দাবী বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারনের আশা আকাঙ্খাকে বিরুদ্ধে যাবেন না। তারা অবিলম্বে নির্বাচন করুন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত পরশু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, নোটিফাইড এরিয়াতে নির্বাচন না করে সেখানে একটি সিলেক্ট কমিটি করা হবে। আমি বলতে চাই যে,

এটা কোন স্বৈরতন্ত্র? অথচ এরাই আবার বলেন যে, ভারতের মহান নেতৃ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিক। এই স্বৈরাতন্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকার এর শ্রীমতি গান্ধীকে স্বৈরতন্ত্র বলার কোন অধিকার নেই। এই নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচন করতে বামফ্রন্ট দল কেন ভয় পাচ্ছেন ?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার কিরূপভাবে জনসাধারনকে প্রতারণা করেছেন আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—আমারই কনষ্টিটিউএন্সিতে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের আগে ইলেট্রিক পোষ্ট বসিয়ে লাইট দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাবার পর তারা সেই লাইট পোষ্টগুলি তুলে নেন। এবং সেই পোষ্ট তুলে নেবার ফলে যে গর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পড়ে গিয়ে একজন গরীব মেয়ে আহত হয় এবং সে এখনো বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে আছে। সুতরাং আজকে জনসাধারণ এই বামফ্রন্টকে প্রতারক হিসেবে চিনতে পারছেন। আজকে এই জনসাধারণের জন্য যে এস. আর. ই. পি. এবং এন. আর. ই. পি'র টাকা বামফ্রন্ট সরকার আত্মসাৎ করছেন এতে তাদের উপর জনসাধারণ এর অভিশাপ লাগবে।

সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সে প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা। আপনারা মোট ৬ মিনিট সময় পাবেন। সে সময় আপনারা ভাগ করে নিন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আমার পরিবর্ত্তে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সে প্রস্তাব সমর্থন করছি কারণ এটা গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজ্যবাসীর আশা আকাঙ্খার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাব এনেছেন। এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যুক্তি সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু আমরা দুঃখীত যে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে এখানে একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। তিনি এই প্রস্তাবের শুধু বিরোধীতাই করেননি, নোটিফায়েড এরিয়ার নির্বাচনকে পুরাপুরি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা জনস্বার্থ বিরোধী এবং গনতন্ত্র বিরোধী প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বাইরে জনগন এই জনস্বার্থ বিরোধী ছাটাই প্রস্তাবকে বরদাস্ত করবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে এই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ গত পাঁচ বছর ধরে ত্রিপুরার বুকে যে খুন, ডাকাতি হয়ে গেল তাতে জনগনের নিরপত্তাকে খুন্ন করেছে, সাধারণ মানুষের শান্তির পরিবেশকে নষ্ট করেছে, তাই বামফ্রন্ট সরকার এই নির্বাচনে সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন। তাই তারা চাইছেন যাতে তারা পঞ্চায়েত এবং নোটিফায়েড নির্বাচন থেকে রেহাই পেতে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকারের যে নীতি এবং শাসন তাতে ভুতের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের মানুষকে দুর্নীতির আশ্রয় নীয়ে প্রতারিত করেছেন। এই জন্যই বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন।

কাজেই এই দাবী, এই প্রস্তাব তাঁরা সমর্থন করতে পারবেন না। আমরা জানি, মাননীয় স্পীকার, স্যার, নির্বাচন কমিশনার বলেছেন আগামী নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত উপনির্বাচনগুলো সারা দেশে সেরে ফেলতে হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা আবার বলার কোন প্রয়োজন আসে না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে জনগণের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধিকে এই সরকার কায়দা করে প্রকাশ্য দিবালোকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। আজকে চডিলামের জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে হারিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি উপনির্বাচন হয় তাহলে সমস্ত জনমত তাঁদের বিরুদ্ধে যাবে। কাজেই কি ভাবে তারা এই উপনির্বাচন করার কথা চিন্তা করতে পারেন। তাঁদের পক্ষে ভোট পরবে না। ভোট পরবে তাঁদের খুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কাজেই কি করে তাঁরা এই নির্বাচন থেকে রেহাই পেতে পারেন সেই জন্যই এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন। এই ভাবে তাঁরা গণতন্ত্রকে কবর দিতে চাইছেন, মানুষের আশা আকাঙ্খা ধুলিস্যাত করার জন্য এগিয়ে আসছে। যখন একটা পঞ্চায়েতের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, যেখানে গ্রামের মানুষ লুঠের রাজত্ব থেকে রেহাই পেতে চায় এবং যেহেতু এটা শুধু ভোটের মাধ্যমেই সম্ভব, তখন তাঁরা নির্বাচন করতে রাজী নন। তাহলে মন্ত্রীরাই বলুন যে মানুষের সেবার নাম করে ঐ দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েতের লোকেরা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছে, তাদের সমস্ত অধিকার আপনারা হরণ করছেন, ওটা বলুন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতাকে দূর করতে হবে। আমরা শুধু নির্বাচনটাকে প্রস্তাবাকারে আনব না, আমরা জনগণের হয়ে দাবী করছি পঞ্চায়েতের নির্বাচন দিতে হবে এবং সেটা ১৯৮৩ ইং সনের মধ্যেই। জনগণ চায় এই ভাবে যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লুঠের রাজত্ব চলছে তার অবসান ঘটাতে। কাজেই এটা জনগণের দাবী। এই দাবী আমরা হাউসে উত্থাপন করছি। বামফ্রণ্ট সরকার এটা মেনে নিন। নইলে গণ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করবে। কাজেই এই দাবী আমি রাখছি এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে মারাত্মক একটা সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধিতা করে প্রস্তাবের সপক্ষে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমি একটি সংশোধনী এনেছি। এর মানে বিরোধিতা করা নয়। প্রস্তাবটার মধ্যে ভুল আছে। এটা পঞ্চায়েত নির্বাচন না হওয়ার জন্য নয়। মাননীয় সদস্য বলেছেন, নির্বাচন কমিশন বলেছেন অক্টোবরের মধ্যে উপনির্বাচন করতে হবে! তার পরেও তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ১৯৮৩ সনের মধ্যেই উপ-নির্বাচন করতে হবে, এই কথা বলেই নির্বাচন কমিশনেরই অনাস্থা প্রকাশ করেছেন, রাজ্য সরকারের উপর নয়। আমার দুঃখ হয়, যাঁরা প্রতিদিন গণতন্ত্রকে লাঞ্ছিত করছেন তারাই বিধানসভায় এসে গণতন্ত্রের যাত্রাভিনয় করে। যাঁরা ১৫ বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে নি, পৌরসভার নির্বাচন করে নি তারাই এখন গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যাত্রাভিনয় করছে যখন ১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে তখন তারা তার বিরোধীতা

করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও এটা তাঁরা জানেন যে ১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য আইন করতে হবে এবং অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ক্ষমতা দিতে হবে। সেজন্য দেরী হচ্ছে। আমরা জানি যখন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী হয় তখন তাকে ডাইনী বলে। গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় কি আমরা দেখেছি। তারা গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছে এবং সব শেষে জরুরী অবস্থা জারী করেছে। কাজেই আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তার মধ্যে যে ক্রটি ছিল, তার সংশোধন করার জন্য অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি। নোটিফায়েড এরিয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের যে এ্যাক্ট আছে সেটাকে সংশোধন করতে হবে। এই বামফ্রন্ট ১৯৮৩ সালে ক্ষমতায় বসে ঘোষণা করেছে যে নোটিফায়েড এরিয়াগুলিকে সে জনগণের হাতে নিয়ে যেতে চায়। আর যে ভয়ের কথা আপনারা বলেছেন যে কর্মচারীদের ক্ষোভ, সেটা আমরা দেখেছি এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জনগণের রায় কোন দিকে যাবে সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন। কাজেই সেই সমস্ত বলে কিছু লাভ নেই। কাজেই এই বলেই মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদারের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে এবং সংশোধনীর পক্ষে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ১৯৮৩ সালের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধান সভার উপনির্বাচন এবং নোটিফাইড এরিয়া অথরিটিগুলির নির্বাচন করার দাবী নিয়ে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন, আমি তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। অন্য দিকে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী এনেছেন, তার মাধ্যমে তিনি রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব কেন্দ্রের উপর বর্তিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছেন, তাকে এই হাউসের কোন সদস্যই সমর্থণ করবে বলে আমি মনে করি না। কারণ পৌর সভার নির্বাচন করাটা যেমন রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এবং এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে, তেমনি রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন এবং নোটিফাইড এরিয়া অথরিটিগুলির নির্বাচনওরাজ্য সরকারের দায়িত্ব ও এক্তিয়াদের মধ্যে পড়ে। এসব নির্বাচন করার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্ব বা এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। আমরা দেখেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের উন্নয়নে যা কিছু করার দরকার, তা থেকে সুরু কার অন্যান্য যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারূপ করে চলেছেন। কারণ রাজ্যের জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা নাকি তাদের নাই, যা কিছু ক্ষমতা সবই কেন্দ্রীয় সরকার কুক্ষিগত করে রেখেছের। এটা যে কত অসত্য, তা মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধণী এনেছেন, তা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁর এই সংশোধণীর দ্বারা রাজ্য সরকারের যে ক্ষমতা ও এক্তিয়ার আছে, সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তিয়ে কৌশলে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন মাত্র। আজকে পৌর সভার নির্বাচনে তাদের জয়ের কথা, তারা প্রচার করলেও পঞ্চায়েতের নির্বাচনে তাদের কি অবস্থা হবে, সেটা ভেবে, পঞ্চায়েতের নির্বাচন যাতে পিছিয়ে দেওয়া যায়, তার ষড়যন্ত্র করছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের যে বেহাল অবস্থা হবে, তা তারা এখন থেকে টের পেয়েছেন। তেমনি মহকুমা শহরগুলিতে যে নোটিফাইড এরিয়া

অথরিটিগুলি আছে, সেগুলির নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা যে বেহাল হতে পারে তা আগে থেকে টের পেয়ে জনসধারনের দৃষ্টিটি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার জন্যই মাননীয় সদস্য এই সংশোধণীটা এনেছেন বলেই আমি মনে করি। শুধু কি তাই, নোটিফায়েড এরিয়াগুলির উন্নয়নের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, তার কারণও একটা কায়েমী স্বার্থ আছে, যেমন রাস্তায় রাস্তায় ইলেকট্রিক বাতি দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার বাল্‌ব কেনা হয়েছে, রাস্তায় পোষ্ট আছে, কিন্তু সেগুলিতে বাতি নাই। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টাকাটা খরচ হল, তার সবটাই জনসাধারনের কোন কাজে লাগল না। এভাবে নোটিফাইড এরিয়াগুলিতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। তার মধ্যে নয় ছয় করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য, শ্রী রসিক লাল রায় বলেছেন যে সোনামুড়াতে রাস্তায় লাইট দেওয়ার জন্য ৬০ হাজার টাকার বাল্‌ব কেনা হয়েছে, কিন্তু রাস্তায় আর বাতি জ্বলছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু সোনামুড়া কেন, অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনিয়া, খোয়াই, কৈলাসহর, কমলপুর এবং ধর্মনগর সব মহকুমাতেই টাকা পয়সা নয় ছয় করার একটা পাকা পোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই আমি বলব যে, সরকার এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মনুষকে যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেটা কণ্ঠরোধ করতে দ্বিধা করছেনা। তাই আমি আবেদন করব যে মাননীয় সদস্য, শ্রী মনোরঞ্জন বাবু যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে এনেছেন, সেটাকে সবাই সমর্থন জানাবেন এবং সরকার পক্ষ থেকে যে সংশোধনী এনেছেন, তাকে বিরোধীতা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার যে প্রস্তাবটা এনেছেন এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা যে সংশোধনী প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। নির্বাচনের ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের, এর মধ্যে রাজ্যের কোন দায়িত্ব নেই। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দে'শ দিলেই রাজ্যে নির্বাচন হতে পারে। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করে যে প্রস্তাব এনেছেন, তা এই হাউস কোন মতেই গ্রহণ করতে পারে না, সে জন্য আমি তার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। অন্য দিকে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা মহোদয় এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী এনেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওরা নির্বাচনের কথা বল্‌ছেন, নির্বাচন করলে যে কি অবস্থা হয়, সেটা তারা গত পৌর সভার নির্বাচনে নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন। তাদের উপর যে জনসধারণের কোন আস্থা নাই, তা গত পৌর সভার নির্বাচনে প্রমানিত হয়ে গেছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন বলুন, নোটিফাইড এরিয়ার নির্বাচন বলুন, সব নির্বাচনে যে তাদের ধরাশায়ী অবস্থা হবে, তা তারা বুঝেও কেন বুঝতে পারছেন না, আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তাছাড়া ১৯৮৩ সালের বিধান সভার নির্বাচনে তাদের কি অবস্থা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদেরকে ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য, নগেন বাবু বলেছেন যে, ত্রিপুরাতে গণতন্ত্রকে নষ্ট করা হচ্ছে, গণতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না, এটা জনসাধারনই ভাল বুঝে। আর সত্যি যদি কোন নির্বাচন হয়, তাহলে আপনারা যে ১৪৪ ধারা জারী করে ঘরে বসে থাকবেন, তা বিগত কয়েকটি নির্বাচনেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কাজেই সেই দিক থেকে জনগণ আপনাদের

উপর ইংজাংশান জারী করেছে। আপনাদের ১৪৪ ধাবা জারী করেছেন। আর গ্রেপ্তার করার কোন সম্ভাবনা নাই (ইন্টারাপশান) গনতন্ত্রের পথে ডাণ্ডা দিয়ে চলবে না (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই সংশোধনীর সমর্থন জানাই এবং মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনীকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করছি এই জন্য যে যেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আনা হয়েছে। তিনি এই প্রস্তাব এনে হাউসকে এটাই বুঝাতে চাইছেন যে বামফ্রন্ট জনগণের কাছে যেতে ভয় পায়। বামফ্রন্ট নির্বাচনকে ভয় পায় (ইন্টারাপশান) আমি স্যার, ইতিহাসের ২/১টি উদাহরণ এখানে তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৭ সালে যখন বিধান সভার নির্বাচন হল তখন বামপন্থী ফ্রন্টের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সেই প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছিল যে যদি ত্রিপুরার জনগণ বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসান তাহলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হবে। আমরা ক্ষমতায় আসার আগেও পঞ্চায়েত ছিল কিন্তু সেখানে ১৭ বছর যাবত কোন নির্বাচন ছিল না। এই আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটি ছিল কিন্তু সেখানে গত ২৪ বছরযাবত কোন নির্বাচন ছিল না এবং এটাও দেখা গিয়েছে যে যদিও বা কিছু নির্বাচন ছিল তাও সামনা সামনি হাত তুলে নির্বাচন হত ভোটারদের হাত তুলে ভোট দিতে হত। এতে ভোটারদের খুবই অসুবিধা হত। কিন্তু বামপন্থী ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সে সব ত্রুটিযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির সংশোধন করে গোপন ভোটের মাধ্যমে ভোটারদের প্রতিনিধিদের পাঠানোর প্রথা প্রবর্তন করেন। আমি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি বিশালগড় এলাকায় কংগ্রেস আমলে একটা পরীক্ষামূলক নির্বাচনে হাত তুলে নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনের পর হাত গুণে দেখা গেল যে দু'টি হাত বিপক্ষের দিকে বেশী হয়ে যাচ্ছে তখন সেই দু'টি হাতকে বাদ দিয়ে কেটে সমান করা হল। কাজেই এটার নাম গণতন্ত্র নয় হ্যাঁ পঞ্চায়েতের নির্বাচন করুন গোপন ভোটের মাধ্যমে করুন। কারণ বামপন্থী ফ্রন্ট অত্যন্ত নির্ভয়ে নির্বাচনের সামনে যেতে পারে সে বিধান সভার নির্বাচনই হউক আর পঞ্চায়েতের নির্বাচনই হউক আর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হউক। মাত্র ৬ মাস আগে সারা রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচন হল সেখানে বামপন্থী ফ্রন্ট ৫০ ভাগ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। এবং এটাও সত্যি যে আগরতলার ৪টি কেন্দ্রে বামপন্থী দল পেয়েছে ২ টি এবং কংগ্রেস পেয়েছে ২টি আসন। এবং বামপন্থী দল পেয়েছে ৪৮ ভাগ ভোট এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৫০ ভাগ ভোট। আগরতলায় আমরা বামপন্থী দল ৪৮ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিল। তাই যদি বামপন্থীরা নির্বাচনকে ভয় পেত গণতন্ত্রকে ভয় পেত তাহলে এই পরাজয়ের পরে ও সল্প সময়ের ব্যবধানে পৌরনির্বাচনে যেতনা এবং নির্বাচনের পর দেখা গেল ১৩টি আসনের মধ্যে বামপন্থীদল ১৩টি

আসনেই জয়ী হয়েছে। আগরতলার ৪টি আসনকে ভাগ করে ১৩টি আসন করা হয়েছিল এবং সেই ১৩টির মধ্যে কংগ্রেসের ছিল ৭টি এবং বামপন্থীদলের ছিল ৬টি আসন। নির্বাচনের পর দেখা গেল যে, বামপন্থী ১৩টি আসনেই জয়ী হয়েছেন। বামপন্থীদল যদি নির্বাচনকে ভয় পেত তাহলে ঠিক সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হত না। পশ্চিমবঙ্গেও গত নির্বাচনের আগে দেখা গিয়েছে কারা নির্বাচনে ভয় পায় (ইন্টারাপশান) সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে পর্য্যন্ত নির্বাচনে হৈ চৈ করা হয়েছিল। কোন কাজ হল না, সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়ে দিলেন যে, নির্বাচন হতে হবে। ঠিক এই রকম ত্রিপুরায়ও বামফ্রন্ট সরকার যখন ঠিক সময়ে নির্বাচন চাইল, তখন কংগ্রেসের টাকায় দিল্লীতে গিয়ে উপ-জাতি যুব-সমিতি থেকে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আবদার সুরু করা হল যে ৮২ সালে নির্বাচন হতে পাবে না '৮৪ সালের মার্চ মাসের পর নির্বাচন করতে হবে। তারপর কংগ্রেস (আই) অভিযোগ তুললো ভোটার তালিকায় নাকি কারচুপি আছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন সে অভিযোগ বাতিল করে দিল। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে ঠিক সময়েই নির্ব্বাচন হল। নির্ব্বাচন কমিশন তাদের কথা মেনে নিলেন না। সেখানে নেতা নৃপেন বাবু বা জ্যোতি বাবু ছিলেন না। কাজেই বামপন্থী ফ্রন্ট নির্ব্বাচনকে ভয় পায় না, ভোটকে ভয় পায় না, জনবিচ্ছিন্ন জনগণের শত্রুরা ১৯৫৯ সালে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ই. এম. এস. নাম্বুদ্রীপাদ বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে সংবিধান আছে সেই সংবিধান ভারতের জনগনের আশা আকাংখা প্রতিফলিত হচ্ছে না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের আকাঙ্খা এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে না। কাজেই দেশের জনগনের স্বার্থে এই সংবিধানের সংশোধন হওয়া দরকার। তখন কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দীরা গান্ধী এবং প্রধান মন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জানালেন যে সংবিধান সংশোধন হবে দেশ দ্রোহীতার সামিল। আমি শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আমার সম্মান দেখিয়েই বলছি যে জরুরী অবস্থা কে জারী করেছিল এবং জরুরী অবস্থার সুযোগে ৪৪ ধারার সংবিধান সংশোধন করা হল ইঁদুর যেমন ভূমিকম্প আসার আগে তার গর্তে ঢুকে পরে ঠিক তেমনি জরুরী অবস্থার সুযোগে সংবিধানেই একটার পর একটা সংশোধন করে চললেন। আগে সংসদের মেয়াদ ছিল ৫ বছর সেটাকে বাড়িয়ে করা হল ৬ ইচ্ছা ছিল এটাকে ৭ বছর আট বছর এই রকম ভাবে অনন্ত কাল করে দেবেন। যাতে আর নির্ব্বাচন করতে না হয়। জনগণের সামনে যেতে না হয়। তাই বলতে চাই যে গনতন্ত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অছে সেজন্য আমরা বার বার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসছি। কাজেই আমি আবার সবিনয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের জানাই যে নির্বচন আসছে তার প্রস্তুতি আপনারাও নেবেন এবং আমরাও নেব। তখনই দেখা যাবে যে ত্রিপুরার জনগণ কাদের চায়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী বীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ইতিমধ্যেই এই পঞ্চায়েত এবং নোটিফায়েড এরিয়া এবং উপনির্বাচনের সম্পর্কে, পক্ষে বিপক্ষে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এই ব্যাপারটা আইনের সঙ্গে জড়িত সেজন্য আইন অনুযায়ী যা যা করার সেটাই করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করা যায়—কিন্তু বে-আইনী কিছু করা যাবে না।

আমরা ইতিমধ্যে কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পেয়েছি। কাজেই আমরা সেই উপনির্বাচনের জন্য ভোটার লিষ্ট ইত্যাদি তৈরী করছি। দিন তারিখ ঠিক করে পরে জানানো হবে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাননীয় প্রস্তাবক তো একজন শিক্ষক ছিলেন। মনে তো হয় তিনি কনসটিউশন পড়েছেন। তিনি কি ভাবে বললেন যে, রাজ্য সরকার নির্বাচন করবেন। তিনি জানেন না কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া হয় না। এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। এই নির্বাচনের ব্যাপারে বর্তমানে আইন আছে তাকেও আরও গণতান্ত্রিক করার জন্য, আরও ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়ার জন্য এবং বর্তমান আইনে যে সমস্ত গণতন্ত্র বিরোধী ধারা আছে সেগুলি সংশোধন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা ঠিক সময়ের মধ্যেই মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন করেছি। কাজেই পঞ্চায়েত নির্বাচনও সময়মত করা হবে। নোটিফায়েড এরিয়া সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। নোটিফায়েড এরিয়া নির্বাচন করতে হলে বর্তমানে যে আইন আছে সেই আইনে কতগুলি পদ্ধতি গ্রহন করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, আমরা যখন স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেছি তখন আপনারা যে সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ হয় সত্যিই আপনারা গণতন্ত্র চান কি না। কিন্তু আমরা গণতন্ত্র চাই। ঠিক সময়ে আমরা নির্বাচন চাই। নোটিফায়েড এরিয়াতে ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় নির্বাচন হয়েছে? মাননীয় সদস্যরা খবর রাখেন? আপনারার দল তো সর্বভারতীয় দল। আমরা আশা করছি একটার পর একটা টাউনকে মিউনিসিপ্যাল পর্য্যায়ে উন্নীত করার জন্য যে কনডিশানগুলি আছে সেগুলিকে সংশোধন করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তবে ডেভেলাপ করতে একটা সময় লাগবে। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই যিনি প্রস্তাবক তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন। আশা করি এরপর তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন। তা যদি না করে তাহলে ট্রেজারী পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। আপনি দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন আপনার রিপ্লাই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য থেকে এটা বুঝা গেল যে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হচ্ছে না। নোটিফায়েড এরিয়া নির্বাচন সেটা সম্পর্কে আপনারা বলছেন যে সেটা ঠিক করবেন। আমি জানতে চেয়ে ছিলাম যে, এত বছরের মধ্যে আপনারা পারলেন না আর কবে পারবেন। এটা জানতে চাওয়াটা যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে ভুল হয়েছে। উপনির্বাচন সম্পর্কে আমি খবরের কাগজে দেখেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ থাকা সত্বেও আপনারা করবেন না, এইরকম একটা খবর বেরিয়েছিল। যাহাই হোক সময় মত হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচন? এই নির্বাচনের ব্যাপারে আপনারা আরও আইন সংশোধন করে নির্বাচন করবেন বলে বলছেন কিন্তু কবে নির্বাচন হবে সেই প্রতিশ্রুতি আপনারা হাউসকে দিতে পারছেন না। কাজেই আমি আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং আশা করছি হাউস এটার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

মিঃ স্পীকার:—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত রিজিউলিশনটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজিউলিশনটি সংশোধীত

আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল :—আফ্টার দি ওয়ার্ডস "এই বিধানসভা" রিপ্লেস "রাজ্য সরকারকে" বাই "কেন্দ্রীয় সরকারকে" অ্যাণ্ড ডিলিট দি ওয়ার্ড ইন দি সেকেণ্ড লাইন "পঞ্চায়েত নির্বাচন" অ্যাণ্ড দি থার্ড লাইন ডিলিট দি ওয়ার্ড "নোটিফায়েড" এরিয়া অথরিটিগুলির নির্বাচন।

(তারপর রিজিউলিশনটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং রিজিলিউশনটি সংশোধনী আকারে পাশ হয়।)

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মূল রিজিলিউশনটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধীত আকারে রিজিউলিশনটি হল :—"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৯৮৩ ইং সনের মধ্যেই বিধান সভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছে"।

তারপর সংশোধীত রিজিউলিশনটি সংশোধীত আকারে ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং পাশ হয়।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদারকে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশনটি মোভ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজিউলিশনটা উত্থাপন করছি। রিজিউলিশনটা হল :—"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রের জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপ তদন্ত করতে একটি উচ্চপর্য্যায়ের কমিটি গঠন করতে অনুরোধ জানাচ্ছে"।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি তো আপনার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এখন মাত্র আর এক মিনিট আছে। এখন কি আলোচনা আরম্ভ করবেন? হাউস যদি অনুমতি দেন তাহলে এই রিজিউলিশনের উপর আগামী কাল আলোচনা হবে।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এগ্রি আছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ২৬ শে জুলাই ১৯৮৩ ইং মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

FAMILYWISE ASSESSMENT OF LOSS ETC. OF BISHALGARH AREA

SL No.	Name and address of the Head of family	No of huts gutted and other household properties	Estimated value
1.	Shri Ruhidas Debnath, S/o Pitambar Debnath of Uttar Brajapur.	No of of huts gutted—3 other householded properties	Rs. 6,000/- Rs. 18,170/-
2.	Shri Umesh Ch Debnath S/O Pitambar Debnath of uttar Brajapur.	No, of Huts gutted—3 Other householded properties.	Rs. 4,000/- Rs. 8,920/-

1	2	3	4
3.	Haripada Saha, S/O Lt. Prabhati Saha of Uttar Charilam (Brajapur)	No, of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 2,000/- Rs. 6,560/-
4.	Shri Haragobinda Debnath, S/O. Pitambar Debnath of Uttar Charilam (Brajapur).	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 1,000/- Rs. 2,5000/-
5.	Shri Ramani Mohan Debnath S/O Banabehari Debnath of Uttar Charilam.	No- of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 500/- Rs. 1,086/-
6.	Shri Ajit Debnath S/O Madan Mohan Debnath of Uttar Charilum.	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 400/- Rs. 1,885/-
7.	Shri Manoranjan Debnath, S/O Haridas Debnath of Brajapur.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 7,000/- Rs. 29,550/-
8.	Shri Ghagendra Debnath S/O Ruhidas Debnath of Brajapur.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 6,00/- Rs. 23,325/-
9.	Shri Nishikanta Debnath S/O Lt. Premananda Debnath of Brajapur	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 10,000/- Rs. 53,000/-
10.	Shri Sital Debnath S/O Manindra Debnath of Brajapur.	No. of house gutted—2 Other household properties	Rs. 2,500/- Rs. 7,850/-
11.	Shri Manindra Debnath S/O Khetramohan Debnath of Brajapur.	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 2,500/- Rs. 1,550/-
12.	Shri Raiharan Goswami S/O Mukunda Goswami of Brajapur	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 6,000/- Rs. 7,635/-
13	Gouranga Debnath S/O Ashutosh Debnath of Brajapur.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 2,500/- Rs. 15,840/-
14.	Shri Jagadish Debnath S/O Ashutosh Debnath of Brajapur	No of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 1,500/- Rs. 7,160/-
15.	Shri Ashutosh Debnath S/O Ram Kr. Debnath of Brajapur.	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 600/- Rs. 2,052/-
16.	Shri Nantu Shil S/O Jagabandu Shil of Brajapur.	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 1,500/- Rs. 7,160/-
17.	Shri Jagabandu Shil S/O Ishan Ch. Shil of —do—	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 4,600/- Rs. 8,690/-
18.	Shri Bagala Prasad Shil S/O Ishan Ch. Shil of —do—	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 8,000/- Rs. 4,125/-
19.	Shri Rasaraj Shil S/O Bagala Shil of —do—	No of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 1,200/- Rs. 1,590/-
20.	Shri Ashutosh Debnath S/O Haridas Debnath of —do—	No. of house gutted—5 Other household properties.	Rs. 10,000/- Rs. 500/-
21.	Shri Ramani Mohan Saha S/O Ramjoy Saha of —do—	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 15,000 Rs. 1,37,000

1	2	3	4
22.	Shri Kanailal Saha S/O Ramani Mohan Saha of —do—	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 14,000/- Rs. 1,20,200
23.	Shri Satya Ranjan Saha S/O Ramani Mohan Saha of —do—	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 12,000/- Rs. 99,150/-
24.	Chitta Ranjan Debnath S/O Lt. Upendra Debnath of —do—	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 1,500/- Rs. 2,400/-
25.	Shri Monoranjan Debnath S/O Amarchand Debnath of —do—	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 4,000/- Rs. 7,600/-
26.	Shri Chitta Ranjan Debnath S/O Amar Chand Debnath of do	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 1,000/- Rs. 3,500/-
27.	Shri Debendra Das S/O Lt. Nimchand Das of —do—	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 7,500/- Rs. 11,875/-
28.	Shri Pramode Debnath S/O Lt. Raj Chandra Debnath of —do—	No. of house gutted—1 Othor household properties.	Rs. 1,500/- Rs. 2,520/-
29.	Shri Manu Das S/O Lt. Lal Mohan Das of —do—	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 3,500/- Rs. 3,925/-
30.	Smt. Milan bala Das W/O Lt. Nishi Kanta Das of —do—	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 9,508/- Rs. 14,925/-
31.	Shri Sachindra Das S/O Nabakishore Das of Brajapur.	No. of house gutted-2 Other household properties.	Rs. 7,000/- Rs. 6,527/-
32.	Shri Khagendra Das S/O Lt. Brajendra Das of -do.	No. of houso gutted-2 Other household properties.	Rs. 4,00/- Rs. 1,640/-
33.	Shri Rabi Debnath S/O Suresh Debnath of -do-.	No. of house gutted-2 Other household properties.	Rs. 3,500/- Rs. 5,580/-
34.	Shri Sunil Acharjee S/O Bhuban Acharjee of-do-.	No. of house gutted-1 Other household propeetise.	Rs. 500/- Rs, 740/-
35.	Shri Ranjit Debnath S/O Suresh Debnath of -do-	No. of house gutted-2 Other household properties.	Rs. 3,000/- Rs. 12,656/-
36.	Shri Suresh chandra Debnath S/O Upendra Debnath of -no-.	No. of house gutted-2 Other household propertise.	Rs. 3,500/- Rs- 2,880/-
37.	Shri Direndra Debnrth S/O Lt. Panchananda Debnath of Brajapur.	No. of house gutted-1 Other household propertise.	Rs, 800/- Rs. 10,050/-
38.	Shri Arjun Shil S/O Jagabandu Shil of -do-.	No. of house gutted-1 Other household propertise.	Rs. 1,000/- Rs. 1,500/-
39.	Shri Haripada Debhath S/O Bagaban Debnath of -do-.	No. of house gutted-2 Other household properties.	Rs. 5,500/- Rs. 9,950/-
40.	Shri Satyendra Majumder S/O Harimohan Majumder of -do-.	No of house gutted-3 Other household properties.	Rs. 3,000/- Rs. 17,420/-
41.	Shri Swapan Majumder S/O Satyendra Majumder of -do-.	No. of house gutted-3 Other household properties	Rs. 3,500/- Rs. 9 700/-

1	2	3	4
42.	Smti Usha Rani Debnath, W/O Matilal Debnath of -do-	No. of house gutted-Nill Other household properties	Rs. — Rs. 450/-
43.	Shri Rajeswar Debnath S/O Lt. Umakanta Debnath of -do-.	No of house gutted-3 Other household properties.	Rs. 12,000/- Rs. 4,635/-
44.	Shri Harikamal Debnath S/O Haridas Debnath of -do-	No. of house gutted-1 Other household properties.	Rs. 1,000/- Rs. 1,500/-
45.	Shri Kartik Debnath S/O Haridas Debnath of -do-	No. of house gutted-3 Other household properties.	Rs. 7,000/- Rs. 8,020/-
46.	Shri Narayan Debnath S/O Rajeswar Debnath of -do-	No. of house gutted-1 Other household Properties.	Rs. 4,000/- Rs. 1,200/-
47.	Shri Rabindra Shil S/O Bagala Prasanna Shil of Brajapur.	No. of house gutted-2 Other household Properties.	Rs. 1,500/- Rs. 700/-
48.	Shri Nagendra Behari Majumder S/O Lt. Surendra Behari Majumder of -do	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. 31,339/-
49.	Shri Nibaran Ch. Saha S/O Lt. Dhaniram Saha of Bishalgarh	No. of house gutted-3 Other household Properties.	Rs. 7,000/- Rs. 5,500/-
50.	Shri Manindra Ch. Saha S/O Nibaran Ch. Saha of-do-.	No. of house gutted-3 Other household Properties.	Rs. 6,000/- Rs. 5,670/-
51.	Shri Narayan Sarkar S/O Rupchan Sarkar of Brajapur.	No. of house gutted 1 Other household Properties.	Rs. 4,400/- Rs. 7,900/-
52.	Shri Balaram Das S/O Lt. Chandra Kr. Das of Uttar Charilam	No. of house gutted-4 Other household Properties	Rs. 20,000/- Rs. 7,860/-
53.	Shri Satish Ch. Bhattacharjee S/O Lt. Ramakant Bhattacharjee of Bishalgarh.	No. of house gutted-2 Other household Properties.	Rs. 4,000/- Rs. 6,140/-
54.	Shri Lalmohan Debnath S/O Krishna Mohan Debnath of Bishalgarh.	No. of house gutted-3 Other household Properties.	Rs. 3,000/- Rs. 15,245/-
55.	Shri Tapan Debnath S/O Lal Mohan Debnath of Bishalgarh.	No. of house gutted-2 Other household Properties.	Rs. 10,000/- Rs. 19,025/-
56.	Shri Nikhil Ch. Paul S/O Akhil Ch. Paul of -do-.	No. of house gutted-2 Other Household Properties.	Rs. 1,000/- Rs 1,272/-
57.	Shri Suresh Shib S/O Mahendra Shib of -do .	No of house gutted-3 Other household Properties.	Rs. 12,000/- Rs. 18,575/-
58.	Shri Samarendra Shib S/O Suresh of -do-.	No. of house gntted-2 Other household Properties.	Rs. 500/- Rs. 15,300/-
59.	Shri Kamini Debnath S/O Kalachand of -do-.	No. of house gutted-5 Other household Properties.	Rs. 12,000/- Rs. 36,285/-
60.	Smt. Kamala Bashi Baishnab W/O Lt. Akhil Paul of -do-.	No. of house gutted-1 Other household Properties.	Rs. 2,000/- Rs. 1,630/-
61.	Smt. Minu Paul D/O Lt. Ramani Mohan Paul of -do-.	No. of house gutted-1 Other household Properties.	Rs. 600/- Rs. 4,550/-
62.	Shri Amulya Debnath S/O. Suresh Debnath of Bishalgarh.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 1,500/- Rs. 4,545/-

1	2	3	4
63.	Shri Rebati Mohan Nag S/o. Lt. Ganga Charan Nag of—do—.	No. of house gutted—5 Other household properties.	Rs. 6,000/- Rs. 5,180/-
64.	Shri Mihir Ranjan Choudhury, S/o. Satish Choudhury —do—.	No. of housed gutte-nill Other household properties.	Rs. —— Rs. 1,800/-
65.	Shri Arun Krishna Adhikari S/O. Ramendra Adhikari of —do—.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 3,000/- Rs. 6125/-
66.	Shri Nikhil Bhattacharjee S/O. Chandrakanta Bhattacharjee of —do—.	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 4,000/- Rs. 2,850/-
67.	Shri Jitan Kr. Bhattacharjee S/O. Lt. Chandrakanta Bhattacharjee of —do—.	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 1,100/- Rs. 800/-
68.	Smt. Arati Bhattacharjee W/O. Sunil Bhattacharjee of —do—.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 6,000/- Rs. 11,580/-
69.	Shri Birendra Bhattacharjee S/O. Chandrakanta Bhattacharjee of —do—.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 4,000/- Rs. 2,740/-
70.	Mrs. Niva Rani Bhattacharjee W/O. Lt. Santi Sekhar Bhattacharjee of —do—.	No. house gutted—4 Other household properties.	Rs. 8,000/- Rs. 10,065/-
71.	Mrs. Ashubala Debi W/O. Ranjit Debnath of —do—.	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 4,000/- Rs. 8,365/-
72.	Smt. Kiran bala Debi W/O. Bishwamber Debnath of —do—.	No. of house gutted—1 Other household properties.	Rs. 2,000/- Rs. 3385/-
73.	Shri Chitta Haran Ghosh S/O. Narendra Ch. Ghosh of Naraura.	No. of house gutted—5 Other household properties.	Rs. 53,000/- Rs. 38,973/-
94.	Smt. Charubala Ghosh W/O. Nagendra of Naraura.	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 20,000/- Rs. 38,600/-
95.	Shri Sukumar Chandra Debnath S/O. Lt. Gobinda Kishore Debnath of —do—.	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 20,000/- Rs. 32,400/-
76.	Smt. Usha Rani Saha W/O. Haladhar Saha of —do—.	No of house gutted—5 Other household properties	Rs. 60,000/- Rs. 1,32,000/-

1	2	3	4
77.	Smt. Anjurani Saha W/O. Chitta Ranjan Saha of Routhkhaia.	No. of house gutted— Other household properties.	Rs. 30,000/- Rs. 46,000/-
78.	Shri Nepal Das S/O. Monmohan Das of Janghalia.	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 5,000/- Rs. 5,515/-
79.	Sh i Haripada Debnath S/O. Mukunda Debnath of Janghalia.	No. of house gutted—Nill Other household properties.	Rs. ——— Rs. 5,500/-
80.	Shri Mintu Debnath S/O. Lt. Rajbihari Debnath of —do—.	No. of house gutted—1 Other house hold properties.	Rs. 2,000/- Rs. 4,400/-
81.	Shri Harendra Ch Debnath S/O. Lt. Manendra Debnath of —do—.	No of house gutted -1 Other hourehold properties	Rs 1,000/- Rs. 1,160/-
82.	Shri Bidhubhusan Shil S/O. Lt. Birendra Shil of Madhyalaxmibil.	No of house gutted—Nill. Other household properties	Rs. ——— Rs. 2,500/-
83	Shri Bhuban Mohan Chakraborty S/O Lt Bhakta Bhusan Chakraborty of —do—.	No. of house gutted —Nill. Other household properties.	Rs. ——— Rs. 2,550/-
84.	Shri Maindra Chakraborty, S/O Lt. Kali Mohan of —do—.	No. of house gutted—Nill. Other household properties.	Rs. ——— Rs. 7,700/-
85.	Shri Digambar Debnath S/O, Lt. Hara Chandra Debnath of —do—.	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 3,250/- Rs. 14,400/-
86.	Shri Matilal Roy S/O. Lt. Sonatan Roy of of —do—.	No of house gutted - 3 Other household properties.	Rs. 2,000/- Rs. 25,150/-
87.	Shri Abinash Das S/O. Lt. Biswambhar Das of —do —.	No. of house gutted—4 Other household properties	Rs. 15,000/- Rs. 20,355/-
88.	Shri Ranjit Das S/O Ruhini Kumar Das of —do —.	No of house gutted—Nill. Other household properties.	Rs. ——— Rs. 10,550/-
89.	Shri Psafulla Debnath S/O. Nanda Kumar Debnath of —do—.	No. of house gutted—4 Other household properties.	Rs. 5,000/- Rs. 10,445/-
90.	Shri Bijan Roy S/O. Prafulla Kumar Roy of —do—.	No. of house gutted—3 Other household properties.	Rs. 5,000/- Rs. 20,710/-

1	2	3	4
91.	Shri Ranjit Rudrapaul S/O Lt. Sambhu Ch. Rudrapaul of —do—.	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 2,500/- Rs. 10,550/-
92.	Shri Radheshyam Rudrapaul S/O. Lt. Sambhu Charan Rudrapaul of —do—.	No. of house gutted—2 Other household properties.	Rs. 3,000/- Rs. 20,200/-
93.	Shri Sankar Paul S/O Nagendra Kr. Paul of Madhya Laxmi bill.	No of house gutted nil. Other household properties.	Rs - - - - Rs. 3,500/--
94.	Shri Subal Dey S/O Lt Birendra Dey of -do-.	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs.——— – Rs. 11,850/--
95.	Shri Shibu Chakraborty S/O Dayamoy Chakraborty of -do-	No. of house gutted nil. Other household properties.	Rs.———— Rs. 5,725/--
96.	Smt. Namita Acharjee W/O Upendra Acharjee of -do-	No of house gutted nil Other household properties	Rs.———— Rs. 2,575/--
97.	Shri Sushil Debnath S/O Monmohan Debnath of Janghalia	No of house gutted-nil Other household properties	Rs ———— Rs. 9,925/--
98.	Shri Santosh Roy S/O Krishna Mohan Roy of Madhya Laxmi bill.	No of house gutted-nil. Other household properties.	Rs.———— Rs. 38,525/--
99.	Smt. Krishna Gupta W/O Sankar Gupta Dutta Choudhury of -do-	No of house gutted-nil Other household propoerties.	Rs.———— — Rs 4,325/--
100.	Shri Santosh Saha S/O Lt. Nikunja Behari Saha of -do-	No. of house gutted-nil Other household propoerties	Rs ———— Rs 4,700/--
101.	Smti· Khukhu Rani Das W/O Lt. Hardhan Das of -do-	No of house gutted-nil. Other household properties	Rs.———— — Rs. 1,325/--
102.	Sri Manoranjan Debnath S/O Lt. Mahesh Chandra of Jangalia.	No. of House gutted-1 Other household properties	Rs. 4,000/-- Rs. 5,060/--
103.	Shri Sanjib Saha S/O Rasharaj Saha of -do-	No of house gutted-1. Other household properties	Rs. 3,000/-- Rs. 2,627/--
104.	Shri Matilal Sarkar S/O Lt. Haradhan Sarkar, MLA of Jangalia	No. of house gutted-2 Other household properties.	Rs. 25,000/-- Rs. 14,500/--
105.	Shri Manindra Ch. Majumder S/O Lt. Bhagaban of -do-.	No. of house gutted-3 Other houehold properties.	Rs. 18,000/-- Rs, 12,000/--
106	Shri Harilal Debnath S/O Lt Krishna Sundar Debnath of -do-.	No of House gutted-nil Other household properties.	Rs. ———— Rs, 1,090/--
107.	Shri Dhananjoy Das S/O Lt. Sadhu Chandra Das of -do-.	No. of house gutted-4 Other household properties.	Rs. 10,000/-- Rs. ————
108.	Shri Bhanulal Debnath S/O Lalmohan Debnath of Jangalia.	No. of house gutted-2 Other household properties	Rs. 14,000/- Rs. 22,500/-
109.	Smt. Charu Bala Debnath W/O Lt. Niranjan Debnath of -do-	No. of house gutted-Nil Other household properties	Rs. ———— Rs. 920/-
110.	Shri Jitendra ch. Das S/O Lt, Gagan ch. Das of -do-.	No. of house gutted-6 Other household properties.	Rs. 26,000/- Rs. ——— =
111.	Shri Naryan Sarkar S/O Lt. Rajendra Sarkhr of Brajapur.	No. of house gntted-1 Other household properties.	Rs. 2,000/- Rs. 4,920/-

1	2	3	4
112.	Shri Bhajan chakraborty S/O Gouranga chakraborty of -do-.	No. of house gutted-1 Other household properties.	Rs. 1,000/- Rs. ——
113.	Shri Ratan Saha S/O Suresh ch. Saha of Paschim Laxmi bil.	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs. 350/-
114.	Shri Tapan kr. Saha S/O Ramanath Saha of -do-	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs. 8,000/-
115.	Shri Pradip kr. Saha S/O Ramanath Saha of -do-	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs. 12,000/-
116.	Shri Joy Gabinda Saha S/O Lt. Prangobinda Saha of Purba Laxmi bil.	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs, 15,000/-
117.	Shri Sursch ch. Saha S/O Lt. Raj Mohan Saha of Paschim Laxmi bil.	No. of housh gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs. 500/-
118.	Shri Birond'ra ch. Saha S/O Lt. Nabadwip ch. Saha of Paschim Laxmi bil.	No. of house gutted-nil Other household properiics.	Rs. —— Rs. 900/-
119.	Shri Prafulla ch. Das S/O Lt. Gour ch. Das of Madhya Laxmi bil,	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs. 250/-
120.	Shri Nihar Ranjan choudhury S/O Lt. Sachindra ch. choudhury of -do-	No. of house gutted-nil Other household properties.	Rs. —— Rs. 7,500/-
121.	Shri Bhanulal Saha S/O Chandar Mohan Saha of Madya Laxmi bil.	No. of house gutted-7 Other household properties.	Rs. 75,000/- Rs. ——
122.	Smti Chitra Bashi Saha W/O Jagabandhu Saha of -do-.	No. of house gutted-8 Other household properties.	Rs. 1,00.000/- Rs. ——
123.	Shri Joy chandra Nama S/O Lt Jaladhar Nama of No. 3 Goutam colony.	No. of house gutted-nil. Other household properties.	Rs. —— Rs. 850/-
124.	Shri Sibu Lal Saha S/O Lt. Rajani Kanta Saha of Routnkhala.	No. of house gutted-Nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 8,500/-
125.	Shri Dilip Saha S/O Jogesh Saha of Madhya Laxmi bil.	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 400/-
126.	Shri. Parimal Saha S/O Nibaran Saha of No. 2 Goutam Colony	No. of house gutted-1 Other household Properties.	Rs. 800/- Rs. 500/-
127.	Shri Ratan Nama S/O Tarani Mohan Nama of Madya Laxmi bil.	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 400/-
128.	Shri Nidan Sarkar S/O Prasanna Sarkar of Jangalia.	No. of house gutted-Nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 400/-
129.	Shri Chintaharan Nama S/O Lt. Manindra Nama of No. 2 Goutam Colony	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 400/-
130.	Shri Rakhal Nama S/O Lt. Ramani Nama of No. 2 Goutam Colony	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 400/-
131.	Shri Ajit Nama S/O Lt. Abani Nama of Madya Laxmi bil,	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. —— Rs. 400/-

1	2	3	4	
132.	Shri Anil Nama S/O Lt Abani Nama of -do-.	No. of house gutted-nil Other household Properties.	Rs. Rs.	——— 300/-
133.	Shri Mantosh Biswas S/O Lal Mohan Biswas of Sitaltilla.	No. of house gutted-nil. Other household Properties.	Rs. Rs.	——— 600/-
134.	Shri Jhantu Pada Saha S/O Krishna Mohan Saha of Purba Laxmi bil.	No. of house gutted-nil. Other household Properties.	Rs. Rs.	——— 800/-
135.	Shri Pramode Nama S/O Lt. Brajendra Nama of Madhya Laxmi bil.	No. of house gutted-nil. Other household Properties.	Rs. Rs.	——— 300/-
136.	Shri Subhash Nama S/O Nibaran Nama of -do-.	No. of house gutted-nil. Other household Properties.	Rs. Rs.	——— 350/-
137.	Shri Samar Kumar Chakraborty S/O Ramapada Chakraborty of Jangalia.	No. of house gutted-nil. Other household Properties.	Rs. Rs.	——— 7,500/-
138.	Shri Swapan Kr Roy S/O Lt Jogesh Chandra Roy of Jangalia.	No of house gutted-nill. Other household properties.	Rs Rs.	——— 700/-
139.	Shri Narayan Chandra Saha S/O Lal Mohan Saha of Routhkhala.	No. of house qutted-1 (partly) Other househodl properties-	Rs. Rs.	800/- ———
140.	Shri Krishnadahn Debnath S/O Lt. Mahendra Debnath of purba Laxmi bil.	No. of house gutted-1 Other household proporties.	Rs. Rs.	1, 580/- 3, 240/-
141.	Shri Harekrishna Nama S/O Lt Biswambar Nama of Madhya Laxmi bil.	No. of house gutted-nil. Other household properties.	Rs. Rs.	——— 350/-
142.	Shri Sukumar Biswas S/O Lal Mohan Biswas of Sitaltilla.	No. of house gutted/nil. Other household properties.	Rs. Rs.	——— 350/-
143.	Shri Phani Bhusan Das S/O Naidar Basi Das of Madhya Laxmi bil.	No. of house gutted-nil. Other household proderties.	Rs. Rs.	——— 500/-
144.	Shri Bhanu Biswas S/O Rai Haran Biswas of Sital Tilla.	No. on house gutted-nil. Othir household properties.	Rs. Rs.	——— 500/-
145.	Shri Amrit Lal Ghose S/O Lt. Bipin Chandra Ghosh of Bishalgarh.	No of house gutted-nil. Other household propèrties.	Rs. Rs.	——— ———
146.	Shri Nirmal Sen S/O Jatindra Sen of-do-.	No. of house gutted-nil. Other household properties	Rs. Rs.	——— ———
147	Shri Umesh Debnath S/O Upendra Debnath of Uttar Charilam.	No. of house gutted nil. Other household properties.	Rs. Rs.	——— ———

ANNEXURE—"B"

Starred Question No. 254
By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কোন সংগঠন এ রাজ্যে আছে কিনা ;

২। এই সংগঠনের বহিঃরাজ্যের কোন নেতা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইদানীং সফর করেছেন ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা ;

৩। অবগত থাকলে ঐ নেতার নাম এবং সফরের উদ্দেশ্য কি ছিল তার বিবরণ ;

৪। সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের সঙ্গে এই সংগঠনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। হ্যাঁ মহাশয়।

৩। শ্রীরাম সহস্র ভোজনী নামীয ত্রিপুরা আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রচারক ত্রিপুরাতে আসিয়া তৈদুর বনবাসী কল্যাণ আশ্রম পরিদর্শন করেন।

৪। জানা যায শ্রীভোজনী অম্পি থানার খামার বাড়ীতে উগ্রপন্থীর একজন সদস্যের সাথে দেখা করেন এবং তাহাকে ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন।

Admitted Starred Question No. 346
By—Shri Manoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত মে মাসে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য কত টাকার কুপন ছাপা হয়েছে ;

২। তন্মধ্যে কত টাকা এ পর্যন্ত ঐ কুপন মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে ?

৩। এই অর্থ সংগ্রহে সর্বমোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ১১ (এগার) লক্ষ টাকার মূল্যের কুপন ছাপান হয়েছে।

২। কুপন মাধ্যমে এবং তার বাহিরে কত টাকা সংগৃহীত হয়েছে, তার আলাদা হিসাব দেয়া এখনই সম্ভব নয়।

৩। এটা রাজ্য সরকারের স্বাভাবিক কার্য্য ধারার অঙ্গ তাই ঐ সংগৃহীত অর্থের মধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার কোন আলাদা হিসাব রাখা হয়নি।

Starred Question No. 470 (Admitted (No. 354)

By—Shri Monoranjan Majumder

Will the Hon'able Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ২৮-৬-৮১ ইং তারিখে পূর্ব কতোয়ালী থানায় Case No, 51(6) 81 under section 407 I. P. C. তে চাল পরিবহনকারী ট্রাক মালিকদের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ;

২। এই মোকদ্দমায় ট্রাক মালিকদের বিরুদ্ধে কোন চার্জশীট দেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। পূর্ব কতোয়ালী থানায় গত ২৮-৬-৮১ ইং তারিখ এইরূপ কোন কেইস দায়ের করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 490. (Admitted No. 361)

By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর থানায় জনৈক ডিম্পল ভূনার মৃত্যু ঘটেছিল ;

২। সত্য হলে ঐ মৃত্যু সম্পর্কে কোনরূপ তদন্ত হয়েছে কি :

৩। তদন্ত হইলে কি রিপোর্ট পাওয়া গেছে ;

৪। তদন্ত না হলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৮২ সালের অক্টোবরে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ইং আনুমানিক দিবা ১১টা হইতে ১১—১০ মিনিটের মধ্যে জনৈক ডিম্পল ভূনার কৈলাশহর থানা লক আপে ফাঁসি দ্বারা আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছে।

২। হ্যাঁ। সি-আর-পিসির ১৭৬ ধারায় কৈলাশহরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত ঘটনার তদন্ত করেন।

৩। তদন্তে প্রকাশ পায় যে ফাঁসিতে আত্ম হত্যাই মৃত্যুর কারণ।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 493 (Admitted No. 364)

By—Shri Rabinnra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৭ জুন অমরপুর মহকুমার অম্পি থানা অন্তর্গত ধনলেখা গাঁও-সভার বাজুরাই পাড়ায় জনৈক পেনাচান কলই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ;

২। যদি সত্য হয় তাহলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ;

৩। ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১ হইতে ৩নং প্রশ্নের উত্তর

ধনলেখা গাঁওসভার বাজুরাই পাড়ায় শ্রীদয়াল কলই বাড়ীতে যে সমস্ত উগ্রপন্থী আশ্রয় নিয়াছিল, পুলিশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষের সময় পেনাচান কলই নিহত হন। সুতরাং পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 498 (Admitted No. 367)

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিগত ১৯৮২ সনের অক্টোবর মাসে কৈলাশহর থানায় ৪ জন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে ৫৬ ঘন্টা আটক রাখার কারণ কি ?

২। ইহা কি সত্য যে, থানা লক আপে পুলিশ উক্ত ৪ জনের ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ?

উত্তর

১। এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই।

২। না, মহাশয়।

——:——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on 26th July, 1983. Tuesday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 11 Ministers, the Deputy Speaker and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৯২।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯২।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৯২।

প্রশ্ন

১। উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় এখন পর্য্যন্ত কয়টি গ্রোথ সেন্টার হয়েছে এবং চলতি বৎসরে আরো কয়টি গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলা হবে ;

২। গ্রোথ সেন্টারগুলো গড়ে তোলার পেছনে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৮২-৮৩ সালে ১টি গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। নূতন আরও ৩টি গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলা হবে ১৯৮৩-৮৪ সালে।

২। উপজাতি ঘন বসতি এলাকায় গ্রোথ সেন্টার গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য হল উপজাতিদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। প্রধানতঃ আবাসিক বিদ্যালয়, সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র, বাজার, ল্যাম্পস, ডাকঘর, ব্যাংক, চিকিৎসালয়, পশু চিকিৎসালয়, মোরগ ও শূকর পালন কেন্দ্র, মৎস্য চাষের জলাধার, শিল্পকেন্দ্র উপজাতি বিশ্রামাগার, পঞ্চায়েৎ ঘর, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণ ও চাহিদা পূরণ করা।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না মূলতঃ যে সব দুর্গম পাহাড়ী অধ্যুষিত এলাকা আছে সেগুলির উন্নতির জনাই এই গ্রোথ সেন্টারগুলি করা হয়েছে। এই গ্রোথ সেন্টারগুলি গড়ে তোলার জনা যে পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে তার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল কি ? যদি আবেদন করা হয়ে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রাথমিক কাজ করার মত টাকা আমাদের আছে। তবে আরও ডেভেলাপ করার জন্য নিশ্চয়ই টাকার দরকার আছে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :---যে ৩টি গ্রোথ সেন্টার খোলার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন তার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :--বিলনীয়ায়, কৈলাসহরের মানিকপুর এবং অমরপুরের জগবন্ধু পাড়া ইহা tentative।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :---খোয়াই-তেলিয়ামুড়ার ৩১ মাইলে একটি গ্রোথ সেণ্টার খোলার কথা শুনা গিয়েছিল। বর্ত্তমানে তা কোন পর্য্যায়ে আছে মাননীয মন্ত্রী মহোদয় কি তা জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—আপাততঃ এই ধরনের প্রস্তাব নেই।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—বিলনীয়া মহকুমার পশ্চিম পতিছড'য় একটি গ্রোথ সেন্টার খোলা হবে বলে শুনা গিয়েছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে-জানতে চাইছি, সে গ্রোথ সেণ্টার খোলার বিষয়টি কি বাতিল হয়ে গেছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—বাতিল হয় নাই। ৩টা গ্রোথ সেণ্টার করেই আমাদের কাজ বন্ধ থাকবে না। পরবর্ত্তী সময়ে আরো অনেক গ্রোথ সেণ্টার হবে। তখন ঐ এলাকাও স্থান পাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমানিক সরকার ও শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীমানিক সরকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

মিঃ স্পীকার :—এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কত জুমিয়া পরিবার রয়েছেন;

২। এই পরিবার সমুহের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন টাইম-বাউণ্ড পোগ্রাম আছে কি;

৩। যদি থাকে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ ইং সনে অনুষ্ঠিত সার্ভে অনুসারে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১,৬৯১।

২৩৩ নং প্রশ্নের উত্তরে বলছি, জুমিয়া পরিবারদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রতি বছরই জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ জুম বীজ বণ্টন ও জুম চাষে সহায়তা করছেন। আদিম জাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মনু এবং যতনবাড়ীতে দুইটি নূতন ফরেষ্ট ডিভিশান খোলা হয়েছে। রাবার বাগান ও অন্যান্য বাগান সৃষ্টি করে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য ত্রিপুরা রিহেবিলিটেশন

প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন নামে একটি আলাদা কর্পোরেশনও স্থাপন করা হয়েছে। জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিয়ে তাদের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং করছেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিবরণ এখানে দেওয়া হল। তবে, নির্দ্ধারিত ভাবে কোন টাইম-বাউণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—প্রিমিটিভ গ্রুপে রিহেবিলিটেশন স্কীমে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—রিহেবিলিটেশন স্কীম ছাড়াও আমাদের অন্যান্য স্কীমেও পুনর্বাসন হবে। টাইম-বাউণ্ড পোগ্রাম নেই। তবে স্কীমে এমনিতেই জুমিয়া পুনর্বাসন দিচ্ছি। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যে অবস্থা চলছে তাতে, একদিকে কিছু লোক জমি পাচ্ছে অন্য দিকে বড় অংশ জমিহীন হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীজহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি ১১,৬৯৭টি জুমিয়া পরিবার রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এখানে জানাবেন, এই যে পরিবারগুলি আছে তারা কোন সাব ডিভিশনে কত করে আছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—এখনই আমি এখানে সাব-ডিভিশনের সংখ্যা দিতে পারছি না। তবে মূলতঃ যারা পুনর্বাসন পায় নি এই রকম পরিবারের সংখ্যার কথাই এখানে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের জানিয়ে দিতে চাই, ১৫ থেকে ২০ হাজার আছেন বংশানুক্রমিক জুমিয়া এবং আংশিক জুম চাষ করেন এবং অন্য পেশায় নিযুক্ত সংখ্যা হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ হাজার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়ার সংখ্যা কত তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—আলাদা কোয়েশ্চান করলে উত্তর পাওয়া যাবে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, বিগত কংগ্রেস আমলে কতজন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার কতজন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দিয়েছেন ?

শ্রী দশরথ দেব :—পুনর্বাসন বলতে যদি সুষ্ঠ পুনর্বাসন বুঝায়, তাহলে কংগ্রেস আমলে একটিও পুনর্বাসন হয় নি। তবে পুনর্বাসনের নামে অনেক টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—জুমিয়ারা যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন, তারা যাতে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ না হন, সে জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রী দশরথ দেব :—আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য আমার কথাগুলি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। জোর করে কাউকে উচ্ছেদ করা হয় না। আগে যে সব পুনর্বাসন করা হয়েছিল সে সব জায়গা থেকে ওরা নিজেরাই থাকতে না পেরে চলে গিয়েছিল। তার জন্য আমরা রাবার বাগান থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা করার জন্য সুযোগ তৈরী করছি। এ জন্য প্রতি পরিবার পিছু ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :—কোয়েশ্চান নং ১০০ স্যার।

শ্রী দশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১০০ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সরকারের অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা কত,

২। উক্ত মাদ্রাসাগুলিতে অনুদান দিতে সরকারের বৎসরে কত টাকা খরচ হয়,

৩। রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসা বিদ্যালয়গুলির ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের যাতে গোপন ভোটে নির্বাচিত করা হয়, তাহা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

উত্তর

১। এই রাজ্যে অনুদান প্রাপ্ত ৩৪টি মাদ্রাসা আছে।

২। গত ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে মোট ৭৩,৮০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

৩। এই বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

শ্রী ফয়জুর রহমান :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আরও মাদ্রাসাকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা এবং যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে অনুদান দেওয়া হয় সেগুলির অনুদানের হার বৃদ্ধি করা সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, গভর্ণমেণ্টের যে কোন স্কুলই হোক বা মাদ্রাসাই হোক, এগুলিকে সরকারী অনুদান দেবার একটা রুলস আছে। গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড রুল অনুযায়ী অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। তবে পূর্বে মাদ্রাসাগুলিকে যে অনুদান দেওয়া হত, গত বৎসর থেকে আমরা অনুদান বৃদ্ধি করেছি।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে অনুদান দেওয়া হয় সেগুলির বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যে সরকার অনুদান প্রাপ্ত যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলি আছে, সেগুলিতে পাঠক্রম নির্দ্ধারণ করার জন্য কোন অর্গানাইজেশান সরকারের আছে কিনা ? যদি না থাকে তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে এটা করার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, মাদ্রাসাগুলির কোর্স ঠিক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কি ভাবে ফলো করা হয়, তার জন্য দপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে এবং সে রিপোর্ট এসেছে। এখন ওয়াকফ বোর্ডের কাছে বিষয়টি রেফার করা হয়েছে এবং বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী [illegible] সরকার :—ত্রিপুরা রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিকে কোন [illegible] সংস্থা অর্থ দিয়ে থাকে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলি অনুদান পাচ্ছে সেখানে কোন শিক্ষক আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, স্পেসিফিক প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে অনুদান দেওয়া হয়, সেগুলি কোথায় কোথায় আছে তা জানতে চাইলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আলাদা নোটিশ চেয়ে আমরা প্রশ্নটাকে এরিয়ে যেতে চাইছেন।

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার মিনিষ্টার ক্যান ডিমাণ্ড নোটিশ। শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৪০ স্যার।

শ্রী দশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১৪০ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় তপশীলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা কত,

২) ঐ তপশীলি জাতি উপজাতির লোকেরা বর্ত্তমানে সংখ্যানুপাতে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিনা,

৩) না পেলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৮১ ইং সনের জনগণনা অনুসারে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ :-

তপশীলি জাতি— ৩১০,৩৮৪
তপশীলি উপজাতি— ৫,৮৩,৯২০

২ ও ৩) ১৯৮৩-৮৪ বার্ষিক যোজনার পৃথকীকরণ হিসাব অনুযায়ী তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি তুলনামূলকভাবে বেশী অর্থ বরাদ্দ পাচ্ছেন। কারণ, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৮.৪৪ পার্সেন্ট এবং ১৫.১১ পার্সেন্ট হচ্ছে যথাক্রমে তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে তপশীলি উপজাতির জন্য সাব-প্ল্যানে ৩৬.২৬ পার্সেন্ট অর্থ বরাদ্দ আছে। তপশীলি জাতির জন্য স্পেশ্যাল কম্পোনেন্ট প্ল্যান ১৮.৬৮ পার্সেন্ট অর্থ বরাদ্দ আছে। জনসংখ্যার পার্সেন্টেজ অনুসারে তপশীলি উপজাতি একটু হায়ার। উপরোক্ত ২টা খাতে তপশীলি উপজাতিদের জন্য ১৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা এবং তপশীলি জাতিদের জন্য ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রী নকুল দাস:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি ঠিক যে চাকুরী ক্ষেত্রে এখনও সিডুয়েল কাস্টদের [illegible] পার্সেন্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থা যা পূর্বে ছিল. এটাই এখন কার্যকরী হচ্ছে এবং বিভিন্ন [illegible] এখনও [illegible] যে রিজার্ভেশান মেনটেন করা দরকার সেটা করছে [illegible] মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—চাকুরী ক্ষেত্র আগে যে পার্সেন্টেজ ছিল - ২৯ ও ১৭ পার্সেন্ট সেটাই এখন মেনটেন করা হচ্ছে। নূতন পার্সেন্টেজ এখনও অনুসরণ করা হয়নি। অন্যান্য সংস্থাগুলিতে যেখানে সরকার সরাসরি নিযুক্ত করে না, সেখানে এই পার্সেন্টেজ মেনটেন করা হয় কিনা আমাদের জানা নাই। বেসরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিতে নিয়োগের সময় সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবদের পার্সেন্টেজ যাতে মেনটেন করা হয় তার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিটি স্কুলে এডমিশানের ক্ষেত্রে সিডুশেল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবদের কোটা ফুলী মেনটেন করা হয়। যদি কোথাও মেনটেন না হয়ে থাকে, তাহলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করলে সরকার তদন্ত করে দেখবেন। সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইব যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা পান সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যারা সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস নন তারা নানা ভাবে সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস সার্টিফিকেট যোগার করে রিজারভেশান কোটার সুয়োগ নিচ্ছেন। ফলে প্রকৃত পক্ষে যারা সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস তারা তাদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, সার্টিফিকেটের ব্যপারে আমদের কিছু করার নেই। এটা আইনের ব্যাপার। তবে পেসিফিক কোন কেস যদি হয় যে - অমুক ব্যক্তি সিডুয়েল কাষ্ট বা সিডুয়েল ট্রাইব নয়, অথচ জাল সার্টিফিকেট যোগার করে অন্যায় ভাবে সুযোগ সুবিধা গ্রহন করেছেন। তখন কোর্টে গেলে কোর্ট সেটা বিচার করে দেখবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসদের জন্য যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে বলে বললেন, সেই নীতি বামফ্রণ্ট সরকারে আসার আগে কংগ্রেস আমলে অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা এবং এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি তখন সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসরা পেয়েছিল কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, আইনগত ভাবে এটা চালু হয়েছিল ১৯৭৪ ইং সনে। যদিও আগে থেকে এটা বিভিন্ন রাজ্যে চালু ছিল, ত্রিপুরায় রিজারভেশান কোটা চালু হয়েছিল ১৯৭৪ ইং সালে কংগ্রেসী আমলে তবে আমরা হিসাবে যা দেখেছি তখন প্রচুর ব্যাকলগ ছিল এবং পার্সেন্টেজ ঠিক ঠিক ভাবে ফলো করা হত না।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগরতলা পৌর সভা বা এরকম জাতীয় স্বয়ং শাসিত সংগঠন গুলিতে সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাবসদের রিজারভেশান নাই। আগরতলা পৌর সভা বা এরকম জাতীয় স্বয়ং শাসিত সংগঠন গুলিতে রিজারভেশান ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকার প্রয়োজণীয় আইন সংশোধন করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, রিজারভেশানের কতগুলি নিয়ম-কানুন আছে কাজেই সেগুলি দেখে করা হয়।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার সরকারী অফিস টি. আর. টি. সিতে সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সি.ডিউলড্ ট্রাইবসদের শতকরা ৫ ভাগেরও কম নেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে রাজ্য-সরকার অবহিত আছেন কিনা, যদি থাকেন তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

Questions and Answers

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, প্রথম দিকে, অর্থাৎ কংগ্রেস সরকারের আমলে ফলো করা হতো না, এটা এখন থেকে ষ্ট্রিক্‌লি মেইনটেইন করা হচ্ছে। সরকারী কোন সংস্থা বা বে-সরকারী পরিচালিত সংস্থায় এটা এখন মানা হচ্ছে। কিন্তু টেকনিক্যালি পদের ক্ষেত্রে তা সর্বত্র ফলো করা সম্ভব হচ্ছে না। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী পাওয়া যায় না, সে সব ক্ষেত্রে তাও কেবিনেটের অনুমোদনক্রমে কিছু কিছু ব্যাপারে অন্যদের দেওয়া হয়।

মি: স্পীকার=মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস=এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

শ্রীদশরথ দেব=মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা দামছড়া হাইস্কুল-এর পাকা গৃহ নির্মানের জন্য ১৯৮২-৮৩ ইং সনে কত ইট ক্রয় করা হয়েছে ; এবং

২। এবং এই স্কুলের পাকা গৃহ নির্মানের কাজ কত দিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এক লক্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট ক্রয় করা হয়েছিল।

২। এখন বলা সম্ভব নয়। কারন আমরা ১৯৮১ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে এখানে আনুমানিক ৬৯৯১ টাকা ব্যয়ে দামছড়া হাইস্কুলে পাকা গৃহ নির্মানের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। তথাপি অনুমোদন দেবার পরও টাকার অবস্থা দেখে কিছু স্কুলকে প্রায়রিটি লিষ্টে আনা হয়েছে। দামছড়া সেই লিষ্টে ছিল না কাজেই, যখন আর্থিক সঙ্গতি হবে তখনই এই কাজে হাত দেওয়া যাবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস:—সাপ্লীমেন্টারী স্যার, স্কুল ঘরটি নির্মানের সঙ্গে ছাত্রাবাসটিও একই সঙ্গে আরম্ভ হবে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব:- স্যার, সম্ভবতঃ এক সঙ্গে সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা:- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৬।

শ্রীদশরথ দেব:- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৬।

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমায় বর্ত্তমানে কয়টি বিদ্যালয় শিক্ষকের অভাবে বন্ধ আছে;

২। উক্ত মহকুমার তেমুক্তি বিদ্যালয়টি কবে হইতে কি কারণে বন্ধ আছে;

৩। ইহা কি সত্য, বেশ কয়েকজন শিক্ষককে ডেপুটেশনে আসিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে করণীকের কাজ করানো হইতেছে,

৪। এবং সত্য হইলে তাহাদের সংখ্যা কত,

৫। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কবে নাগাদ উক্ত কাজে নিযুক্ত শিক্ষকগণকে বিদ্যালয়গুলিতে ফেরৎ পাঠানো হইবে ?

উত্তর

১। ১১টি

২। ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর হইতে শিক্ষকের অভাবে স্কুলটি বন্ধ আছে।

৩। সবটা ঠিক নয়। তবে সময় সময় জরুরী প্রয়োজনে দুই চারজন শিক্ষককে অফিসে সাহায্যকল্পে ডাকা হয়।

৪। দুই হইতে চারজন।

৫। জরুরী প্রয়োজন শেষ হইলেই পাঠানো হইয়া থাকে।

শ্রীজওহর সাহা:- সাপ্লীমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এই সাব-ডিভিশনে ১১টি স্কুল বর্ত্তমানে বন্ধ আছে শিক্ষকের অভাবে। আমার প্রশ্ন হলো, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই ১১টা স্কুলে কবে নাগাদ আবার সেখানে ক্লাশ শুরু হবে ?

শ্রীদশরথ দেব:- স্যার, শিক্ষকের অভাবে বন্ধ স্কুলগুলির নাম বলে দিচ্ছি :-

১। কুরমা কলোনী নিঃ বুঃ বিদ্যালয়।
২। পদ্ম মোহন তৈমুক্তি ,,
৩ দ্বীপচাঁদ কারবারী ,,
৪। বিশ্ব চন্দ্র ,,
৫। দক্ষিণ সোনাছড়া ,,
৬। সেপটেম লাড়ী ,,
৭। ডকুটর সিং বাড়া ,,
৮। দর্শণ রিয়াং ,,
৯। পশ্চিম পাতাছড়া ,,
১০। শুক্রাংছড়া. ,,
১২। নারকেল কুঞ্জ ,,

কাজেই, এই এলাকাগুলি দুর্গম এবং সেখানে উগ্রপন্থীদের ভয় ভীতি ইত্যাদি কিছু আছে। কাজেই, অবস্থার উন্নতি না হলে শিক্ষক সেখানে পাঠানো যাচ্ছে না। আমরা চেষ্ট করছি যাতে সেখানে সত্বর শিক্ষক পাঠিয়ে স্কুল চালু করা যায়।

শ্রীজওহর সাহা:- সাপ্লীমেণ্টারী স্যার, এখানে আর একটা স্কুলের নাম দেখতে পাচ্ছি না যে এগারটি স্কুলের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন তার মধ্যে। সেটা হলো ভাংপুর নূতন বাড়ী জে. বি. স্কুল ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পর থেকে বন্ধ আছে, সেটা আমি একদিন হাউসে বলেছিলাম আলোচনার মধ্য দিয়ে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব:- স্যার, এটা আমরা খোঁজ করে দেখবো, তবে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছিলেন তাতে এই নূতন স্কুলটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা ? তাতে আমার ধারনা হয়েছিল যে, এই স্কুল নিজেরা করেছেন। এটা সরকারের স্কুল কি না আমরা খোঁজ নিয়ে দেখবো defunct হয়েছে কিনা। সেই ব্যবস্থা করবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা দক্ষিণ চেলাগাং-এ যে স্কুল আছে তার থেকে সোনাছড়া আরও দূরে এবং সেখানে কোন মাষ্টার মশাই ঠিক মতো ক্লাশ করেন না এবং ১৯৮১ সাল থেকে বাকী এই সমস্ত ১১টি স্কুল কেন বন্ধ রাখা হলো এবং এর ফলে সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা কি অবস্থায় আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, অনেক ইনটেরিয়ারে স্কুল চলে, সেটা নির্ভর করে শিক্ষকদের উপর। শিক্ষক যদি এডজাষ্ট করতে পারেন তাহলে স্কুল চলতে পারে আর যেখানে নন্ ট্রাইবেল আছেন এডজাষ্ট করা সম্ভব নয় তাঁরা হয়তো চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন কাজেই এটা নির্ভর করছে সেখানকার অবস্থার উপর। এই এলাকাটা মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া সব জানা আছে এবং তাঁরা একটু সাহায্য করুন যাতে তাদের দলবল গোলমাল না করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর থেকে কোন কোন স্কুলে-এ কতজন শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছেন কিংবা এই রকম কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, আক্রমন না হলেও যখন একজন লোক খুন হয় তখন আর একজন ভয় পেয়ে যেতে চান না। যেমন মানুষ জঙ্গলে যায় কিন্তু কোন জঙ্গলে মধ্যে যদি কেউ বাঘ দেখতে পান তাহলে অন্য কোন মানুষ সেই জঙ্গলে সহজে যেতে চান না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যেমন করবুকে সেখানে অনেক নন্-ট্রাইবেল মাষ্টার মশায় যেতে রাজী হচ্ছেনা। পরে বীরগঞ্জে একজন মাষ্টার মশায়কে যখন পোষ্টিং দেওয়া হলো দেখা গেল তিনি সেখানে রীতিমত ক্লাস করে চলেছেন এবং উনার পূর্বে যে দুজন ট্রাইবেল মাষ্টার মশাই ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে যখন চাপ দেওয়া হলো এবং ডিপার্টমেণ্ট থেকে যখন তাদের বেতন কাটার হুমকি দেওয়া হলো তখন থেকে তাঁরা স্কুলে যেতে শুরু করেছেন। এই রকম অনেক মাষ্টার মশাই আছেন যারা ভয়ে যেতে চান না, বাড়ীতে বসেবেতন পাচ্ছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে ঠিক করবুক স্কুলে যেমন একশ্যান নেওয়া হয়েছিল যদি সে ভাবে নেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় এই গ্রামের স্কুলগুলি চলতে পারে এবং সেখানে শিক্ষার আলো পৌছাতে পারে।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চান বাট সাজেশ্যান।

শ্রীজওহর সাহা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে দুই চারজন শিক্ষককে ডেপুটেশানে অফিসে রাখা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি শক্তি চক্রবর্তী ফিসারীর নারকেল কুঞ্জে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল সেই মাষ্টার মশাই গত কয়েক বছর যাবৎ এই স্কুলে কেরানীর কাজ করছেন এবং আরও কয়েকজন মাষ্টার মশাই এই রকম দেড় দুই বৎসর যাবৎ করনিকের কাজ করছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, এটা খবর নিয়ে দেখা যাবে। এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অমরপুর মহকুমায় রইস্যাবাড়ী এস, বি স্কুল-এ গত ৩ মাস ধরে কোন কক্‌বরক শিক্ষক নাই এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব:—এই খবর আমার কাছে নাই। খবর নিয়ে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-২৩৪।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-২৩৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কক্‌বরক শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বর্তমানে কত ;

২। কক্‌বরক পঠন পাঠনে তত্ত্বাবধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন অফিসার আছে কিনা ;

৩। কক্‌বরক শিক্ষক, শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষনের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উত্তর

১। ৭৯২ জন।

২। এ ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট কোন অফিসার এখনও নিয়োজিত হয় নাই। তবে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শনকালীন এই ব্যাপারেও তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

৩। বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। প্রাথমিকভাবে যাদের কক্‌বরক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল খুব অল্প সময়ের জন্য। কিছু শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। এখন স্কীমের মধ্যে চিন্তা করছি ১মাস স্বল্প মেয়াদী যেটা, সেটাকে ১ বৎসরের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার চেষ্টা চলছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৭৯২ জন শিক্ষক আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এখানে শিক্ষকের সর্টফল কত এবং সর্টফল পূরণ করার জন্য ইমিডিয়েট কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যবস্থা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, সর্টফল আমাদের আছে। একটা হিসাবপত্র আমরা করেছি। এইযে নূতন ২ হাজারের উপর আমাদের শিক্ষক নিতে হবে সব মিলিয়ে প্রায় ২ হাজারের মত, আর্থিক সংকোলান হলে নেওয়া হবে। তার মধ্যে ককবরক টিচারও আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আসামে আমরা দেখেছি বড়ো ভাষা ভাষীর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্কুল আছে এবং স্কুলের আলাদা পরিদর্শক আছে এবং বোর্ড আছে। আমাদের ত্রিপুরাতে এইরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—আপাততঃ নেই।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কক্‌বরক শিক্ষকের জেনারেল ডিগ্রীর প্রয়োজন হয় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব:—প্রাইমারী ষ্টেইজে কোন ডিগ্রীর প্রয়োজন হয় না। তবে স্কুল ফাইন্যাল পাস অথবা ইকুইভেলেণ্ট ক্লাস পাস অথবা পাশ হলে ভাল হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যাদের কক্‌বরক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হল, তারা কোথাও কক্‌বরক পড়ান না এবং সেখানে বই পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্য আছে কিনা।

শ্রীদশরথ দেব :—এইটা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ যেখানে কক্‌বরক চালু করা হয় সেখানে কক্‌বরক বইও দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি মাষ্টার মশাইরা গাফিলতি করে না নেন তবে সেরকম ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সেইটা যদি মাননীয় সদস্য আমাদের নজরে আনেন তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারি যেমন বৈশ্যমনি পাড়া, মন্থনা পাড়া, এমন কয়েকটি স্কুলে কক্‌বরকের শিক্ষক রয়েছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তারা বলেছেন আমরা কোন কক্‌বরকের বই পাইনা কোন ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান পাইনা। হেডমাষ্টার যা বলসেন আমাদের তাই করতে হয়। কাজেই জেনারেল ক্লাসই আমাদের করতে হয়। এমন কি যেখানে একজন কক্‌বরক শিক্ষক দেওয়া হয়েছে সেখানে জেনারেল কোন টিচার না থাকায় উনি কক্‌বরকও পডানই না জেনারেল ক্লাসগুলি করে থাকেন। এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের আছে কিনা?

শ্রী দশরথ দেব :—এই তথ্য আমাদের নেই। এই কক্‌বরক শিক্ষক আমরা নিযুক্ত করি এবং নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বইও পাঠানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি এইরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা খবর নিয়ে দেখব।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এমন তথ্য জানা আছে কি যে কক্‌বরক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন এমন একজন শিক্ষক আছেন যিনি তার নাম স্বাক্ষর করতে পারেন না। বেতন ড্র করতে গিয়ে নাম স্বাক্ষর করতে পারেননি এমন তথ্য জানা আছে কি?

শ্রী দশরথ দেব :—এই রকম কোন তথ্য জানা নেই। কারন আমরা যখন নিযুক্ত করি তখন তার কোয়ালিফিকেশান দেখে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ তাকে ক্লাস টেন বা তার ইকুইভেলেণ্ট ক্লাস পাশ থাকতে হয়। ইনটারভিউর সময় তার মার্কশীট দাখিল করতে হয়। মার্কশীট দাখিল করার পরে তাদের ফাইন্যাল অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখন কোন ক্লাশ পর্যন্ত কক্‌বরক শিক্ষক দেওয়া এবং পরে তা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন।

শ্রী দশরথ দেব :—বর্ত্তমানে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। পড়ে আরও উপরের ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হবে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে কক্‌বরকের শিক্ষার নিয়োগের ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করছি, জেনারেল নলেজের যে ছাত্ররা আছেন, তারা অনেকে কক্‌বরক ভাষা জানেন। তাদেরকে কক্‌বরক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

শ্রী দশরথ দেব :—এই ধরনের কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। ককবরক জানে যারা ককবরক পাবে। কিন্তু ট্রাইবেল ক্যান্ডিডেট যতদিন পর্যন্ত আছে ততদিন পর্যন্ত অন্যের কোন প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরাতে বর্তমানে শুধু মাত্র ১ জন কক্‌বরক টিচারের উপর নির্ভর করে কয়টা স্কুল পরিচালিত হচ্ছে ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এই কোয়েশ্চান থেকে এই প্রশ্ন উঠেনা। মাননীয় সদস্য যদি স্পেশিফিক প্রশ্ন করে থাকেন তাহলে এর জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রী জওহর সাহা :—স্যার, এখানে ত কক্‌বরক শিক্ষকদের সংখ্যা সম্বন্ধে জানানো হয়েছে। এখন সেখানে আমার প্রশ্নটা হল শুধু মাত্র কক্‌বরক ১ জন শিক্ষকের উপর নির্ভর করে আজকে কয়টা স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এইটা আলদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১ জন টিচার দিয়ে কোন প্রাইমারী স্কুল চলছে এই রকম তথ্য আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে এখানে এই প্রশ্ন উঠেনা। আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি স্পেশিফিকেলি জানতে চাই। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। যে একজন টিচার দিয়ে কোন প্রাইমারী স্কুল চলছে কিনা এবং সেখানে দ্বিতীয় কোন জেনারেল টিচার নেই। এই রকম কোন তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা। আমি প্রশ্নটা পড়ে দিচ্ছি :—

১। রাজ্যে কক্‌বরক শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বর্তমানে কত ;

২। কক্‌বরক পঠন পাঠনে তত্বাবধানের জন্য নির্দিষ্ট কোন অফিসার আছে কিনা ;

৩। কক্‌বরক শিক্ষক, শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষনের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

সুতরাং এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন অ্যারাইজই করেনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৫১।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৫১ স্যার।

প্রশ্ন

১। (ক) ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছেন কি ; এবং

(খ) এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। কেন্দ্রিয় সরকার এ বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছেন যার উত্তর রাজ্য সরকার তাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩৬।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। সর্বশেষ কবে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারদের নিকট থেকে জব ফরম সংগ্রহ করা হয়েছিল ;

২। সর্বমোট কতজন বেকার জব ফরম জমা দিয়েছিল ; এবং

৩। সংগৃহীত জব ফরম মোতাবেক এ পর্যান্ত (১৫ই জুন ৮৩) কতজন বেকারের চাকুরী হয়েছে ?

উত্তর

১। আগষ্ট মাস, ১৯৮১ইং।

২। মোট ৩০, ০৯২ জন জব ফরম জমা দিয়েছিল।

৩। উপরোক্ত জব ফরম মোতাবেক এ পর্য্যন্ত (১৫ই জুন, ১৯৮৩ইং) মোট ২, ২৮০ জন চাকুরী পেয়েছেন।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কিছুদিন আগে বলেছেন যে, কিছু মাষ্টার নেওয়া হবে। সেটা কি জব ফরমের ভিত্তিতে নেওয়া হবে না, অ্যামপ্লয়মেণ্ট কার্ডের ভিত্তিতে নেওয়া হবে।

শ্রীদশরথ দেব :—জব ফরম নেওয়া হয়েছিল ১৯৮১ সনে। কাজেই, কি ভিত্তিতে পোষ্ট যখন ক্রিয়েটেড হবে তখনই আমরা ঠিক করব।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জব ফরম যে ফিল-আপ করা হয়েছিল এইটার ভিত্তিতে যে চাকুরীতে নেওযার কথা ছিল, এইটা কি ইন ভেলিড হয়ে গেছে, না কি এখনও আছে।

শ্রী দশরথ দেব —এইটা এখনও বাতিল হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—অ্যাডামিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৫৭।

শ্রী দশরথ দেব :—অ্যাডামিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বরুয়া জাতিরা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ;

২। বিগত ১৯৭৭ সাল হইতে বরুয়া সম্প্রদায়ের এস, টি, সার্টিফিকেট অথবা সিটিজেনশিপ (বাই বার্থ) সার্টিফিকেট রাজ্য সরকার দিয়েছেন কি ?

৩। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কতজনকে দেওয়া হয়েছে,

৪। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১।২।৩।৪। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৭২।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৭২।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৭২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকদের (প্রফেসর) এসিসটেন্ট প্রফেসর, লেকচারার এবং ইনষ্ট্রাকটর ভাতার ব্যাপারে বৈষম্য আছি কি ?

২। থাকিলে, তাহা কেন ?

৩। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের টেকনিক্যাল শিক্ষকদের (প্রফেসর) এসিস্টেন্ট প্রফেসর এবং লেকচারারের কোন পদ খালি আছে কিনা ?

৪। থাকিলে তাহার কারণ কি ?

৫। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নন্-টেকনিক্যাল কোন শিক্ষক কলেজ ছাড়িয়া গিয়াছেন কি ?

৬। গিয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ আছে।

২। ত্রিপুরা সরকারের আদেশানুসারে মূল বেতনক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতার বৈষম্য হইয়া থাকে।

৩। হ্যাঁ, আছে।

৪। খালিপদগুলি পুরন করার জন্য ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগে রিক্যুইজিশান পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের রিক্যুইজিশান অনুপাতে সবগুলি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীর নাম লোকসেবা আয়োগ কেন্দ্র কর্তৃক সুপারিশ করিতে না পারায় খালি পদগুলি পূরন করা সম্ভব হয় নাই।

৫। না।

৬। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীসুধীর মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এইযে টেকনিকেল ও নন-টেকনিকেল -এর মধ্যে বৈষম্য সেটা আগে ছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সব সময়েই থাকবে তবে স্প্যাশাল ভাতা যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আগে ছিল না। বাহিরের প্রার্থীদের এট্রাক্ট করার জন্য এটা করা হয়েছে। অধ্যক্ষ ৩৭৫ টাকা, ৩০০ টাকা, সহ-কারী অধ্যপক- ২৫০ টাকা, ওয়ার্কশপ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ২০০ টাকা, ফোরম্যান- ২০০ টাকা। উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়া যাওয়াতে এটা চালু করা হয়েছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বেতন অনুযায়ী অর্থাৎ স্কেল অনুযায়ী বৈষম্য থাকিবে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইযে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রফেসর, লেকচারার যারা আছেন তাদের কে নন-টিউশান এলাউন্স দেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখনও অন্ধকারে আছেন। শিক্ষকদের ব্যাপারে টিউশন বা নন-টিউশন এলাউন্স বলে কিছু নাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এইযে এলাউন্স দেওয়া হয়েছে তাতে কেউ বাদ পড়েছনে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নামগুলি আমি আগেই বলেছি যে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, ওয়ার্কশপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ফোরম্যান, ইনষ্ট্রাকটর প্রভৃতির মধ্যে যদি কেউ বাদ পড়ে থাকেন তাহলে পরে সেটা দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার ।

শ্রীমাণিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২০১।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যাব, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০১।

প্রশ্ন

১। আই. সি. ডি. এস-এর কয়টি প্রজেক্ট ত্রিপুরায় চালু আছে এবং সেগুলি কোন কোন ব্লকে

২। কোন প্রজেক্টে কয়টি সেণ্টার (শুধু সংখ্যা) রয়েছে,

৩। এরমধ্যে কয়টি সক্রিয়,

৪। এই প্রকল্পের আওতায় কত শিশুকে আনা হয়েছে ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত ৭টি আই সি. ডি. এস প্রজেক্ট চালু আছে। ব্লকের নাম নিম্ন দেওয়া হল
১। ছামনু, ২। ডম্বুরনগর, ৩। পানিসাগর, ৪। তেলিয়ামুড়া, ৫। কাঞ্চনপুর, ৬। রাজনগর ও ৭। সাতচাঁদ ।

২। প্রজেক্ট ভিত্তিক সেণ্টারের সংখ্যা নিম্ন দেওয়া হল :—

১। ছামনু আই. সি, ডি, এস প্রজেক্ট			১০৫
২। ডম্বুরনগর আই. সি. ডি. এস প্রজেক্ট			৫০
৩। পানিসাগর	,	,	১০০
৪। তেলিয়ামুড়া	,,	,	১২১
৫। কাঞ্চনপুর	,	,	৫০
৬। রাজনগর	,	,	৯২
৭। সাদচাঁদ	,	,	১১৫
			৬৩৩

৩। এরমধ্যে ৪১৩টি সক্রিয়।

৪। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্য্যন্ত ২৮,০৮৭ জন শিশুকে আনা হয়েছে।

শ্রীনকুল দাসঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইযে আই. সি. ডি. এস গুলিতে শিক্ষক নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষকরে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাশ ট্রাইবেল মেয়ে পাওয়া যাচ্ছেনা, সেখানে কোয়ালিফিকেশান কিছুটা রিলেকজেশান করা বা ছেলেদেরকে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আই. সি. ডি. এস-এ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আগে কোয়ালিফিকেশান নির্ধারিত ছিল মেট্রিক পাশ বা হাইয়ার সেকেণ্ডারি। এগুলিতে বেতন খুব অল্প। সেণ্ট্রালের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হল যে এস. টি. এস. সি.র বেলায় ক্লাস এইট হলেই চলবে। তবে জেনারেলের বেলায় সেটা প্রয়োজ্য নয়। কিন্তু পরবর্তী স্তরে আবার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবের বেলায় সপ্তম শ্রেণী হলেও চলবে। তবে এখানে পাশ করার জন্য এক স্কেইল এবং ফেইল করার জন্য আরেক স্কেইল। তবে এস.সি., এস.টির বেলায় সেটা ক্লাস সেভেনের নীচে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীঃ—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এইযে আই.সি.ডি.এস সেণ্টারগুলি খোলা হয়েছে সেগুলি খোলার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটা কি ? জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সাধারনতঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তবে ব্লক ভিত্তিক আমাদের একটা কমিটী থাকে। এই কমিটিই সাধারনতঃ সিদ্ধান্ত নেন। তবে যেখানে জনসংখ্যা এক হাজার সেখানে একটা কেন্দ্র খোলা হয় আবার ট্রাইবেল এলাকায় সাত শত হলেই একটি কেন্দ্র খোলা হয়।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্যঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, যারা পাশ করা তারা একরকম স্কেল পায় এবং যারা পাশ নয় তারা আরেক রকম স্কেল পায়।এর কারণ কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কেন্দ্রীয় সরকারই ঠিক করে দিয়েছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, চলতি আর্থিক বছরে এই ধরনের কতটি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ=মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৩-৮৪ সালে ৪টি স্থানে আই,সি,ডি,এস, প্রজেক্ট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে—সেগুলি হলো-

কমলপুর সালেমা ব্লকে	১২০টি কেন্দ্র,
খোয়াই ব্লকে	৮৫টি কেন্দ্র,
কুমারঘাট ব্লকে	১১৪টি কেন্দ্র,
টাকারজলা	১৬৩টি কেন্দ্র,
মোট	৪৮২টি কেন্দ্র।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরীঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তেলিয়ামুড়া জনকল্যাণ মহিলা সমিতির পরিচালনাধীনে যে পাঁচটি কেন্দ্র রয়েছে সেগুলি আই,সি,ডি,এস-এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, নীতিগতভাবে আমরা এটা নিতে পারি না। কারণ যেখানে একটা বালোয়াড়ী স্কুল রয়েছে সেখানে আরেকটা আমরা খুলতে পারি না।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাসঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আই,সি,ডি, এস, সেণ্টারে যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের অনেকেই চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন, এর কারণ কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, যারা চাকুরী ছেড়ে দেন সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরাঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই আই,সি,ডি,এস, সেণ্টারগুলিতে মহিলা কর্মী ছাড়া কোন পুরুষ আছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—স্যার, অঙ্গনাদিতে নেই তবে আই,সি,ডি,সি তে আছে। কারণ কতগুলি জায়গা আছে যেখানে মহিলাদের পাঠানো যায় না। সেখানে পুরুষ শিক্ষকই পাঠাতে হয়।

শ্রীমতি গীতা চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তেলিয়ামুড়া মহিলা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত যে পাঁচটি কেন্দ্র রয়েছে সেগুলিকে সরকার থেকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট থেকে টাকা পাচ্ছে। সুতরাং সেখানে রাজ্য সরকার থেকে অন্য কোন সুযোগ সুবিধা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস :

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জুমিয়াদের মধ্যে জুমবীজ বণ্টনের জন্য সরকার উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৩ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কত টাকা দিয়েছেন তার হিসাব,

২। ঐ টাকায় তারা কোন্ কোন্ ব্লকে কতজনকে জুমবীজ বিলি করেছেন।

৩। ঐ জুমবীজ কোন সময় জুমিয়াদের হাতে পৌছেছে ?

উত্তর

১। ১৩.৫০ লক্ষ টাকা।

২।	কাঞ্চনপুর	৩,২১৬ টি পরিবার,
	পানিসাগর	২২৪ টি পরিবার,
	কুমারঘাট	৪০০ ,,
	ছাঁমনু	৩,০৯০ ,,
	সালেমা	১,৭৫৭ ,,
	তেলিয়ামুড়া	১,২০৭ ,,
	খোয়াই	৭৫০ ,,
	জিরানীয়া	১,০৬৫ ,
	মোহনপুর	৬৬৮ ,,

বিশালগড়	৬০৩ টি পরিবার
মেলাঘর	২২৫ ,,
জুম্বুরনগর	১,৫৩৮ ,,
অমরপুর	২,২১৩ ,,
সাতচাঁদ	১,৭৩৬ ,,
বগাফা	৮৩৩ ,,
উদয়পুর	১,০০০ ,,
রাজনগর	১৪৬ ,,
মোট	২০,৬৬৯ টি পরিবার।

৩। মার্চ ১৯৮৩ থেকে জুমবীজ বিলি করা সুরু হয়েছিল এবং বেশীরভাগ বিলি করা হয়েছিল এপ্রিল ৮৩ এর মধ্যে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মে, ৮৩ তে বিলি করা হয়েছে।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মে মাসে বীজ জুমিয়াদের হাতে পৌছেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঠিক সময়ে বীজ জুমিয়াদের হাতে পৌছায়নি। এখন থেকে বীজ ঠিক সময়ে জুমিয়াদের হাতে যাতে পৌছায় তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, আর যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে এবং ঠিক সময়ে যাতে বীজ জুমিয়াদের হাতে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য সরকার এ, ডি, সি,র হাতে টাকা দিয়েছেন। এ, ডি, সি, ভাদ্র মাসে ধান উঠার পর সে বীজ সংগ্রহ করে রাখবেন এবং সঠিক সময়ে তা জুমিয়াদের হাতে সরবরাহ করবেন। এই ক্ষেত্রে এ, ডি, সি, একটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যে তাদের হাতে ধান বীজ সংরক্ষন করে রাখার জন্য কোন গোদাম নেই। তবে এই ধরণের সমস্যার যাতে সমাধান করা যায় তারজন্য আমরা চিন্তা করছি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ধান বীজ সংরক্ষন করে রাখার জন্য পঞ্চায়েতকে কিছু কিছু এলোমিনিয়াম পাত্র দেওয়া হয়েছিল। এই পাত্রগুলি এখন কোথায় আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা পঞ্চায়েত দপ্তর জানেন।

মিঃ স্পীকার :—এখন কোশ্চান আওয়ার শেষ।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।
(ANNEXURE—"A")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ দুইটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার ও সৈয়দ বসিত আলীর নিকট হইতে পাইয়াছি। যেহেতু উভয় নোটিশের বিষয়বস্তু এক, সুতরাং নোটিশ দুইটি ব্রেকেট করা হইয়াছে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর

গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৩শে জুলাই ১৯৮৩ ইং ১৪০ জন অনুগামী সহ বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পন সম্পর্কে"।

এখন আমি মানিক সরকার মহোদয়কে তাঁহার বিষটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমানিক সরকার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বিষয়টি হলো—"গত ২৩শে জুলাই ১৯৮৩ ইং ১৪০ জন অনুগামী সহ বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পণ সম্পর্কে"। আমি এই বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে একটি বিবৃতি আশা করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে তথা কথিত "এ, টি, এন, ও, এবং এ, টি, পি, এল, এ," প্রধান শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া তাহার ১৪০ জন উগ্রপন্থী অনুগামী নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ গত ২৩শে জুলাই বেলা ১১-৪৫ মিঃ সময় কিল্লা থানার অন্তর্গত রাইয়া বাড়ীতে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আত্ম সমর্পণ অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার, বিধায়ক শ্রীকেশব মজুমদার সমেত কয়েক হাজার জাতি উপজাতির নরনারী উপস্থিত ছিলেন। অন্য যারা আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের একটি তালিকা আমি হাউসে 'লে' করছি (ANNEXURE –B)

আত্ম সমর্পণের সময় উগ্রপন্থী নেতারা নিম্নলিখিত অস্ত্র শস্ত্র প্রত্যার্পণ করেন :--

১। ৩টি ৩০৩ রাইফেল।
২। ৩টি ষ্টেনগান।
৩। ২টি দেশী রিভলবার।
৪। তিনটি দোনলা বন্দুক এবং
৫। ৬২টি গোলা বারুদ।

ষ্টেনগান তিনটির মধ্যে দুইটি দেশী এবং তিনটি দোনলা বন্দুকের মধ্যে একটি দেশী। যেসব সর্তে শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া ও তার সহকর্মীরা আত্ম সমর্পন করেন সেসব সর্ত্তাবলী আমি এখানে 'লে' করছি ANNEXURE—C'। আত্মসমর্পনের সর্তাবলী যথাযথ পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখার জন্য আট সদস্য একটি কমিটি গঠন করা হইবে। এদের মধ্যে সাতজনকে শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া তাহার দলের সদস্যদের হইতে মনোনীত করিবেন এবং বাকী একজন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে আত্মসমর্পণ, এটা বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে রাজ্য সরকার মনে করছেন। এটা নিছক কিছু আত্মসমর্পণের ব্যাপার নয়। যে সমস্ত সর্তাবলী এখানে রয়েছে সেগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার একটা অংশ হচ্ছে রাজনৈতিক দাবী যার প্রধান হচ্ছে ৬ষ্ঠ তপশিল।

অবাস্তিরা এবং তাঁর অনুগামীরা এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন যে বামফ্রন্ট সরকার ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আন্তরিকভাবে এবং সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করে যাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু এটা দেবার মালিক কাজেই এই দাবীর পেছনে তাঁরা জনমত সংগঠন করছেন। কিছুদিন আগে যে উপজাতি সম্মেলন হয়ে গেল তার মধ্য দিয়ে তাদের এই কথা দৃঢ়ভাবে ধারনা হয়েছে যে এই ৬ষ্ঠ তপশীল দাবীর জন্য জাতি উপজাতি সব অংশের মানুষেই ঐক্যবদ্ধ এবং এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। তারা এই আন্দোলনের শরীক হচ্ছেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে, জমি হস্তান্তরের ব্যাপারটা। বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে সজাগ আছেন যদিও ১৯৬০ সাল থেকে হস্তান্তরের দাবী তাঁরা তুলেছিলেন, পরে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, আজকে এই পরিস্থিতিতে এটা খুবই অসুবিধা জনক।

আমরা বামফ্রন্ট থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে এখানে ভূমিসংস্কার আইন যেটা প্রচলিত আছে, সেটা যাতে পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার প্রযোজনীয ব্যবস্থা আমরা করব। তৃতীয়ত হচ্ছে, যারা বিদেশী অর্থাত অন্য দেশ থেকে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেছেন বা করবেন তাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যে চুক্তি যেটা নাকি শ্রীমতি গান্ধীর সংগে তৎকালীন বাংলাদেশের সরকারের সংগে হয়েছিল, সেই অনুযায়ী যারা নাকি বিদেশী বলে চিহ্নিত হবেন অর্থাত যারা ১৯৭১ সালের পর ত্রিপুরাতে এসেছেন, তাদের কাউকে ত্রিপুরাতে স্থান দেওয়া হবে না এবং নতুন করে আরও যারা আসবেন, তাদের কাউকে ত্রিপুরাতে স্থান দেওয়া হবেনা এবং এসব বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এসব রাজনৈতিক দাবী তারা যেটা করেছেন, সেটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট আন্তরিকতার সংগে কার্য্যকরী করবেন। এর মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে যে সব উপজাতি ইতিমধ্যে পুনর্বাসন পেয়েছেন এবং এখনও যারা পুনর্বাসন পান নাই তাদের সবাইকে বামফ্রন্ট সরকার পুনর্বাসন দেবেন, বিশেষ করে স্ব-শাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ যেটা গঠিত হয়েছে, তাতে অংশ গ্রহণ করেও অনেকে পুনর্বাসন পেতে পাবেন, শুধু জমিতে বা কৃষিতেই নয়, ছোট-খাটো যে শিল্প আছে, সেগুলিতে তারা যাতে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন অন্যদের সাথে, সেই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথাও প্রতিশ্রুতিতে রয়েছে। চতুর্থতঃ তাদের উপর থেকে মামলা ইত্যাদি প্রত্যাহার করা। এটা নতুন কিছু নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের যেখানে ঘটেছে, তাদের কেউ যদি মূল জনগণের সংগে মিশে শান্তিপূর্ণ জীবন জাপন করতে চান, তাহলে তাদের উপর থেকে যে কোন মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারের রয়েছে এবং আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদের উপর থেকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মামলা প্রত্যাহার করব, আর যারা এইসব কারণে এখনও জেলে আছেন তারা যাতে মুক্তি পেতে পারেন তার ব্যবস্থা আমরা করব। আর যারা এখনও আত্ম সমর্পণ করেন নাই, তাদের কাছেও আমরা আহ্বান জানিয়েছি যে, তারা আত্মসমর্পণ করলে তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই যে একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, তা দেখে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ খুসী। তবে একটা ক্ষুদ্র অংশ যারা নাকি আমেরিকাণ গোয়েন্দার অনুচর হিসাবে কাজ করেছেন, তারা অবশ্য এতে অসন্তুষ্ট। তবে তারা যদি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে

আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা যে কাজটা করেছি, সেটা নির্ভুল, আর সেজন্যই তাদের অসন্তোষ্টির কারণ। কারণ, তারা এটা সব সময়ে চাইছেন যে, দেশের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ সব সময়ে লেগে থাকুক, দেশের মধ্যে যদি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় থাকে, তাহলে তাদের পক্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ কর্ম করা দুসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মধ্যে যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে, সেটা যাতে কার্যকরী না হতে পারে, সেজন্য তারা সব সময়ে সচেষ্ট। কাজেই আমাদের সরকার এই যে শান্তির সংগ্রাম শুরু করেছেন, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আত্ম সন্তোষ্ট থাকব। আমাদের আত্মা সন্তোষ্টির কোন কারণ নাই, কারণ এখন বিভিন্ন ধরনের যার, যন্ত্র চলছে, বাংলাদেশের মধ্যে থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের বিরোদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, যার সম্পর্কে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে সতর্ক করে দিতে চাই। রাজ্য সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করবেন। কাজেই যারা এখনও উগ্রপন্থী কাজ কর্মে লিপ্ত রয়েছেন, বা এখনও আত্ম সমর্পণ করেন নাই, তাদের কাছে আমাদের আহ্বান রইল যে, তারা যদি ঐ সব কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে আসতে চান, তাহলে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তাদের জন্যও ঐ একই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপর ৬ষ্ঠ তপশীল সম্পর্কে যে কথা, সেটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এবং পরে ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হতে পারে, তার জন্য অনেক দাবী অনেক আন্দোলন করে আসছেন এবং এই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যাতে ব্যপক কার্যসূচী গ্রহন কয়া যায় তার জন্য আমরা আশা করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষ সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করবেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলীঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা আপনার জানা আছে কি যে বিনন্দ জমাতিয়ার আত্ম সমর্পনের জন্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি যে আত্মসমর্পণ করলেন তা সম্পূর্ণভাবে একটা রহস্যময় ব্যাপার।

শ্রীনৃপন চক্রবর্তীঃ- এটা স্যার, মাননীয় সদস্যের মন্তব্য, কাজেই এর কোন জবাব হতে পারে না।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরাঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১৪১জন আত্ম সমর্পন করলেন তাদের সবাই উগ্রপন্থী কিনা ?

শ্রীনৃপন চক্রবর্তীঃ- স্যার, বিনন্দ জমাতিয়া, তাঁর দলের লোক বলে যাদের চিহ্নিত করেছেন, তারাই আত্ম সমর্পন করেছেন। তিনিই এতদিন এ, টি, পি, এল, ও এবং টি, পি, এস, এ, এই দুইটির সংস্থার প্রধানরূপে কাজ কর্ম চালিয়েছিলেন।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরাঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকারের কাছে এমন কোন তথ্য আছে কি যে যারা সারেণ্ডার করেছেন, তারা তাদের সম্পূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্র সরকারের কাছে জমা দেন নাই ?

শ্রীনৃপন চক্রবর্তীঃ—স্যার, তাদের কাছে যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তার সবটাই জমা দিয়েছেন বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন।

শ্রীসৈয়দ বসিত আলীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, গত ৫ই জুন তারিখে যে সমস্ত উগ্রপন্থীকে জেলে রাখা হয়েছে, তাদের প্রথম শ্রেণীর বন্দি হিসাবে ট্রিট করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই চিঠিটা আমার হাতে আসার আগেই, তারা তাদের বাছা বাছা পত্রিকাগুলিতে এই চিঠিট পাঠিয়েছেন এবং তারা তাদের সেই চিঠিতে বলেছেন যে তাদের যদি প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে ট্রিট করা না হয়, তাহলে এ সব পত্রিকা-ওয়ালাদের এবং মুখ্যমন্ত্রীকে, সবাইকে দেখে নেওয়া হবে।

আমি সমস্ত মনাননীয় সদস্য বিশেষ করে যারা কংগ্রেস (ই) র, বিরোধী দলে রয়েছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি অসুস্থ ছিলাম আমি জানি না উরা কেউ এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য রেখেছিলেন কি না। এটা আশ্চর্য্যের কথা স্যার, এত বড একটা ঘটনা যা সারা ত্রিপুরার নয় সারা ভারতবর্ষের পত্র পত্রিকাগুলিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। আর এখানকার সবচেয়ে দায়িত্ব পূর্ণ বিরোধী দলের মধ্যে রয়েছে সেই ইন্দিরা কংগ্রেস —আমি বুঝতে পারলাম না, তারা কি খুশী হয়েছে, না অখুশী হয়েছেন। তাদের তো অখুশী হওয়ার কথা নয়। এরা খুন করেছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, তারা বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং নিচ্ছে—তাদের তো এই ব্যপারে অভিনন্দন জানানো উচিত। কোথায়, আমিতে সেরকম কিছু দেখলামনা। এই রকম একটা ঘটনা ঘটল তারাতো একটা অভিনন্দন দেখলাম না। এই রকম একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলছে ত্রিপুরাতে একটা শান্তির পরিবেশ ফিরে আসছে এটাকে তাদের অভিনন্দন জানান উচিত ছিল। সেই রকম কিছু আমি দেখলাম না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তারা আত্মসমর্পন করেছে তার যে সব বন্দুক জমা দিয়েছে সেগুলি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে যে সব বন্দুকের লাইসেন্স দিয়ে ছিলেন সেগুলি এবং যে সব রাইফেল জমা দিয়েছিল সেই রাইফেল-গুলি ত্রিপুরার বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া রাইফেল ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব প্রশ্নের জবাব পুলিশের কাছে রয়েছে উনি যে সব ইতিহাস জানতে চাইছেন সেগুলি মাননীয় সদস্য যদি পরবর্তী সময়ে জানতে চান তাহলে আমি জানাতে পারব।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা অভিনন্দন যোগ্য কারন শ্রী বিনন্দ জমাতিয়া এক বিরাট সংখ্যক অনুগামী নিয়ে আত্মসমর্পন করে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ সেজন্য তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। শ্রী বিনন্দ জমাতিয়া (ইন্টারাপশান) প্রশ্ন হল উগ্রপন্থী নেতা শ্রী বিজয় রাংখল গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা জানিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, প্রশাসনের শৈথিল্যে শ্রী রাংখল আবার আত্মগোপন করেছে, এটা আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। এক্ষেত্রেও শ্রী বিনন্দ জমাতিয়া যে এই ভাবে আবার আত্মগোপন করবেনা, এটা কি আমরা আশা করতে পারি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন রাজনৈতিক নেতা ভবিষ্যতে কি করবেন, না করবেন এট বলা কঠিন। মাননীয় সদস্য শ্রী সাহাও এক সময় সি. পি. আই.

করতেন তারপর "আমরা বাঙ্গালী" করছেন তারপর আবার কংগ্রেস (ই) করেছেন, এখন আবার টি ইউ. জে. এস. করছেন আবার ভবিষ্যতে যে সি. পি. আই. (এম. এল.) করবেন না এই কথা কে বলবে বা করলে কিছুই বলার নাই। কোথায় তিনি সুরু করেছিলেন আর কোথায় তিনি শেষ করবেন, এই কথা কেউ বলতে পারবেন না এবং এই হাউসও বলতে পারবেন না এবং বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও বলা সমম্ভব নয়।

শ্রী জওহর সাহা :—স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই যে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইছে, আত্মপ্রকাশ করেছে এবং প্রশাসনের শৈথিল্যে ভবিষ্যতে আবার আত্ম-গোপন না করে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এই যে এরা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের উপর যাতে কোন রকম আক্রমন না হয় সেটা লক্ষ্য রাখা। এবং আমি মাননীয় সদস্যদেরও অনুরোধ জানাই যে, তাঁরা দেখবেন যেন তাদের উপর কোন রকম আক্রমন না হয়। উদের রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে এখন আমাদের।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি শ্রী বিজয় রাংখল-এর আবার আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা আছে কি না এবং থাকলে কখন করবেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিজয় রাংখল সম্পর্কে শ্রী মতি গান্ধী আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে (ভয়েস হাউসে লে করুন) হাঁ মাননীয় স্পীকার চাইলে আমি হাউসে লে করতে পারি। এবং এই ভাবে শ্রী মতি গান্ধীর হৃদয় জয় করার জন্য এই সব করছেন। আমি জানি না এই ভাবে শ্রী মতি গান্ধীর হৃদয় জয় করতে পারবেন কি না। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়ে আমাকে জানিয়েছে যে, শ্রী বিজয় রাংখল সম্পর্কে সাবধান থাকার জন্য।

শ্রীরসিকলাল রায় :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে, বিনন্দ জমাতিয়া ও এই বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শান্তিপূর্ণ চালু করার জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং এই বিনন্দ জমাতিয়ারা যে ত্রিপুরার হাজা হাজার মানুষকে খুন করেছে এবং তাদের সাথে সরকারের এই যে আত্মসমর্পণের কথা এবং বামফ্রন্ট যেটা আহ্বান করেছিলেন ত্রিপুরায় শান্তি স্থাপন করার জন্য, সেটা কি কেন্দ্রীয় সরকারের উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা করার আগে না পরে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটাতো আসছে না ক্লেরিফিকেশনে।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ২৩.শ জুলাই সদরের জিরাণীয়া থানার অন্তর্গত বিশ্রাম বাড়ী এলাকায় মার্কসবাদী কমিউনিসট পার্টির সদস্য বিজয় দেববর্মাকে হত্যার উদ্দেশ্যে উপজাতি যুব সমিতির দুবৃত্তদের আক্রমণ সম্পর্কে।" আমি এতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা তো আজকে দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—যেহেতু আজকে সময় কম, সেই জন্য আজকে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—আরেকটা নোটিশ আমি পেয়েছি। সেটা উৎস্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হল :—"গত ২৪।৭।৮৩ ইং যোগেন্দ্র নগরে দীপংকর চক্রবর্ত্তী ও তাহার মাকে নির্মমভাবে হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াংকে অনুরোধ করছি এটা উৎস্থাপন করার জন্য। মাননীয় সদস্য দেখছি অনুপস্থিত। ফলস্ থ্রো। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি দিয়েছেন রতিমোহন জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—গত ১৮ই জুলাই ১৯৮৩ ইং পশ্চিম নোয়াবাদীতে (সদর) সংঘটিত হাঙ্গামায় ৪(চার) ব্যক্তি আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৮ই জুলাই ১৯৮৩ ইং তারিখ পূর্বে আগরতলা থানাধীন পশ্চিম নোয়াবাদী ও নয়ানিমুড়া গ্রামের দুই দল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মৌলভির এক দম্পতির বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুতা বশতঃ হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া পুলিশী সূত্রে প্রকাশ। এই ব্যাপারে পূর্ব আগরতলা থানায় দুটি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। প্রথমটি নায়নিমুড়া নিবাসী শ্রীনরুল ইসলামের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৫(৭)৮৩ এবং অপরটি নোয়াবাদী গ্রামের শ্রী আব্দুল আজিজের পালটা অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৬(৭)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়। প্রথম অভিযোগকারী শ্রী নরুল ইসলাম এই মর্মে থানায় অভিযোগ করেন যে গত ১৮-৭-৮৩ ইং তারিখ সকাল ৮ ঘটিকার সময় সে যখন পশ্চিম নোয়াবাদী হইয়া তাহার বাড়ীতে ফিরিতেছিল তখন হঠাৎ শ্রী আবদুল মোতালেব, শ্রীআবদুল কাবিম খান ও শ্রীটুনু মিঞা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া তাহাকে আক্রমন করিয়া আহত করে এবং অপর এক ব্যক্তি শ্রী আবদুর রহমানকেও আহত করে। অভিযোগকারী থানাতে তাহার আহত স্থানটি প্রত্যক্ষ করান। আহত ব্যক্তিদ্বয়কে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং তদন্তকারী অফিসার এই ঘটনায় পশ্চিম নোবাবদী গ্রামের শ্রী আবদুল হক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেন। সে বর্তমানে জেল হাজাতে আছে। দ্বিতীয় অভিযোগে প্রকাশ পশ্চিম নোয়াবাদী গ্রামের শ্রী আবদুল আজিজ খানের নিকট গত ১৮/৭/৮৩ ইং তারিখ আবদুল হক নামে এক ব্যক্তি জানায় যে, সে যখন লাড্ডু চৌমোহনীতে চুল ছাটিতে গিয়াছিল তখন সেখানে শ্রী সহীদ খান তাহাকে পূর্বশত্রুতাবশতঃ মারধর করে। এই ঘটনা শুনার পর শ্রীআবদুল আজিজ খান শ্রী আবদুল হককে থানায় অভিযোগ দায়ের কারর জন্য উপদেশ দেন। শ্রী আবদুল হক তখন শ্রী আবদুল মোতালেব খান, শ্রী আবদুল করিম খান, শ্রী আবদুল হাকিম, শ্রী আবদুল হক ও শ্রী টুনু মিঞাকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিম নোয়াবাদীর পাশের রাস্তা বরাবর থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলে পথে শ্রী নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য ৯(নয়) ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র নিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে তাহারা মাথায় ও শরীরের অন্যান্য অংশে আঘাত পান। তদন্তকারী অফিসার তাহাদিগকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য পরীক্ষা করিয়া নায়ানিমুড়া নিবাসী শ্রী নরুল ইসলাম, শ্রীআবদুল

রহমান ও শ্রী টুনু মিঞা নামে তিন অভিযুক্তকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্ট চালান দেন। তাহারা সকলেই বর্তমানে জেল হাজতে আছে ঘটনাগুলি তদন্তধীন আছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কিছুদিন আগে দ্বিতীয় অভিযোগকারী একটা চিঠি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিল এবং এই কথা জেনে ওখানকার কিছু সংখ্যক মুসলিম এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠিটা সেখানকার যিনি গ'াও প্রধান তিনি সেই চিঠিটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেন নি। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—আমার কাছে উভয় পক্ষই এসেছিল। সেখানে সি. পি. আই. (এম) বা কংগ্রেস (ই) কোন পার্টি'র ব্যাপার নয় পুলিসকে নজর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যাতে এই ঘটনা কোন রকমভাবে সাম্প্রদায়িকতার দিকে না যায়। পুলিশ সে ব্যাপারে নজর রেখেছেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, আমার বক্তব্য ছিল যে একখানা চিঠি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা হয়েছিল কিন্তু সেই চিঠিটা সেখানকার প্রধান সাসপ্রেস করেছেন, এই ঘটনাটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জনা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার তো এটা জানার কথা নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এটাতো সামাজিক ব্যাপার, এই সামাজিক ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে ঘটনা ঘটেছে, নয়ানিমুড়ার যে সমস্ত লোকদের উপর যারা আক্রমন করেছে তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। কারন ওরা সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক এবং যার ফলে ওখানে একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য মনে হয় আমার বিবৃতিটি মনোযোগ দিয়ে শুনেন নি। আমি সি, পি, আই (এম) বা কোন দলের উল্লেখ করিনি। সেখানে উভয় পক্ষ থেকেই এরেষ্ট হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এখানে পশ্চিম নোয়াবাড়ীতে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিন্তু শহীদ মিঞা ও মনু মিঞা যারা আক্রমন করেছিল তাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এই লোকগুলি সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং তারা সি, পি, আই (এম) সমর্থক বলেই গ্রেপ্তার করা হয় নাই এই সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—আমি আগেই বলেছি, ২টি মামলা করা হয়েছে। একটি মামলায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপর মামলায় ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তারা জেল হাজতে আছে। কাজেই এই সব কথা মাননীয় সদস্য কোথায় পাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—আজ অপর আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা ও মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো "উচ্চ শিক্ষায় (কলেজ স্তরে) ছাত্র ভর্ত্তির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ হাত থেকে ক্ষমতা প্রত্যাহার করে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের উপর দায়িত্ব অর্পণ করার সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় ডিগ্রী কলেজর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বানিজ্য শাখায় ডিগ্রী কোর্সে পড়ার সুযোগ আরও সীমিত। অন্যান্য বছর বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন কলেজ তাঁদের সীমিত আসনে ছাত্র ভর্ত্তি করতেন। ফলে কোন কোন ছাত্র একাধিক কলেজে একাধিক কোর্সে ভর্ত্তি হওয়ার আবেদন করতো। কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিবে বা কোন কলেজেই ভর্ত্তি হইতে পারিবে কিনা তাহার কোন স্থিরতা ছিল না, বিশেষ করিয়া যাহারা অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পাইযাছে তাদের পক্ষে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক্ষেত্র বিশেষ কোন কোন ছাত্র ছাত্রী একাধিক কলেজে ভর্ত্তির চান্স পেতে আবার কোন কোন ছাত্র ছাত্রী পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। তাই এবছর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কমিটির মাধ্যমে আগরতলার চারটি কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা হয়। মফঃস্বলের কলেজ গুলিতে ছাত্র ভর্ত্তির চাপ তেমন না থাকায় সেই কলেজ গুলিতে ভর্ত্তির ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় আনা হয় নি। কাজেই কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর থেকে ক্ষমতা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে এখানে যা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। কেন না, বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছিল, একক ভাবে না নিয়ে সমষ্টিগত ভাবে যাতে নেওয়া হয়। ভর্ত্তির জন্য ছাত্র ছাত্রীদের যে ফরম জমা দিতে হইত তাহাতে ফটোও জমা দিতে হইত। ইহাতে একাধিক কলেজ ফরম জমা দিতে গেলে একাধিক ফটোও দাখিল করিতে হইত। এই ফটো ছাত্র ছাত্রীরা নিজ খরচে করিতেন। ফলে এর জন্য অনেক পয়সা খরচ হইত। এখন সমষ্টিগত হওয়ার ফলে এই খরচ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা রেহাই পাবেন। কাজেই কেন্দ্রীয় ভাবে একটি কমিটি করার মধ্য দিয়ে আগরতলার ৪টি ডিগ্রী কলেজের ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যার মীমংসা করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যাকে সুরাহা করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কলেজ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী যদি এটা করা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ কলেজের বিভিন্ন শাখার হেড অব দি ডিপার্টমেণ্টের সাথেও পরামর্শ করা হয়েছিল কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই তাদের অনুমতি নিয়েই এই কমিটি করা হয়েছে। এই কমিটিতে আছেন, ক) উচ্চ শিক্ষা অধিকর্ত্তা, (চেয়ারম্যান), খ) অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (কনভেনর), গ) মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের পাঁচ জন অধ্যাপক -(সদস্য), ঘ) মহারাজা বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজের দুই জন অধ্যাপক (সদস্য), ঙ) উইম্যান্স কলেজের দুইজন অধ্যাপক (সদস্য), চ) রামঠাকুর কলেজের দুইজন অধ্যাপক (সদস্য), ছ) চারটি কলেজের অধ্যক্ষ বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য। এ ব্যাপারে দুইটি মিটিং করে ঠিক করা হয়েছে এবং অধ্যক্ষকে মেম্বার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তারা নিজেরা বলেছেন, বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলছে এজন্য তাদের পক্ষে এই সিলেকশন ব্যাপারে ফুল টাইম দেওয়া সম্ভব নয় বলে তারা নিজেরা নিজেদের কলেজ থেকে কারা কারা থাকবেন তা বলে দেওয়া হয়েছে। এবং আমি আগেই বলেছি, কারা এই কমিটিতে আছেন।

শ্রীজওহর সাহা :—আমার এখানে প্রশ্ন ছিল, হেড অব দি ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন আলাপ আলোচনা করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার ইণ্ডিভিজুয়াল ভাবে কিছু করা হয় নি। কেন্দ্রীয় গত ভাবেই করা হয়েছে।

শ্রীজহর সাহা :—এখানে শিক্ষার ব্যাপারে বামফ্রণ্টের যে প্রচেষ্টা সে ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে আমরা গণতন্ত্রের কথা, শিক্ষা সম্প্রসারণের কথাও শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা প্রায়ই শুনছি। এর জন্যই আমার এই প্রশ্ন ছিল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা পয়েণ্ট অব ক্লেরিফিকেশান হতে পারে না। আপনি স্পেসিফিক ভাবে প্রশ্ন করুন।

শ্রীজওহর সাহা :—আমি স্পেসিফিক ভাবেই প্রশ্ন করছি, এই ব্যাপারে হেড অব দি ডিপাটমেণ্টের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা হয়েছিল কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটার কোন ক্লেরিফিকেশান নাই।

শ্রীজহর সাহা :—আমি বলছি স্যার, একটি ছাত্র খুব ভাল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি স্পেসিফিক ভাবে আলোচনা করুন। আপনি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন ?

শ্রীজওহর সাহা :—হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে আপনি স্পেসিফিক ভাবে প্রশ্ন করুন।

শ্রীজওহর সাহা :—আমি করছি। আমি এখানে বলতে চাই যে, একটি ছাত্র খুব ভাল মার্কস পেয়েছে। সে কি তার পছন্দ মত সাবজেকট নিতে পারবে না কমিটি ঠিক করে দেবে সে কি সাবজেক্ট নেবে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননী মন্ত্রী মহোদয় বলে দিয়েছেন, সেখানে কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিই ঠিক করে দেবে কে কোথায় যাবে। আপনি বসুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় শিক্ষা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যে কমিটি করেছেন ছাত্র ভর্ত্তি'র সমস্যা সুরাহার জন্য সে ব্যাপারে আমি উনাকে ২।৪টি প্রশ্ন করতে চাই। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ভাল ছাত্র স্বভাবতই তারা ভাল কলেজে যেতে চাইবে এবং সে ব্যাপারে এই কমিটি কি তাদের চয়েজ অনুসারে সাবজেক্ট দেবে ?

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাপ্লিকেশনের অবশনে (চয়েজ) সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ফার্ষ্ট চয়েজ, সেকেণ্ড চয়েজ ও থার্ড চয়েজ লিখে দেওয়া হয়েছে। মার্কস সীট অনুসারে চয়েজ দেওয়া হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি, প্রচলিত যে ব্যবস্থা ছিল সেখানে যারা অধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাকসপার্ট ছিলেন তারা সে সময় ইণ্টারভিউতে নম্বর ইত্যাদি বিবেচনা করে ভর্ত্তি করার সুযোগ দিতেন। কিন্তু এখানে বর্ত্তমানে যে কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটি কি গ্যারাণ্টি দিতে পারে, এই সকল ছাত্রদের যারা উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার জন্য দাবীদার হবে, তাদের শিক্ষার উপর কোন আঘাত হানা হবে না ?

শ্রীদশরথ দেব:—স্যার, মাননীয় সদস্য যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এটা তাঁর মনের ব্যাপার। এখানে সমস্ত কলেজ থেকে অধ্যক্ষরা রিপ্রেজেন্টেড এবং কোন পরীক্ষার ভিত্তিতে কোন সময়েই কলেজে এ্যাডমিশান হয় না। কলেজে এ্যাডমিশান হয় বোর্ডের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। হেড অব ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা করার কোন সুযোগ এখানে নেই। সবাই জানে কার নম্বর কত বেশী কাজেই এখানে দলবাজী করার কিছু নেই। যারা দলবাজী করেন তারাই দলবাজী রোগে ভোগেন।

মিঃ স্পীকার:—আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৪.৭.৮৩ ইং রাত্রি ৮টায় রাণীরবাজারে বামফ্রন্ট সমর্থক বিশ্বনাথ দাসের কং(ই) দুস্কৃতকারীদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক অনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ২৪,৭, ৮৩ইং সন্ধ্যাবেলা খয়েরপুরের শ্রীদুলাল সাহা তাহার খুড়তুতো ভাই শ্রীখুকন সাহা সহ রাণীর বাজারে সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৬.৩০ মিঃ এর সময় শ্রীদুলাল সাহা এবং তাহার খুড়তুতো ভাই এর সিনেমা হলের ভিতর বসার জায়গা নিয়ে শ্রীদীপংকর সাহা এবং অন্য দুই জনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। সেই সময় শ্রীদীপংকর ও তাহার বন্ধুগণ শ্রীদুলাল সাহা এবং তাহার খুড়তুতো ভাইকে চপেটাঘাত করে। এই ঘটনার শ্রীদুলাল সাহা এবং তাহার খুড়তুতো ভাই সিনেমা হল ত্যাগ করিয়া খয়েরপুরে চলিয়া আসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাহাদের সহপাঠীদের সহিত যোগাযোগ করে। সন্ধ্যা প্রায় ৭.৩০ মিঃ সময় শ্রীরণজিৎ মজুমদারের নেতৃত্বে ১৪।১৫ জন যুবক খয়েরপুর হইতে রাণীর বাজার আসিয়া শ্রীপংকজ সাহা এবং অন্যান্যদের খোঁজ করে। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া রাণীর বাজারের শ্রীদুলাল মজুমদার, শ্রীহারাধন সাহা এবং অন্য আরও কয়েকজন এই ব্যাপারটি মিটাইয়া নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। খয়েরপুর এবং রাণীর বাজারের সমবেত লোকজন রাণীর বাজার নেতাজী ক্লাবে একটি বৈঠক করে বিরোধ মিটাইয়া দেয়। এই ঘটনায় জড়িত উভয় দলের লোক কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক বলিয়া জানা যায়। পূর্ব নওরাগাঁও এর লাল টিলার অধিবাসী শ্রী বিশ্বনাথ দাস, এই সময় রাণীর বাজার কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী তাঁর প্রসূতি স্ত্রীকে খাবার দিয়ে আগরতলা থেকে ফিরছিলেন তখন রাণীর বাজারের গণ্ডগোলের জন্য দুস্কৃতকারীদের ভৎসনা করেন। ইহাতে খয়ের পুরের কয়েকজন ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রী বিশ্বনাথ দাসকে আক্রমণ করে। শ্রী বিশ্বনাথ দাস ভয়ে রাণীর বাজারে শ্রী রণজিৎ সাহার সাইকেলের দোকানে আশ্রয় নেন। প্রায় ৪০। ৫০ জন খয়ের পুর ও রাণীর বাজার এলাকার যুবক তাহার পেছনে ধাওয়া করে তাকে ঘর থেকে টেনে এনে তাহার প্রতি ইষ্টক বর্ষণ আরম্ভ করে। পরে দুর্বৃত্তরা লাঠি দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করে। আঘাতের ফলে শ্রী বিশ্বনাথ দাস মাটিতে লুটাইয়া পড়েন এবং সেই সময় দুর্বৃত্তগণ তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসার সাথে সাথেই আহত শ্রী বিশ্বনাথ দাসকে

স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় রাত ৯-৩০ মিঃ এর সময় জি. বি. হাসপাতালে প্রেরন করেন। হাসপাতালে রাত প্রায় ১০-৩০ মিঃ এর সময় আহত শ্রী বিশ্বনাথ দাস মারা যান।

মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই শ্রী অমিত দাসের অভিযোগক্রমে জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ড-বিধির ১৪৮। ১৪৯। ৩১৬। ৩০৭। ৩০২ ধারায় কেইস নং ১৫(৭)৮৩ নথিভুক্ত করা হয়।

খয়েরপুরের শ্রী কার্তিক মজুমদার এবং অন্য আরও ১৫ জন এই ঘটনায় জড়িত বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। সমস্ত অভিযুক্ত ব্যাক্তি বর্তমানে পলাতক। খয়েরপুরের শ্রী রণজিৎ মজুমদারকে এই ঘটনায় গত ১৫/৭/৮৩ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয়। পলাতক আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশী চালানো হইতেছে। শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য খয়েরপুর ও রাণীর বাজারে পুলিশ চৌকি বসানো হইয়াছে এবং ঐ এলাকায় বর্ত্তমানে শান্তি বিরাজ করিতেছে। মৃত বিশ্বনাথ দাস সি. পি. আই (এম) দলের সমর্থক।

তদন্ত কার্য্য উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ অফিসারগন তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

শ্রী ভানুলাল সাহা:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যখন ৪০। ৫০ জনের একটি দল যাদের মধ্যে - সর্বশ্রী রতন দেবনাথ, কর্তিক মজুমদার, স্বপন দে, রনজিৎ মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, মিন্টু দে, সুধীর দেবনাথ, গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী, ননী সাহা, সুভাষ সাহা, খোকন সাহা, ভোলানাথ সাহা, নিতাই সাহা, প্রাণ বল্লভ সাহা, কালিপদ সূত্রধর প্রমুখ যেই দোকানের মধ্যে হামলা চালিয়ে বিশ্বনাথ দাসকে বের করে আনার চেষ্টা করে, তখন থানার পুলিশ সেখানে লাঠি চার্জ করতে গিয়েছিল, কিন্তু সেই থানার ভারপ্রাপ্ত এ. এস. আই কোন উদ্যোগ নেন নি, যার ফলে এই ধরনের একটা হামলা সংঘটিত হয়েছিল এবং বিশ্বনাথ দাস মারা যান এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে একেবারে থানার সামনে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে আই. জি. পি কে তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন পুলিশ কর্মচারীর যদি এ ব্যাপারে কোন গাফিলতী থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনায় জড়িত রতন দেবনাথ, যে নাকি যোগেন্দ্র নগরের উপপ্রধান, প্রিয়লাল সাহার খুনের আসামী, সে এখন বেচে আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, সমগ্র ব্যাপারটির এখন তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রী নকুল দাস:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিশ্বনাথ দাস গণতান্ত্রিক আন্দোলন মৎসজীবি ইউনিয়নের কর্মী ছিলেন। তাকে হত্যা করার জন্য কংগ্রেস (ই) দের বগত নির্বাচনে একটা টারগেট ছিল। তিনি যে সাইকেলের দোকানে ঢুকেছিল, তাকে হত্যা করার পরে সে দোকানের বেড়ার মধ্যে তার রক্ত দিয়ে হাত চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, সরকারী সূত্রে এ রকম কোন তথ্য নাই। তবে সে এলাকার লোকজন যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তারা বলেছেন, যে, তাঁর রক্ত দিয়ে হাত চিহ্ন এঁকে সে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। এটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তারা বিগত "রাস্তা রোখ" আন্দোলনে এরেষ্ট হয়েছিল এবং ক্যাটেল ফার্মের অনশন আন্দোলন, যার নেতৃত্ব দেন এই বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার, সে আন্দোলনেও তারা জড়িত ছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, যারা আসামী, তারা "রাস্তারোখ" আন্দোলন বা ক্যাটেল ফার্মের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা এই তথ্য আমার কাছে নেই এবং এই তথ্য এখানে আসেও না। তবে যে ঘটনাটি ঘটেছে এবং এর সাথে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

পেপারস টু বি লেইড্ অন্ দি টেবিল অব্ দি হাউস

লেয়িং অব্ রিপোর্ট

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো —

"Laying of the Report of the A.K. Dey Commission of Inquiry which was appointed by the Government of Tripura under notification No.F.6(1) -Law /Com/80 dated the 1st September, 1980 on the inquiry made by the Commission under sub section (1) of Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 in respect of the incidents of firing by Police which took place on the 25th February 1980 in the village Hurua under Dharmanagar P.S. North Tripura, together with a memorandum of the action taken thereon by the Government, as required under sub-section (4) of Section 3 of the aforesaid act.

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir,

I beg to lay before the House the Report of the A.K. Dey Commission of Inquriy which was appointed by the Government of Tripura under Notification No. F.6.(1) - Law/Com/80 dated the 1st September, 1980 on the inquriy made by the Commission under Sub-section (1) of Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 in respect of the incidents of firing by police which took place on the 25th February, 1980 in the village Hurua under Dharmanagar P.S. North Tripura, together with a Memorandum of the action taken thereon by the Govrnment, as required under sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act."

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে আজকের সভায় যে রিপোর্টটি পেশ করা হয়েছে সেইটির প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য। এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

"প্রেজেণ্টেশান অব্ দি থারটি এইট রিপোর্ট অব দি পাবলিক এ্যাকাউণ্টস্ কমিটি"

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

পাবলিক এ্যাকাউণ্টস্ কমিটির আটত্রিশতম প্রতিবেদন (থারটিএইট রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট'টি) সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আই প্রেজেণ্ট বিফোর দি হাউস দি থারটি এইট রিপোর্ট অব দি পাবলিক এ্যাকাউণ্টস্ কমিটি।

"প্রেজেণ্টেশান অব দি টেনথ্ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্"

অধ্যক্ষ মহোদয়—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"পাবলিক আণ্ডার টেকিং কমিটির দশম প্রতিবেদন (টেনথ্ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদারকে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট'টি) সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আই প্রেজেণ্ট বিফোর দি হাউস দি টেনথ্ রিপোর্ট অব দি পাবলিক আণ্ডার টেকিংস্ কমিটি।

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশনস্

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশনস্।" গতকাল ২৫শে জুলাই, সোমবার, ১৯৮৩ইং তারিখের সর্বশেষ রিজলিউশনটি ছিল মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি রিজলিউশন। এখন রিজলিউশনটির উপর সমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ হবে। রিজলিউশনটি হলো :—

"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রের জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপ তদন্ত করতে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি গঠন করতে অনুরোধ জানাচ্ছে"

আমি এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীকেশব মজুমদারকে অনুরোধ করছি তাঁর রিজলিউশনটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। এই প্রসঙ্গে আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই রিজলিউশনটি আলোচনার জন্য আমরা ৭০ মিনিট সময় পাব। তার মধ্যে ৪৬ মিনিট ট্রেজারী বেঞ্চ, ১৩ মিনিট অপজিশান, ৭ মিনিট উপজাতি যুব সমিতি এবং ৪ মিনিট ইনডিপেণ্ডেণ্ট।

শ্রী কেশব মজুমদার...মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কালকে এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম এই হাউসে আলোচনার জন্য, সেই প্রস্তাবের উপর আমার আলোচনায় আসছি।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ইহা আমাদের সকলেরই জানা যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে আকাশবাণী কেন্দ্রটি হয়েছে এটা হওয়ার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের আশা-আখাংকা তাদের দৈনন্দিন জীবনের আন্দোলনের যে কর্মসূচীগুলি প্রতিফলনের জন্য এই আগরতলা কিংবা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা আকাশবানী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই বিধান সভায় এই ধরনের রিজলিউশন এনেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে। তাতে আশা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের প্রতিফলন এর মধ্যে ফুটে উঠবে, এই আশা আজকে আর ফলবতী থাকছে না। কারণ, আমরা দেখছি এই আকাশবানী কেন্দ্রটি মানুষের পক্ষে ভূমিকা গ্রহন করছে না। আমরা মূলত: দেখতে পাচ্ছি, এই কেন্দ্রটি বর্তমানে জনবিরোধী ভূমিকা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আমি বলছি, এই কারনে যখন আকাশবানী কেন্দ্রের স্থানীয় সংবাদ বলা হয় তখন সেই প্রগ্রামগুলি যখন আমরা শুনি তখনই লক্ষ্য করি, দেখতে পাই এবং শুনতে পাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে-কানাচে ২১ লক্ষ মানুষের যে নিত্য-নৈমত্তিক জীবন সংগ্রাম তাঁরা করছেন তার কোন প্রতিফলন এর মধ্য দিয়ে হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের মধ্যে যে অগনিত কৃষক রয়েছে, শ্রমিক রয়েছে, মধ্যবিত্ত মানুষ রয়েছে, ছাত্র রয়েছে, এবং যুবকরা যারা জাতীয় সংহতি বলুন, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই বলুন, যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে কিন্তু তার প্রতিফলন তো আমরা এই আকাশ বানীর সংবাদের মধ্যে বা তার প্রগ্রামের মধ্যে কিছু দেখছিনা। তাহলে একটা রাজ্যে যেখানে আকাশবাণীর কেন্দ্র থাকবে সেখানে যদি তার লড়াই সংগ্রামের নিত্য দিনের যেসব ঘটনা ঘটে তার যদি প্রতিফলন না থাকে তাহলে পর এই আকাশ বাণী কেন্দ্র স্থাপন করা, তার কি ফায়দা বা কি ফল আছে ? আমরা সেটা বুঝতে পারছি না, তায় উল্টো দিকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখবো যারা জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করতে চায়, যাদের পিছনে কোন জন সমর্থন নেই এই ধরনের যে সব সংগঠন রয়েছে সেই সংগঠনগুলি, সেই বিরোধী দলগুলি জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করতে চায়, সাম্প্রদায়িকতা লেগে যেতে পারে এই রকম সব সংবাদ পরিবেশিত হয়। কারন, দাঙ্গার কথা আমাদের মনে আছে। যেমন, দাঙ্গার সময় রেডিও খুললেই আমরা শুনতে পেতাম এই মাত্র খবর পাওয়া গেল, যেমন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার মতো অবস্থা। আকাশবানীর সেন্টার থেকে শুনতে পেয়েছি পাশের গ্রামে আগুন জ্বলেছে, পাশের বাঙ্গালী বাড়ীতে আগুন জ্বলেছে, পাশের পাহাড়ী বাড়ীতে আগুন জ্বলেছে এই ধরণের খবরাখবর ওরা প্রচার করেছেন, অর্থাৎ এই সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেওয়ার জন্য এইসব কাণ্ডকারখানা তখন করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ তো কোন দিন হতে পারে না যে, একটা রেডিও সেন্টার থেকে এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, তার মধ্যে প্রচার করছে কি করে একটা সাম্প্রদায়িকভাব আগুন জ্বালিয়ে, কি করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় এই ভূমিকা আকাশবাণী কেন্দ্রটি চালু করে আসছেন, তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হয়েছে কিনা এটা আমাদের জানা নেই। এই কেন্দ্রটির মধ্যে ককবরকের একটা প্রগ্রাম আছে এবং এই সম্পর্কে বিধান সভায় বার বার আলোচনা হয়েছে। এই ককবরক অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সব গান দেওয়া হয়, যে সব সংবাদ পরিবেশিত হয়, এই সংবাদ এবং গানগুলি লক্ষ্য করলেআমরা দেখতে পাই যে, একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে এবং একটা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র

করে যেন এই প্রগ্রামগুলি করা হয়। এই প্রগ্রামগুলির মধ্যে শুধু ট্রাইবেল-ইজম এই রকম একটা লক্ষ্য ওরা স্থির করে বাই ফোরস্ এইগুলি করছেন। যারা ট্রাইবেলিজ্‌ম করছেন এবং যারা চেষ্টা করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে দীর্ঘ দিনের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তিতে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে ঐক্যবদ্ধ গড়ে উঠেছে, এই যে মধুর সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে বিনষ্ট করার জন্য এই সব করা হচ্ছে। এই যে কক্-বরক অনুষ্ঠানটি মূলত বলা যেতে পারে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কানি দেয়, যারা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেয় সেই উপজাতি যুব সমিতি, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন, তাদের যেসব সংগঠন আছে সেগুলি সব খবরাখবর প্রচার করছে। কিন্তু উল্টা দিক থেকে যারা লড়াই করছে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীর ঐক্যের জন্য, যুবকরা, ছাত্ররা, ট্রাইবেল যুবকরা তারা শুধু বুঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারা পাহাড়ী-বাঙ্গালী বুঝে না, তারা বলছে, আমরা ত্রিপুরার মানুষ, গণতান্ত্রিক মানুষ সুতরাং সেই মানুষগুলির ঐক্য গড়ে তুলতে হবে সকলের দাবী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ডি.ওয়াই এফ, টি, ওয়াই এফ তাদের সম্বন্ধে একটা কথাও এই সেণ্টারের মধ্যে প্রচার হয় না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা লড়াই করছে, সংগ্রাম করছে তাদের কথা ত রেডিওতে প্রচার করা হয়না। ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য. ট্রাইবেলদের সুষ্ঠ্‌ভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য, তাদের কি করে উন্নত করা যায় তার জন্য ত কোন প্রগ্রাম দেওয়া হয়না। সুতরাং এই কেন্দ্র যেটা আকাশবাণী, এর সার্থকতা কোথায়, এর যৌক্তিকতা কোথায় ? মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা দেখেছি, অন্যান্য সংগঠন এর মধ্যে যেমন "আমরা বাঙ্গালীর" সংগঠন আছে কিনা জানিনা, নকশালদের সংগঠন আছে কিনা জানিনা। কিন্তু তাদের কোন ব্যাপার থাকলে রেডিওতে তা ফলাও করে প্রচার করা হয়না। ধনতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেসমস্ত প্রগ্রাম সে প্রগ্রাম-গুলির প্রচার করা হয়না। যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে, দীর্ঘদিন ধরে লড়াই সংগ্রাম করে ত্রিপুরাতে গণতন্ত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে সেই কৃষকসভা বলুন, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্রদের সংগঠন (এস, এফ, আই) নারীদের সংগঠন বলুন, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, তারা যেসব প্রগ্রাম করেন, তারা প্রতিনিয়ত যে লড়াই করছেন, এর বেশী লড়াই ত আর কেউ করেনি। সাধারণ মানুষের দাবীদাওয়া নিয়ে, সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এইসব সংগঠনগুলি প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন। কিন্তু রেডিও খুললে ত তার কথা একবারও শুনতে পাইনা। কিন্তু তা "আমরা বাঙ্গালীর" কোথায় কি হচ্ছে তা ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হল, কেন্দ্রটা কিসের জন্য আছে ? ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তারা কোন কাজ করছেনা। ত্রিপুরার মানুষ জানে কতগুলি সংগঠন আছে যার কোন জনভিত্তি নেই। রেডিও সেণ্টারই তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রেডিও খুললে শুনতে পাই তাদের কর্মসূচী ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, তাদের কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে সবকিছু প্রচার করা হচ্ছে। আমি বলতে চাই, এই যে সেদিন তথ্যমন্ত্রীদের সপ্তদশ সম্মেলন হয়ে গেল তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিতে পারেননি তিনি বাণী পাঠিয়েছেন। জাতীয় সংহতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে অঞ্চলের ভিত্তিতে যেসব আঞ্চলিক লোকগুলি আছে তাদের উন্নয়নের জন্য বেতারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি যেকথা বলেছেন তার অর্থটা কি? আগরতলায় যে রেডিও সেণ্টার আছে, সে কি করছে ? ত্রিপুরার যে লোক শিল্পীরা আছেন তারা ত কত অনুষ্ঠান করেন, যাতে সুষ্ঠু শিল্প বোধ গড়ে তোলা যায়। ত্রিপুরার হারিয়ে যাওয়া শিল্পকে

পুনর্জীবনের ক্ষেত্রে লোক শিল্পীদের ভূমিকা অপরিমাপ্ত। তারা সেই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার আনাচে কানাচে অপসংস্কৃতি দেখা যায়। সেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে গণশক্তির শিল্পীরা। তারা কত প্রগ্রাম করছে। কিন্তু তার ত কোন প্রতিফলন আমরা দেখতে পাইনা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার বাণীর মধ্যে বলেছেন যে, আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করবে। কিন্তু তার ত কোন প্রতিফলন আমরা এই রেডিও সেন্টার মাধ্যমে পাইনা। ত্রিপুরাতে কত নজরুলকে নিয়ে প্রগ্রাম হচ্ছে, সুকান্ত জয়ন্তী পালিত হচ্ছে কিন্তু এগুলি কিছুই আমরা শুনতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে তারা যা বলেন তাই প্রকাশ করা হয়। এই রাজ্যে একটা রেডিও সেন্টার আছে। কিন্তু এই রাজ্যে যা যা করা হচ্ছে মানুষের জন্য, তার জন্য কোন খবর নাই। প্রেস কনফারেন্স হয়, সেই প্রেস কনফারেন্সে তাদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়না। প্রেস কনফারেন্সে তাদের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাতে মিনিষ্টার কি বলেন বা অন্যান্যরা কি বলেন সেগুলি থাকবে। কিন্তু এইসব দেখিনা। ১৯৮০ সালের পর থেকে তাদের যেন আরও পরিবর্তন হয়েছে। চীফ্ মিনিষ্টার যদি কোন প্রেস কনফারেন্সে তার বক্তব্য রাখেন তারা সেখানে কোন প্রতিনিধি পাঠাবার কোন যৌক্তিকতা মনে করেন না। কি করে তারা খবর সংগ্রহ করেন জানিনা। তার কোন রিফ্লেকশান পর্যন্ত আমরা পাইনা। এই সম্পর্কে আমরা বার বার বলেছি কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর কাছে যাতে এই সম্পর্কে তদন্ত করা হয়। কিন্তু তারা তাও করছেনা। এমনকি তার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২-১টা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি, গত ১৯ তারিখের সেশানে মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কতগুলি অলীক কল্পনা প্রসূত অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। অনাস্থা প্রস্তাবে তিনি যা বলেননি, তাও প্রচার করা হয় কিন্তু তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন তার একটি কথাও প্রকাশ হয়নি। এই হাউসে দাঁড়িয়ে ৪০মিনিট ব্যাপী যে উত্তর দিলেন তার একটি কথাও কেন প্রকাশ হয়নি ? ১৯ তারিখের রেডিও যারা শুনেছেন তারা বলতে পারবেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর একটি কথাও তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বিনন্দ জমাতিয়া ২৩ তারিখে আত্মসমর্পণ করেছেন, এটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিরাট বড় ঘটনা। যেখানে গোটা ভারতবর্ষে আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন জ্বলছে, পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগুন জ্বলছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো, খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তার মদত যোগাচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হল। বামফ্রন্ট সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যখন উগ্রপন্থীরা, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল, যারা ত্রিপুরাকে আলাদা করতে চেয়েছিল, যারা স্বাধীন ত্রিপুরা গড়তে চেয়েছিল, তারা আজকে আত্মসমর্পন করেছে। শ্যামাচরণ বাবু কবুল করেছেন যে, বে-কায়দায় পড়লে নাকি এরকম কবুল করতে হয়। শুনেছি বে-কায়দায় পড়লে বউকেও মা ডাকে। উনি বলেছেন, ইচ্ছতে উনি কিছুই করেননি, বিজয় রাংখলের চাপে পড়ে নাকি তাকে এসব করতে হয়েছে। স্যার, এ ব্যাপারে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। একটি দুষ্ট ছেলে, সে বিড়ি খায়। তার বাবা যখন তাকে বলল, "কিরে তুই বিড়ি খাস ?" সে বলল, "না খাইনা" তখন তার বাবা বলল, "ঠিক আছে খাসনা"। আরেকদিন তার হাতে বিড়ির গন্ধ পেয়ে তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা

করেছিল, "কিরে তুই বিড়ি খেয়েছিস"? তোর হাতে গন্ধ "সে বলল," নাবাবা আমি ঘুমিয়েছিলাম, কে যেন তামাক খেয়ে আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। এ তারই গন্ধ! শ্যামাচরণ বাবু ঠিক সেইরকম কথা বললেন। তৈদুতে সম্মেলন হল। তিনি ওখানে ছিলেন। তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে, উনি কিছুই জানেন না, বিজয় রাংখলের চাপে পড়ে উনি করেছেন। এই হল অবস্থা। এই যে অবস্থা সৃষ্টি হল তার জন্য বিনন্দ জমাতিয়া যে আত্মসমর্পন করলেন সেই খবরটা আকাশবানীতে প্রচারিত হয়েছে। কিভাবে তারা খবর পেলেন জানিনা। তারা বলেছেন যে, উদয়পুরের সংবাদ দাতার মাধ্যমে এই খবর পেয়েছে। কিন্তু কই সেখানে ত উদয়পুরের আকাশবানীর সংবাদদাতাকে উপস্থিত থাকতে দেখিনি। আমি ত তাকে চিনি। আকাশবানীর সংবাদদাতাকে তার আশে পাশে কোথাও দেখিনি। কিন্তু পরের দিন তারা খবর দিয়ে দিলেন যে ১১ জন অনুগামী নিয়ে বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পন করেছেন। পরের দিন পত্র পত্রিকার বের হল কতজন অনুগামী নিয়ে আত্মসমর্পন করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এহচ্ছে তাদের ভূমিকা। পৌর নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। আমি এখানে সেটা নিয়ে কিছু বলতে চাইনা। মাননীয় স্পীকার, এই যে অবস্থা, এই অবস্থার জন্য আমরা এই বিধানসভায় এই প্রস্তাবটা উৎথাপন করছি। রেডিও খুললে আমরা যে খবর পাই তাতে ত্রিপুরার খবর বেশী পাইনা। ত্রিপুরার পাশাপাশি যে অঞ্চলগুলি আছে সেই সব সম্বন্ধে বলা হয়। এই যে ত্রিপুরাতে প্রতিনিয়ত ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষরা লড়াই করছেন, সংগ্রাম করছেন সেটা প্রকাশ করা হয়না। সুতরাং এইখানে এই যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বিনন্দ জমাতিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন, আকাশবানীর ভূমিকা সম্পর্কে সেটাকে চাপার জন্য আকাশবানীর বেজ বড়ুয়া সাহেব, শুনেছি খুব দাপটশীল লোক, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অফিসে টেলিফোন করতে শুরু করলেন; এমন কি "ত্রিপুরা দর্পন" অফিসে টেলিফোন করলেন যাতে করে মুখ্যমন্ত্রীর আকাশবানীর বিরুদ্ধে যে ভাষণ সেটা যেন না ছাপা হয়। তার জন্য তিনি চাপ সৃষ্টি করলেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন "ত্রিপুরা দর্পনে" ছাপানো হল তখন তিনি আবার দর্পন অফিসে টেলিফোন করে বলেলন যে, তোমরা আবার কবে বামফ্রন্ট হলে? এই হচ্ছে তাদের ভূমিকা। হিটলারের শাসনে ঠিক হয়েছিল যে, তারা সবসময় স্বৈরতন্ত্রের কথা বলবে। আমরা গণতন্ত্রের একটি কথাও সেখানে প্রকাশ করবনা। হিটলারের শাসনে তাই-ই হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ত সবসময় গণতন্ত্রের কথা বলেন, গণতন্ত্রকে মানেন বলেন, গণতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, জাতীয় সংহতিকে রক্ষা করার জন্য, জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য তিনি বলেন। কিন্তু সেখানে আকাশবানীর সেই কি ভূমিকা? এমনকি তারা সংবাদপত্রকেও চাপ সৃষ্টি করছে। তারা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। যার জন্য আমি আমার এই প্রস্তাব এখানে রেখেছি। তারা যে চক্রান্ত করছে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে তার জন্য একটি উচ্চতর কমিটি বসানো হোক তদন্ত করার জন্য এবং তদন্ত করে এইটাই যাতে ব্যবস্থা হয়, আকাশবানী যাতে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করতে পারে, যাতে ত্রিপুরাতে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে, যাতে করে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট না হয়, জাতীয় ঐক্য সুরক্ষা হয়। আশা করি আমার এই প্রস্তাব সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সব সদস্যরা সমর্থন করবেন। প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করলে ত্রিপুরার সার্বিক মানুষের স্বার্থে আকাশবানী কাজ করবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে প্রস্তাবটা এই হাউজে এনেছেন সেটাকে পুরোপুরিভাবে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। উনি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অনেক রাজ্য সরকারকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। উনি আবার বলছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার চাইছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে প্রচার দপ্তর সেটা জনসাধারণের স্বার্থে তথা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হউক। উনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি আকাশবাণীর কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ১০-১৫ মিনিট সময় চলে যায় এই সরকারের কথাগুলি প্রচার করতে। কোথায় পোলট্রিতে কয়টা হাস, মুরগী বাচ্চা দিল, কয়টি গরু-মহিষ বাচ্চা দিল তার খবর বলতে। জুমিয়াদের কি অনুদান দেওয়া হল, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোন্ জুমিয়াকে বীজ দেওয়া হল ইত্যাদিত আগরতলা আকাশবাণী সব সময়েই প্রচার করছে। কাজেই আকাশবাণী দপ্তর জনস্বার্থে বিরোধী কোন কাজ করছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই সেখানে কোন উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার কোন প্রয়োজন আছে বলেও আমি মনে করি না। যদি করা হয়, তাহলে যেন ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের তরফ থেকে তথা আমাদের তরফ থেকে সদস্য থাকতে পারে তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার সর্বদা স্বৈরতন্ত্রী বলছেন অথচ নিজেরা এসব করতে দ্বিধা করছেন না। তাহলে এটা কি স্বৈরতন্ত্র নয়? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সদ্য নির্বাচিত সি. পি. এম-এর একজন কমিশনার সি. পি. এম-এর কোন এক মিটিংএ বলেছিলেন "আমি পৌর নির্বাচনের আগে বাড়ী বাড়ী গিয়ে জনগণকে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রীর কথা বুঝিয়ে ছিলাম"। কিন্তু আজ দেখেছি ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে শত সহস্র গুনে স্বৈরতন্ত্রী হল এই বামফ্রন্ট সরকার। তাহলে আমি আজ এই বামফ্রন্ট সরকারকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ালে দেওয়ালে লিখতে ভাবি কি বামফ্রন্ট তথা সি. পি. এম. সরকার স্বৈরতন্ত্রীয় তারা আকাশবাণীকে তাদের মুখপত্র 'আমাদের কথা' পত্রিকার মত করতে চাইছে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে। কাজেই এটা যাতে না করা হয় তারজন্য আমি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছি। আর যদি করা হয় তাহলে যেন ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের তরফ থেকে আমি সেটার মেম্বার থাকতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র নিয়ে যে, একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার জন্য প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে কুৎসা যে বিষোদগার প্রস্তাব আকারে এই হাউজে আনা হয়েছে তাতে তাদের নিজেদের রূপ প্রকাশিত হচ্ছে। এইরূপ বিষোদগার করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও শুনেছি। উনিও এটার কুৎসা সম্পর্কে বলেছিলেন। অথচ আমরা দেখেছি, আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র তার সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সরকারের প্রচার করতে গিয়ে শতকরা ৯৮ ভাগ সময় নিচ্ছে। কিন্তু তাতে এই সরকারের খুন, সন্ত্রাস প্রভৃতিও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কাজেই সেটা যাতে

প্রকাশিত হতে না পারে, সে সুযোগকে সীমিত করার জন্য এই প্রস্তাব করা করা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্যও উল্লেখ করেছেন যে, কোথায় মুরগী বাচ্চা দিয়েছে, কোথায় মন্ত্রী গিয়েছেন সে সব আরও ফলাও করে আকাশবাণী থেকে বলতে হবে। সে কারণেই আমরা বুঝতে পারছি কেন আকাশবাণীর উপর তাদের এত ক্ষোভ। তারা চাইছে এখানে যারা বিরোধী দলে আছে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে। প্রচার দপ্তর তার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করবে এটাই ত নিয়ম। কেন এভাবে প্রস্তাব এনে তাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হবে? অর্থাৎ আকাশবাণীর শতকরা যে দুই ভাগ বলার সুযোগ সে যোগকে বন্ধ করে দিতে চাইছেন। ওনারা চাইছেন আকাশবাণী বামফ্রন্টের হউক। এটাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। তাদের মহামানব লেনিন যেটা করেছিলেন, যেভাবে প্রচারযন্ত্রকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন তারাও সেটা এখন করতে চাইছেন। যদিও শতকরা ৯৮ ভাগ সময় এই আকাশবাণী বামফ্রন্টের মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে তথাপি আবার সেটার উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন। যেসব প্রচার বামফ্রন্টের পক্ষে এই আকাশবাণী করছে বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নাই। আকাশবাণী থেকে জনগণের কল্যাণে যেসব টাকা ব্যয় করা হচ্ছে বাস্তবে যারা বেনিফিটেড হওয়ার কথা তারা বেনিফিটেড হচ্ছে না। সেটাকে আরও মিথ্যা প্রচারের কাজে ব্যবহার করার জন্য এই আঘাত হানা হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে স্তব্ধ করে দিতে সফল হচ্ছেন না বলেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কাজেই এই বিষোদগারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভীতি প্রদর্শন করা। বিরোধীদের কোন কথা সেখানে প্রচার করা চলবে না।

আজকে তারা আকাশবাণীর বিরুদ্ধে বলছেন তার প্রধান লক্ষ্য হলো বামফ্রন্ট সরকার যে দুর্নীতির আশ্রয় নেবেন সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাতে কেউ কথা বলতে না পারে আকাশবাণী যাতে কোন কিছুই প্রচার করতে না পারে তার জন্যই আজকে এই আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে প্রস্তাব এসেছে তাতে যে তদন্ত কমিশন বা তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী করা হয়েছে তার দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার আকাশবাণীর কয়েকজন নিরিহ কর্মচারীর উপর খাড়া ঝুলাবার ব্যবস্থা করছেন। আমি বলব যে, এটা বামফ্রন্ট সরকারের একটা অপকৌশল মাত্র। সে কারণে আমি এটা সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদেরও অভিযোগ রয়েছে এই আকাশবাণীর বিরুদ্ধে কারণ আমরা দেখেছি যে, কখনো কখনো আমাদের বক্তব্যও আকাশবাণীতে বিকৃত আকারে প্রচার করা হয়। কিন্তু তাই বলে আমরা তাদের উপর খাড়া ঝুলিয়ে দিতে চাইছি না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্যই আজকে এই আকাশবাণীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনগণের উপর যে অন্যায় অবিচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে যাতে কোণ প্রচার না হয় তার জন্যই এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ তাদের চেহারা চিনতে পেরেছেন এবং তারা আজকে কংগ্রেস (আই) এর নেতৃত্বে সংহত হচ্ছেন। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আকাশবাণী সম্পর্কে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আজকে অনেক অভিযোগ রয়েছে। এই যে এতবড় নির্বাচন হয়ে গেল, পৌরসভার নির্বাচন এবং যে নির্বাচনের পূর্বে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে ভোটাধিকারের বয়সসীমা ১৮ বছর পর্যন্ত করেছেন আকাশবাণী সেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটুকু প্রচার করে নি। সুতরাং এটা কোন মনের পরিচয় তাতো আমি বুঝতে পারিনি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা আকাশবাণী বিকৃত আকারে প্রচার করছে। গত কয়েকদিন আগে যে রাইয়াবাড়ীতে একদল উগ্রপন্থী প্রায় ১৪১ জন আত্মসমর্পণ করলেন সে ঘটনাকে বিকৃত আকারে আকাশবাণী মাত্র ১১ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে বলে প্রচার করে। সুতরাং এখানে যে তদন্ত কমিটির কথা বলা হয়েছে সে কমিটি হলে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর বাবু এত ভয় পাচ্ছেন কেন? তদন্ত কমিশন হলে যারা অপরাধ করছে এবং ইচ্ছামূলক প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত আকারে প্রচার করছে তা ধরা পড়ে যাবে। এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরও এর পেছনে হাত রয়েছে তা ধরা পড়ে যাবে বলেই তিনি ভয় পাচ্ছেন। অনেক সময় দেখা গেছে কোথাও কোন খুন হলে আকাশবাণী সেই খুনী ব্যক্তির জাত ইত্যাদি প্রচার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও প্ররোচনা দিচ্ছে। কাজেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই আকাশবাণী ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়ীত করতে চায় না। এই ২১ লক্ষ মানুষের মধ্যে যাতে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে তার জন্য আকাশবাণী চেষ্টা করছে।

আরেকটি জিনিস মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে আকাশবানী সেণ্টার করেছে ত্রিপুরার আগরতলাতে, আমরা দেখেছি যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা বা উত্তর ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চল থেকে এই আকাশবাণীর প্রচার অত্যন্ত অস্পষ্ট শোনা যায়। কাজেই, এই প্রস্তাব-এর মধ্যে আমার বক্তব্য থাকবে যে অন্ততঃ দুইটা জায়গার—উত্তর ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় যাতে সংবাদ শোনা যায় তার জন্য একটা ব্যবস্থা যেন কেন্দ্রীয় সরকার করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে যখন নাকি প্রেস কন্‌ফারেন্স করি সেই কন্‌ফারেন্সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বক্তব্য রাখলেন সেটা বলার দরকার নেই। বিরোধী দলের নেতারা কি বললেন সেটা দেবার জন্য তাঁদের যে ঐকান্তিকতা সেটা তারা দিতে বেশী আগ্রহী। ত্রিপুরা যে সাম্প্রদায়িকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা দেওয়ার জন্য বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে আকাশবাণী নিজেকেই কলোংকিত করছেন। কাজেই এই ব্যাপারে তদন্ত করা হোক, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা এখানে আনা উচিত হয় নি। এই প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আকাশবাণী আগরতলাকে রেডিও পিকিংএ পরিণত করা। রেডিও পিকিং থেকে যখন

জোরে জোরে প্রচার করা হয়, যেমন করে হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবল্‌স প্রচার করতেন সেই রকম প্রচার করাই রেডিও পিকিও-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের কথা, আকাশবাণী একটা অটোনমাস বডি নয়, তবে এর একটা পরিচালন সংস্থা আছে, তদের একটা কোড অব কনডাক্ট আছে। কাজেই বামফ্রন্টের ইচ্ছায় আকাশবাণী পরিচালিত হতে পারে না। কাজেই কেশব বাবু যেসব অভিযোগ করেছেন সেগুলি সত্যি নয়। যেমন ককবরকে গান ইত্যাদি নাকি বিকৃত করা হয়েছে। এই ধরণের অভিযোগ ১৯৮০ সালের জুন দাঙগার সময়েও করা হয়েছিল। তখন প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ নরেন্দ্র দেববর্মাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তাঁরা চালিয়েছিলেন এবং শান্তিময় চক্রবর্তীকে দিয়ে তদন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ হয়েছিল যে নরেন্দ্র দেববর্মা কোনরকম সাম্প্রদায়িকতা করেন নি।

২৪শে জুলাই যে সারেণ্ডার হলো সেখানে আকাশবাণী যায় নি। কেশব বাবু বোধ হয় জানেন যে, আকাশবাণী যেসব সংবাদ দেন সেগুলি তাঁরা পি, টি, আই, এবং ইউ, এন, আই, থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র পি, টি, আই, এর একজন সাব্‌সক্রাইবার। তাঁরা পি, টি, আই. থেকে সংবাদ পান এবং তা প্রচার করেন।

তারপর বলেছেন, অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য যা সেদিন বিধানসভায় আমি রেখেছিলাম সেটা নাকি খুব বেশী প্রচার করা হয়েছে, অপর পক্ষে নৃপেন বাবু যে ৪০ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছেন তা প্রচার করা হয়নি বিস্তৃতভাবে। কিন্তু আমি যতটুকু খবরটা শুনেছি তাতে শুনলাম যে, নৃপেনবাবুর বক্তব্যই বেশী করে প্রচারিত হয়েছে। কাজেই কারটা বেশী প্রচার করা হয়েছে সেটা টেপ থেকে শুনে বিচার করার জন্য আমি রেডি আছি। কাজেই এই অভিযোগ সত্য নয়। তাঁরা আমাদের বক্তব্য যেমন প্রচার করেন সরকারের বক্তব্যও ঠিক তেমনি প্রচার করেন। তবে মন্ত্রীদের মিটিঙের পুরো টেকস্ট যেভাবে রেডিওতে প্রচার করা হয়, বিরোধী দলের নেতাদের বা বিধায়কদের বক্তব্য সেইভাবে প্রচার করা হয় না। কেন হয় না ? কারণ আপনারা তাদের বিরোদ্ধে অভিযোগ করতে করতে, তাদের জবুথবু করে রেখেছেন। সেই ভয়ে তাঁরা আমাদের কথা প্রচার করতে সাহস পায় না। মন্ত্রীদের বক্তব্য দুই দিন প্রচার করা হয় এমন ঘটনা ভুরি ভুরি আছে। আজকে যে সংবাদ বাংলাতে প্রচার হলো কালকে সেটাই আবার কক্‌বরকে প্রচার করা হবে। কিন্তু বিরোধী দলের বক্তব্য সেইভাবে প্রচার করা হয় না। তাঁরা যখন অভিযোগ করে বলেন যে, অমুক জায়গায় খুন হয়েছে এবং সেই খুনী টি, ইউ, জে, এস, তখন সেটা প্রচার করা হয়। কিন্তু টি, ইউ, জে, এস, যখন বলে যে খুনী সি, পি, এম, তখন সেই বক্তব্য প্রচার করা হয় না। কোন জনসভার আগাম সংবাদ আকাশ বাণী থেকে প্রকাশ করার কথা নয়। কিন্তু আমি দেখেছি গণমুক্তি সম্মেলন, কৃষক সম্মেলন, ইত্যাদি সভার খবর আগেই প্রচার হয়েছে যে, সেটা অমুক জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। কারণ আপনারা তাদের হুমকি দিয়ে রেখেছেন। এর পরেও যদি বলেন আকাশ বাণী আপনাদের খবর প্রচার করছে না তবে সেটা মানা যায় না। সেজন্যই বলি আকাশ বাণীকে রেডিও পিকিঙে পরিনত করতে চান। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ, আকাশ বাণী স্বশাসিত সংস্থা হয়নি। তারপর সুনিল বাবু বলেছেন, এটা তো তদন্তের জন্য দাবী। তদন্তে কেন ভয় ? তাহলে মহাশয়াক জিজ্ঞাসা

করি জুন দাঙ্গার তদন্তে আপনাদের কেন ভয়, পেন্সাসানের মৃত্যুর জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট লেবেলে তদন্তে কেন আপনাদের ভয়? তার তো কোন জবাব দেখছি না। এখানে মাননীয় সদস্য কেশব বাবু এবং সুনিল চৌধুরী দুই জনেই বলেছেন যে, শ্যামাচরণ বাবুরা বিদেশী বিতাড়নের দাবী তুলেছিলেন। আরে এটা আমার বলার কথা উঠে কেন? এটা তো দলের ব্যাপার, একটা দলীয় সিদ্ধান্ত। তাহলে আমাকে বলতে হয় যে, এই দাবী তোলার জন্য আপনাদের বন্ধু বিজয় রাঙখলই আমাদেরকে কম্পেল করেছিল। অতএব বিদেশী বিতাড়নের দাবীই যদি জুনের দাঙ্গার কারণ হয়ে থাকে, তবে এখানে আপনাদের নৃপেন বাবু যে কথাটা বললেন যে, ১৯৭১ সালের পর ত্রিপুরাতে যে সব বিদেশী এসেছেন, তাদেরকে বিতাড়ন করা হবে, তাহলে আমি বলব যে, তিনি নতুন করে ত্রিপুরাতে আবার দাঙ্গার সৃষ্টি করতে চাইছেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি এবং আকাশ বাণীকে কুক্ষিগত করার জন্য যে প্রয়াস আপনারা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে চালাতে চেয়েছেন, তা থেকে দূরে থাকার জন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

কক-বরক

শ্রীরসিরাম দেব বর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার তিনি অর' যে প্রস্তাব তুবুমানি, আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রনি যে অপ-প্রচার অবন' তদন্ত খীলাইনা বাগৌই যে কমিটি খীলাইনানি প্রস্তাব তুবুমানি আবন' সমর্থন খীলাই আঙ কক থাংসা সানা নাইথ। এই আকাশবানী ত্রিপুরা রাজ্যনি ২১ লক্ষ বরকনি কাহাম হামযানি সম্পর্ক। কারণ, অর বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত অংমানি পরে আবন সরকারি পরিকল্পনা আবন গনতান্ত্রিক আন্দোলননি যে পরিকল্পনা, যে কর্মসূচী, আবন উপক্ষিত খীলাই খবর প্রচার খীলাই তং। অর' যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ন মদত বীনাই, রাজ্য একটা উদভ্রান্ত অবস্থা সৃষ্টি খীলাইনাই যেমন উপজাতি যুব সমিতি, গত ১৯৮০ সালনি দাঙ্গানি সময়' আ দাঙ্গা ন তেইব সম্প্রচারিত খীলাইনা বাগৌই আকাশবানী যে ভূমিকা নামানি আব ত্রিপুরানি ২১লক্ষ বরক সাই মান। আব আকাশবানী এ যদি এই ভূমিকা নাবাগৌই তংথে ত্রিপুরানি গনতান্ত্রিক আন্দোলন নষ্ট অংনাই। এই কারণে আকাশবানী যে ভূমিকা নামনি আবন' তদন্ত খীলাইনা বাগৌই যে প্রস্তাব তুবুমানি আব' সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব' কাজেই অ প্রস্তাব ন সমর্থন খীলাইনা বাগৌই আঙ বিরোধী দলনি মাননীয় সদস্যরক ন অনুরোধ খীলাই অ। কারণ, কেন্দ্রিয় সরকারনি যে পরিকল্পনা আবন, প্রচার খীলাইজাই রাজ্যনি যে পরিকল্পনা আবন ব প্রচার খীলাইনা দরকার। কোন কোন সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীনি বিবৃতি পর্যন্ত বিকৃত খীলাই প্রচার খীলাইজাগ' আব সাবা রাজ নি পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই জনগণ যে সরকার প্রতিষ্ঠিত খীলাইমানি আ সরকারনি কাজকর্ম খীলাইনা থাংথে, গনতন্ত্র রক্ষা খীলাইনা থাংথে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন খীলাইনা ক্ষেত্রে আকাশবানী নি এই ভূমিকা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি খীলাইনাই। কাজেই এইসব জিনিস তদন্ত খীলাইনা বাগৌই একটা কমিটি খীলাইনা দরকার। কাজেই মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব তুবুমানি আবন' সমর্থন খীলাই আনি বক্তব্য পাইরীখা।

: বঙ্গানুবাদ :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন, আকাশবানী আগরতলার অপ-প্রচাবকে তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি গঠনের, এ প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি দু একটা কথা বলতে চাই। এই আকাশবানীর সঙ্গে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের ভালো-মন্দের সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এখানে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আকাশবাণী, এখানকাব সরকারের যে পরিকল্পনা, এখানকাব যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচী এগুলোকে উপেক্ষা করে খবর প্রচার করে চলছে। এখানে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে মদত দেন, যারা সারা রাজ্যে একটা উদভ্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি করেন, যেমন, উপজাতি যুব সমিতি। গত ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় সেই দাঙ্গাকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্য আকাশবাণী যে ভূমিকা নিয়েছিলো সেটা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ জানে। আর আকাশবাণী যদি এ ভূমিকা বরাবরই নিয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন নষ্ট হবে। এই কারনে আকাশবানী যে ভূমিকা নিয়েছেন সেটাকে তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব এখানে এসেছে এটা সম্পূর্ণ ন্যায সঙ্গত প্রস্তাব। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য আমি বিরোধীদের মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করি। কারণ কেন্দ্রের যে পরিকল্পনা তাকে প্রচারের মতো এখানকার সরকারের পরিকল্পনাগুলোও প্রচারিত হওয়া দরকার। কোন কোন সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিও বিকৃত করে প্রচারিত হয এটা সারা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই জনগণ যে সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই সরকারের কাজকর্ম পরিচালনা করতে গেলে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে, সাম্প্রদায়িক আন্দোলন দমন করার ক্ষেত্রে আকাশবানীর এই ভূমিকা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। কাজেই এইসব জিনিস তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি গঠণ করা প্রয়োজন কাজেই মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্যশেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ;—মাননীয় স্পীকার, সাহেব, এখানে আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপের তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে যে প্রস্তাবটি সরকার পক্ষ থেকে আনা হয়েছে, আমি তার বিরোধীতা করছি। আকাশবানীতে কোন উগ্রপন্থির আস্তানা গড়ে উঠেছে কিনা, অথবা পাঞ্জাবে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ কর্ম চলছে, তার কোন আস্তনা গড়ে উঠেছে কিনা, তা আমার জানা নেই। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতা, আর এই প্রস্তাবের আলোচনার বিষয়বস্তু তাই। এখানে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হলে বলতে হয় যে, সংবাদ হল, যেটা রটে সেটাই সংবাদ। আর জার্নেলিজম বা সাংবাদিকতা এর থেকে আলাদা, এর মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা আছে, আছে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের দেশটা হচ্ছে একটা গনতান্ত্রিক দেশ, এই দেশের সংবাদপত্রের যে মুখপত্র, যেমন পার্টির মুখপত্র আছে, তার স্বাধীনতা আছে। অন্য দিকে আকাশবানী হচ্ছে সারা ভারতের, সমগ্র দেশের কোটি কোটি মানুষের খবর বা সংবাদ এবং তাদের চিন্তাধারা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আজকে এটার পর্য্যালোচনা করলে অমরা দেখতে পাই, যেটা কেশব বাবুরা বলছেন যে তাদের দলের খবরগুলি এতে প্রচার হচ্ছে না, সেরূপ শ্যামা বাবুরা হয়তো বলবেন, তাদের দলের খবরগুলি এতে প্রচার হচ্ছে না, আবার সুধীর বাবুরাও বলবেন যে তাদের

দলের কথাগুলি প্রচার হচ্ছে না, আর আমাদের-তো কথাই নাই। কাজেই এর মধ্যে মূল কথা হচ্ছে যেটা এরা আমরা যে দল করছি, শুধু সেই দলের কথাই বলা হউক, আর অন্যদের কথা বলা না হউক। স্যার, এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ, সুতরাং সকলের কথাই বলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে প্রচার হচ্ছে না, তা নয়। আদিবাসী সংস্কৃতির প্রচার হচ্ছে, পল্লী গীতি হচ্ছে, অন্যান্য অনেক কিছুরই প্রচার হচ্ছে, এমন কি মনসামঙ্গলও বাদ যাচ্ছে না। তারপর নজরুল, রবীন্দ্র গীতি, ভারতের আঞ্চলিক নৃত্য গীতি সবই প্রচার হচ্ছে। তবে উনারা যদি বলেন আমরা যে বাম মার্গী দল করছি, আমাদের বাম মার্গী চিন্তাধারার কোন প্রতিফলন এতে হচ্ছে না। এছাড়া আকাশবানীতে যে গুলির প্রচার হচ্ছে, সেগুলি সবই অপসংস্কৃতি। নজরুল, রবীন্দ্র গীতি, ভারতের দর্শন, ভারতের মননশীলতা, ভারতের আঞ্চলিক নৃত্য গীতি এসবই যদি অপসংস্কৃতি হয়, তাহলে ভারতের সংস্কৃতিটা আর কোথায়, তা আমার, জানা নাই। কাজেই এই প্রস্তাবটা এখানে এনে, আপনারা যে কথাটা বলতে চাইছেন, সেটা হল আকাশবানী থেকে শুধু আপনাদের কথা বলা হউক, আর বিরোধী দলের কোন কথাই যাতে প্রচার না হউক। আর এই চক্রান্ত করার জন্যই আপনারা আপনাদের সংখ্যা গরিষ্টের জোরে এই প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন। এখানে আজকে আমরা যেমন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কথা শুনতে পাই, তেমনি নৃপেন বাবুদের কথাও শুনতে পাই, এমন কি নৃপেন বাবুর শারিরীক অসুস্থতার কথাও শুনতে পাই। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের বক্তব্য প্রচার করারও সুবিধা পাচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে আজকে এই যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, এটা কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত নয়? সেটা কি তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা আকাশবানীর সাংবাদিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে না? এই বলে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার।

শ্রী অনিল সরকার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার আকাশবাণী আগরতলার বিভিন্ন কাজ কর্মের তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরার বক্তব্য শুনে আমার কাছে এটাই মনে হল — উনি বলেছেন যে, আমরা চাইছি এটাকে রেডিও পিকিং করে তোলার জন্য। স্যার, আমরা জরুরী অবস্থার সময় শুনেছিলাম যে ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া - মধুচন্দ্রিমা যাপন করার সময় শুধু আলাপই করে না তখন সেখানে প্রলাপও করা হয়। আজকে কংগ্রেস (ই)র সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে শ্যামাচরণ বাবুরা প্রলাপ বকতেই শুরু করেছেন। উনি যেন আকাশবাণীর ফাইলপত্র নিয়ে এসে যে সব বক্তব্য রেখেছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি যেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে একেবারে অল ইন্দীরা রেডিও বানিয়ে ছাড়বেন। সূর্য্যের চাইতে বালু কনার উত্তাপ বেশী হয় (হাস্যধ্বনি) উরা বলেছেন যে, আমরা কুক্ষিগত করতে চাই, ভয় দেখাতে চাই ইত্যাদি। আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতার খবর প্রচার হয়, বিভিন্ন ঘটনার খবর প্রচার হয়, কিন্তু উদের খবর কোথায়, উদের খবর একেবারেই নাই। খবরের ৯০/৯৫ ভাগ খবরই আমাদের। কাজেই আমাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ না করলে খবরই থাকবে না এবং আকাশবাণীর নিউজ একেবারে বাজে নিউজ হয়ে যাবে। কাজেই নিতে হয়. কিন্তু

আমাদের বক্তব্য হল কতগুলি ক্রুশিয়েল পয়েন্টের উপর যে সব নিউজ দেওয়া হয় যেমন পৌর নির্বাচনে কারা কারা প্রার্থী ছিলেন সেই নাম আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল। এখন কি কোন এক দুলাল ভট্টাচার্য্য হাসপাতালে মারা গেলেন এবং তার মৃত্যুর জন্য পোষ্ট মর্টেম পর্য্যন্ত করতে হল না, তার মানে সে ব্যক্তিগত রোগে ভোগে মারা গিয়েছে- তারপর সেই মৃতদেহ আগরতলায় নিয়ে এসে পৌর নির্বাচনের আগের দিন অর্থাৎ ৩ তারিখ. উরা সেই মৃত দেহ আগরতলায় নিয়ে এসে মিছিল করল উরা হাসপাতাল থেকে লাস সংগ্রহ করে মিছিল করল, (ইন্টারাপশান) চেচামেচি করবেন না শুনুন (ইন্টারাপশান) কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল আগরতলার মানুষকে বলবে এই দেখ বামফ্রন্ট সরকার এরা সব খুনী। এবং এর উপর আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু বক্তৃতাও দিয়েছিলেন যে, বিনয় সাহা দুলাল ভট্টাচার্য্যকে মারধোর করেছে এবং সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। এবং সেই খবর আগরতলার আকাশ-বাণী প্রচার করল, কারণ এতে কংগ্রেস (ই)র লাভ হবে- উরা কোথাও মিটিং মিছিল করতে পারছে না, কাউকে কিছু বলতে পারছে না। কাজেই, অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে সেই খবর প্রচার করা হল। সেই নির্বাচনের মুহূর্ত্তে উদের কাছে এই খবরটা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই পৌর নির্বাচনের পর কারা কারা জিতল সেই জেতার খবর উরা প্রচার করল না। কারণ উরা দেখল যে, পৌর নির্বাচনে উদের নিজেদের খেয়াখেয়ীর জন্য উদের নাম নেই, কাজেই সেই নিউজটা ব্ল্যাক মেইল করা হল, সেই খবর দেওয়া হল না। আমাদের বক্তব্য এখানেই যে সংবাদটা আগেই উদের দেওয়া উচিত ছিল - এই শহরের মানুষ সারা ত্রিপুরার মানুষ কারা পৌর সভার নির্বাচনের জিতেছে এটা জানতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু সেই খবর প্রচার করা হল না। হাসপাতাল থেকে মরা সংগ্রহ করে এই শহরের উপর উরা তাণ্ডব করল এটা নিউজ হয়েছে সেই নিউজ ছেপেছে (ইন্টারাপশান) "রাস্তা রোঁকো"—সংবাদ, সেই সংবাদ আকাশবাণীর হউক আর পত্রপত্রিকারই হউক সাংবাদিকতার একটা নীতিবোধ থাকতে হবে। "রাস্তা রোকো" সম্পর্কে ১৬ই এপ্রিলের খবর আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল যে ১২শত লোক "রাস্তা রোকো" আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছে। অথচ সেই দিন গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ২১৪ জন। এই হল উদের নিউজ। কাজেই আমাদের বক্তব্য এখানেই। যে মাসে উপজাতি কনভেনসান হল ত্রিপুরা রাজ্যের সারা অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি এসেছিল। সেখানে আলোচনা হল. তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, ত্রিপুরায় শান্তির প্রয়োজন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ হবেনা এবং সবাই যেখানে ঐক্যমত হলেন সারা ভারতের বড় বড় পত্রিকায় সেই সব খবর ছাপা হয়েছে অথচ সেই খবর ছাপা হল না। কাজেই যেদিন ত্রিপুরার মানুষ সিদ্ধান্ত নিল, ত্রিপুরায় শান্তির দরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সেই খবরকে একেবারেই প্রচার করা হল না। এই ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই খবর গোপন রাখা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অতি সাম্প্রতিক ঘটনা অন্ধ্রের মুখ্য মন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচার করা হয় না। কেননা যে আকাশবাণীর প্রামার ফলো করে করে সেখানে বাক্য তৈরী করতে হবে। ৪ বছর আগে ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রীর একটা বক্তৃতার উপর সেনসার দিতে চেয়েছিলেন তার'পর থেকে মুখ্য মন্ত্রী আর আকাশবাণীতে আর বক্তৃতা পাঠান'না। আকাশবাণী পি. টি. আই. থেকে খবর সংগ্রহ করে অতীব সংক্ষিপ্ত অত্যন্ত ছোট এখানকার খবর—সেগুলিতে

আরও ডিটেল করা যায়, পি. টি. আই. থেকে সেই সব সংবাদ নিয়ে আকাশবাণীতে পরিবেশন করা হয়। কাজেই আকাশবাণী সম্পর্কে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থণ জানাচ্ছি। এবং সমর্থণ জানাচ্ছি আরও একটি কারনে আমাদের এখানে আকাশবাণীর একটা প্রোগ্রাম এডভাইজারী কমিটি করা হয়। আমাদের কাছে চিঠি এসেছিল। প্রোগ্রাম কমিটিতে যাদের নাম আমরা প্রস্তাব করেছিলাম সে নামগুলি আকাশবাণীর প্রোগ্রাম কমিটিতে রাখা হয় নি। এটা কোন ধরনের ভদ্রতা? অন্যান্য ষ্টেটের ক্ষেত্রে রাখা হচ্ছে একমাত্র এখানে আগরতলা আকাশবাণীর অ্যাডভাইজারী কমিটিতে সেগুলি রাখা হয়নি। এই রাজ্যের সংস্কৃতি, বিভিন্ন আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে না, অথচ এই রাজ্যের খবরেব ৯০ ভাগ দখল করে আছে তারা যাদের খবর এত ছোট অবশ্য তাদের খবর তাদের কাছে প্রয়োজনীয়। আমরা গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখছি যে, এখানে কিছু লোক যারা ভেসটেড ইনটারেসটে কাজ করছে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করছে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আকাশবাণীর প্রচার যন্ত্র কাজ করছে। মাননীয় সদস্য সুনীল বাবুর বক্তব্য থেকে এটা বুঝা গেছে যে, ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (ই) আকাশবাণী আগরতলার সংগে গভীরভাবে যুক্ত। সেখানে তাদের গোপন ভূমিকা আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখছি অন্ধ্র থেকে প্রতিবাদ উঠেছে, কাশমীর থেকে প্রতিবাদ উঠেছে যে আকাশবাণীর যে ভূমিকা সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে থাকা উচিত সেটা করা হচ্ছে না, আকাশবাণীকে সেখানে কংগ্রেসের দলীয় মুখ্যপাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঐ রামা রাওয়ের বক্তৃতা আকাশবাণীতে প্রকাশ হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বকতব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করছি সেটার উপর অনেক সদস্যই বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন কি বিরোধীতা করলেন আমি বুঝি নাই। আমরা এখানে বলেছি যে, আকাশবানীর সংবাদ পরিবেশনের যে প্রোগ্রাম সেটা ঠিক ঠিক হয় নি। বিশেষতঃ এখানে রাজ্যের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় যে সব গণতান্ত্রীক আন্দোলন হচ্ছে সেগুলি আকাশবাণীর সংবাদে আসা উচিত কিন্তু সেগুলি আসছে না। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন এটাকে না কি রেডিও পিকিং করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে' কিন্তু গণতন্ত্রে এই জিনিসটা সম্ভব নয়। আবার বলেছেন যে, ডিকটেটরশীপ অব দি পলেতারিয়ান। আমি জানি না মাননীয় সদস্য এই শব্দটাকে জেনে বলেছেন কি না। কিন্তু আমাদের এখানে লড়াই হচ্ছে বুর্জুয়া, ল্যানলর্ড এদের বিরুদ্ধে, মানুষের বাঁচার স্বার্থে। এখানে জোতদার পুঁজিপতি এদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে সেই সংবাদ আমরা চাই। যারা দেশকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে, দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে তাদের বিরোদ্ধে লড়াই করার জন্য মানুষ এখানে আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, পি. টি. আই. যে সংবাদ দেয় সেটাই এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার একই সংবাদ সংস্থা দুই রকম সংবাদ দিতে পারেন না। সংবাদ এবং সাংবাদিকতার যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার তুলেছেন সেটা আলোচনার বিষয় নিশ্চয়ই। সাংবাদিকতা

মানুষের স্বার্থেই সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ৯০ ভাগ গরীব মেহনতী মানুষ তাদের সংবাদ যদি না থাকে তাহলে কি সেটা সাংবাদ্রিকতার উদ্দেশ্য হতে পারে? এখানে গণতন্ত্র, এখানে সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুতরাং আবার এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি যে, এই রাজ্যের স্বার্থেএই প্রস্তাবকে সমর্থন করুন। শুধু বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করা এটা ঠিক নয়। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদর কতৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবট হল "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্রের জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপের তদন্ত করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

তারপর রিজিউলিশনটি ধ্বনি ভোটে দেওযা হয় এবং পাশ হয়।

মিঃ স্পীকার— সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বার্স মোশন। আজকে এখানে দুটি মোশন আছে। একটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন ত্রিপুরা এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার। মোশন দুটির উপর আলোচনা হবে। এই দুইটি রিজিউলিশনের জন্য ১০০ মিনিট আছে। তার মধ্যে প্রথমটির জন্য ৫০ মিনিট এবং দ্বিতীয়টির জন্য ৫০ মিনিট। তার মধ্যে ২৮ মিনিট পাবে রোলিং পার্টি এবং ১৪ মিনিট পাবে অপোজিসন। কংগ্রেস (ই) পাবে ৮ মিনিট, টি. ইউ. জি. এস ৩ মিনিট এবং ৮মিনিট পাবে মোভার এবং ইনডিপেনডেন্ট ৩ মিনিট। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে উনার মোশন মোভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসে ৮ই জুলাই তারিখে পেশ করা ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৮ম রিপোর্টটি আলোচনার জন্য প্রস্তা এনেছি। স্যার, এই ৮ম রিপোর্টে আমরা কতগুলি জিনিস দেখেছি যা খুব উদ্বেগজনক এবং জনস্বার্থ বিরোধী। কাজেই সরকারের এই সব কার্য্য কলাপ বন্ধ করা, সংশোধন করা দরকার বলে আমি মনে করি। এইখানে ৮ম রিপোর্টের প্যারা ৪. ১ এ আছে, Delay in issue of offers of appointment and non implementation of recommendations. আমরা এখানে দেখতে পাই, ১৯৭৯-৮০ সালে যে সমস্ত এপয়েন্টমেন্টের জন্য কমিশন রিকমেণ্ডেশন করেছিলেন তার মধ্যে ৩টির ক্ষেত্রে [illegible]মাস থেকে ৯১ মাস পর্য্যন্ত দেরী করা হয়েছে। একটা হচ্ছে, অ্যাগ্রি অ্যাকসটেনশন অফিসার, (ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার) কমিশন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ২৮. ১২. ৭৯ তারিখে। কিন্তু দেখা গেল, অ্যাপয়েন্টমেন্টি দেওযা হয়েছে, ২০ ১২.৭৯ তারিখে। তারপরে সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব অাগ্রিকালচারের জন্য ২৯শে মে, ১৯৭৯ তে কমিশন রিকমেণ্ডেশন করেন, কিন্তু অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়, ৯.৪.৮০ তারিখে। এছাড়া, কো-অপারেটিভ অ্যাকসটেনশন অফিসার এই পোষ্টের জন্য কমিশন রিকমেণ্ডেশন করেছিছেন, ২৭.১০.৭৯ তারিখে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, ৩.৫.৮০ তারিখে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, আরো ৪টি ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট প্রকাশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩১শে মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত কমিশনের রিকমেণ্ডেশন থাকা সত্বেও অ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া হয়নি। এটা হচ্ছে, ডিরেকটর অব ষ্টাটিসটিকস্, এস. আই (সাব ইন্স-পেকটর অব পুলিশ, উইমেন্) অভারশিয়র, এষ্টিমেটর, ড্রাফটস্‌মেন্, (গ্রেড টু- অব পি.ডাব্লু..

ডি.) এবং অ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেটর অব ফরেষ্ট এই ৪টি পোষ্ট। এখানে ষ্ট্যাসটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত। কারণ দেখা গেছে, ২৭.২.৭৯ তারিখে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ডিপার্টমেন্ট চিঠি লিখে অনুরোধ করে ছিলেন, ১টি পোষ্টের জন্য ইন্টারভিউ নিতে। এই চিঠি পাবার সময় রিক্রুটমেন্ট রুলস্ হয়নি। রিক্রুটমেন্ট রুলস্ হওয়ার পরে রুলস্ অনুসারে কমিশন অ্যাডভারটাইজমেন্ট করেন। সে অনুসারে ৫ জন আবেদন করেন। ৪ জনকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়। এদের মধ্যে একজনকে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট বলে ঠিক করে ৬.১১ ৭৯ তারিখে ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু দেখা গেল, তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল না। ১৫.২.৮০ তারিখে ডিপার্টমেন্টি কমিশনের কাছে নামের একটি পেনাল লিষ্ট চেয়ে পাঠান। কিন্তু মাত্র ১ জন ক্যান্ডিডেট থাকায় কমিশন-নের পেনাল লিষ্ট করার প্রশ্ন ছিলনা। কমিশন তা করেনও নি। গুরুত্বপূর্ণ পোষ্ট বলে আবার রি-অ্যাডভারটাইজমেন্ট করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। সেই অনুরোধের ভিত্তিতে কমিশন আবার অ্যাডভারটাইজমেন্ট করেন। এবার ৪ জন অ্যাপ্লিকেন্ট। এর মধ্যে ৩ জন কোলিফাইড হন ইন্টারভিউতে বসার জন্য। কিন্তু ইন্টারভিউ দেন মাত্র ২ জন। কিন্তু এখনও পোষ্ট খালি রয়ে গেল। জানি না এর পর কি হয়েছে। মনে হচ্ছে, শাসক দলের মনোনিত হয়নি বলেই দেওয়া হয়নি। দুই দুই বার অ্যাডভারটাইজমেন্ট করেও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তারপরে সিডিউল কাষ্টস্ এবং সিডিউল ট্রাইব্‌দের ক্ষেত্রে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলে-ছিলেন, তাদের কোটা পুরোপুরি পূরণ করা হচ্ছে, তাদের অধিকার সংরক্ষন করা হচ্ছে, এবং এ ব্যাপারে সরকারেরও যথেষ্ট ইন্টারেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৭৯-৮০ সালে ১৪০টি সিডিউল ট্রাইবস্ রিজার্ভ পোস্টের মধ্যে ৮ জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল। ১৩২টি খালি রয়ে গেছে। সেগুলি আজ পর্য্যন্ত পূরণ করা হয়নি। সিডিউল কাষ্টস্‌দের বেলায়ও ঠিক তেমনি। তাদের ৬৪টি রিজার্ভ পোষ্টের মধ্যে ১২ জনকে চাকুরী দেওয়া হল বাকী ৫২টি পোষ্ট খালি রয়ে গেছে। ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরো বেড়েছে যথাক্রমে ১৬১ ও

(ভয়েস্ ফ্রম শ্রী দশরথ দেব :—গেজেটেড্ পোষ্ট কি ?)

৫৪ গেজেটেড, নন-গেজেটেড সব মিলিয়ে বলছি। তারপরে এইখানে একটা ডিরেকসন আছে, সিডিউল ট্রাইবস্‌ও সিডিউল কাষ্টস্‌দের গুণগত মান বৃদ্ধ করার জন্য প্রি সার্ভিস কোচিং-এর ব্যবস্থা যাতে করা হয়। সে জন্য কমিশন বার বার গভর্ণমেন্টের কাছে বলেছেন। কিন্তু করা হয়েছে বলে জানিনা। এখানে তার সাপোর্টে কমিশন বলেছেন, It observed that the candidates coming from rural areas and backward section of the community possessed keen intelligence and intrinsic ability though they were not as articulate as candidates coming from urban areas. এর জন্য বলেছেন,

The Commission are of the view that no category of persons should suffer in selection because of their knowledge generally associated with sophisticated life in urban areas. Considering the large proportion of reserved vacancies remaining unfilled due to non-availability of suitable remainining Scheduled Tribes/Castes candidates, there appears to be need for providing facilities of pre service coaching to members of Scheduled Tribes/Castes communities on

a fairly extensive scale. A coaching centre may be started in the State immediately which can serve the intending candidates belonging to the Scheduled Tribes/Castes who would need to improve their standards for better results in the competitive selection কিন্তু এটা তারা করেন নি। এখন পর্যন্ত সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা ভবিষ্যতে নেবেন তা জানি না। তবে এই দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ডিপ্রাইভ করে রাখা হয়েছে। কাজেই সরকারের কাছে আবেদন করব, প্রি সার্ভিস কোচিং-এর জন্য যেন এটা করার ব্যবস্থা করেন। এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে; In their suceessive reports, the Commission had pointed out that the provisions of clause 5 of the Tripura Public Service Commission (Exemption form consultation) Regulations, 1973, were not being correctly observed by the appointing authorities in making ad-hoc appointments. মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ঠিক তারিখটি মনে নেই, খুব সম্ভবতঃ দিন দু' এক আগে হবে আমাদের মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছিলেন, এড-হক বেসিসে যদি কেহ কনফার্ম না হন, তাহলেও আমরা তাদের অনাদিকালের জন্য বুলিয়ে রাখতে পারি না। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ১৯৭৯-৮০তে ১১২ জন রয়ে গেছেন এবং ১৯৮১-৮২ সালে সেটা হয়েছে ১৮৮ জন। এই অবস্থা ১৯৭৫ থেকে চলছে। কিন্তু কনফার্মেশন তাদের দেওয়া হচ্ছে না। রিক্রুটমেন্টের রুলস্ নেই সেক্ষেত্রে হয়ত এডহক-এর উপ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যেখানে রিক্রুটমেন্টস রুলস রয়েছে ? কমিশন এখানে বলেছেন, The Commission feel that the circumstances in which ad-hoc appointments are being made by the Government are not generally unavoidable, particularly, when in many such cases Recruitment Rules exist and regular appointments could be made at least within the initial period of one year of the ad-hoc appoinments. কাজেই, আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যেগুলির রিক্রুটমেন্ট রুলস নাই সেগুলির তাড়াতাড়ি রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরী করা হোক। আর এডহক বেসিসে যেন এপয়েন্টমেন্ট না দেওয়া হয়। এডহক এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ফলে সত্যিকারে তারা ডিপ্রাইভড হচ্ছেন। রিক্রুটমেন্ট রুলস সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু এখানে পেরা ২.৮-এ বলা হয়েছে যে অনেক রিক্রুটমেন্ট রুলস বাকী রয়ে গেছে। There wera 92 draft Recruitment Rules awaiting disposal. The Commission conveyed their advice in respect of 59 draft Recruitment Rules listed in Appendix-XA. Thus, 33 draft Recruitment Rules remained pending at the close of the year. ৩৩টা রিক্রুটমেন্ট রুলস বাকী রয়ে গেছে। The Commission had cleared for final notification as may as 176 Recruitment Rules, but at the close of theycar 55 Recuitment Rules were still waiting notification. রিক্রুটমেন্ট রুলস যেখানে রয়ে গেছে সেখানে এই এডহেডিং করাটা আমার মনে হয় যুক্তিসঙ্গত নয় এবং এটাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না বললেও ঠিক বলে আমার মনে হয় না। এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। এর সঙ্গে আরেকটা বক্তব্য আমি রাখছি, এটা হচ্ছে ৮ম

রিপোর্ট, এপ্রিল ১, ১৯৭৯ টু মার্চ ৩১, ১৯৮০ এবং এটা পাবলিশড হয় ২২-১৮-৮০ ইং সালে। তিন বছর পরে এই রিপোর্ট টি হাউসে টেবলড করা হয়েছে। আমি জানি না হোয়াট ইজ দা রীজন বিহাণ্ড ইট? হোয়েদার যাষ্ট টু এংয়েড অব সামথিং এলস। এরপরও দেখা যাচ্ছে ৮০-৮১—নবম রিপোর্ট, ৮১-৮২—দশম রিপোর্ট, ৮২-৮৩—একদশ রিপোর্ট, এই তিনটি রিপোর্ট এখনও লে করা হয়নি। তাহলে কি কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেনি, নাকি সরকারই রিপোর্টগুলি এখানে টেবিলড করছেন না, আমি বুঝতে পারছি না। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি ৯, ১০, ১১ এই তিনটি রিপোর্ট জনস্বার্থে অতি সত্বর যেন লে করা হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য আপনি ৭ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য সমাপ্ত করবেন।

শ্রী নকুল দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৮ম রিপোর্ট যা আমরা এই হাউসে পেয়েছি, তাতে দেখেছি যে সামগ্রিক ভাবে বর্ত্তমান সরকারের এপয়েণ্টমেণ্টের যে পলিসী, সেই পলিসীর প্রতি তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি বিষয়ে তারা কিছু এডভাইস দিয়েছেন, যেমন এড-হক প্রমোশান সম্পর্কে। আজকে এড-হক প্রমোশান হচ্ছে কেন? একটা প্রমোশান যদি হতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ডিপার্টমেণ্টের রিক্রুটমেণ্ট রুলস সেখানে থাকতে হবে। না থাকলে এগুলি করা সম্ভব নয়। কমিশন বলেছেন যে ৯২টা রিক্রুটমেণ্ট রুলস তাদের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং তারা ৫৯টা রিক্রুটমেণ্ট রুলস এডভাইস করে সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা লাভের ৩৫ বৎসর পরেও আমাদের রিক্রুটমেণ্ট-রুলস করতে হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে ১৯৮০ সালের আগের রিপোর্ট। তাহলে কি আমরা বুঝব ৩০ বছর ধরে এখানে কোন গভার্নমেণ্ট ছিল? যার যা খুশী 'আবারাম গাবারাম দের' সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন এবং এই বসিয়ে দেওয়ার যে প্রবনতা ছিল সেটাই কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামাচরণ বাবু যদি এই দিকে মন্তব্য করতেন তাহলে অত্যন্ত বাস্তব সমস্ত হত। অপরদিকে সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসরা যাতে তাদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার জন্য রিকমণ্ডেশান করা হয়েছে। আমরা জানি সিডুয়েল কাস্ট এবং ট্রাইবস চাকুরীর ক্ষেত্রে কোটা মেনটেন করার জন্য সংবিধানে নির্দেশ আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত তিন দশক ধরে এই নির্দেশটুকু কার্য্যকরী করা হয় নি। ১৯৭৪ ইং সালে এটা প্রথম এখানে চালু করা হয়। তারপর থেকে কোন দপ্তরেই সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসদের কোটা মেনটেন করা হয় নি। ওয়েলফেয়ার অব্ সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস কমিটির রিপোর্ট আমি দেখেছি কংগ্রেসী রাজত্বে ৩০ বৎসর ধরে এজ পার স্টেটমেণ্ট অব্ ইনকামবেণ্ট সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস কোটাতে চাকুরী দেওয়া হত। কোন সার্টিফিকেট সেখানে নেওয়া হত না। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবরা যাতে কি চাকুরী ক্ষেত্রে, কি প্রমোশানের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখছেন। যে-সমস্ত সিডুয়েল কাস্ট এবং ট্রাইবস ছাত্ররা স্টেনোগ্রাফি

শিখছে তাদের আলাদা কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আই.টি.আই তে যারা ভর্তি হচ্ছে তারা স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। এমন কি স্কুলের মধ্যে কিংবা বোর্ডিং-এর মধ্যে যে সমস্ত সিডুয়েল কাস্ট এবং ট্রাইবস ছাত্ররা থাকে তাদেরকে অংক এবং ইংরেজীতে কোচিং এর জন্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবস ছাত্রদের জন্য বছরে অন্ততঃ দুই মাস কোচিং-এর জন্য কমিশন যে সুপারিশ করেছেন সেটা খতিয়ে দেখার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। বিগত দিনগুলিতে নিয়োগ নীতির কোন বালাই ছিল না। এই কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে আমি দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর যে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়েই দেওয়া হচ্ছে। স্যার, কমিশন যে রিকমণ্ডেশান করেছেন সিডুয়েল কাস্ট এবং ট্রাইবস প্রার্থীদের কোচিং-এর ব্যবস্থা করা, এটা খতিয়ে দেখার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় সদস্য আপনি ৮ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা 'এইট্থ্ এ্যানুয়েল রিপোর্ট অব দা পাবলিক সার্ভিস কমিশন' -এর উপরে যে ডিস্কাশন এনেছেন তাতে অংশ গ্রহণ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস এখানে বলেছেন যে, বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে এই রাজ্যে উচু স্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ জন্য কোন রুলস এবং রেগুলেনস ছিল না। মাননীয় সদস্যদের এটা বোধ হয় জানা আছে যে, যখন এই রাজ্য এমন একটা সময় ছিল সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত উচ্চ পদ ছিল বিশেষ করে গেজেটেড র‍্যাংক সেগুলি নিয়োগ করা হতো ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এবং এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে সমস্ত রুলস্ এ্যাণ্ড রেগুলেশান আছে তার দ্বারাই তখনকার সার্ভিস ম্যানটেইন করা হতো। সুতরাং উনি যেটা বলেছেন যে, কোন দিনই এখানে কোন নিয়ম-নীতি ছিল না বা কোন রকম নিরপেক্ষতা ছিল না এটা কতটুকু সত্য কথা উনি বলেছেন আশা করি সেটা উনি বুঝবেন। তবে এটা তো সত্য সেখানে একটা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছিল তাতে নিয়োগের ব্যবস্থা হতো এবং সেখানে নিরপেক্ষতা ছিল কিন্তু আমারা এখানে দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে আমি কনষ্টিটিউশান নিয়ে আলোচনা করছি এটার মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একজন মেম্বার ছিলেন, তিনি কোন বিষয়ে একসপার্ট ছিলেন আমরা জানা নেই, প্রশাসনিক তাঁর কোন এক্সপিরিয়েন্স বা একসপার্ট ছিলেন কিনা সেটা আমার জানা ছিল না বা জানা নেই। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন হলো সেই কমিশনের চেয়ারম্যান থাকবেন একজন রিটায়ার আই. সি. এস. অফিসার এবং সদস্যদের মধ্য থেকে একসপার্ট নিয়োগের কোন প্রশ্ন নেই। সুতরাং সেখানে পরিষ্কার উদ্দেশ্য আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই সরকার চাইছেন এই যে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেখানে যে সমস্ত কর্মী আসবেন তাঁরা নিরপেক্ষতার মাধ্যমে আসবেন, দক্ষ কর্মী আসবেন, এবং নিরপেক্ষতা যাচাই করার জন্য।

শ্রী বীরেন দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, কমিশনের সদস্যদের সম্পর্কে এই হাউসে আলোচনা করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—আপনি রিপোর্টের উপর আলোচনা করুন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—আমি রিপোর্টের উপর বলছি। রিপোর্ট ছিল যে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন মেম্বার নিয়ে এটা গঠন করা হয়েছিল সুতরাং আমি কর্নাষ্টিটিউশান সম্পর্কে আমরা এইটুকু বক্তব্য সেটা হচ্ছে সেখানে যারা এক্সপার্ট চেয়ারম্যান থাকবেন নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে আমরা কোন বক্তব্য নেই এক্সপার্ট সদস্য নিয়োগ করা হোক এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে রুলসগুলি সম্পর্কে সেই যে রুলস্ যেখানে ফ্রেইম করা হয়েছে সেই রুলসের উপর ভিত্তি করে এখানে এপয়েন্টমেন্ট করা হয়, সেই রুলসের মাধ্যমে রুলসগুলি এত ফ্ল্যাকসিবল যে সেখানে কোন একটা অপদার্থ লোককে নিয়োগ করতে পারা যাবে, কিন্তু সরকারের মনপুতঃ হতে হবে এমন লোককে নিয়োগের যথেষ্ট স্কোপ রয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের যে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ এবং দক্ষ কর্মীকে সেখানে নিয়োগ হোক। যারা আজকে এই মন্ত্রী সভার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের কাছে আবেদন রাখছি এপয়েন্টমেন্টের যে পলিসি সেই পলিসি অনুযায়ী নিরপেক্ষ এবং দক্ষ কর্মীকে নিয়োগ করা হোক। এই সমস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমরা টি. পি এস. সি.র কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি তো রিপোর্ট'র উপর আলোচনা করছেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, আমি রুলস্ সম্পর্কে বলছি, রুলসগুলির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রয়ে গেছে। ১৯৭৯ সালের আগে যে সমস্ত রুলস্ ছিল সরকারী কর্মচারী যাদের নিয়োগ করা হতো তাদের এক্সপেরিয়্যান্স জিনিসটা নির্দিষ্ট ছিল যে এত বছরের মধ্যে, একটা উদাহরণ দিচ্ছি যিনি প্রধান শিক্ষক হবেন তাকে অন্ততঃ ২ (দুই) বছর কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পাঁচ বছর সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। সেই যে একটা ব্যবস্থা সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে বলেছেন যে, যে কোন ব্যক্তিকে এখন নিয়োগ করা যাবে। শুধু এখানে নয় কলেজের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, সেখানে এসিষ্টেন্ট প্রফেসার যাদের নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ১৯৭৯ সালের আগে যে রুলস্ ছিল সেটা বাইণ্ডিং ছিল কিন্তু সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে এই যে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে যাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী তাঁর স্বাভাবতই অনেক বেশী ফলপ্রসু হবেন সেই অভিজ্ঞতা তুলে দিয়ে এমন একটা সুযোগ এনে দিয়েছেন যে, যে কোন একটা অপদার্থ লোককে নিয়োগ করার প্রশ্নে কোন বাধা নেই। এর দ্বারাই প্রমানিত হচ্ছে সাধারন মানুষ কোন উপকার পাবেন না। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ বাবু অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন, তাই আমি পুনরায় আর সেগুলি বলছি না। নন-ইমপ্লিমেণ্টেশান অব দি রিপোর্ট অব দি পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেখানে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ সূত্রতা, কেন ? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেটা কিছু দিন আগে উল্লেখও করেছি যে, এই রকম একজন অধ্যাপক এম. বি. বি. কলেজে আছেন যাকে ১৩ বছর ধরে এডহক করে রাখা হয়েছিল এবং ছয় ছয় বার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই ১৩ বৎসর পর যখন দেখা গেল প্রতিযোগিতা করে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় তখন সেখানে রেষ্ট্রিকটেড করা হয়েছিল অর্থাৎ অন্য কোন প্রার্থী সেখানে আসতে পারবে না তখন বাধ্য হয়ে তাকে নিয়োগ করতে হয়েছে।

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার ১৩ বছর যিনি চাকুরী করেছেন উনাকে তো কিছু সুযোগ দিতেই হবে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—ফলে অন্যান্য প্রফেসারের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন, এই যে একটা ডিসক্রিমিনেশান আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা যাতে না হয় এবং না থাকে তার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষকরছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এখানে যে জিনিসটা আলোচনার মধ্যে এসেছে আমরা এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে দেখছি যে, এটা ঠিকই যে বিভিন্ন বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে সরকার সে দিকে এখনও সম্পূর্ণ অগ্রসর হতে পারেন নি. যেমন এখানে বলা হয়েছে এস. টি. এস. সি-র যে পোষ্টগুলি খালি আছে সেগুলি পূরণ করার জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা সেটা এখনও রাজ্যে গড়ে উঠে নি, এটা হলে খুব ভাল হতো, কারণ এস. টি, এবং এস, সি,র কিছু পোষ্ট আছে সেগুলি এখনও খালি রাখতে হয়েছে। এমনকি ডি-রিজাভও করতে হয়। সেখানে স্বাভাবিক কারণে এই জিনিসটা নিশ্চয়ই সরকার করবেন সেটা আমরা আশা রাখি। এবং সেই সংগে এই রিপোর্টের উপর আলোচনা করতে গিয়ে শাসক দলের লোক বলে বিভিন্ন রুল্স অ্যাণ্ড রেগুলেশান্সের উপর এমনভাবে রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন তা তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন। এই যে রিক্রুটমেণ্ট রুল্স আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিক্রুটমেণ্ট রুল্স এখন একটা সুনির্দিষ্ট নীতিতে চলে। তারা বলছেন যে রুল্সগুলির মধ্যে এস, টি. এস, সির কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছেনা। ৭৭-এর আগে আমরা দেখেছি সিনিয়ারিটির কোন মূল্য দেওয়া হত না। ত্রিপুরা পাবলিক সারভিস কমিশন তখন ছিল বনমালীপুর পাবলিক সারভিস কমিশন। অর্থাৎ টি, পি, এ, সি, ছিল বি, পি, এস সি,। সেখানে লোক সেবা আয়োগের জায়গায় কাল ধলার সেবা করত হত। সেই জিনিসগুলি আমরা দেখেছি। আমরা সেই জিনিসগুলি দেখেছি। যখন তারা এই কথাগুলি তুলে তখন আমাদের তাদের সেই কথাগুলি মনে করিয়ে দিতে হত। তারা বলেছেন যে কতগুলি অপদার্থ লোককে নিয়োগ করা হচ্ছে। রুলস্ অ্যাণ্ড রেগুলেশান্স মানা হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলতে চাই তাদের আমলের মত নয়। ইমারজেন্সির সময় যারা ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জীও সঞ্জয় গান্ধী যুগযুগ জীও বলেছেন, তাদেরই প্রমোশন হয়েছে। একজনকে ডিঙ্গিয়ে আর একজনের প্রমোশন হয়েছে। আমরা চাইনা বামফ্রন্টের আমলে এমন হোক। টি, পি, এস, সি তাদের পলিসি অনুযায়ী লোক নিয়োগ করে। পুলিশ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করতে পরীক্ষা নেওয়া পঞ্চায়েত অফিসার নিয়োগ করতে কোন পরীক্ষা হতনা। পলিটিকেল ভিত্তিতে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা হত। বর্তমানে পরীক্ষা দিয়ে যে কোয়ালিফাইড বলে প্রমাণিত হয় তাকেই নিযুক্ত করা হয়। তারা বলছেন যে, এখানে এস, টি, এস, সির, যে গেজেটেড পোষ্ট খালি পড়ে আছে তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আজকে

জি, জে, এস বা টি, সি, এস যে পোষ্টগুলি এস, টি, এবং এস, সির খালি আছে তারা সম্পূর্ণ কোটা অনুযায়ী তারা সেখানে যাবে। গ্রাম থেকে যারা উপজাতি আসেন তারা যদি এসে দেখেন গেজেটেড পোষ্টগুলিতে একজনও উপজাতি নাই তখন তাদের মাথা গরম হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। টি, পি, এস, সির যে রেকুমেণ্ডেশান যেসমস্ত রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ সেই সমস্ত জায়গায় যাতে এস, টি, এবং এস, সি সাক্সেসফুলি উত্তীর্ণ হতে পারে তার জন্য যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয় তার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবে আমরা এই আশা রাখি, যাতে করে তারা সেই পোষ্টগুলিতে যেতে পারে। আর একটা কথা মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন যে এস, টি, এবং এস, সি, পোষ্ট পূরণের ব্যাপারে সরকারকে নাকি অনীহা আছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন পোষ্ট-এ বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে টেকনিক্যাল পোষ্টে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় এস, সি, এবং এস, টি, পাওয়া যায় না। তখন এই কারণে এই এইগুলি বন্ধ রাখতে হয়। এইখানে সামগ্রিক যে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করা আছে সেই সব অসুবিধাগুলি দূর করে সরকার প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার প্রচেষ্টা নেবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ত্রিপুরা পাবলিক সারভিস কমিশনের অষ্টম যে রিপোর্ট হাউসের সামনে যেটা আছে এবং তার উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে আলোচনা এনেছেন, আমি ভেবেছিলাম এই রিপোর্ট আলোচনা করতে গিয়ে সম্ভবত অনেক কিছু আসবে। দেখলাম ঠিক সেইভাবে আসেনি। কারণ এই সরকার এর কাজকর্মের গাফিলতি সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই এই আলোচনায় আসেনি। যে জিনিসটা বলেছে এই যে কয়েকটা রিক্রুটমেণ্ট ছিল অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের এর কিছু দেরী হয়েছে। এইটা দেরী হয়েছে অনেকটা ক্ষেত্রে, কারণ টি, পি, এস, সি রেকুমণ্ডেশান করে পেনেল দেওয়ার পর সরকার পক্ষ থেকে তার উপর আলোচনা করতে হয়। কারণ মাননীয় সদস্যরা জানেন যদি টি, পি, এস, সি যে নামে সাজেষ্ট করে তা গভর্ণমেণ্ট বাউণ্ড নয় তা ফলো করতে। তবে আমরা সবসময়ই টি, পি, এস, সির যে রেকুমেণ্ডেশানকে অত্যন্ত মূল্য দেই। এবং সরকাররে যে রিপোর্ট, সরকারের যে মন্তব্য তা তার উপরে যায়না। তবে উনারা প্রমাণ দেখাতে পারবেন না যে টি, পি, এস, সি যার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হয়েছে তা আমরা অগ্রাহ্য করেছি। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ও অ্যাংগজাইটি আছে। গভর্ণমেণ্ট থেকে চেষ্টা করছে টি, পি, এস, সি থেকে রেকমেণ্ডশান আসার পর যাতে আরো বেশী তাড়াতাড়ি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে পারা যায় সেদিকে সরকারের নজর আছে। টি, পি, এস, সির যে সমস্ত ত্রুটিগুলি আছে তা সরকারের সামনে তুলে ধরে ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য আমরা চেষ্টা করি। একটা রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ সম্পর্কে প্রশ্ন এসেছে। রিক্রুটমেণ্ট রুলস্ আগে ছিল না। যে কারণেই হোক আগে এটা ছিলনা। একেবারে ছিলনা তা বলছিনা। ২-১টা ক্ষেত্রে হয়ত ছিল। সরকার খুশী মত প্রমোশান দিতে পারত। বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে এটাই ছিল রেওয়াজ। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু একজন শিক্ষক, তিনি জানেন আগে ১১ ক্লাশ যখন ছিল তখন এর মধ্যে লেক্চারার ছিল, টিচার ছিল। তার থেকে লেক্চারার যখন নিযুক্ত

করা হয়েছিল টিচার থেকে তার মধ্যে এক্সপেরিয়েন্স ছিলনা, সিনিয়রিটি ছিলনা। যার যেমন খুশী করত। সেখানেও আমাদের সিনিয়রিটি নির্ণয় করতে গিয়ে আমাদের মহাবিপদে পড়তে হয়েছে। কারণ যেখানে সবচেয়ে যিনি জুনিয়র তিনি লেকচারার হয়ে বেশী বেতন পাচ্ছেন। এখন আমাদের প্রমোশান দিতে গেলে আমরা মহাবিপদে পড়ে যাই, কারণ তখন আমরা কিভাবে সিনিয়রিটি নির্ধারণ করব? বেতনের ভিত্তিতে না কি জয়েনিং এর ভিত্তিতে। কারণ বেতন সে অনেক বেশী পাচ্ছে। এইভাবে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি করে গেছে আগের সরকার। সেগুলিকে আমাদের এক জায়গায় আনতে হবে। তাতে টি, পি, এচ, সি ওপিনিয়ন আছে, ল এর ওপিনিয়ন চাই, তারপর কোর্টে গেলে পরে তার পজিশান দেখা চাই। এইভাবে তারা অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে গেছে। এগুলো আপনারা দেখেছেন, টি, পি, এস, সি যে রিপোর্ট করেছে ১৯৬টা ফাইনালাইজ করেছে, গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্সেপ্টও করেছে। তার মানে আপনারা বুঝতে পারেন টি, পি, এস সিতে সরকার থেকে একটা রিক্রুটমেণ্ট রুলস ড্রাফ্ট করে পাঠানো হয়। টি, পি, এস, সির অনুমোদন পেলে পরে কেবিনেটে যায়। এইভাবে আমাদের করতে হয়। তারপর এখানে আর একটা জিনিস এখানে তুলেছেন রিক্রুটমেণ্ট সম্পর্কে। এক্সপেরিয়েন্সের কথা। লেকচারারের পোষ্টে যে জীবনে চাকরী করেনি তার লেকচারার হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকবে কি করে? আমি যদি প্রিন্সিপালের পোষ্ট ভাইস্ প্রিন্সিপালের পোষ্ট এগুলি প্রমোশানের পোষ্ট। তাদের প্রমোশানের ক্ষেত্রে এ্যাকসপেরিয়েন্সের দরকার আছে। সেগুলি ইন টু, টু ফলো করা হয়। লেকচারের পোষ্ট সেটা টি, পি, এস, সি থেকে পাঠানো হয় কারা এলিজিবল। তা ঠিক করে ইউনিভারসিটি গ্র্যাণ্টস কমিশন। অল ইণ্ডিয়া লেবেলে এরা নির্ধারণ করে যারা লেকচারার হবেন তাঁরা তাদের একটা মার্ক ফিক্স করে দেয়। যেমন ফিফ্টি পারসেণ্ট মার্ক্স পেতে হবে বা কত পেলে হবে সেটা তারা ঠিক করে দেয়। তারাই ঠিক করে দেয় ইণ্টারভিউ দেওয়ার যোগ্য কারা হবে। এইভাবে ইণ্টারভিউ দেওয়া হয়। সেখানে অ্যাক্সপেরিমেন্টের দরকার হয়না। হেডমাষ্টার এর পোষ্ট হচ্ছে প্রমোশানের পোষ্ট। সেখানে এক্সপেরিয়েন্স থাকা দরকার। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্সপেরিয়েন্স। আমরা চাই যেখানে ইন্ সারভিসের মধ্যে যেটা পাওয়া যায়না। এস, টি, এস, সির কোয়ালিফাইড লোক আছে। ওরা কোনদিন চাকরী করেনি, ওদের কোন সিনিয়রিটি নেই, তবে ওরা কি করে প্রমোশাম পাবে? এখন আমরা যদি ৫০ জন হেডমাষ্টার নেই তার মধ্যে আমরা যদি কন্‌ষ্টিটিউশান ফলো করি তহেলে ২৯ পারসেণ্ট আমাদের এস, টি হেডমাষ্টার নিতে হবে। সেখানে আমি বলছি না যে ১০ কি ৫ বছরের কোন প্রশ্ন আছে। আমি বলছি সেখানে প্রমোশন দেবার লোক না থাকলে সরাসরি রিক্রুটমেণ্ট হবে না। যদি এস. সি., এস. টি ইন সার্ভিস পাওয়া যায় তাহলে তারা প্রমোশন পাবে। যদি ইন সার্ভিস কেউ না থাকে তাহলে একটা নির্দ্ধারিত কোয়ালিফিকেশানের ভিত্তিতে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেণ্ট হবে টি. পি. এস. সি-র মাধ্যমে টি. পি. এস. সি. ইণ্টারভ্যু করে রিক্রুটমেণ্টের জন্য সরকারের কাছে নাম পাঠান এবং ঐ তালিকা থেকেই লোক নেয়া হয়। সে রিকমেণ্ডেশনের ভিত্তিতে আমরা লোক নিয়োগ করি। আমার মনে হয় বামফ্রণ্ট সরকার এটা করে অন্যায় কিছু করেন নি। কারণ এস. সি. এস. টিদের ফুল্ জাষ্টিস দেওয়ার জন্য আমরা এটা করেছি। মাননীয় সদস্য এটা সমর্থন করনে না

পারেন তবে এটাই হচ্ছে নিয়ম। আরেকটা প্রশ্ন এখানে উঠেছে সেটা হচ্ছে প্রি-সার্ভিস এগজামিনেশান কোচিং সেন্টার। এটা সারা ভারতের এস. সি., এস. টিদের দাবী। আমি যখন পার্লামেন্টে এস. সি. টি কমিটিতে ছিলাম তখন আমরা এটা রিকমেণ্ড করেছিলাম। সে হিসাবে গৌহাটিতে একটি করা হয়েছে। অতএব যারা অন্ততঃ আই এ. এস., আই. পি. এস পরীক্ষা বা এখানে টি. পি. এস. সিতে যেমন পরীক্ষা নেয় সেসব পরীক্ষাতে স্বাভাবিক কারণে এস. সি., এস. টি ছেলেরা কি ধরণের প্রশ্ন হবে তা জানতে পারেনা। তাই তারা জবাব দিতে পারেনা। তারজন্য এটার খুব দরকার আছে যাতে এস সি এস টি. ছেলেরা টি. পি. এস. সি. ফেইস করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সেইজন্য আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু অর্থের ব্যবস্থা করেছি। এখানকার কিছু প্রফেসার নিজেরা রাজী হয়েছেন। তাই আমরা আশা করছি এটা আমরা চালু করতে পারব। পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেটা রিকমেণ্ড করেছেন সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেটা আমরা করতে চেষ্টা করব। আমরা অলরেডি সে প্রচেষ্টা নিয়েছি। আরেকটা জিনিস পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেটা জানিয়েছে সেখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন এস. সি., এস টির পোষ্টগুলি খালি পড়ে আছে। ক্লাস -৪, বা ক্লাস -৩ নয়, ক্লাস ৩ তেও প্রচুর খালি আছে। আমরা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে ক্লাস -৩ র ১৪০টা গ্রেজুয়েট টিচারের পোষ্ট খালি পড়ে আছে। সাইন্স গ্রেজুয়েট আর্টস গ্রেজুয়েট, সংস্কৃত গ্রেজুয়েট বা ফিজিকেল ইনষ্ট্রাকটারের সব লেভেলে ডিগ্রীর প্রয়োজন হয়। এসব পোষ্টগুলি কিছুতেই ফিল আপ করা যাচ্ছে না। এগুলি কোন টেকনিক্যাল পোষ্ট না, সিম্পল গ্রেজুয়েট। টেকনিক্যাল পোষ্ট যেগুলি সেগুলিতে আরও সমস্যা আছে। সুপার ভাইজার থেকে আরম্ভ করে ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার, মেডিকেল লাইনে, এগ্রিকালচার লাইনে এস. সি.' এস. টি প্রার্থী খুব কম আছে। তারাও ক্লাস -৩ হিসাবে ট্রীট হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ বাবু যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা এ দিক থেকে ঠিক আছে। আমরা ত নন-টেকনিক্যাল পোষ্টগুলি পূরণ করছি। টেকনিক্যাল পোষ্টগুলি ত আমরা পারছিনা। সংস্কৃত টিচার আমরা এখনও দিতে পারছিনা। প্রইভেট স্কুল যেগুলি আছে সেগুলিতে সাবজেক্ট টিচার পাওয়া যাচ্ছে না। তারা বার বার আমাকে বলছে ডি-রিজার্ভ করে দিতে যাতে টিচার নিতে পারে। এই ধরণের পোষ্টগুলি কিভাবে পূরণ করা হবে। সেটা ত দীর্ঘ দিনের ব্যপার। আগামী ৫ বছরে যদি ২৯ ও ১৩ পার্সেন্ট ফুলি পুরন করা যায় তাহলে পরেও ব্যাকলগ থেকে যাবে। যদি আমরা ১০০ কি ৮০ শতাংশ এস সি এবং এস. টি লোক নিয়ে এখন পুরন করতে চেষ্টা করি তাহলে পরে নয়ত কিছুটা হতে পারে। তাহলে ত জেনারেলরা কোন চাকরি পাবেনা। তাহলে সেটাও ত আন-কনস্টিটিউশানাল হবে। জেনারেলদের কোটা ত জেনারেলদেরকে দিতে হবে। এল. ডি. সি. হিসাবে সবচেয়ে ক্লাস-৩র যে নিম্ন পোষ্ট সে কেরাণীর চাকরী পেতে হলেও টাইপ জানতে হবে, ৩০ পার্সেন্ট স্পীড থাকতে হবে। জংগলে যেসব ট্রাইবেল ছেলেরা থাকে তারাত ভাবতেই পারেনা টাইপ শিখতে, তাই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ঠিক করল যে টাইপ জানলে ত জানল না জানলেও ট্রাইবেল কোটাতে ট্রাইবেলদেরকে নিতে হবে। তারপরে টাইপ শিখে না আসা পর্য্যন্ত ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে। তাতে গিয়ে কিছুটা পদ পুরন হয়েছে। এছাড়াও এদের টাইপ শিখার জন্য উদয়পুরে আমরা একটি টাইপ ইনস্টিটিউট খুলেছি। কৈলাসহরেও

আমরা আরেকটি খুলেছিলাম কিন্তু দাঙ্গার সময়ে গোলমালে উদয়পুরেরটা বন্ধ হয়ে গেল। এখনও সেখানের জন্য সেংশান আছে। এস. সি., এস. টির ছেলেরা শিখতে চাইলে তাদেরকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। এস. সি., এস. টির ব্যাপারে আমরা নিজেরাই উদবিগ্ন। ত্রিপুরা পাবলিক কমিশন রিকমেণ্ড করেছে যাতে ছেলেরা বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে। তারজন্য আমরা এস. সি., এস. টির ছেলেদেরকে এনকারেইজ করছি যাতে তারা পড়ে। গভার্ণমেণ্ট বোর্ডিংগুলিতে কোচিং-এর ব্যবস্থা করেছি কিন্তু টিউটর মিলছেনা কারণ প্রাইভেট টিউশানি করলে এর চাইতে বেশী ইন-কাম করা যায়। আমরা স্কুলে স্কুলে সাকুর্লার দিয়েছি যে এস. সি.,এস.টির ছেলেরা যাতে মোটামুটি নাম্বার নিয়েও সাইন্স নিয়ে পড়তে পারে। তাদের যাতে এডমিশান দেওয়া হয়। এরকম একটা সাকুর্লার আমরা দিয়েছি।

সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলব যে তারা যেন তাদের এই ভুল ধারনা পরিবর্তন করেন। আর এস টি, এবং এস, সি, দের যাতে আরো বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার - মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা কর্তৃক আনীত মোশানটির উপর আলোচনা শেষ হলো।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে উনার মোশানটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। তবে এটার উপর আলোচনার সময় খুবই কম। আমাদের হাতে আর মাত্র ৪৫ মিনিট বাকি আছে। এরমধ্যে এই মোশানটির উপর আলোচনায় রুলিং পার্টি পাবে ২৫ মিনিট কংগ্রেস (আই) পাবে- ৮ মিনিট উপজাতি যুব সমিতি পাবে ৬ মিনিট, আর অন্যান্যরা পাবেন ৩ মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া: মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটি মোশান আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে মোশানটি আনার কোন সময় দেওয়া হয়নি কেন ?

মিঃ স্পীকার: আপনাকে পরে সময় দেওয়া যাবে। কারণ আমাদের হাতে এরপরেও আরো ৩ মিনিট সময় থাকবে আপনি বসুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House my Motion "That the encroachment of freedom of Press as appeared in the Edtorial Colm of Tripura To Day, dated, 15th July, 1983, under heading 'Suppressionthrough Silence, be teken in to consideration."

মিঃ স্পীকার স্যার, এই "ত্রিপুরা টুডে" পত্রিকা ত্রিপুরা সরকারের প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার করা হয়। ত্রিপুরার জনগনের অর্থেই এই পত্রিকা চালানো হচ্ছে। অথচ আমরা দেখলাম যে, ত্রিপুরার জনগনের আশা আকাংক্ষাকে সঠিকভাবে রূপ দেওয়া হচ্ছেনা এই পত্রিকার মাধ্যমে। আমরা দেখেছি যে, শুধুমাত্র শাসক দলের মুখপত্র হিসেবে এই পত্রিকা প্রচার করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে, যে কথাগুলি ঐ সি, পি, এম, দলের পত্রিকা "আমাদের কথা,. পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় ঠিক সেই সেই কথাগুলি আবার এই "ত্রিপুরা টুডে" পত্রিকায়ও প্রকাশিত হচ্ছে।

আজকে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি ভাল মন্দ এই সমস্ত বিষয় জনসাধারনের সামনে তুলে ধরাই হচ্ছে জনগণের অর্থে পরিচালিত এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখেছি যে গত ১৫ই

জুলাই, ১৯৮৩ ইং তারিখে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়-এডিটরিয়াল কলমে প্রকাশিত "সাপ্রেসান থো সাইলেন্স" এর মাধ্যমে সরাসরি সংবাদ পত্রের যে স্বাধিনতা সেটার উপর আক্রমন করেছে এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নি। যদি করতেন তবে আজকে এই পত্রিকায় বিরোধী দলের বক্তব্যকেও প্রকাশিত করা হত। কিন্তু তারা সেটা করেছেন না কারণ তারা চান না যে তারা যে, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন, সারা ত্রিপুরায় যে খুন ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন সেটা পত্রিকায় প্রকাশিত হোক এবং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ তাদের সেই দুর্নীতির কথা জানুক এটা তারা চান না। এই ত্রিপুরার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের যে বক্তব্য সে সব বক্তব্যকে এই পত্রিকা মাধ্যেমে জনগণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হয় নাই। অথচ আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যখন যেখানে ভাষণ দিচ্ছেন তাঁরা সে ভাষণ এই পত্রিকার মধ্যেমে প্রচার করা হচ্ছে। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই পত্রিকায় অনেক সংবাদ বিকৃত আকারে এবং ভুল প্রকাশ করা হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গত ৪ঠা জানুয়ারী একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো যে, তিনজন এম, পি নাকি প্রকাশ্যে বিনা লাইসেন্সে বন্দুক নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন। এটা নির্বাচনের আগের দিন প্রচার করা হলো। অথচ এই খবরটা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এর জন্য কোন প্রকার সংশোধনমূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়নি। নির্বাচনের আগে এটা প্রচার করার লক্ষ্যই হলো সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সৃষ্টি করে নির্বাচনে জয়লাভ করা। সুতরাং তাদের নিকট থেকে সাধারণ মানুষ কি আশা করতে পারে ?
তারা যদি আগে বলতেন যে, না আমরাই চাই, ক্ষমতায় থাকতে, আমরা চাই না অন্য কেউ পৌরসভায় আসুক তা হলে আমরা নির্বাচনে লড়তাম না। কিন্তু সেটা তো করা যায় না, তাই নির্বাচনে কারচুপিটা যাতে কেউ ধরতে না পারে সেজন্য সাংবাদিকদের বুথে যেতে দেওয়া হয় নি। সেই অধিকার থেকে তাঁরা তাঁদের বনচিত করেছেন। সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা নির্বাচনের সংবাদ বয়কট করেছে। এই সরকার তাঁদের এই ক্ষোব দূর করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে সরকারী পত্রিকার এডিটারিয়ালের মাধ্যমে উস্কানি দিচ্ছেন। সেজন্যই রেডিও এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, নিউজ এজেন্সীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। যাতে তাঁরা সত্য কথাটা বলতে সাহস না পায়। এই ষড়যন্ত্র তাঁরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে করতে চাইছেন। এই জন্য আমি এই আলোচনাটা আনতে চাইছি। গণতন্ত্রের কথা আসতে পারে না যদি সাংবাদিকদের স্বাধীনতা না থাকে। কিন্তু তাঁরা সেই স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেছেন। যদি কিছু কিছু সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ থাকে তা হলে তাঁরা আইনুগতভাবে ব্যবস্থা নিতে পারেন। (এ ভয়েস—বিহারে আপনারা কি করছেন ?) অ্যাবসলিউট ফ্রিডম বলতে কিছু নেই আমরা জানি। সেটা সংবিধানে রয়ে গেছে। আইন কানুন রয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা আইন কানুনের ধার ধারবেন না। তাঁদের ক্র্যানকেজটাইন আছে, তাদের বাহিনী আছে। যারা তাদের

বিরোধীতা করবে তাদের খুন করা হবে, পত্রিকার মানুষদের খুন করা হবে। তারা যে গণতন্ত্র মানে সেটা লোক দেখানো মাত্র।

একটা গল্প বলছি। সীতাকে যখন রাবন হরণ করতে এসেছিল, সে জানে রাবনের স্বরূপ নিয়ে সীতাকে হরণ করা সম্ভব নয়। তাই রাবণ ভিখারী সন্ন্যাসীর বেশ ধরেছিল। সরল প্রানা সীতা সেটা বিশ্বাশ করেছিলেন বলেই রাবণ তাঁকে হরণ করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষে মানুষ চায় গণতন্ত্রকে। সেই গণতন্ত্রের দোহাই সেজন্যই দিতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাঁরা ভোট জিতে ক্ষমতায় এসেছেন।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মোশণের সঙ্গে একটা দল কি করল, না করল সেই প্রশ্ন কি করে আসে আমি বুঝতে পারছি না

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার — মিঃ স্পীকার,, স্যার, মন্ত্রীরা যা খুশি তাই বলতে পারেন। কিন্তু পত্রিকার লোক সত্য কথাটা বলতে পারবে না সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাঁদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। যে লক্ষে তাঁরা চলেছেন সেটা হলো গণতন্ত্রকে হত্যা করা। সেজন্যই এই ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে। তাই ফ্রিডম অব প্রেসের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। প্রকাশ্য জনসভায় হুমকী দিচ্ছেন মুখ মন্ত্রী। তাঁরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না এনে জনগনকে পত্রিকার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন এই হচ্ছে তাদের ভূমিকা। এই যে গনতন্ত্র বিরুধী ভূমিকা চলছে তাদের আমি হুশিয়ার করে দিতে চাই, ত্রিপুরার গণতন্ত্রী মানুষ তাদের চেনে নিয়েছেন। তারা খুন করতে পারে। তাঁরা বিরুধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের খুন করতে পারে বিধায়কদের খুন করতে পারে। কিন্তু পত্রিকার মানুষ সত্য কথা বলতে পারবেন না এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী গেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয়, স্পীকার স্যার, শ্রীসুধীর মজুমদার যে আলোচনা এনেছেন এই সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি। "দি প্রেসান থ্রু সালেন্স" এটা 'ত্রিপুরা টুডে' একটা সরকারী পত্রিকায় লেখা হয়েছে। এটা আমি মনে করি সংবাদ পত্রের উপর আক্রমণ করা হয়েছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সরকারের সঙ্গে এটা যুক্ত নয়। সরকারের একটা পত্রিকা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী বালন করছে। অথচ এই পত্রিকার টাকা আমাদের জনগণের অর্থ থেকেই দেওয়া হয়। আর একটা পত্রিকা 'নতুন ত্রিপুরা'। এটাও বামফ্রণ্ট সরকারে পত্রিকা। এতে একটা জিনিষ আছে যাকে হাতীর লেজের সঙ্গে একটা বিড়ালের লেজ কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বলা যায়। ১৯৮৩-৮৪ সালের জন্য ১৮১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ। ৪ এর পাতায় বলেছেন, তথ্য মন্ত্রী প্রতিটি রাজ্যে অর্থাৎ তিনি যেটা দিল্লীতে জাতিয় সংহতি ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন সেটাই এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেটা সুরু হয়েছিল মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য দিয়ে। সেটাব কনক্লোশানে মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর দিল্লীর ভাষণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরতে হয়। আমরা আরও দেখছি যে যখন সরকারী অর্থ লুটপাট হয়ে যায় কিংবা সরকারী সম্পত্তি লুটপাট হয়ে যায়, তখন এই পত্রিকাগুলি নীরব থাকে। তখন সমন্বয়ের কোন নেতা কোথায় মিটিং করলো, সরকারের কোন মন্ত্রী কোন জনসভা করে কি বক্তব্য রাখলেন অথবা কোন দলকে গালিগালাজ করলেন, ইত্যাদি এই সব

পত্রিকাগুলোতে ছাপানো হবে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সব অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে অথবা ঔষধ পত্রের অভাবে হাসপাতালগুলি চলছে না, এমন কোন খবর এসব পত্রিকাতে ছাপানো হবেনা। অর্থাৎ জন স্বার্থে যে সব খবর দেওয়ার দরকার, সেগুলি তাদের পত্রিকাতে ছাপানো হবে না। স্যার, আজকে বামফ্রন্টের শাসনে আমরা আরও দেখছি যে, এভাবে অনেক টাকার অপচয় হয়েছে, সরকারের নাম করে দলীয় কাজে টাকা খরচ করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বামফ্রন্ট এভাবে তাদের নিজেদের দোষ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নামে বে-নামে বহু জনসংগঠন গড়ে তুলেছেন, যেগুলির মাধ্যমে সরকারী টাকা নয় ছয় হচ্ছে। কিন্তু অন্য দিকে হুরুয়া কমিশনের রিপোর্ট যে পেশ করা হয়েছে, সেটা যাতে জনগন জানতে পারে, তার যে দীর্ঘ দিনের দাবী সেটাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই সরকার জনগণের দাবী অনুযায়ী সেই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এত দিন যাবত প্রকাশ করেন নি। স্যার, গতকালই আমরা লক্ষ্য করছি যে "দৈনিক সংবাদ" এবং ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকাতে সেই কমিশনের রিপোর্ট ছাপানো হয়েছে, এই বিধান সভার সেই রিপোর্ট পেশ করার আগেই। তার মানে এটা লিকেজ হয়ে গেছে। সেখানে রিপোর্টের ২১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে পুলিশ ৫৮৪ রাউণ্ড বুলেট সেই ঘটনায় ব্যবহার করেছে। আরও অন্যান্য যে সব কথা লেখা আছে, তা হু-বহু রিপোর্টের অংশ মাত্র। সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে শব্দকরের ছেলে যখন পুলিশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। হরুয়ার এই ঘটনার জন্য কমিশন সম্পূর্ণভাবে ডি. এস. পি. শ্রী সান্যালকে দায়ী করেছেন এবং গুলি চালনা অত্যন্ত অযৌক্তিক হয়েছে বলে কমিশন রায় দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসে পড়ুন।

(ইণ্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা, আমি তিন জনের নাম প্রকাশ করলাম, তারা স্বাভাবিকভাবে এই সভার কার্য্য পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করছেন। কাজেই আমি আশা করব যে তারা এখন শান্ত হয়ে বসে পড়বেন।

(ইণ্টারাপশান)

শ্রী দশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি এখানে যাদের নাম করেছেন তাদের হাউস থেকে চলে যাওয়া উচিত, কারণ তাদের এই হাউসে আর থাকার কোন অধিকার নেই। আমি আশা করব, এই হাউসের যে ডেকোরাম আছে নিয়ম-বিধি আছে, যেটা তারা নিজেরাই ভঙ্গ করেছেন, তাদের আর এই হাউসে থাকার কোন অধিকার নাই।

(শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমরা সবাই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এই হাউস থেকে ওয়াক-আউট করছি)

(At this stage all Members of the opposition Block staged walk-out).

শ্রী মানিক সরকার—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে ভারতের যে রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে, যে রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বে ভারতের একাধিক বিধান সভা পরিচালিত হচ্ছে, সেই দলটিই ভারতের সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে এই সভায় একটা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তা খুবই আনন্দের বিষয়। এটা আনন্দের বিষয় এজন্য যে এই কংগ্রেস (ই) দল, শুধু ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রই নয়, গোটা ভারতের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু তাকে স্তব্ধ করে দেওয়াই নয়, নিজেদের যে রাজনৈতিক দর্শন, সেটাকেও
স্তব্ধ করে রেখে দলীয় নেতৃত্ব নিজস্ব মত জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার যে ঘৃন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা আমরা ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থা জারী করার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম। আজকে আবার সেই দলই গণতন্ত্রের কথা বলে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত এই সভায় শুরু করেছেন, তাতে আমি মোটেই অবাক হই নি। সেই জরুরী অবস্থার দিনে আজকে যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তারই একজন আত্মীয় যিনি ভারতের লোকসভায় এককালে একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন, তিনি সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নে কিছু ধারা বা বিধি লোকসভায় উত্থাপন করেছিলেন এবং সেগুলি গৃহীতও হয়েছিল তবু জরুরী অবস্থার দিনে ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলির যে স্বাধীনতা ছিল, যে অধিকার ছিল, তারা তাদের সেইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাই সেই দল যখন আজকে এই সভায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন বলেই আমি আনন্দিত হয়েছি। আজকে তারা যে বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই এখানে মহাত্মা গান্ধীর কথা, তারা দেশের ভিতরে, দেশের বাইরে তাঁর নাম উচ্চারণ করে জনগণের ভালবাসা পাবার চেষ্টা করে থাকেন, আমি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছি, যিনি বিশ্ব দরবারে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর বক্তব্য, তাঁর লেখা, তাঁর কবিতা সেগুলির উপরও সেই জরুরী অবস্থার সময়ে সেন্সারসীপের কাচি চালিয়েছিল কে? সেই দলটাই আজকে এই সভাতে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, স্যার আমি জানি তাদের ধৈর্য্য নেই, তারা সত্য কথা শুনতে ভয় পান, আর এই কারণেই একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করে, নিজেদের কতগুলি মিথ্যা বক্তব্য রেখে এই সভাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু সেটা না করতে পেরে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য সভা ছেড়ে নিজেদের পিঠের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। এটা হয়, স্যার। আমরা দেখেছি যখন এই বিষয়টা নিয়ে সভায় আলোচনা চলছে, তখন এখানে বিরোধী দলের মধ্যে অন্যতম শরিকদার যারা, তারাও ছিলেন। তাদের একটা জিনিস হল এইযে তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চান না, তারা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন, এটা, স্যার, আমরা এই হাউসে লক্ষ্য করছি।

এবং সেখানে নিরপেক্ষ নামে যে একটা শব্দ থাকে সমাজ জীবনে তার কোন ভিত্তি নাই। কারণ প্রত্যেকটি মানুষের একটা শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য আছে এবং সেটি তারা তাদের লিখার বা কথায় প্রকাশ করে থাকলে এই সম্পর্কে আমরা কোন দ্বীমত নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানে যে কিছু কিছু পত্র পত্রিকার মালিক তারা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে জাহীর করার

চেষ্টা করেন এবং এই ধরনের পত্র পত্রিকার মালিকেরা এই সব কথা বলে সমাজে তাঁদের ঢালাও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা এই সব কথা বলে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে আসছেন সুদূর অতীত থেকে। সেটা আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি বিগত পৌর সভার নির্বাচনের পর। আগরতলা পৌর সভার নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সংবাদপত্রের যে ভূমিকা আমরা দেখেছি। এবং সেজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠণ তারা এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন এবং এ নিয়ে কিছু কিছু মন্তব্যও করেছিলেন। সেই প্রসংগই আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই-একটা পত্রিকা ত্রিপুরা সরকার থেকে পরিচালিত হয় সেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একটা মন্তব্য উঠেছিল সেই প্রসংগেই আজকে আলোচনা এসেছে। সেই প্রশ্ন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কি হয় নাই আমি সেই প্রশ্নে যেতে চাই না। এখানে মাননীয় তথ্য মন্ত্রী আছেন তিনিই এই সম্পর্কে বলবেন। আমি শুধু সেই কথাই বলতে চাই পৌর সভার নির্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্বাচনের জন্য নিয়ম নীতি রয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রের কারা প্রবেশ করতে পারবে না পারবে তার কর্তৃত্বের জন্য নীতি রয়েছে তার নিয়ম রয়েছে। তার উপর রাজ্যে সরকারের কর্তৃত্বের কোন অধিকার নেই। আমার প্রশ্ন যদি সেই আইনের সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কোন পত্র পত্রিকার মালিকের বা যে কোন লোকের কোন রকম প্রশ্ন থাকে তাহলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে যদি তাতেও সন্তোষ্ট না হন তাহলে তার জন্য কোর্ট আছে কাছারী রয়েছে সেখানে যেতে পারেন সেই স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। তাদের সেই স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করছে না। কিন্তু আমরা দেখলাম যে সেখানে তারা গেলেন না। সেখানে আমরা দেখলাম যে বামপন্থী ফ্রন্টেকে এই ব্যাপারে দায়ীকরে সব দায়িত্ব সরকারের উপর চাপিয়ে দিলেন। স্যার আগরতলা সহরের কোন কোন পত্রিকার মালিক উপজাতি যুব সমিতির অভিভাবকের লালন পালন করে আসছিলেন তাদের পরামর্শে উপজাতি যুব সমিতি ঘোষণা করলেন যে তারা পৌর নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করবেন না কারণ এতে কংগ্রেস(ই)র অসুবিধা হবে সেজন্য তারা এইরকম ঘোষণা দিলেন। অপরদিকে তথা কথিত নাগরিক কমিটি নাম দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার চেষ্টাও তাদের ব্যর্থ হয়। তারপর যখন দেখা গেল যে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে বামপন্থী ফ্রন্টেক আর কোন ভাবেই আটকে রাখা গেল না তখন তারা এই নির্বাচনী আইনকে চেলেঞ্জ করে আগরতলা সহরের গণতান্ত্রিক জনগণ যে রায় দিলেন সেই রায়ের সংবাদকে তারা তাদের পত্রিকায় ছাপালেন না। আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে সবিনয়ে উপর জিজ্ঞাসা করতে চাই এই আগরতলা সহরের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন তাদের সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আপনারা কেন মর্য্যাদা দিলেন না, আমি জানি এর জবাব তারা দেবেন না কারণ এর কোন জবাব তাদের নেই। এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা তাই এই প্রস্তাব এনেছিলেন এখন তারা নিজেরা কনফিউজড এই মুহূর্তে হাউস থেকে বেরিয়ে নিজেদের মুখ রক্ষা করেছেন। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমার বন্ধুদের আমি অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা যেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা জানিয়ে তাদের ভুল সংশোধন করে নেন। এই বলে আমি প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার

শ্রী অনিল সরকার— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে যে মোশান্ এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। স্যার, আজকে এই হাউসের শেষ দিন এবং শেষ মুহূর্তে তারা হাউস থেকে চলে গেলেন এটা খুব দুঃখের। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা— ভারত সরকার ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। এই নিয়ে তারা একটা বিরাট লম্বা ভাষ্য রেখে গেলেন। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার আনন্দ প্রকাশ করছেন যে ওরাও স্বাধীনতার কথা, প্রেসের কথা বলতে পারে। আমি বিস্মিত হই যে যারা জরুরী অবস্থা কায়েম করেছিল সেই দিন পত্রিকার সম্পাদকীয় কি হবে, নিউজ কি হবে সেটা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে চাপানো হত। এখানে ত্রিপুরায় যিনি সাংবাদিকদের মধ্যমণি তিনিও সেই দিন জেলে ছিলেন এবং টের পেয়েছিলেন যে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা কাকে বলে। অতি সম্প্রতি সাংবাদিকদের স্বাধীনতার একটা ছবি আমি এই হাউসকে দেখাতে চাই। এই ছবিটা গত ১০ ই জুলাই একটা ইংরেজী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পুলিশ একজন সাংবাদিককে হাত কড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে একজন এম.এল.এ. তুলসীরজত বিহার বিধানসভার একজন সদস্য তাকে গয়া যাবার সময় মোহনপুর ষ্ট্যাশনে ধরে হাতকরা দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা। এখন ভারতবর্ষের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তিনি হলেন জগন্নাথ মিশ্র আর এই জগন্নাথ মিশ্রের রাজ্যের মধ্যে ১৯৮৩ ইং সনের জুন, জুলাই মাসের এই হচ্ছে ছবি। তারাই আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কথা বলে। আজকে এখানে যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা এবং বিরোধী দলের নেতাদেরকে পেছন থেকে পুতুলের মত নাচাচ্ছেন অ্যাডভাইজার হিসাবে তারা তো জানতেন যে এই নিউজটার গুরুত্ব অনেক বেশী। ওড়িষ্যার সাংবাদিক নব কিশোর মহাপাত্র তিনি কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীদের দুর্নীতির খবর বের করেছিলেন সেই জন্য সেখানকার স্থানীয় নেতারা ঐ সাংবাদিকের ছবি রাণীর পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিলেন, তাকে ধর্ষণ করা হবে, হত্যা করা হবে। কংগ্রেসীদের লজ্জা নাই। এই নিউজটাকে ব্লকে আউট করার জন্য সর্ব ভারতীয় সাংবাদিকরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন! উত্তর প্রদেশের একটি হিন্দী পত্রিকার সাংবাদিক মন্ত্রীদের কংগ্রেসী নেতাদের দুর্নীতির খবর প্রকাশের জন্য অতি সম্প্রতি সুরেশ গুপ্তাকে খুন করা হয়েছে। কংগ্রেসী রাজত্বে উত্তর প্রদেশে এই হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন আনজাইয়া, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কারণ তার বিরুদ্ধে নিউজ চাপিয়েছিলেন। কর্ণাটকের আরেক জন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গুণ্ডু রাও তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকদের সংগে ঝগড়া করেছিলেন এবং কিছু কিছু সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী যিনি প্রেস বিল চালু করতে গিয়েছিলেন যে যদি মন্ত্রীদের, নেতাদের দুর্নীতির কেচ্ছা কাহিনী পত্রিকায় ছাপানো হয় তাহলে তাদের সেই অপরাধে সশ্রম ৫ বছরের কারাদণ্ড হবে। বিহার প্রেস বিল, বিহারের বিধানসভা পাশ করেছিল এবং সেটা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। যখন সারা ভারতবর্ষের সাংবাদিকরা তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে উঠল তখন ঐ ভদ্রলোক তার অফিসারকে পাঠিয়ে দিল পত্রিকার অফিসে।

সাংবাদিকরা যে ধরনের নিউজ নিয়েছিলেন শেষ রাত্রে নিউজের মেক আপটা পালটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে খবর দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই তো হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। আমাদের দেশের যে সমস্ত সাংবাদিক গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য একটা নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন তারা আজকে সংবাদ পত্রের এই স্বাধীনতা দেখে লজ্জিত হবেন। রাঁচী জামসেদপুরের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদেরকে হানে কড়া দিয়ে রাস্তায় ঘুরানো হয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে সংবাদ পত্রের এই হচ্ছে স্বাধীনতা আর ওদের ডালপালা কংগ্রেসী নেতা যারা আছে ত্রিপুরায় তারা আজকে এখানে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার কথা বলছে। ভূতের মুখে রাম নাম শোনার মত। আজকে কংগ্রেসী বর্ণচোরা এক জায়গায় এক এক রকম। আজকে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ, নজরুল গীতি নিষিদ্ধ, কোন সংবাদ পত্রিকায় ছাপাতে হলে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে ছাপাতে হয়, আজকে বিহারে কংগ্রেসী রাজত্বে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাদের সেই কংগ্রেসীরা আজকে ত্রানে আলোচনার অবতারণা করেছেন যে, "সাপ্রেশন থ্রু সাইলেনস।" তাদের বক্তব্য কি যে, আমাদেরকে ঢুকতে দেওয় হয় নি। ওদের সংগে তো আমাদের দৈনন্দিন দেখা হয় কথা হয়, টেলিফোনে কথা বলেন, কিন্তু এটাকে একটা ইস্যু ভিত্তিক করলেন কেন? ওরা মানুষ নিয়ে নিউজ দিতে পাবেন আর পৌরসভার ইলেকশনের নিউজ দিতে পারেন না। ওদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, এ সব খবর হতে পারে। এই সুযোগ নিয়ে তারা এই ভূমিকা পালন করেছেন। পৌরসভার সব কয়টি আসনেই বামফ্রন্ট জয়ী হয়েছে এটা নিউজ নয়।- কাঠবেড়ালের বাচ্চা হলে সেটা খবর হতে পাবে, আর এটা খবর নয়; ঐ আসামে একজন দেড় হাজার ভোটে জিতেছে সেটা খবর হতে পাবে আর বামফ্রন্টের এতবড় একটা ভিক্টরি এটা সংবাদ নয়। কাজেই মালিক সাংবাদিকদের দায়িত্ব তো আমরা বিশ্বাস করব। এইত তাদের চরিত্র? কাজেই এটা হতে পাবে। আমি আশা করি না, শ্রমিক শ্রেনীর পক্ষে লিখবে কিংবা গরীব মেহনতী মানুষের কথা লিখবে, এই তাদের নীতি থাকবে এটা আমরা আশা করি না। তাদের কোন এথিক্স সেন্স নেই। এই জন্যই আমরা দেখছি, সাংবাদিক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে জনসাধারণের কথা চিন্তা না করে প্রফিটের দিকে ঝুকছেন। এই জন্যই তারা শোষক শ্রেনীর স্বার্থে কথা বলে। সংবাদটা ছিল, উত্তরপূর্ব ভারতের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে, প্রতিদিন রক্ত ঝরিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীর আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের রাজ্যের মেহনতী মানুষ লড়াই করছে. সংগ্রাম করছে গোটা ভারতবর্ষের চেহারাকে পালটে দেবার জন্য, দিন বদলের জন্য। কাজেই এই সংবাদ মেহনতী মানুষের সংবাদ, এই সংবাদ গরীব মানুষের সংবাদ। সমস্ত উত্তর পূর্ব ভারতের গণতন্ত্র ইন্দিরা গান্ধীর হাতে বিপন্ন। বিচ্ছিন্নতাবাদীর হাতে বিপন্ন। সেটা একটা বিরাট সংবাদ সেই ক্ষেত্রে তাঁরা বয়কট করেছেন এটা তাঁরা তাঁদের সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন নিশ্চয়ই করেন নি? সেটাই "ত্রিপুরা টুডে,, তে বলা হয়েছে। আলোচনা করা যেত, প্রকাশ করা যেত, কিন্তু নিউজটা প্রকাশ না করার মধ্যে দিয়ে ঘটনাকে আড়াল করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, বামফ্রন্টের টাকা খরচ হচ্ছে। বামফ্রন্টের এত বড় জয়, সরকারের এত বড় জয় এটা ছাপা হবে না? টাকা অপচয় হবে? কাজেই এই সব কথার কোন স্থিরতা নাই। তাঁরা স্বাধীনতার বিরোধী। কাজেই এটা হয়েছে। এবং এর জন্য কিছু

কিছু মালিক সাংবাদিক পেছন থেকে সুতো সুড়ি দিচ্ছেন তাঁদেরকে। তাঁদের কালো সুতোর দড়িটা—কালো সুতোর দড়িতো যারা সচেতন মানুষ, রাজ্যের গরীব মানুষ তারা বুঝতে পারবে, কোন ধরনের পিলারের সঙ্গে কোন সাংবাদিকের কোন কলমের সঙ্গে এই পুতুলদের কালো সুতো বাধা। এই বক্তব্য রেখে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির উপর এখন আলোচনা শেষ হলো।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member I, have : received a notice from Shri Nagendra Jamatia raising a question of Breach of Privilege of the Members of the House as a whole for pre-mature publication of the A.K. Dey Commission's enqniry Report. Shri Nagendra Jamatia has contended that A.K. Dev Commission's Report has been presented to the House on 26/7/ 1983 whille the report in parts were published in 'Dainik dated 25/7/ 1983 under caption,

"হুকুমা পুলিশী গুলি বর্ষনের বহর অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক।"

The report in part was also published in "Tripura Darpan" on 24/7/1983 under caption, 'হুকুমার হটকারী পদক্ষেপ নিয়েছিল পুলিশ কমিশন'

The publication in the paper before presentation of the Report in the House is improper and leakage before presentation to the House is also not desirable and not parliamentary decorum. It is also the duty of the press to help observance of Parliamentary convention It is a wrong practice to obtain infomation through secret source and give publicity of particular matter before the same is placed the before the House, I must opine that the publcation was not permitted by the Government. It was published through some under means, I am, therefore, of opinion that the question of breach of privilege against the Minister-In Charge of Home Department is not a matter of breach of privilege nor contempt of the House. I do not, therefore, like to refer the case to the Committee on breach of privilege as intended by the Member concerned. I would, however ask the Department to enquire into the matter how the leakage occurred."

বিধান সভার এই অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করার আগে আমি শাসক দলের সদস্য, মন্ত্রী মহোদয় গণ, এবং বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকলেই আমাকে এই সভা পরিচলক করার জন্য সাহয্য করায় আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

The House was then adjourned 'sine-dine,

ANNEXURE—"A"

43. Admitted Starred Question No. 167 By—Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ ইং সনের ১১ই এপ্রিল ঝড় তুফানে পানিসাগর এলাকায় কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন হয়েছে।

২। উক্ত ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ছাত্রছাত্রীদের সরকার কোন সাহায্য দিয়েছেন কি ?

৩। দিয়ে থাকলে কতজনকে কি সাহায্য দিয়েছেন ?

৪। এবং ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয় গৃহগুলি পুনর্নিমানের কাজ এখন পর্যন্ত কতটুকু এগিয়েছে ?

উত্তর

১। পানিসাগর হাইস্কুলের তিনটি গৃহ এবং ওয়েষ্ট বিলথৈ জুনিয়র বেসিক, দক্ষিণ পানিসাগর জুনিয়র বেসিক এবং মধ্য দেওছড়া নবীন জুনিয়র বেসিক স্কুল। পানিসাগর স্কুলের ক্ষতির পরিমাণ অনুমাণ ১ লক্ষ টাকা এবং অন্য তিনটির ক্ষতির পরিমাণ দশ হাজার টাকা।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। পানি সাগর হাই স্কুলের একটি গৃহ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, মধ্য দেওছড়া নবীন জুনিয়র বেসিক স্কুলটির জন্য ১,৬৩১ টাকা এস. আর. পি-তে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

44. Admitted Starred Question No. 233 By Shri Shyama charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কক্ বরক সাহিত্য উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। থাকিলে পরিকল্পনাগুলি কি কি ? (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। (ক) কক্ বরক ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ ;

(খ) শিশু সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ।

(গ) ব্যাকরণ এবং অভিধান রচনা ও প্রকাশ ;

(ঘ) কক্ বরক ভাষার সাহিত্যিকদের উৎসাহদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনাধীন আছে।

45. Admitted Starred Question No. 310 By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(ক) ইহা কি সত্য যে শহরাঞ্চলে কিছু উদ্বৃত্ত শিক্ষক রয়েছেন যাদের একটা অংশ সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রী যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শহরাঞ্চলে রয়েছেন ;

(খ) ইহাও কি সত্য যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ভুগছে ;

(গ) সত্য হলে শিক্ষক বন্টনের বৈষম্য দূরীকরণে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

(ক) হ্যাঁ।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) শহরাঞ্চলে উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের গ্রামাঞ্চলের ঘাটতি শিক্ষক সমপন্ন বিদ্যালয় সমূহে বদলীর মাধ্যমে এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এই বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

47. Admitted Starred Question No. 322 By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার দুর্লভ নারায়ণ এস বি স্কুলটি মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে কবে নাগাদ পরিকল্পনা নেওয়া হবে ?

১। এখনও এরূপ কোন পরিকল্পনা লওয়া হয় নাই।

২। সময়ে দেখা যাবে।

48. Admitted Starred Question No. 339 By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশালগড ব্লক অন্তর্গত সিপাইজলা মাধ্যমিক স্কুলটিকে দ্বাদশ স্কুলে উন্নীত করণ সহ স্কুলে গৃহ সম্প্রসারণ ও পাকা করার পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকলে কবে পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত করা হবে ;

৩। না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। সিপাইজলা মাধ্যমিক স্কুলটিকে পাকা দালান করার পরিকল্পনা আছে তবে উক্ত স্কুলটিকে দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে উন্নীত করার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। স্কুল গৃহ নির্মানের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন আছে কিন্তু টাকার স্বল্পতা হেতু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাকা দালান করার কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইতেছেনা।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

LIST OF PERSONS WHO DEPOSITED ARMS AND AMMUNITION ON 23-7-83 AT RAIYABARI UNDER KILLA P. S.

1.	Mukta Hari Jamatia Thapa S/O Golak Charan Jamatia of village Chalitabari P. S. Teliamura.	— Pistol (Country made) one.
2.	Biswaswar Jamatia Uchai S/O Baidesh Kr. Jamatia of Kachima P. S. Birjong	— Pistol (Country made) one
3.	Biswa Jamatia S/O Lt. Mangal pada Jamatia of Singulungbari P. S. Ompi.	— One Country made Sten gun (9mm) agd 22 rounds.
4.	Puspa Sadhan Jamatia S/O Satya Kr. Noatia of Dewanbari P. S. Killa.	— One Country made sten gun.
5.	Ramcharan Jamatia S/o Shib Hari Jamatia of Raiya bari P. S. Killa.	— One Country made sten gun.
6.	Apaitya Jamatia S/O Baladamani Jamatia of Tantaibari, Nagrai P. S. Ompi.	— 303 Rifle one and ten 303 rounds.
7.	Sambhu Jamatia S/O Rabindra Kr. Jamatia of Tantaibari, Nagarai, P. S. Ompi.	— One '303 Rifle and ten ·303 Rounds.
8.	Rabindra Jamatia S/O Purna Kr. Jamatia of Tarbang P. S. R.K. Pur.	— One '303 Rifle and ten ·303 Rounds.

9. Harendra Jamatia Kokrang S/O Manindra Kr. Jamatia of New Dewanbari P. Killa. - One DBBL gen and 12 bore nos Caryridges.

10. Mati Jamatia S/O Maharai Jamatia of Garjantali P S. Teliamura. — One Country made sten gun.

11. Padma Charan Jamatia S/O Khasuk Jamatia of Kasko P. S. Amarpur — One DBBL gun with 6 round with 15 Nos. hana made cartridges.

LIST OF S RRENDERED PERSONS AT RAIYABARI UNDER KILLA P. S. ON 23-7-83.

1. Shri Joymangal Deb Barma,
S/O Late Bir Chandra Deb Barma,
Vill. Radha Charan Thakur Para,
P. S. Jirania, Tripura West.

2. Smti. Sandhaya Rani Deb Barma
D/O Sukhu Charan Deb Barma,
Vill Balaram Thakur Para,
P. S. Jirania, Tripura West.

3. Shri Swapan Kr. Jamatia,
S/O Haripurna Jamatia,
Vill. Raiyabari, P. S. Killa,
South Tripura.

4. Apnita Jamatia,
S/O Balaramani Jamatia,
Vill. Kunjamura P. S. Takarjala,
West Tripura.

5. Nalani Jamatia,
S/O Birdhaja Jamatia,
Vill. Kunjamura,
P. S. Takarjala, West Tripura.

6. Nobin Chabi Jamatia Khapu,
S/O Ratiranjan Jamatia,
Vill Kunjamura P. S. Takarjala,
West Tripura.

7. Monoranjan Jamatia,
S/O Suratmani Jamatia,
Vill Kupilong
P. S. Killa, South Tripura.

8. Nanda Jamatia,
S/O Mani Mohan Jamatia.
Vill Laisabari, Krishna Bhakta Bari,
P. S. R. K. Pur, South Tripura.

9. Biswa Rani Reang,
D/O Budharan Reang,
Vill. Kalma, P. S. Baikhura
South TriPura.

10. Puspa Sadhan Jamatia,
S/O Satya Kumar Jamatia,
Vill. Dewan Bari, P. S. Killa,
South Tripura.

11. Ramcharan Jamatia,
S/O Sibhari Jamatia,
Vill. Raiyabari, P. S. Killa,
South Tripura.

2 Hari Charan Jamatia,
S/O Pabitra Kishore Jamatia,
Vill. Laisabari Krishna Bhakta Bari,
P. S. R. K. Pur, South Tripura.

13. Sambhu Kumar Jamatia, @ Dabarok,
S/o Nijar matan Jamatia, Vill—Waimuli,
PS. R. K. Pur, South Tripura.

14. Dhananjoy Jamatia,
S/o Suresh Ch. Jamatia,
Vill—Tarbang, P.S. Killa (R. K. Pur),
South Tripura.

15. Mukta Ranjan Jamatia,
Dulapada Jamatia, Vill—Amlak,
PS. Killa, South Tripura.

16. Bijoy Sadhan Jamatia,
S/o Birendra Mohan Jamatia,
Vill—Pabitra Ram Bari. PS. Killa,
South Tripura.

17. Bidya Charan Jamatia,
S/o Nandahari Jamatia, Vill—Pabitra Ram Bai
PS. Killa, South Tripura.

18. Rabi Kumar Deb Barma,
S/o Nimai Ch. Deb Barma, Vill—Waimuli.
PS. R. K. Pur, South Tripura.

19. Dhanahari Jamatia,
S/o Sujan Padha Jamatia,
Vill—Maitholong, PS. Killa,
South Tripura.

20. Balakmoni Jamatia,
S/o Sarath Kr. Jamatia Vill—Haranbari,
PS. Killa, South Tripura.

21. Baikuntha Jamatia,
S/o Manapada Jamatia, Vill—Raiyabari,
PS. Killa, South Tripura.

22. Santi Behari Jamatia,
Pabitram Jamatia, Vill—Raiyabari,
PS. Killa, South Tripura.

23. Mahi Raban Jamatia, @ Rashahari,
S/o Bishnumohan Jamatia,
Vill—Taibangpai, PS. Killa,
South Tripura.

24. Sadhan Kumar Jamatia,
S/o Baishistya Kr. Jamatia, Vill—Tanbarg
PS. R. K. Pur, South Tripura.

25. Krishna Kumar Jamatia,
S/o Ananda Kr. Jamatia,
Vill—Shilghati,. PS, R. K. Pur,
South Tripura.

26. Monigosai Kr. Jamatia,
S/o Sashi Kr. Jamatia,
Vill—Shilghati, PS. R. K. Pur,
South Tripura.

27. Harendra Kr. Jamatia, @ Kokrang,
S/o Manindra Kr. Jamatia,
Vill—New Dewanbari, PS. Killa,
South Tripura.

28. Deb Sadhan Jamatia, @ Sainyasashan,
S/o Ramesh Ch. Jamatia,
Vill. Dewanbari, PS. Killa,
South Tripura.

29. Rabindra Kr. Jamatia,
S/o Punra Kr. Jamatia,
Vill Tarbang, PS. R. K. Pur,
South Tripura.

30. Puran Ch. Jamatia,
S/o Monmohan Jamatia,
Vill. Tarbang, PS. R. K. Pur,
South Tripura.

31. Haripadha Jamatia,
S/o Mrityunjoy Jamatia,
Vill. Singlong, PS. R. K, Pur,
South Tripura.

32. Sarna Sadhan Jamatia,
S/o Indra Bhadur Jamatin,
Vill. Singlong, PS. R. K. Pur,
South Tripura.

33. Budhwa Dayal Jamatia,
S/o Udaimohan Jamatia,
Vill. Singlong, PS. R. K. Pur,
South Tripura.

34. Gujari Jamatia,
S/o Nanda Ram Jamatia,
Vill. Raiyabari, PS. Killa,
South Tripura.

35. Jyotish Jamatia
S/o Jajati Jamatia,
Vill. Noabari, PS. Killa,
South Tripura.

36. Krishna Charan Jamatia,
S/o Chandan Kumar Jamatia,
Vill Dewanbari, PS. Killa,
South Tripura.

37. Hangshadhwaj Deb Barma, @ Mesa,
S/o Roymohan Deb Barma,
Vill. Radhunath Depha.
PS. Jatrapur, West Tripura.

38. Indra Kr. Jamatia,
S/o Umesh Kr. Jamatia,
Vill. Ramchara PS. Jotrapur,
West Tripura, Sonamura.

39. Khagendra Jamatia,
S/O Chaitanya Jamatia,
Vill. Baisghar, PS. Teliamura,
West Tripura, Khowai.

40. Hemendra Kr. Jamatia, @ Khumber,
S/O Lt. Kashipada Jamatia,
Vill. Trisabari, PS, Teliamura
West Tripura, Khowai.

41. Muktahari Jamatia, @ Thangmpa @ Thampra,
S/O Gulak Charan Jamatia,
Vill. Chaita bari, PS. Teliamura,
West Tripura.

42. Mani Kanta Jamatia @ Dewan,
S/O Dhanamanik Jamatia,
Vill Chanlai, PS. Teliamura,
West Tripnra, Khowai.

43. Kabita Jamatia @ Abhay @ Kachak Jamatia,
S/O Durjalai Jamatia,
Vill. Pakpoi, PS. Teliamura, West Tripura.

44. Chandrahar @ Congfoug,
S/O Nayan mani Jamatia,
Vill. Garjanmura, PS. Teliamura,
West Tripura.

45. Jagat Hari Jamatia, @ N. K. O.,
S/O Anantahari Jamatia,
Vill. Taithampai, PS. Teliamura,
West Tripura.

46. Bahadur Jamatia @ BDR,
S/O Dharma Sadhan Jamatia,
Vill. Taithampoi, PS. Teliamura,
West Tripura, Khowai.

47. Tripanna Jamatia @ Ati,
S/O Santana Bahadur Jamatig,
Vill. Haduaa, PS. Teliamura,
West Tripura, Khowai.

48. Mati Mohan Jamatia,
S/O Moharai Jamatia,
Vill. GarJantali, PS. Teliamura,
West Tripura, Khowai.

49. Nirbachan Jamatia,
S/O Nakhatra Jamatia,
Vill. Garjantali, PS. Teliamura,
West Tripura, Khowai.

50. Harikanta Jamatia @ Khakrai,
S/O Dinamani Jamatia, Brajananda para,
PS. Nutanbazar.

51. Kamal Kishor Jamatia,
S/O Sri Kamal Kr. Jamatia, Dugri
PS. Nutanbazar.

52. Pranhari Jamatia,
S/O Sri Shahila Jamatia,
Purbamanikya Dewan, PS. Nutanbazar.

53. Kali Sadhan Jamatia,
S/O Sri Charan Lal Jamatia,
Conggia, PS. Amarpur.

54. Bharat Keshore Jamatia,
S/O Sri Birendra Kishore Jamatia of Sarbang,
PS. Amarpur.

55. Bir Bahadhur Jamatia,
S/O Lt. A L Kr. Jamatia of Conggie,
PS. Amarpur.

56. Bishna Prava Jamatia,
S/O Sambab Pada Jamatia of -do-
PS. Amarpur.

57. Biswambahari Jamatia,
S/O Sri Pancha Kr Jamatia, Duluma,
PS. Amarpur.

58, Abatianahari Jamatia.
S/O Sri Chaitanyahari Jamatia, of Kalima,
PS. Amarpur.

59. Janeswar Jamatia,
S/O Jagadish Jamatia of Kachima,
PS. Amarpur.

60. Satyamohan Jamatia,
S/O Sri Abihari Jamatia, of -do-

61. Dulcha Jamatia,
S/O Ramba Kr. Jamatia, of Khejurbari,
PS. Amarpur.
62. Sudhan Debbarma,
S/O Chaitra mohanDebbarma,
of Twisa Rangchak PS. Amarpur.
63. Rabi Debbarma.
S/O. Sri Bhaban Debbarma
of Taiharchan Chak P. S. Amarpura.
64. Gopal Data Jamatia.
S/O. Sri Rajendra Jamatia,
of Khajorbari, P.S. Amarpur.
65. Ananta Hari Jamatia.
S/O. Sri Niranjan Hari Jamatia,
of Khajurbari, P.S. Amarpur.
66. Dillo Ka. Jamatia.
S/O. Lt Jayanta Hari Jamatia,
of Garjung. P.S. Amarpur.
67. Deba Jamatia.
S/O. Sri Aruti Rishore Jamatia,
of Garjung. P.S. Amarpur.
68. Joy Kishor Jamatia,
S/O. Sri Joymohan Jamatia,
of Garjung. P.S. Amarpur.
69. Hari sadhan Jamatia.
S/O. Sri Pravat Hari Jamatia,
of Garjung. P.S. Amarpur.
70. Padma Bahadhur Jamatia.
S/O. Sri Joyanta Bahadhur Jamatia,
of Rachku. P.S. Amarpur.
71. Ananta Bala Jamatia.
S/O. Lt. Nayanta Hari Jamatia.
of Chedhua. P.S. Amarpur.
72. Puaba Kr. Jamatia.
S/O. Lt. Putra Hari Jamatia,
of Nagrai. P.S. Amarpur.
73. Hari Charan Jamatia.
S/O. Lt. Brajendra Jamatia,
of Nagrai. P.S. Amarpur,

74. Sonaram Malsom.
of Phumpara. Amarpur.

75. Rabimohan Jamatia.
S/O. Ratindra Bijoy Jamatia,
of Singlong. P.S. Amarpur.

76. Ajitra Kr. Jamatia.
S/O. Lt. Amar Ch. Jamatia,
of Chechua. P.S. Amarpur.

77. Sutna Kr. Jamatia.
S/O. Rabindra Jamatia,
of Kamlai. P.S. Amarpur.

78. Khagendra Kalai.
S/O. Leta Kr. Kalai,
of Baishya Mani. P.S. Ompi.

79. Gurumanya Jamatia
S/O. Ajudhya Jamatia,
of Kamlai. P.S. Amarpnr.

80. Brahemendra Hari Jamatia.
S/O Mangee Hari Jamatia,
of Kamlae, P.S. Amarpur.

81. Chandradhan Jamatia.
S/O. Dharma Cishore Jamatia,
of Kasco. P.S. Amarpur.

82. Sujugya Jamatia.
S/O. Lt. Santa Kr. Jamatia,
of Gulasingh. P.S. Amarpur.

83. Karmadoyal Jamatia.
S/O. Bogendra Jamatia,
of Raimaveli. P.S. Gandacharra.

84. Ghandra Manik Jamatia.
S/O. Tarani Kr. Jamatia,
of Raima. P.S. Gandacharra-

85. Sashi Mohan Jamatia-
S/O. Sadhon Kr. Jamatia.
of Dulumo. P.S. Natunbazar.

86. Adhimanya Jamatia.
S/O. Chandra Mohan Jamatia,
of Duluma. S.S. Natanbazar.

87. Haraha.i Jamatia.
S/O Aniz Kr. Jamatia,
of Chandakchara. P.S. Amarpur.

88. Deba Bhakta Jamatia.
S/O. Lt. Ananda Jamatia,
of Chachuabari. P.S. Amarpur.

89. Gouranga Jamatia.
S/O. Ananta Mo. Jamatia of Borboria, P.S, Amarpur.

90. Chandra Sadhan Jamatia.
S/O. Lt. Radha Kr, Jamatia of Singlong, P.S. Ompi.

91. Ajudhuya Jamatia.
S/O. Dhani Kr. Jamatia of Singlong, P.S. Ompi.

92. Lani Hari Jamatia.
S/O. Sibu Gosai Jamatia of Chankhala P.S. Ompi.

93. Bela Jamatia.
S/O. Hari Charan Jamatia, of Raima P.S. Gandacharra.

94. Bisweswar Jamatia.
S/O. Baidesh Kr. Jamatia of Kachima, P.S. Amarpur.

95. Sahagya Jamatia.
S/O. Alini Kr. Jamatia of Duluma, P.S. Amarpur.

96. Mohini Kr. Jamatia.
S/O, Biranjoy Jamatia of Duluma, P.S. Amarpur.

97. Birsadhan Jamatia.
S/O. Sadhan Bakta Jamatia of Khedranal, P.S, Nutanbazar.

98. Birendra Jamatia.
S/O. Prabhat Kr. Jamatia of Malbasa Collony, P.S. Amarpnr,

99. Anil Kr. Jamatia.
S/O. Lt. Sabitri Mo. Jamatia of Duluma, P.S. Amarpur.

100. Gohar Kishore Jamatia.
S/O. Tampada Jamatia of Duluma, P.S. Amarpur.

101. Biswa Jamatia,
S/O. Lt. Mangal pada Jamatia,
Vill:- Singlong, P.O. Taidu, P.S. Ompi.

102. Biswa Kr. Jamatia,
S/O. Sri Mangal Pada Jamatia,
Vill. Parakathal, P.O. Taidu, P.S. Ompi.

103, Sonahari Jamatia,
S/O. Hrishikesh Jamatia,
Vill. Parakathal, P.O. Taidu, P.S. Ompi.

104. Basuki Hari Jamatia,
Adhibasi Jamatia,
Vill. Singlong, P.O. Taidu, P.S. Ompi.

105. Solindra Jamatia
S/O. Lt. Alapada Jamatia,
Vill. Taibaglai P.O. Ompi, P.S. Ompi, South TPA.

106. Birendra Jamatia,
S/O. Nabadwip Jamaria,
Vill. Sonachhra, P.O. Nagrai, P.S. Ompi.

107 Kunja Sadhan Jamatia,
S/O. Rati Ranjan Jamatia,
Vill. Bordharghat P.O. Rangamati, P.S. Ompi.

108. Narayan Jamata,
S/O. Brigeabanu Jamatia,
Vill. Borbaria, P.O. Gamako, P.S. AMP.

109. Bir Barma Jamatia,
S/O. Chaitanya Kr. Jamatia,
Vill Borboria, P.O. Gamako, P.S. AMP.

110. Sadhan Hari Jamatia.
S/O. Jogathari Jamatia,
Vill. Singlong, P O. Taidu, P.S. Ompi.

111. Bikash Malsom,
S/O. Kailyan Manik Malsom,
Vill. Taichalong, P.O. Taidu, P.S. Ompi.

112. Chakra Sadhan Jamatia.
S/O. Kalicharan Jamatia,
Vill. Gamako, P.O. Gamako, P.S. AMP.

113. Upaharan Jamatia,
S/O. Lt. Dibba Das Jamatia,
Vill. Sarbong, P O. Sarbong, P S. AMP.

114. Jagadish Hari Jamatia,
S/O. Surendra Jamata,
Vill. Borbaria, P.O. Gamako, P.S. AMP.

115. Kamal Singh Jamatia.
S/O Deba Singh Jamat a,
Vill Singlong, P O. Taid u, P.S. Ompi.

116 Niz Mani Jamatia
S/O. Kripadayal Jamatia,
Vill. Bandarghat, P O. Rangamati, P.S. AMP.

117. Sambhu Kr. Jamatia,
S/O. Rabindra Kr. Jamatia,
Vill. Tentwobari, P.O. Nagrai, P.S. AMP.

118. Padma Charan Jamatia,
S/O. Khasuk Ch. Jamatia,
Vill. Kasco, P.O. Sarbong, P.S. AMP.

119. Sadhan Jamatia,
S/O. Nitya Pada Jamatia,
Vill. Taidu, P.O. Taidu, P.S, AMP,

120. Jagat Lila Jamatia,
S/O. Sudhanya Jamatia,
Vill. Konimura, P.O, Laxmipati, P.S. R.K. Pur.

121. Kripa Sadhan Jamatia,
S/O. Ballav Jamatia,
Vill. Taiharsong, P.O. Maharani, P.S R.K. pur.

122. Jagatmohan Jamatia,
S/o. Chitrapada Jamatia,
Vill. Baisyabari, P.o. Maharani, P.S. R.K. Pur.

123. Adung Kr. Jamatia,
S/o, Birendra Kr. Jamatia,
Vill Dewanbari, P.o. pitra, P.S. R.K. Pur,

124. Dulashmani Jamatia.
S/o. Shyama Sadhan Jamatia,
Vill. Kachigang. P.o. P.S. Killa.

125. Suresh Ch. jamatia,
S/o Ramani Kr. jamatia,
Vill. Dewanbari, P. O. pitra,
P. S. Killa.

126. Purba Ch. jamatia,
S/o Bhakta Kr. jamatia,
Vill. Kopilong, P. S. Killa,
Dist. South Tripura,

127. Karmahari jamatia,
S/o Brajabehari jamatia,
Vill. Sungrong,
P. o. Maharani, P. S. R. K. pur.

128. Dulasa Mani jamatia,
S/o Man Bihari jamatia.
Vill. Naigila,
P. O. Laxmipati, P. S. R. K. pur.

129. Krishna pradha Jamatia,
S/o Bikhadhan Jamatia,
Vill. Naigila. P. O. R. K. Pur,
Dist. South Tripura,

130. Indra Kr. Jamatia,
S/O Lt. Sujan Kr. Jamatia,
Vill. Atharabala,
p. S. Killa, Dist, South Tripura,

131. Raja Kr. Jamatia,
S/O Rupa Ch. Jamatia,
Vill. Dewanbari, p. S. Killa,

132. Radha kishore jamatia.
S/O Mrityunjay Jamatia,
Vill. Singha Rai, p. S. AMP,
Dist. South Tripura,

133. Binanda Jamatia,
S/O Lt. Dharma Sadhan Jamatia
Vill Dewanbari, P, O, Pitra,
P. S. Killa, Dist. South Tripura,

134. Rabi Shadhan Jamatia,
S/O Gana Kr Jamatia,
Vill. Tringhurai, P. O. Nagrai,
P, S, AMP Dist. South Tripura.

135. Jaharlal Malsom S/O Lt. Agar Bhakta Marsom,
Vill. Dewan chara, P. O. Pitra, p. S. R. K. pur,
Dist. South Tripura,

136. Pradip Ded Barma, S/O Samukhchara,
P. O. Tulamura, P. S R. K. Pur,
Dist. South Tripura,

137. Makhan Jamatia.
S/o Shri Deba Kr. Jamatia.
Vill. Kachima P.O. Sarbong.
P.S. AMP. Dist. South Tripura.

138. Debajoy Jamatia.
S/o Subanya Kr. Jamatia.
Vill. Kachima. P.O. Sarbong. P.S, AMP,
Dist. South Tripura.

139. Genesh Kalai.
S/o Lt. Hilindra Kalai.
Vill. Jantranapara. P.O. Dhanlekha.
P.S. Ompi. Dist. South Tripura.

140 Jaharlal Jamatia.
S/o Shri Gopal Ch. Jamatia.
Vill. Taibaglai P.S. Ompi.
Dist. South Tripura.

141. Lalu Jamatia. S/o Bharai Gosai Jamatia.
Vill. Naijila, P.O. Maharani, P.S. R.K. Pur.
Dist. South Tripura.

ANNEXURE—"C"

Following are the 15 conditions of the agreement reached between the Government and represantatives of the ATPLO.

1. Shri Binanda Jamatia and his followers would surrender to the Govt. within one month w. e. f. 23. 7. 83. They would also surrender all Arms & ammunition on 23. 7. 83.
2. Shri Jamatia would submit a list of his followers to the Govt. for scrutiny.
3. Just after surrender Shri Jamatia would disolve ATPLO/ATPLA.
4. Shri Jamatia and his followers would not indulge in any extremists activities and would co-operate with the Govt. to maintain peace in the state.
5. State Govt. would try to implement 6th schedule in the State.
6. More effective steps would be taken to return alienated land to the tribals.
7. Expulsion of foreigners from the state who have infiltrated after 1971 and most stringent measures would be taken to check influx of foreigners.
8. Efforts would be under taken to set up a college, more III, townships in the A. D. C. areas.
9. Those who would surrender, would be given govt. job as per qualification. And those who are not qualified for holding any Govt, service or unwilling to join Govt. services, would be rehabilitated on self employment scheme by setting Agriculture farm/Rubber plantation/Transport license/Fisharies/Live stock farms and small scale Industries. For this, monetory held to be tune of Rs. 20,000/- (Twenty thousand) would be spent for each family and khash land would be alloted to them.

10. Rupees four thousand would be given to those persons whose houses were damaged for their absence from the houses.

11. All the cases registered against the surrendering persons would be viewed from the Political angle and efforts would be made to withdraw them.

12. They would not be arrested a fresh for their past deeds and efforts would be taken to release persons who are in custody.

13. Riot at Teliamura in 1979 June and that of 1980 riot are different in nature. All persons, who are not charged with murder and arms Act. cases would be withdrawn.

14. Amarpur raid case would also be examined and considered for withdrawal.

16. The Govt. would take adequate security measures for the safety of the surrender. A committee would be formed with seven members to be nominated by Shri Binanda Jamatia and an officer from Tribal Welfare Department to observe the implementation of the condition agreed upon by both the parties.

Printed by
The Manager, Tripura Govt. Press,
Agartala.